শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

এক বিংশ খণ্ড।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী।

অকিঞ্চন শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

এক বিংশ খণ্ড।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী।

অকিঞ্চন শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২।

লেখক নামানুসারে

প্রবন্ধ সূচী।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী ।

২১শ বর্ষ } বিষ্ণু ৪৩২ { ১ম সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী ।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী ॥

নববর্ষ ।

নিরুপম করুণা-রত্নাকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এবং তদীয় নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পায় শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার একবিংশ বার্ষিকী সেবায় নিযুক্ত হইলাম। শ্রীপত্রিকা নির্ম্মৎসর নিরুপাধিক ভক্তগণের আনন্দবিধায়িনী একথা পত্রিকার সেবনসূত্রে আমাদের সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক আছে।

ভগবানের ভক্তসজ্জায় যাঁহারা হৃদয়ে শুদ্ধভক্তি ত্যাগ করিয়া অবান্তর ফললাভের জন্য নিজ নিজ বিষয়কে ভজন বলিয়া প্রচার করিতে চান তাঁহাদের তাদৃশ প্রণালী সজ্জনগণ আদর করিতে না পারিয়া তাঁহাদের

সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। অশুদ্ধ বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী জনগণের সহিত এক মত হইতে না পারায় সজ্জনদিগকে বাধ্য হইয়া তাদৃশ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইতেছে; শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদাই প্রতিকূল সঙ্গ ত্যাগ করেন। অশুদ্ধ কৃত্রিম ভক্তগণকে আদর করিতে না পারিয়া সজ্জনগণ তাঁহাদের কৃপালাভে অযোগ্য হইতেছেন সত্য কিন্তু এই কেবলা ঐকান্তিকী ভক্তিচেষ্টা ব্যতীত সজ্জনের আর গত্যন্তর নাই। কাহারও অনুরোধ কাহারও প্রতিরোধ কাহারও সবিরোধ সজ্জনের পথভ্রষ্ট না করে ইহাই শুদ্ধভক্তগণের চরণে প্রার্থনা।

বিগত বর্ষে শুদ্ধভক্তি প্রচারের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হওয়ায় সমৎসর ব্যক্তিগণ নানাপ্রকারে সজ্জনের হিংসায় ব্রতী হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে কয়েক সম্প্রদায় শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নানাপ্রকারে হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপ জিঘাংসা বৃত্তি মানবোচিত না হইলেও তাঁহারা তাদৃশ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হইয়াছেন। অভক্তগণকে নিজ নিজ, কৃত্রিম ভক্তি দেখাইতে গিয়া তাঁহাদের নিজ কাপট্য প্রদর্শন করিতেও ত্রুটী হইতেছে না। অবশ্য কপটতা করিয়া অনভিজ্ঞ মূর্খদিগকে নিজ দলে আনিতেছেন, কোথাও প্রলোভন দেখাইয়া বিপ্রলিপ্সা প্রচারের সহায়তা করিতেছেন। এই সকল অনিত্য প্রয়াসের ফলে তাঁহারা ক্রমশই হরিবিমুখ হইয়া পড়িলেন, আমরা তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইতেছি।

শ্রীধামনবদ্বীপের যথার্থ স্থানগুলিকে অনাদর করিয়া মিথ্যা স্থানগুলিকে অনভিজ্ঞগণের নিকট সদম্ভে সংস্থাপন করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা অনিত্য হরিবৈমুখ্যরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লইয়া ভগবান্ ও হরিজনের বিদ্বেষ সাধন করিতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিবেন না, মূর্খতা ও পাণ্ডিত্যের উপলক্ষণে যথেচ্ছাচার করাই তাঁহাদের অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহঁাদের চেষ্টা অন্যাভিলাষময় সুতরাং শুদ্ধভক্তির বিরোধ

করিতে করিতে তাঁহারা নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিবেন। বিদ্বেষীর উপেক্ষা করা মধ্যমবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সুতরাং তাদৃশ সমৎসরগণ উপেক্ষিত হইয়া ভবিষ্যতে নিজ নিজ হরিবৈমুখ্য ছাড়িয়া দিবেন ইহাই ভরসা।

যাহারা সাংসারিক প্রাকৃত রসকে ভক্তিরস বলিয়া প্রচার করিয়া নিজ অমঙ্গল আনয়ন করিতেছেন তাঁহাদিগের সহিত আর সজ্জনভক্তের সহানুভূতি করা উচিত নহে। নব্য গৌরনাগরী দল অনেকেই নিজ নিজ ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়াছেন, আবার কেহ বা স্বার্থ অন্বেষণ মানসে গৌরবিমুখ হইয়া দৌরাত্ম্য করিতে নিবৃত্ত হইতেছেন না।

সমৎসরগণ নামাপরাধ বলে পাপাচরণ, নাম বিক্রয়, মন্ত্র বিক্রয়, নাম প্রচার বিক্রয়, অর্চ্চা উপলক্ষণে অর্থার্জ্জন, অর্থলোভে গ্রন্থাদি বিক্রয় প্রভৃতি ভাড়াটিয়া কার্য্য আবাহন করিয়া নিজ শুদ্ধভক্তি হইতে অনন্তকালের জন্য বিচ্যুত হইয়া ভোগবাসনায় বিধ্বস্ত হইতেছেন। ভাড়াটীয়া বৃত্তি দ্বারা গৃহব্রত হইলে হরিসেবা হয় না, একথা শুনিয়াও তাহারা নিজ নিজ বিরূপ স্বার্থরূপ কল্মষ ত্যাগ করিতেছেন না। এই সকল বিকৃতবুদ্ধি হরিদাস-গণের জন্য আমরা অনুতপ্ত। শুদ্ধভক্তি সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হইলে এবং ভগবৎকৃপায় উহারা তাহা গ্রহণ করিলে এই সকল জীবের মঙ্গল হইতে পারে।

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় এবৎসর "জৈবধর্ম্ম" ও শ্রীহরিনামচিন্তামণি প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছেন। শ্রীযোগপীঠে শ্রীশচীপ্রাঙ্গণে গৌরজন্ম-ভিটায় বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে শতাব্দপাদ পূর্ব্বে যে সেবা সংস্থাপিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত অন্তর্দ্বীপে শ্রীমায়াপুরে এবৎসর আরও শ্রীমহাপ্রভুর দুইটী পৃথক সেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে শ্রীমায়াপুরে তিনটী

নিত্য সেবা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উদরাদি বেগগ্রস্ত শ্রীধামবিরোধীদলের প্রতিকূল চেষ্টাও লীলারই পুষ্টি করিতেছে।

এ বৎসর বারাণসীতে যে হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাঁহাদের বেদান্তের পাঠ্যতালিকায় শ্রীরামানুজীয় ও শ্রীমন্মাধ্ব সম্প্রদায় সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ স্থান লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমাদের আনন্দ হইয়াছে। গৌড়ীয় বেদান্ত গোবিন্দ ভাষ্যের পাঠ্যতালিকায় স্থান হইলে আরও সুখের বিষয় হয়।

শুদ্ধভক্তিপ্রচারকল্পে দৌলতপুরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ আসন ও প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে কোয়ানারা প্রদেশে শ্রীমদ্ভক্তিরত্ন মহোদয়ের চেষ্টায় তথায় শুদ্ধভক্তির প্রচার হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধনাম প্রচারের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমরা হৃদয়ের সহিত সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আরাধনা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে অশুদ্ধ বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী সমাজে শুদ্ধ কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব প্রচারিত হইলে শুদ্ধভক্তির আদর বাড়িয়া সকল জীব ধন্য হইবে। তাঁহার করুণায় বর্ত্তমান বর্ষে আমরা দিন দিনই শুদ্ধভক্তি প্রচারের কথা শুনিয়া যেন উৎসাহান্বিত হই। আচরণকারীগণের দ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা শুদ্ধাভক্তি প্রচারই শ্রীগৌরাঙ্গের অমল দাস্য। কৃত্রিম বিচারকের সজ্জায় নিজ আচরণে হরিভজনের নামগন্ধ শূন্য হইয়া চৈতন্য তত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়া মৎসরতা বা নিকৃষ্ট বিষয় চেষ্টা কখনই প্রচার শব্দ বাচ্য নহে। উহা প্রতিকূল অনুশীলন মাত্র। তাদৃশ প্রচার চেষ্টাই প্রচারককে বিপরীত আচারবিশিষ্ট করিয়া শুদ্ধভক্তের বিদ্বেষরূপ ভজনানুষ্ঠানে (?) নিযুক্ত করিতেছে। উহার নাম আত্মবঞ্চনা। আত্মবঞ্চকের ভ্রমপথ

করে তাহাদের পারত্রিক দুর্গতি চিন্তা করিলে আমাদের দুঃখ হয়। মানবজীবনের এই অবান্তর চেষ্টারূপ অপব্যবহার প্রশংসনীয় নহে।

আত্মরক্ষা।

জেগো রে মন জেগো।
করোনা তাহার সঙ্গ কভু কপট শঠ যে গো।
ওগো কৃষ্ণ কথা শুনে,
আর এক দিকে কান্ যে ফিরায় গান ধরে গুন্ গুণে
কাল্ ভুজঙ্ সে গো
জেগো রে মন জেগো!
ও যার মুখে নাইকো কৃষ্ণকথা বল্‌ছে আমি ভক্ত
গুরুর কৃপার জোরে
তাহার মানস বড়ই জেনো শক্ত
তাহার সঙ্গ কর্ব্বে না' কো গেলেও তুমি ম'রে,
কইবে কথা মুখে স্থান দিওনা বুকে
কথায় তাহার কভু ও নাহি রেগো,
জেগো রে মন জেগো
ও যার প্রতিষ্ঠাশা বেজায়, (বল) তাহার কাছে কে যায়,
সে যে ঘুরছে সদা কেমন করে প্রতিষ্ঠাকে পাবে,
ফল্গু বিরাগ ভাবে।

ধিক্‌রে তাহার জীবন, কর্‌চে না যে সেবন,
হরির।
ঘুরচে পিছন হরিন্‌পারা সেই প্রতিষ্ঠা পরির।
ভক্তি থেকে পড়ে আছে দূরে বহুৎ যোজন।
এক কথাতেই বুঝবে তাহার ওজন
(ও মন) এমন যাহার ধরণ,
পালিয়ে যাবে সেলাম্ করে চালিয়ে জোরে চরণ।
বিষের আকর তাহার কাছে
কিছুই নাহি মেগো। জেগো ও মন্ জেগো।

নিষ্কিঞ্চন শ্রীনারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়
সাং আবুরি, নদীয়া।

সজ্জন—সর্ব্বোপকারক।

জগতে জীবগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্ত। প্রথমতঃ অন্যাভিলাষী যাঁহারা কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তিযোগ স্বীকার না করিয়া নিজ রুচিমতে চালিত হইয়া যথেচ্ছা আচরণ করেন এবং তাদৃশ আচরণদ্বারা নিজ সুখান্বেষণকেই পুরুষার্থ বলিয়া জানেন।

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মাবলম্বক যাঁহারা সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিজ সুখভোগ উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া পুণ্য সংগ্রহ করেন। পিতৃশ্রাদ্ধ, স্বর্গসুখভোগ, মহঃ জন তপোলোক লাভেচ্ছায় চেষ্টাবান্, জীবের জড়সুখ লাভের উদ্দেশ্যে

ঐহিক চেষ্টা বিশিষ্ট, বিদ্যালয় চিকিৎসালয় অশ্বথপ্রতিষ্ঠা পথনির্ম্মাণ জলদানাদি ইষ্টাপূর্ত্ত, ব্রাহ্মণ ভোজন লোকহিতকর শিক্ষামন্দির প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা পুণ্য সংগ্রহপূর্ব্বক তত্তৎ সৎকর্ম্মের পরিবর্ত্তে ফলস্বরূপে নিজ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বা নিজের জড়েন্দ্রিয় তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর। উহাকেই তাঁহারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম লাভ নামক ত্রিবর্গসিদ্ধি বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডরত মানবগণ অনিত্য ফলভোগ কামনায় জগতের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ নহেন। পুণ্যবান্ কর্ম্মীর ব্রত হঠযোগ ■ বৈদিকানুষ্ঠানগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতিঅনিত্য সৎকর্ম্মগুলি, অন্যাভিলাষীর যথেচ্ছাচার হইতে অপেক্ষাকৃত সৎ। অন্যাভিলাষী অপেক্ষা সৎকর্ম্মপর মানব অনেকের অনিত্য ■ আংশিক উপকার করিতে সমর্থ কিন্তু সর্ব্বোপকারক নহেন। কর্ম্মী নিজেরই যথার্থ উপকার করিবার সম্বন্ধে উদাসীন আবার নিজ জন বলিয়া যাহাদিগকে বলেন তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ। ঐহিক বা আমুত্রিক খণ্ডকালগত শ্রেয়ঃলাভের পন্থা ব্যতীত নিত্যসুখ ও পূর্ণসুখের দৃশ্য তাঁহার হৃন্নয়নে দৃগ্গোচর হয় না ইহাই দুঃখের বিষয়। কর্ম্মী, জগতে বক্তৃতা করিয়া উপদেশ দেন এবং নিজে সেই উপদেশফলে অনিত্য জড়সুখ অর্জ্জন করেন মাত্র।

তৃতীয়তঃ জ্ঞানী, কর্ম্মকাণ্ডনিপুণের ন্যায় আংশিক ■ অনিত্য সুখের ভিক্ষু নহেন। জ্ঞানীর বিচারে খণ্ডকালের অনিত্য সুখ কখনই পূর্ণ নহে সুতরাং কর্ম্মীকে তিনি নিতান্ত খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন ভোগী বলিয়াই জানেন। জ্ঞানীর মতে অন্যাভিলাষীর চেষ্টা ■ কর্ম্মীর পুণ্যাদি উভয়ই বর্জ্জনীয়। তিনি ভোগী নহেন আপনাকে ত্যাগী বা বৈরাগী বলিতে ব্যস্ত। জ্ঞানী বলেন ভোগবুদ্ধিতে অজ্ঞান বাস্ করে, কালদ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁহার বিচার মতে ■■■ অদ্বয়তার সহিত নির্ব্বিশেষভাব বিজড়িত। নির্ব্বিশেষ বিচারে বস্তুর বিচিত্রতা না থাকায় দ্রষ্টা দৃশ্য ■ দর্শনগত নিত্য বিশেষ

নাই। অহংগ্রহোপাসক মুমুক্ষু জ্ঞানী বলেন এই ভেদজগতে অজ্ঞানক্রমে দ্বৈতভাব উদয় হওয়ায় এই প্রকার অশান্তি কল্পিত হইয়াছে। অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই অখণ্ড জ্ঞান অখণ্ড সত্তা ও অনবচ্ছিন্নানন্দের উদয় হয়। তখন জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা, দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন, আনন্দান্বিত, আনন্দানুভবকারী ও আনন্দ নামক বিশেষত্রয় অনন্তকালের [illegible] বিলুপ্ত হইয়া অদ্বয়তার নির্ব্বিশেষত্বই অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানীর এই নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতসিদ্ধিই বহুমানের বিষয়। তিনি মনে করেন এইরূপ শুদ্ধপূর্ণ নিত্যমুক্ত ভগবৎসত্তাকে জড়ের প্রকারভেদরূপে প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিবেন। এইরূপ একটী কাল্পনিক জড়বিচার কখনই ভগবানের অনন্ত শক্তিমত্তার হ্রাস করিতে সমর্থ [illegible] না। ভবরোগের চিকিৎসায় [illegible] অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মী অসমর্থ হইয়াছে দেখিয়া জ্ঞানাবলম্বকের মুমুক্ষাবিচারে ঈশ্বররাহিত্যের মাহাত্ম্য দর্শনে ভগবদ্ভক্তগণ উপকৃত হন না। যথেচ্ছাচারী নাস্তিক্য প্রচার করিতে গিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাই জ্ঞানী ন্যূনাধিক সমর্থন করিয়া নিজদল পুষ্টি করায় ভগবদ্ভক্তগণ উপকৃত হইলেন না একথা মায়াবাদী জ্ঞানীও বুঝিতে পারেন। মুমুক্ষু, বিচারকের পরিচ্ছেদে যে সকল উপদেশ যাহাকে দিলেন সে সকল কথাই অজ্ঞানোত্থ জড়বিচারাধীন সুতরাং তাদৃশ করণসাহায্যে তাদৃশ অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য ভক্তিযোগীর নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর [illegible] হাস্যাস্পদ মাত্র। জ্ঞানীর লক্ষ্য বস্তু কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইলে আত্মবিনাশরূপ চরম ফল লাভই ঘটে। নির্ব্বিশেষত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া তাঁহার ঐ প্রকার দলপোষণ স্বীয় অপক্বতার নিদর্শন মাত্র। অপক্ক পনসকে যদি প্রপক্ক কাঁটালে পরিণত করা হয় তাহা হইলে উহা এঁচড়ে পাকা বলিয়া উদ্দেশের ব্যাঘাত করে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ নিত্যকাল পূর্ণ চিদ্‌বিলাসরঙ্গে নিজ

ছেন তাহা ভক্তের নিত্যপরিপন্থী-নির্ব্বিশেষবাদীর জ্ঞানের গম্য নহে। নিষ্ঠুর জ্ঞানী সজ্জনের চরণে নিত্যকাল অপরাধী বলিয়া মোক্ষের যে কাল্পনিক চিত্র জড়বিচারে অঙ্কন করিয়াছেন তদ্দ্বারা ভক্ত ব্যতীত অন্যের উপকার করিতে সমর্থ মনে করেন। ভক্তিযোগের পরিপন্থী জ্ঞানযোগ কখনই কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না। জড় বস্তুর অনুপাদেয়তার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে চিন্ময় শক্তিমান্ ভগবানকে কেবল মাত্র নির্ব্বিশেষান্ধকূপে পাতিত করিয়া যে অপরাধ সঞ্চিত হয় তদ্দ্বারা মুমুক্ষুর কোন উপকার হয় না এবং ভক্তের ও তিনি কোন উপকার করিতে পারেন না। মায়াবাদী মুমুক্ষু তমোগুণের দ্বারা বিচার করিতে গিয়া সচ্চিদানন্দ ভগবত্তত্ত্বকে জড়নির্ব্বিশেষত্বে স্থাপন করিলেই তিনি কি প্রকারে সর্ব্বোপকারক হইবেন। জড়নির্ব্বিশেষ কখনই চিৎ সবিশেষের তুল্য নহে। চিন্নির্ব্বিশেষ মুখে বলিয়া উঁহাকে জড় সবিশেষের প্রকার ভেদ জ্ঞান করিলে অজ্ঞান পুষ্ট হয় তাহা কখনই মুক্তপুরুষের চিত্তবৃত্তি হইতে পারে না। অহংগ্রহোপাসক নির্ব্বিশেষ বৈদান্তিক নিজ মৎসরতাময় চিত্তবৃত্তিকে শান্তরস বলিয়া প্রতিপাদন করিলেই যে তিনি সর্ব্বোপকারক সজ্জন সংজ্ঞা লাভ করিবেন একথা সজ্জন কখনই বলেন না। কপটভক্ত মায়াবাদী বা প্রাকৃত সহজিয়া বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী বলেন যে তাঁহারা সর্ব্বোপকারক যেহেতু তাঁহারা নিঃশ্রেয়স কৃষ্ণভক্তিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে তাঁহারা শুদ্ধভক্তসংজ্ঞায় কখনই দৃষ্ট হইতে পারেন না। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয়ে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব পুষ্ট হইতেছে, মায়াবাদী, কর্ম্মী যথেচ্ছাচারী প্রভৃতি পরহিংসাময় ভাবসমূহ হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে সেকালপর্য্যন্ত পরোপকারের স্বরূপ প্রতীতি তাঁহাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিতে পারে না।

শেষতঃ শুদ্ধকৃষ্ণভক্তই একমাত্র সর্ব্বোপকারক। তিনিই সজ্জন। শুদ্ধ-ভক্তই মায়াবাদীকে তাহার বিচারমূঢ়তা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, তিনিই কর্ম্মীকে তাঁহার ফল্গু ভোগবাসনা হইতে উদ্ধার করিতে বলবান্, তিনিই কেবল যথেচ্ছাচারীকে তাহার ক্ষুদ্র অভিলাষের কৈঙ্কর্য্য হইতে উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে ক্ষমবান্। সেই জন্যই শুদ্ধভক্ত কুল-শেখর বলিয়াছেন ধর্ম্ম অর্থ ■ কাম এই ত্রিবর্গ অথবা পার্থিব অশান্তি অপনোদনের চেষ্টা রূপ মোক্ষ শুদ্ধভক্তের থাকিতে পারে না, মুমুক্ষা নাম্নী ছলনা কখনই শুদ্ধভক্তকে আক্রমণ করিতে পারে না। একমাত্র জীবের নিত্যবৃত্তি হরিসেবাই জীবের পরমোপকারে সমর্থ এবং হরিজনগণই সর্ব্বো-পকারক। তাঁহারা মায়াবাদীর ন্যায় মতবাদ প্রচার বা ভোগীর ন্যায় ইন্দ্রিয় তর্পণ মূলে বিরূপ স্বার্থে প্রমত্ত নহেন। কৃষ্ণস্বার্থ ব্যতীত মায়িক ভোগপর স্বার্থ বা জড়ত্যাগপর অনর্থ ভক্তকে কোনদিন গ্রাস করিতে সমর্থ নহে। কৃষ্ণপ্রপত্তি ব্যতীত জীবের কাল্পনিক অপবর্গ মার্গ কখনই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ নহে। একমাত্র কৃষ্ণৈকপ্রপন্ন সজ্জনই নিজো-পকারক এবং সমগ্র জগৎকে হরিজনজ্ঞানে সর্ব্বোপকারক সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য। শুদ্ধভক্ত, সর্ব্বদাই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত আবার মিছাভক্তগণের দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টাও তাঁহার হৃদয়ে বলবান্। সজ্জনকুলচন্দ্র ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন "কর্ম্মী-জ্ঞানী মিছাভক্ত,না হব তাতে অনুরক্ত"। সর্ব্বোপকারকের কিরূপ বিস্তারিণী দয়া সজ্জনগণ হৃদয়ে ধারনা করুন্ এবং তাদৃশ সর্ব্বোপকারক হইয়া কৃষ্ণসেবা করুন্ ইহাই শুদ্ধভক্তগণের এক মাত্র ভিক্ষা। সজ্জন নির্ম্মৎসর। অসজ্জন সমৎসর। মৎসরতা প্রবল হইলে উপকারবৃত্তি তিরোহিত হইয়া অপকার বা হিংসায় পর্য্যবসিত হয়। সজ্জন নিত্য কৃষ্ণদাস সুতরাং মায়াবাদী কর্ম্মী বা জ্ঞানীর মৎসরতা তাঁহাকে কোনদিন আক্রমণ করে না। তিনি নিত্যকাল

বৎসর সম্প্রদায়ের উপকার করিয়া সর্ব্বোপকারক নামের সার্থকতা করিয়া থাকেন।

প্রাচীন নদীয়া।

নিত্যকালই নিত্যস্বরূপে রাজিতেছ মায়াপুর গো
রাজিতেছ মায়াপুর!
তব বক্ষসি ঝঙ্কারে সদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর গো
কীর্ত্তন সুমধুর।
করি কীর্ত্তন বিধি দুর্লভ পরমামৃত ধন গো
হরিনাম মহাধনে
রাধিকার ভাব অঙ্গিকারিয়া ব্রজের নব মদন গো
বিলাইলা জগজনে!
তোমার বক্ষে পতিতের ধন কাঙ্গালের ধন কালা গো
কাঙ্গালের ধন কালা
সন্ন্যাসীরূপে অবতার হ'লো জুড়াতে জগত জ্বালা গো
বিলাতে ভক্তি ডালা॥
ঝাঁজ, মৃদঙ্গ সুরমুখরিত মায়াপুর সদা তুমি গো,
মায়াপুর সদা তুমি!
বৃন্দাবনের অভেদতত্ত্ব "বিনোদের" হৃদিভূমি গো,
সম্ভ্রমে আমি নমি।
কালের কুটীল চক্রাবর্ত্তে কতনা কাণ্ড ঘটে গো,
কত না কাণ্ড ঘটে!

'ঠিক' যাহা তাহা চিরকাল 'ঠিক' ইহা সে সত্য বটে গো,

সর্ব্ব শাস্ত্রে রটে।

আদির নদীয়া তুমি মায়াপুর তুমি সে প্রাচীন নদে গো,

তুমিই সত্য ন'দে !

ভ্রান্তির বিপ্রলিপ্সু অজ্ঞবিজ্ঞা-বিদে গো

জানে না—মরি সে খেদে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি বহু প্রামাণিক পটে গো

বহু প্রামাণিক পটে।

তোমার প্রমাণ বহু আঁকা আছে দেখেনা কেন তা শঠে গো,

বোঝে না কেন তা হঠে ?

শাস্ত্রে বলিছে ওপারে কুলিয়া নদে তার পর পারে গো,

কুলিয়ার পর পারে !

সংখ্যা অতীত প্রমাণ রাজিছে মায়াপুর চারি ধারে গো

মূঢ় জীবে বোঝাবারে।

বল্লালদিঘী কাজীর ভবন রাজপ্রাসাদের স্তুপ গো,

রাজপ্রাসাদের স্তুপ,

মায়াপুরেই ত বিদ্যমান্ তা দেখে কে মূঢ় রূপ গো

ডোবা সবে মায়াকূপ !

কৈতববাদ শুদ্ধভকতে বিশ্বাস নাহি করে গো,

বিশ্বাস নাহি করে !

কৈতবাচারী [illegible] সকাশে ভক্তে মৌন ধরে গো,

অনেকরূপেই অনেকে করিছে অনেক মিথ্যাজাল গো,

সৃজিছে মিথ্যাজাল,

সত্য বস্তু আচ্ছাদিতে কি খাটিবেক চতুরাল গো,

হোক্‌না এ কলিকাল !

নিত্যবস্তু নিত্যকালই নিত্যভাবেই রাজে গো,

নিত্য ভাবেই রাজে !

তার মাঝে এনে ভেজাল মিশালে সেকি কখনও সাজে গো,

টিকিতে পারেনা তা যে !

তোমার ধূলার কত গুণ ও গো মায়াপুর, মায়াপুর গো,

মায়াপুর, মায়াপুর ।

প্রার্থি সতত বিধি শঙ্কর তব কণা রেণুর গো,

সুধাদপি সুমধুর !

তোমার বিন্দু রেণুর লাগিয়া কত মুনিগণ বনে গো,

কত মুনিগণ বনে ।

যুগ যুগ ধরি করে তপস্যা না লভে এ ধূলি ধনে গো,

রহয়ে ক্ষুণ্ণ মনে !

তোমারি ওপারে ঐ কুলিয়ার নানামতবাদী দল গো

হরির বিমুখ দল !

অহেতু করুণা সিন্ধু "গোরার" কৃপালভে সুরসাল গো,

হিংসাদির বদল !

নানা জনে গাহে নানারূপে তোমা নানান্ স্থানেতে লয় গো,

একস্থানে আছে চিরকাল আর স্থানে তাকি রয় গো!

কভু তা নাহিক হয়!

গৌরভক্ত নাম ধের বটে গৌরাভক্ত তারা গো,

গৌরাভক্ত তারা!

যে সকল জন মায়াপুর ধামে সদা বিশ্বাসহারা গো

নূতনে প্রয়াসী যারা!

গলে দিয়া বাস কহে তব দাস আশাপাশ সব ছিঁড়ে গো

অন্যাভিলাষ ছেড়ে!

তবপাদ মূলে থাকিবারে দাও ক্ষুদ্র পত্রনীড়ে গো,

গাহি তোমা বিশ্ব বে'ড়ে!

সেও মোর ভাল যদি কাছে রাখ অতিহীন কীট কোরে গো,

অতিহীন কীট করে!

স্বসৌভাগ্য [illegible] ভাবিব পরমানন্দ ভরে গো,

রব ধূলি লীন পড়ে॥

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবপদরেণুভিক্ষু
শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়।
সাং আবুরি (নদীয়া)।

সন্ন্যাস আশ্রম।

ভারতবর্ষে অনাদি কাল হইতে চারিটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। কেহ কেহ বলেন মানবের বয়ো ধর্ম্মকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া আশ্রম-চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবের আয়ুকাল সাধারণতঃ [illegible] বর্ষ

গৃহীত হইলে প্রথম পাদ পঞ্চবিংশ বর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, ২৬ বৎসর হইতে ৫০ বর্ষ পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রম, ৫১ বর্ষ হইতে ৭৫ বর্ষ পর্য্যন্ত বান-প্রস্থাশ্রম, ৭৬ বর্ষ হইতে শত বর্ষ পর্য্যন্ত সন্ন্যাস আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অবস্থান কালে মানবের মানবক, উপকুর্ব্বাণ, বর্ণী প্রভৃতি নানা-বিধ সংজ্ঞা আছে। এই সময় মানবের সকল ইন্দ্রিয় প্রস্ফুট হইতে থাকে। উপকুর্ব্বাণের সমাবর্ত্তন নামক বৈদিকানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে তিনি গৃহস্থ আশ্রমে গমন করিতে পারেন। গৃহস্থ আশ্রমে যাইতে হইলে উদ্বাহ নামক অনুষ্ঠানের আবাহন করিতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন "গৃহিণীই গৃহ," গৃহিণী ব্যতীত যে গৃহ তাহা গৃহশব্দ বাচ্য নহে। অর্দ্ধাঙ্গপুরুষ গৃহস্থ অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহিত একত্র মিলিত হইয়া যাবতীয় গৃহমেধযজ্ঞ সমাধান করেন। গৃহমেধযজ্ঞের ফলে সাংসারিক আনন্দ লাভ করিতে করিতে তনয় লাভ, তাহাদিগের লালন পালন, তাহাদিগকে সুশিক্ষা প্রদান, তাহাদের জীবনের প্রথম পাদ গত হইলে সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠান করাইয়া গৃহমেধযজ্ঞের যাজ্ঞিক পদে বরণ প্রভৃতি গৃহস্থের ধর্ম্ম। যে কালে গৃহস্থের পিতা স্বীয় গৃহস্থপুত্রের সন্তানের মুখাবলোকন করেন সেই কালে, পত্নীর সহিত অথবা পত্নীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া গৃহস্থের পিতা স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ ও পৌরুষ বল রহিত হইয়া বনে গমন করেন। বনে গিয়া তিনি পারমার্থিক চিন্তা ও সন্ন্যাসের প্রারম্ভিক বৃত্তি সমূহের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হন। যে ক্ষণে তাঁহার সংসার-ভোগ-পিপাসা হ্রাস হয় তখন তিনি সংন্যাসের বিধিসমূহকে আদর করিতে প্রবৃত্ত হন, এই প্রবৃত্তিই তাঁহাকে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য সন্ন্যাসশ্রমে দীক্ষিত করায়। কেহ কেহ বলেন কলিহত জীব শত বর্ষ আয়ু লাভ করেন না। অনেকে ষষ্টি, সপ্ততি বা অশীতিবর্ষে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। সুতরাং বিবেকি মানব অনুমান করিয়া নিজের

আয়ু নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রথম চতুর্থ ভাগ ব্রহ্মচর্য্য, আয়ুকালের অর্দ্ধ ভাগ গৃহধর্ম্মপালন, জীবনের তৃতীয় পাদ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ, এবং শেষ পাদে পৃথিবীর সকল আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া হরিসেবায় আপনাকে নিযুক্ত করেন। যিনি বিষয় ভোগ পিপাসায় নিরতিশয় আসক্ত হইয়া নিজ আয়ুকালকে শত বর্ষ জ্ঞান করেন তাঁহাকে জগতের সকল লোকেই আসক্ত ভোগী জ্ঞান করিবে। যাঁহার জগতের ভোগপিপাসার পরিমাণ কম, তাঁহারা সাধারণতঃ মানবের আয়ু চতুঃষষ্টি বর্ষ স্থির করিয়া প্রথমপাদ ষোড়শ বর্ষ কাল ব্রহ্মচারী, দ্বাত্রিংশ বয়ো পর্য্যন্ত গৃহস্থ, অষ্ট চত্বারিংশ বয়ো পর্য্যন্ত বানপ্রস্থ, এবং জীবনের শেষপাদে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। ভোগের পরিমাণাধিক্যেই ভোগের তারতম্যানুসারেই মানব নিজের আয়ুকাল নির্ণয় করেন, সুতরাং বিবেকি ধার্ম্মিকগণ বানপ্রস্থ ■ সন্ন্যাসের কালকে বৃথা ভোগপ্রবৃত্তিতে নিযুক্ত না করেন ইহাই বিবেচ্য।

যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু ব্যতীত অন্য সকল শাস্ত্রে সন্ন্যাস আশ্রমের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্রই কথিত হইয়াছে।, কোন সাধুহৃদয়কে বিষয় গ্রহণ অপেক্ষা বিষয় ত্যাগের মর্য্যাদায় সন্দেহ করিতে অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যেখানে বিষয় গ্রহণ সেইখানেই কলি অবস্থিত, সেইখানেই ত্যাগাভাব লক্ষিত হয়, ত্যাগের অভাব দৃষ্ট হইলে নানাপ্রকার বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি লোক ইন্দ্রিয়তর্পণে অভিনিবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি যে আক্রমণ করেন তাহা তাহাদের মৎসরতার ফল মাত্র। ভার্গবীয় মনুসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই যে মাংস ভক্ষণে, মদ্যপানে বা ইন্দ্রিয়তর্পণে জীব মাত্রের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু ঐ সকল হইতে নিবৃত্ত হইলেই মহাফলের উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন বিষয় সমূহ স্বীকার করিবার আদেশ যে সকল শাস্ত্রে বিহিত আছে

আশ্রমধর্ম্মেই সকল মঙ্গল নিহিত আছে, কিন্তু তদপেক্ষা ত্যাগে অত্যুৎকর্ষরূপে উহাই বিরাজ করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ লীলায় সন্ন্যাসাশ্রমের পরমোপাদেয়তা জগজ্জীবকে প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার মহাপ্রভুর ভক্তগণের "বৈরাগ্যপ্রধান" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বন্দ্যঘটীয় শ্রীরঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে কলিকালে সন্ন্যাস আশ্রম বর্জ্জন করিতে হইবে। তিনি এই মত স্থাপনকরণার্থে একটী পুরাণ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল শক্তিবলে নানা মৎসর কুতার্কিকগণও কলিকালে সন্ন্যাস অবৈধ বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত আছেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের সার গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন, অন্য কথায় তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপনের বিরোধী বা শত্রু। এখানে নানা কুতর্কাবতারণা করিয়া অনেকে বলিতে পারেন যে কলিকালে জীবগণ লোভপরায়ণ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের অনেক স্থলে অবমাননা ও নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেছেন সেজন্য কলিকালে কৃতিত্বের সম্ভাবনার অভাবে সন্ন্যাসাশ্রমের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকায় ব্যাঘাত আছে। আমরা জানি মানবগণ স্বাভাবিক দুর্ব্বল অনেকে কামলোভহত, কিন্তু ভগবানের আশ্রিত সেবাপর হরিজনগণ সাধারণ মানবের ন্যায় লোভী ও দোষযুক্ত নহেন। সন্ন্যাসনিষেধপর বাক্য কর্ম্মপন্থাবলম্বি হিন্দুগণের জন্য, পরমার্থানুসন্ধিৎসু জ্ঞানী বা ভক্তগণের জন্য ঐ নিষেধের সফলতা দেখা যায় না। তাদৃশ বচনসত্ত্বেও শ্রীশঙ্করাচার্য্য বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, দশনামি বৈদিক সন্ন্যাসীগণের আচার্য্যরূপে তিনি একদিন এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। কর্ম্মকাণ্ডনিরত কোন মৎসর ব্যক্তি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহার মত রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। আজও সেই দশনামী, হিন্দু সন্ন্যাসীগণ সমাজের সর্ব্বোচ্চশিখরে অবস্থিত।

কলিকালে উদিত সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শ্রীমদ্বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই সন্ন্যাসী। শ্রীরামানুজস্বামী শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বস্বামী শ্রীমন্নিম্বার্ক স্বামী এবং শ্রীমদ্বিষ্ণু স্বামী কেহই গৃহমেধী ছিলেন না। * ইহাঁরা কি মৎসরগণের কটাক্ষভাক্ হন নাই? ইহাঁরা কর্ম্মী ছিলেন, না পরমার্থী ছিলেন সুতরাং কলিকালে সন্ন্যাস করিয়া স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

সন্ন্যাস দুই প্রকার, বিদ্বৎ সন্ন্যাস ও বিবিৎসা সন্ন্যাস; যাহাদিগের ক্রমপন্থায় অগ্রসর না হইয়া নিসর্গতঃ সন্ন্যাসে সফলতা লাভ হয় তাহারা বিদ্বৎ সন্ন্যাসী, আর যাহাঁরা ক্রমপন্থানুসারে সন্ন্যাসে অগ্রসর হন তাঁহাদিগকে বিবিৎসাবলম্বি যতি কহে। বিবিৎসা পন্থায় কুটিচক, বহূদক হংস ও পরমহংস এই চতুর্ব্বিধ বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে গৃহমেধ যজ্ঞের বাড়বাড়ি কিছু বেশী সেজন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম একটা অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় মাত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে অদ্বৈতমতাবলম্বি কোন ব্যক্তি কতিপয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজে সন্ন্যাসের আদর শিখাইয়াছেন। গৌড়ীয় ছলনায় বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী, সন্ন্যাসের পরমহংস ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিয়া যে বৈরাগ্যের কাপট্য অভিনয় করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অনাদরের বিষয়। বৈষ্ণবগণ শুদ্ধবিষ্ণুভক্তিতে অবস্থিত হইবেন এবং স্বীয় পারমহংস্য ধর্ম্ম জগৎকে দেখাইয়া [illegible] করিবেন ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কাপট্য প্রবল হইয়া সেই পারমহংস্য ধর্ম্ম আজ অবকীর্ণী বান্তাশী বা তার্কিকের ভোজ্য বস্তরূপে পরিণত। দুর্ভাগা বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী বলেন মহাপ্রভু বর্ণ ধর্ম্ম মানেন না, আশ্রম ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। বাস্তবিক কি তাহাই?

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" জীবের স্বরূপে প্রাকৃত অনিত্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র অন্ত্যজ বর্ণ

ধর্ম্ম নাই সত্য, কিন্তু প্রপঞ্চে বর্ণ চতুষ্টয় নাই, বা আশ্রম চতুষ্টয় নাই ইহা মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবগণ কোথায় বলিয়াছেন? জীবের স্বরূপে গোপীজন বল্লভের দাস দাসানুদাস বলিয়া যাবতীয় প্রাপঞ্চিক গোয়ালিনীর অবৈধ নাগরের রাখালের বাড়ীতে চাকরী লওয়াই কি বৈষ্ণব ধর্ম্ম? না; পরমার্থ অনুসন্ধান করিতে ব্রাহ্মণ জীবন শুদ্ধ জীবাত্মার সহ পরমাত্মার যোগ বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশ সেবা অভিপ্রেত হইয়াছে। বিষয়টী ভাল করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রপঞ্চে বর্ণাশ্রম বিপর্য্যয় করিলেই জীব প্রাকৃত সহজিয়া অবকীর্ণী বা বান্তাশী হইয়া পড়ে। অবশ্য জীবের স্বরূপে প্রাপঞ্চিকতার কোন স্থান নাই বলিয়া প্রপঞ্চে অবস্থান কালে মধুর রসের সাধক অন্ত্যজ বর্ণ সজ্জায় বা প্রাকৃত ললনার বেশ গ্রহণ প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্যে ব্যস্ত হইবেন কেন?

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" এই পদ্য পাঠ করিয়াই বর্ণ ধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্মের প্রতি বিরুদ্ধতাচরণ করিলেই আমাদের কোন মঙ্গল হইবে না। সিদ্ধ অপ্রাকৃত স্বরূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন অনাবশ্যক ইহা সত্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া শ্রীরামানুজ স্বামী শ্রীমন্মধ্বস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ জীবের [illegible] যে অপ্রাকৃত মঙ্গলানয়ন করিয়াছেন কোটী কোটী প্রাকৃত সহজিয়া মহাপ্রভুর ভাবা বুঝিতে না পারিয়া বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া প্রাকৃত শূদ্র ও ব্যভিচারী হইয়া তাহারা কোট্যংশের এক অংশও উপকার করিতে সমর্থ হইবেন না। তাই বলিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনে হরিভক্তি হয় একথা আমরা বলিতেছি না।

যদি বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের প্রপঞ্চেও শ্রেষ্ঠতা না থাকিত তাহা হইলে চণ্ডালাদি অবর বর্ণ হরিভক্ত হইলে দ্বিজের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইবেন কেন? এবং ব্রাহ্মণ হরিভক্তি হীন হইলে প্রপঞ্চে অবর চণ্ডালতা লাভ করিবার যোগ্যতা পাইবেন কেন? চারি সম্প্রদায়ের গুরু বর্গ সকলেই

সন্ন্যাসী, তবে সন্ন্যাসী মাত্রেই যে গুরুপদাসীনের যোগ্য তাহা নহে। যাহার বর্ণ ধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্মাচরণে লৌকিক ফল কামনা প্রবল, তাঁহারা জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে অক্ষম হওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট! সেই হেতু তাঁহাদের জন্যই বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগের ব্যবস্থা। মোটের উপর প্রাকৃত সহজিয়াগণের লক্ষ্যবস্তু কখনই অপ্রাকৃত নহে ইহা বলিবার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগের ব্যবস্থা। জড় বিশ্বাস কখন চিৎ নহে।

বিবিৎসা সন্ন্যাসে কৌপীন এবং এক দণ্ড ও ত্রিদণ্ড উভয় প্রকার দণ্ড গ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী, পুরী• দশনামি সন্ন্যাসীগণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু, অচ্যুতপ্রেক্ষ্য, আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি পদ্মনাভ নরহরি মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ লক্ষ্মীপতি, ব্রহ্মণ্য, মাধবেন্দ্রপুরী, ও ঈশ্বর পুরী প্রমুখ অনেকে একদণ্ড গ্রহণকারী সন্ন্যাসী। শ্রীমদ্ভাগবত কথিত আবন্তিক ভিক্ষু, শ্রীরামানুজাচার্য্য, যতিশেখর ভারতী, বরবর মুনি, বেদান্ত দেশিকাচার্য্য, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, আন্ধ্র বিষ্ণুস্বামী প্রমুখ অনেকেই ত্রিদণ্ডগৃহিতৃবর্গ। ত্যক্ত দণ্ড হইয়া উভয়েই পারমহংস্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ত্রিদণ্ডী ■ একদণ্ডী উভয়েই বৈদিক সন্ন্যাসী, হরিভজন না করিলে উভয়েরই দণ্ডগ্রহণ নিষ্ফল। হরিভজন করিলে তাঁহারা পরমহংস বা বৈষ্ণব হইতে পারেন। এই বৈষ্ণবগণের গ্রন্থই পারমহংস্য সংহিতা বা শ্রীমদ্ ভাগবত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত বলিয়া বর্ত্তমান কালে যে সমাজ আপনাদিগকে ভেকধারী আখ্যা দেন তাঁহারা সকলেই ত্রিদণ্ডী। তবে পারমহংস্য বিদ্বৎসন্ন্যাসাভিমানে তাঁহারা দণ্ড ও কাষায় বস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন মাত্র। বৈষ্ণব বেষাশ্রয় পদ্ধতির বিধিতে ত্রিদণ্ডবিধান লক্ষিত হয়। একদণ্ডীগণের শিখা ■ সূত্র পরিত্যক্ত ■ কিন্তু ত্রিদণ্ডীর শিখা

ও সূত্র থাকে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব শিখা ও সূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ভগবদ্ভক্তগণ তদবধি শিখা ও সূত্র ত্যাগ না করিয়া ত্রিদণ্ড বিধানানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব।

যখন বিশ্ব নানা ধর্ম্মের চাপে,
নানা মতের বেজায় তুফান দাপে,
নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধি লাগি,
হইতেছিল বেজায় অনুরাগি,

তর্কজালে আচ্ছাদি মূল চিজ্,
বিস্তারিল প্রভাব নিজ নিজ
সেই সাময়িক আন্দোলনের অসীম তুফান ঠেলে,
তখন প্রভু ভক্তিবিনোদ ভবে,
মহাপ্রভুর চরণ ভ্রমর এলে।

আর একদিক মহাপ্রভুর নামে,
ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি কামে,
সহজিয়া আউল বাউল নেড়া,
প্রচারিল ভুক্তি ধর্ম্ম ছেঁড়া,

সভ্যজগৎ ভ্রুকুটী কুটিল চোখে,
বৈষ্ণবেরে নিন্দলা খুব রোখে,

চকিত বসন্তেরি মত শীত ছাড়িয়ে ফেলে।

চমৎকৃত কৈলা বিশ্ব প্রভো !
নিজের ভক্তি মহান্ প্রভাব মে'লে ॥

যেদিন ভারত সভ্যতাভিমানে,
ভক্তিকথা শুনলেই না কানে,
অপরাধের অশেষ বোঝা নিয়ে,
বিদ্যা:সের মাদকটুকু পিয়ে

পরাবিদ্যার নামটী ঘৃণা করে
চলতেছিল শুধুই গরবভরে
তখন প্রভো ! মহাপ্রভুর প্রচারিত সেই,
পরমোত্তম ভক্তি ধরমনিধি
জাগিয়ে দিলে সকল লোকের মনেই।

বিষয় ভোগের সত্যতাবাদ নিয়ে,
যে সকল জন উটতে লাগল জি
জগৎমাঝে আমিই ব্রহ্ম যে গো,
দেখো সবে আমিই ব্রহ্ম দেখো,

সবারি হন্তা, জন্মদাতা আমি,
হওহে সবে আমার প্রসাদ কামি,
এইরূপ জাল ধর্ম্মস্রোতকে কঠিন বিচার বাঁধে।
পরাস্তিলা তারাও এখন প্রভো,
নিত্য মধুর গৌর ব'লে কাঁদে ॥

বিশ্বের কেউ স্রষ্টামূলে আছে,
মান্‌লেনা কেউ ছুটলো বিষয় পাছে,
কেউ বা বলে দেখতে পেলে মানি,
বল্লে বা কেউ ঈশ্বরই নাই জানি,
কাহারো মনে সন্দেহবাদ বিষম,
বল্লে বিশ্ব শুধুই একটা নিয়ম,
বৈশাখি ঝড় বিষম দাপে উড়ায় যেমন পাতা,
তেম্‌নি প্রভু প্রকট হ'লে ভবে
গৌর নামের উড়ালে বিজয় পতা ॥

সামাজিক খুব সম্মানেরি আসন,
লভিয়াছিলে কল্লে অনেক শাসন,
কর্ম্ম সারি ক্ষুদ্র তৃণের চেয়ে,
দৈন্য নিয়ে কৃষ্ণ শ্রীনাম গেয়ে,
সবায় দিলে ভক্তি মধু প্রদান,
সতত তুমি সবারে করুণ নয়ান,
বিষম গ্রীষ্মে মলয় স্নিগ্ধ শীতল সমীর সমান,
তাপিত জীবে শান্তি দিলা প্রভো!
গ্রন্থ রাজি রইল তাহার প্রমাণ ॥

শুদ্ধাভক্তি কাহারে বলে তাহা,
বর্ত্তমানে আশা অতীত যাহা,

জীবকে তুমিই জানালে বিনোদ প্রভু
জীবকুল তা বুঝে কি হে তা তবু!

তাপিত তৃষিত মূর্খ বিদ্যাবানে,
উদ্ধারিলে শুদ্ধা ভক্তি দানে,
তুমিই প্রভু তুলনা তব হবেনা এমন ছুটী
আমি হে অধম পতিত বিষম মোরে,
শ্রীপদে লহ ঘুঁচায়ে সকল ত্রুটি ॥

নিষ্কিঞ্চন শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব।

বিগত ২৩শে আষাঢ় ১৩ই বামন ৭ই জুলাই এবং তৎপরদিবস শ্রীপুরুষোত্তম নীলাচলক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব পরমোৎসাহে সম্পন্ন হয়। শ্রীক্ষেত্রস্থ যাবতীয় গৌড়ীয় মঠ সমূহের অনেক অভ্যাগত বৈষ্ণব এবং অন্যান্য বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ গ্রহণাদি করিয়া মহোৎসবে যোগদান করেন। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত মৃদঙ্গ করতালসহ অবিরাম শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শরণাগতি গীতিগুলি, কার্পণ্য পঞ্জিকা, গৌড়ীয় ভজন প্রণালী, সিদ্ধি লালসা, কল্যাণ কল্পতরু, শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঠাকুর মহাশয়ের উদ্দেশে রচিত কবিতা সমূহ এবং প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা কীর্ত্তন হইয়াছিল। খুল্না হইতে পরম ভাগবত ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] শ্রীক্ষেত্রপ্রবাসী ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেট পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অটল বিহারী মৈত্র বি, এল প্রমুখ অনেক মহাত্মাকেই উৎসবে আমরা দেখিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীও তৎসহ শ্রীনামহট্ট প্রচারক বঙ্গদেশীয় অনেক শুদ্ধভক্ত মহোৎসবের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করেন।

ঐ দিবসদ্বয়ে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীনবদ্বীপ গোদ্রুমদ্বীপে শ্রীঠাকুরের স্বানন্দ সুখদকুঞ্জ নামক সমাধি কুঞ্জে পূর্ব্ববর্ষত্রয়ের ন্যায় এবারেও মহাসমারোহে বিরহ মহোৎসব হইয়াছিল। সাউরী প্রপন্নাশ্রমস্থ স্বগোষ্ঠী শ্রীল ভক্তিতীর্থ মহাশয়, কালীঘাটস্থ সপরিকর ভক্ত্যাশ্রম মহাশয়, শ্রীপত্রিকা শ্রীভাগবত যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ব্রহ্মচারী মহাশয়, শ্রীপাদ মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় মহোদয় প্রমুখ শুদ্ধভক্তগণ মহোৎসবের সুষ্ঠুতা সম্পাদনে যত্নবান্ ছিলেন। এখানেও কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সেবনাদির সুব্যবস্থা ছিল।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের উদালা বিভাগে কোয়ামারা নামক স্থানে শ্রীপাদ নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহোদয়ের চেষ্টায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

সাউরী প্রপন্নাশ্রমেও ঐ দিবস শ্রীঠাকুরের পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ষের ন্যায় চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব হইয়াছিল। স্থানীয় ভক্তগণ মহোৎসবের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করেন।

হাবড়া জেলার অন্তর্গত মাজুর সন্নিকট বামনপাড়া গ্রামে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব হইয়াছিল। পরম ভাগবত ভক্তিপ্রদীপ বি,এ মহাশয় ও আচার্য্য গৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী মহাশয় ভক্তগণসহ এই উৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

বঙ্গদেশের আরোও কতিপয় স্থানে চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসবের বিবরণ এখনও শ্রীপত্রিকা কার্য্যালয়ে আগত হয় নাই।

ভিক্ষু—শ্রী বৈষ্ণবদাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্নানযাত্রার পূর্ব্ব হইতে রথ পর্য্যন্ত এবার শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠে ভক্তিকুটীনিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী মহাশয়ের উদ্‌যোগে [illegible] শ্রীনাম কীর্ত্তন হইয়াছে। অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ নামাপরাধ কীর্ত্তন প্রথা সংসারে প্রচলিত আছে তাহার সহিত শুদ্ধ নামকীর্ত্তনের যে ভেদ আছে তাহা অনেকেই জানেন না। নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু অনেকে নিজ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি বাসনায় নাম কীর্ত্তন করেন। আবার তদ্দ্বারাই নাম কীর্ত্তন হইল বলিয়া প্রচার করেন। নাম কীর্ত্তন করিতে গিয়া কপট রোদন, লম্ফ ঝম্প, দশা পাওয়া, ভাবের ঘোরে বিহ্বল মনে করিয়া নানা অকার্য্য কুকার্য্য করিয়া ফেলেন। উৎকল দেশে বিশেষতঃ শ্রীপুরুষোত্তমে অর্চ্চনমার্গীয় ব্যক্তির আধিক্য দেখা যায়। ভাবের ঘোরে আধুনিক ছড়াগানও হরিকীর্ত্তন বলিয়া অনেক স্থলে গৃহীত হইতেছে। কালকলি ভক্তিপথ কোটিকণ্টক রুদ্ধ।

শ্রীনীলাচলে তথাকার সঙ্গীত সম্মিলনীর চেষ্টায় শশীনিকেতনে শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তনের একটি বিদ্বজ্জন সভা হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীযুত কুঞ্জ বিহারি অধিকারী ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর মহাশয় নাম ও শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত অনন্তবাস ব্রহ্মচারী ও আচার্য্য শ্রীযুত বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু মহাশয় স্ব স্ব কীর্ত্তন ধ্বনিতে সমাগত জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

কটকে শ্রীগোপালজীর মন্দিরে স্নানযাত্রার পূর্ব্বসপ্তাহে একটি ভক্ত সম্মিলনী হইয়াছিল। শ্রীযুত হরিপদসেন অধিকারী কবিভূষণ বি, এ [illegible] এবং শ্রীযুত গৌর গোবিন্দ দাস অধিকারী সম্প্রদায় বৈভব ও

ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য পণ্ডিতমহাশয় শুদ্ধাভক্তির অনুকূলে হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ভক্তিসিন্ধু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অনন্তবাস ব্রহ্মচারী মহাশয় স্বীয় মধুর হৃদয়াকর্ষিণী গীতিতে পরমানন্দ বিধান করেন।

শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথ বল্লভে একটী বিরাট সভার আয়োজন হইতেছিল। কয়েকটী কারণবশতঃ সেই সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। অবসরলব্ধ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অটল বিহারী মৈত্রের চক্রতীর্থ ভবনে এবং শ্রীযুত অনন্ত চরণ মহান্তি ভক্তিরত্ন ও তদীয় যোগ্য পুত্র শ্রীযুত রাধাশ্যাম মহান্তি গবর্ণমেণ্ট উকীল মহাশয়ের ভবনে শ্রীনাম কীর্ত্তন হয়।

উৎকল দেশে নামপ্রচারে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে কয়েক স্থানে শ্রীনামকীর্ত্তন হয়। শ্যামবাজারে শ্রীযুত বিহারিলাল মিত্র মহাশয়ের ভবনে, শ্রীযুত তিনকড়ি নন্দী মহাশয়ের নিকেতনে, ডাক্তার শ্রীযুত সুন্দরামোহন দাস মহাশয়ের বাড়ীতে এবং কালীঘাটে শ্রীযুত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে শ্রীনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীসাক্ষীগোপালে এবং শ্রীআলালনাথে উভয় দেবালয়ে শুদ্ধভক্তগণ প্রচুর কীর্ত্তন করিয়া তত্তৎস্থানের অধিবাসীবৃন্দের পরম কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীআলালনাথ পরম রমণীয় নির্জ্জন শ্রীগৌর পদাঙ্কিত ক্ষেত্র। তথায় শ্রীমহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে শুভাগমন করিতেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তথায় শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য সেবা প্রকটিত নাই। কোন কোন ভক্ত তথায় শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিপ্রচারের অকৃত্রিম সুহৃৎ পরমভাগবত যশোহর বিনোদনগর নিবাসী শ্রীল তারিণীচরণ সমাদ্দার মহাশয় উৎকল দেশে নামহট্ট প্রচারে যত্নবান্ হইয়া গমন করিয়াছিলেন। তিনি সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে শ্রীনীলাচলে উপস্থিত হন এবং তথায় নামপ্রচারের সকলপ্রকার

সহায়তা করিয়া রথোপরি শ্রীনীলাচলপতি দর্শন করেন। রথাগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদর্শিত ভাবের সহিত শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন গানেও তিনি যোগদান করেন। শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনানুসারে এক্ষণে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তিনি রথযাত্রার পর চতুর্থ দিবসে সর্ব্বজন প্রার্থনীয় শ্রীক্ষেত্র লাভ করিয়াছেন। ভক্তবর কৃষ্ণেচ্ছায় স্বীয় দেহত্যাগকালে প্রাকৃত ত্রিদিন ও জড়জগতের সকল আত্মীয়জন সঙ্গ বিমুক্ত হইয়া পারমহংস্য গতি লাভ করিয়াছেন। ইহার জীবনেই ভগবান্, ত্যাগের পরমাদর্শ এবং শুদ্ধবৈষ্ণববাঞ্ছিত নৈসর্গিক পারমহংস্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণের স্থূল কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সূক্ষ্ম পারিপাট্যবিধান ও আনুষঙ্গিক কয়েকটী কার্য্য বাকী আছে। শুদ্ধ ভক্তগণ এই সমাধি মন্দির নির্ম্মাণে শ্রদ্ধার সহিত যে অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহা স্বরূপগঞ্জ পোঃ আঃ জেলা নদীয়া ঠিকানায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে পারেন।

শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপের শুদ্ধভক্তগণ এবার শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথে শ্রীনীলাচলে গুণ্ডিচামার্জ্জন করিয়াছেন। ভক্তের হৃদয় নির্ম্মল ও শোধন করিবার পরিবর্ত্তে নানা প্রকার কণ্টকিত ভক্তির ছলনা বিতাড়িত করিয়া নির্ম্মল সেবাময় চরিত্র দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়, বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষিদল সেকথা আদৌ বিচার করে না। তাহারা কেবল স্থূলভাবে বাহ্যানুষ্ঠান করিয়াই গুণ্ডিচামার্জ্জিত হয় মনে করেন। ভক্তের হৃদয়গুণ্ডিচামার্জ্জন যে ভগবৎকীর্ত্তনের পূর্ব্বেই বা সঙ্গে সঙ্গে করিতে হয়, সাধারণ বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষীগণ তাহা জানে না।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্‌।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।
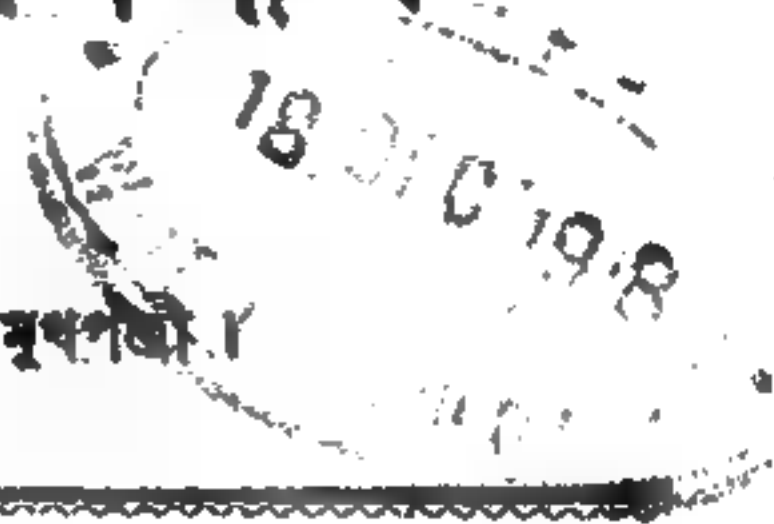
২১শ বর্ষ } মধুসূদন ৪৩২ { ২য় সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

—*—

সজ্জন—শান্ত।

শুদ্ধবৈষ্ণব বা সজ্জনই একমাত্র শান্ত। অসজ্জন হইতে কেহই ইচ্ছা করেন না সত্য কিন্তু যোগ্যতার অভাবে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধী হইয়া অসৎ স্বভাবকে নিজ স্বভাব বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া মায়াবদ্ধ অহঙ্কারী জীব অশান্ত নামে আখ্যাত হন। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উদ্ভব। অসজ্জন বৈষ্ণবাপরাধক্রমে অপ্রাকৃত দর্শন বিমুখ হইয়া প্রাকৃত রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শামোদে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকায় তাঁহার অহঙ্কারের ক্রিয়াই পরিস্ফুট হয়। তিনি সেই বিষে এরূপ জর্জ্জরিত হইয়া অশান্ত হন যে শ্রীশুদ্ধভক্ত সজ্জনকেও অহঙ্কার

যুক্ত ভাব পূর্ণ অরোপ পূর্ব্বক তাঁহাকেও নিজ সদৃশ জ্ঞান করেন। প্রাকৃত অহঙ্কার ছাড়িয়া যদি তিনি কোন দিন সজ্জন শান্তের আদর্শ দেখিবার চক্ষু পান তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে সজ্জনই কেবল শান্ত আর সঙ্কীর্ণ জড়বুদ্ধি বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত সহজিয়াই কেবল অশান্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে—

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

যাহারা জড় বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব জানিয়াছি মনে করে এবং হরি সেবা প্রবৃত্তি হইতে স্বীয় স্বভাবক্রমে দূরে অবস্থান করে তাহাদের [illegible] কোটি জীবনেও অপরাধ ছাড়ে না। তাহারা চিরদিনই অপরাধী বা অশান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিষ্ণু [illegible] বৈষ্ণবের

কেহ মুখে বেদ মানে কেহ বা নিজ যোষিৎ সঙ্গময় পাপময় জীবনে বেদালোচনা নিষিদ্ধ জানিয়াও নীচ শূদ্রাভিমানে প্রচারক নামে প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু হয়। কৃষ্ণেচ্ছায় আপামর সকলেই তাহাদিগকে উপেক্ষা করে সুতরাং উপেক্ষিত হইয়া তাহারা বৈষ্ণবাপরাধে অশান্ত হইয়া উত্তরোত্তর সংসারে নিমজ্জিত হয়। বেদের সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ অসৎ অশান্ত বৃত্তি সমূহকে তত্ত্বনামে প্রচার করিয়া বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করে। বেদ মুখে মানিয়া হরিভজনবিমুখ [illegible] অহঙ্কারী জীব বেদনিষিদ্ধ পাপ সকল করিতে থাকে এবং তীব্র প্রতিবাদচ্ছলে সজ্জন সমাজকে নিন্দা করে। কোটি কোটি তাদৃশ জীবনে অশান্তি পাইয়া ক্রমশঃ পাপক্ষয়ে জন্মজন্মান্তরে পুণ্যময় জীবন লাভ করিয়া কর্ম্মী পদবীতে উন্নত হয়। পরে তাদৃশ বিষময় কর্ম্ম কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড বা মিছা ভক্ত কাণ্ড অতিক্রম করিয়া সজ্জনের অমল পাদপদ্মে শান্তি লাভ করে। যে কাল পর্য্যন্ত না কৃষ্ণবিমুখ অশান্ত বৃত্তির বিষময় ফল উপলব্ধি হয়, যেকাল পর্য্যন্ত না শ্রীসজ্জনের অমল পাদপদ্মের মাহাত্ম্য সুকৃতিক্রমে লভ্য না হয় তৎকালাবধি অহঙ্কারী জীব, বৈষ্ণবকে নিজের ন্যায় অশান্ত অহঙ্কারী কপটী জীব বিশেষ বলিয়া চিৎকার করে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম এই সকল অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন অশান্ত জীবকে কেবল উপেক্ষা করা। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ডী ভাগবত মহোদয় যে ভাবে অশান্ত অহঙ্কারী জীব গণের দ্বারা নিপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন সেই স্থান প্রত্যেক বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীর অনুক্ষণ আলোচ্য বিষয়। বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী বা ত্যক্তদণ্ড পরমহংসগণ এই অশান্ত জীবকে তাহাদের অশান্তি হইতে উন্মুক্ত করিবেন না পরন্তু উপেক্ষা করিবেন মাত্র ইহাই ত্যক্তদণ্ড বা ত্রিদণ্ডীর ধর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ত্রিদণ্ডীর ধর্ম্মকেই "গৃহি গৌরাঙ্গ সেবী" বদ্ধ জীবের সর্ব্বোত্তম বিচার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই

এই ত্রিদণ্ডি ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা এবং শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং সন্ন্যাস করিয়া তাহাই ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণবের জন্য স্বয়ং আস্বাদন করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবের অশান্তিময় ধর্ম্ম অপগত হইবে। বদ্ধজীব কৃত্রিম সাত্ত্বিক বিকার অথবা বাবা ঠাকুরের সন্তান প্রভৃতি অসৎ পরিচয় ছাড়িয়া সজ্জন হইতে পারিবেন।

"দুর্জ্জনগণ বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীকে তিরস্কার, অপমান, উপহাস, হিংসা, তাড়না, অবন্ধ ■ নানা প্রকারে বঞ্চনা করেন। কোন সময় ত্রিদণ্ডীকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার গাত্রে থুথু ফেলেন, প্রস্রাব করিয়া দেন এবং তাঁহার ভগবদ্ভজনে নানাপ্রকার ব্যাঘাত করেন। ত্রিদণ্ডী, দুর্জ্জনের কথায় আপনার ভজননিষ্ঠা ত্যাগ না করিয়া স্বয়ং সমস্ত সহ্য করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন, যাঁহারা দুর্জ্জনের বাক্যে ক্ষুব্ধ না হন এরূপ সাধু জগতে বিরল। অসজ্জনের নিষ্ঠুর বাক্যবাণ অরুন্তুদ, কেবল হরিভক্তি থাকিলে তিনি সহ্য করিতে সমর্থ। অবন্তী দেশে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ নানাপ্রকারে ধন সঞ্চয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার কৃপণ স্বভাব ও লোভ বশতঃ গ্রামবাসিগণ, দেবগণ এবং অন্যান্য অনেকেই তাঁহার প্রতিকূল হইলেন। এই প্রতিকূল আচরণের ফলে তিনি সকল প্রাকৃত বিষয় হইতে অপসারিত হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্যে উপনীত হইলেন। বৈরাগ্য উদয় হইবামাত্র তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার প্রতি ভগবানের নিষ্কপট করুণার উদয় হইয়াছে। তিনি আপনাকে নিত্য কৃষ্ণদাস জানিয়া ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি তুর্য্যাশ্রম সংস্কার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন যেহেতু কৃত্রিমভাবে তাদৃশ সংস্কার একব্যক্তি অপরকে দিতে অসমর্থ এবং কোন ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে ছল বৈরাগ্য গ্রহণ করিতেও অসমর্থ। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্যের আদর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভৃতি কেহ

নিকট হইতে কৃত্রিম বৈরাগ্য গ্রহণ পন্থাই যে সমীচীন এরূপ সজ্জনগণ বলেন না। বিবিৎসা বা বৈধ সন্ন্যাসে আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্য স্বীকৃত আছে। আবন্তিক ভিক্ষু মহাশয় লৌকিক নিজ ভোগ্য সকল পরিত্যাগ করিয়া গৃহমেধ যজ্ঞের সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া যখন হরিভজনোদ্দেশে স্বীয় ত্রিদণ্ড গ্রহণের সদাচার প্রদর্শনে বাহির হইলেন তখন গৃহমেধী অশান্ত যাজ্ঞিকগণ তাঁহাকে বৃদ্ধ যুবক ও বালক হইয়া-তাঁহার ত্রিদণ্ডে টান্ লাগাইলেন, তাঁহার কমণ্ডলু, কন্থা, যজ্ঞসূত্র, মালিকা কাড়িয়া লইতে গেলেন, তাঁহার ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে অসজ্জনগণ থুৎকার ও প্রস্রাব করিয়া দিলেন, তাঁহাকে অবমান করিবার জন্য মস্তকে পদাঘাত করিলেন, কেহ বলিতে লাগিলেন, এই ত্রিদণ্ডী চোর, বিষয় রক্ষা করিতে না পারিয়া, ভোগে অসমর্থ হইয়া ত্রিদণ্ডী হইয়াছেন; লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার করিতেছেন, এই ত্রিদণ্ডীকে ধরিয়া দড়ি দিয়া বাঁধ, ইহাকে সকলে মিলিয়া বধ কর, ইহার সন্ন্যাসের দ্রব্যগুলি অপহরণ কর, ইনি ধর্ম্মধ্বজী এবং শঠ, মৌনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বকের ন্যায় কপটাচারী প্রভৃতি নানা দুর্ব্বাক্য বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীর ভাগ্যে চিরদিনই ঘটিতে থাকিল। ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু আপনাকে এই অরুন্তুদ বাক্যবাণে অথবা অসতের নিষ্ঠুর ব্যবহারে সন্তপ্ত মনে না করিয়া সাত্বিকী ধৃতি অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই, যে সকল অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন বিষয় মদে প্রমত্ত হইয়াছে এবং ভগবানকে মায়িক অবতার মনে করে তাহারা কিছু বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী নহে, তাহাদের ধর্ম্ম, বৃত্তি ও আচরণ পরিবর্ত্তিত করাইয়া আমি কোন পার্থিব শান্তি চাই না, যেদিন তাহারা বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবে সেইদিন তাহাদের ঐ প্রকার অসদ্বৃত্তি আপনা হইতে নিবৃত্ত হইবে। আমি কেন উহাদের প্রচণ্ড রঙ্গরসের প্রতিবন্ধক হই? জীব মাত্রেই যখন স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস তখন তাহাদের

প্রচণ্ড বিরূপ নৃত্য একদিন না একদিন থামিয়া যাইবে। আমি বর্ত্তমানকালে আমার ভজন নিষ্ঠা ছাড়িয়া দুর্ব্বৃত্তদিগকে প্রত্যুত্তর সূত্রে অথবা তাহাদের জিজ্ঞাসাত্মক কৌতূহল পরিতৃপ্তির ইন্ধন স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে যাইব কেন? তাহারা অশ্রদ্ধধান, কোন কথা তাহাদের বর্ত্তমান প্রমত্ততায় গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমি ত্রিদণ্ডী ভাগবতদাস সুতরাং কায়-মনোবাক্যে তাহাদিগকে কোন প্রকার উদ্বেগ দিতে ইচ্ছা করি না। আমি বিশুদ্ধ মহাজনের পথের অনুসরণ করিয়া এই দুর্ব্বৃত্তগণের চতুর্ব্বর্গরূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানপথত্রয়ে বিচরণ করিব না। সজ্জন শান্তগণ যে কৃষ্ণৈকশরণতা আশ্রয় করিয়া সমগ্র জাগতিক দুর্বৃত্তি ছাড়িয়া হরিভজন করিয়াছেন আমিও সেইরূপ করিব। আমি দুর্জ্জনগণের হিংসা বহ্নির ইন্ধন স্বরূপ হইয়া তাহাদের অশান্তির বৃদ্ধি করাইব না।"

শ্রীগৌরসুন্দর এই গাথা গান করিয়াই নিজাশ্রিত বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীগণকে শ্রীহরিভজনের যে পথ দেখাইয়াছেন তদনুসরণেই প্রাচীন বেষপদ্ধতি গুলিতে ত্রিদণ্ড গ্রহণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। "গৃহী গৌরাঙ্গের" সেবক গৃহমেধী যাজ্ঞিকের এই সকল কথা ভোগময় চিত্তবৃত্তিতে কোনদিন প্রবেশ করিবে না। তাহারা সঙ্কীর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া বৈধ ও অবৈধ প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া জড়ভোগকেই প্রেম বলিয়া জাহির করিবে। কিন্তু শান্ত সজ্জনগণ এরূপ ঘৃণিত বৈধাবৈধ দুইপ্রকার প্রাকৃত সহজিয়া-বাদকে অন্তরের সহিত বর্জ্জন করিয়া শ্রীব্রজবাসী গোস্বামীবর্গের নির্দ্দিষ্ট শ্রীরূপানুগ ভজন মার্গে অগ্রসর হইবেন। তাঁহারা সহজিয়াদিগের ঘৃণিত জড়ভোগময় হিংসোত্থ তীব্র প্রতিবাদকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব চরণে প্রার্থনা।

বৈষ্ণব চরণে ধরি, কাতরে প্রার্থনা করি,
মত্তুল্য পাপাত্মা কেহ নাই।
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য, করি পাষণ্ডের কার্য্য,
জগা মাধাইর দাদাভাই॥
বিষ্ঠা কৃমি সম আমি, বিষয় বিষ্ঠাতে ভ্রমি,
দিবানিশি কভু শান্তি নাই।
বিষম বিষয়ানলে, সদা পাপ তনু জ্বলে,
এ যন্ত্রণা কেমনে এড়াই॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব গণ, কর কৃপা বিতরণ,
দূর হোক্ বিষয় জঞ্জাল।
ছাড়ি সংসারের আশ, হয়ে বৈষ্ণবের দাস,
মায়াপুরে থাকি চির কাল॥
তৃণাদপি নীচ হয়ে, পরনিন্দা তেয়াগিয়ে,
সহিষ্ণু হইয়া তরুপ্রায়।
আপনি অমানী হব, পরকে সম্মান দিব,
পর দোষ লইব মাথায়॥
ন'দে বৈষ্ণবের ঘরে, লজ্জা ত্যজি ভিক্ষা করে,
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিব।

শ্রীভক্তিবিনোদ ব'লে, তাঁর দাস পদতলে,
মহাদুঃখে মূরছা পড়িব ॥
কোন ভক্তে কৃপা করে, উঠাইবে করে ধরে,
সমাজের স্থানে লয়ে যাবে।
শ্রীভক্তিবিনোদবর, তথা শ্রীগৌরকিশোর,
দোঁহার সমাজ দেখাইবে ॥
প্রভুর সমাজ বাড়ী, এপাপ নয়নে হেরি,
কেঁদে কেঁদে গড়াগড়ি দিব।
যদি কেহ কৃপা করে, লয়ে যায় মায়াপুরে,
শ্রীমন্দিরে গৌরাঙ্গ দেখিব ॥
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ব'লে, নাচিব দু'বাহু তুলে,
গড়াগড়ি দিবি সে ধূলায়।
যদ্যপি পাগল বলি, দেয় কেহ গালাগালি,
দাদা বলি কোল দিব তায় ॥
কবে নিত্যানন্দ মোরে, নিজ গুণে কেশে ধরে,
মায়াপুর ধামে লয়ে যাবে।
আর কত দিন পরে, এজন্মে কি জন্মান্তরে,
মোর এবাসনা পূর্ণ হবে ॥
জগাইর ভাই মাধা, মেরে কলসীর কাঁদা,
নিতাইর কপাল ভেঙ্গে তরে।

আমিত মাধার দাদা, ছি ছি মারিবনা কাঁদা,
প্রভু নিতাই কৃপাকর মোরে ॥
তুমি ভবকর্ণধর, ভবসিন্ধু পার কর,
চেয়ে দেখ আর বেলা নাই।
মায়া রজ্জু ছিন্ন করে, মায়াপুরে তারিণীরে,
লয়ে চল দয়াল নিতাই ॥

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীতারিণী চরণ হালদার ভক্তিভূষণ।

সন্ন্যাসাশ্রম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে ২১ পৃষ্ঠার পর)

যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজ্যেত অর্থাৎ যখনই কৃষ্ণেতর প্রতিকূল বস্তুতে বিরাগ উপস্থিত হইবে সেইক্ষণেই প্রব্রজ্যা করিবে। শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই নিজ বৈষয়িক প্রতিকূলতা নিজে নিজেই ছাড়িয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় হরিভজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি কাল উপস্থিত হইলে অনর্থ থাকিতে পারে না তখনই সন্ন্যাস আপনা হইতে হইয়া যায়। অনুষ্ঠানাদির জন্য ব্যাকুলতা বা লোকরক্ষার জন্য বাহ্যিক ব্যবহারাদি সন্ন্যাসীর অনুগমন করে মাত্র। তাঁহারা উহাকে উপজীব্য বা প্রতিষ্ঠাসোপান মনে করেন না। অনভিজ্ঞকর্ম্মী বৈষ্ণব পরমহংসের সন্ন্যাসকেও নিজ বিষয়জ্ঞানে তর্ক উপস্থাপিত করেন।

সন্ন্যাসের বিধি ও গ্রহণাদির প্রণালী অনেকগুলি বৈদিক প্রয়োগশাখা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক গুলির মধ্যে, বৃহজ্জাবালোপনিষৎ সন্ন্যাসোপনিষৎ প্রভৃতি উপনিষদের মধ্যেও সন্ন্যাসের বিধি বিধান দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত বৈয়াসকী, ক্ষমা ষোড়শী, যোগপট্ট নিদর্শনী, পরমহংসপ্রিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থদৃষ্টে শ্রীশ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী, শ্রীল গোপীনাথ দাস শ্রীযতিশেখর ভারতী এবং অন্যান্য অনেকেই সন্ন্যাস গ্রহণের পদ্ধতি লিখিয়াছেন। কালে শাস্ত্রচর্চ্চা বিলুপ্ত হওয়ায় সাধুগণের পথ যথাবিধি পালিত হইতেছে না। যাহাতে শুদ্ধভক্তি, জগতে অব্যাহতপ্রভাবে স্রোতস্বতী হয় তদ্বিষয়ে শ্রীগৌরভক্তগণের কায়মনোবাক্যে যত্ন করা কর্ত্তব্য। সৎসম্প্রদায় সুরক্ষিত না হইলে বৈষ্ণব পরমহংসের ছলে শূদ্র সজ্জা, হরিনাম না করিয়া উৎকট হরিভক্ত পরিচয়ে শ্মশ্রু রাখিয়া প্রচার ব্যবসা, বাউরী চুল রাখিয়া পাণ্ডিত্য প্রচার ও হরিজন শাস্ত্র মীমাংসক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ প্রভৃতি সকল প্রকার বিপত্তিই কলিকালে সদাচারনামে প্রচারিত হইবে। ধন্য কলি তোমাতে সকলই সম্ভব। সে জন্যই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, কলিতে কেবল আশ্রমের মধ্যে গৃহব্রত ধর্ম্ম ও বিকৃতবর্ণধর্ম্ম থাকিবে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যেহেতু তাঁহাদের এলাকা ঐ পর্য্যন্ত। বৈষ্ণবগণের নিম্নাধিকারে আপনাকে সামাজিক মানব জ্ঞানে পরমহংস মহাভাগবত অবস্থা হইবার পূর্ব্বে জীব মাত্রেরই যথার্থ বর্ণ ধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম আছে। তাঁহাদের বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম হরিসেবার অনুকূল এবং পরমহংস অধিকারে প্রতিকূল হওয়ায় মহাভাগবতাধিকারে উহার ত্যাগ ব্যতীত পালন সম্ভবপর নহে। কিন্তু অবৈধ গৃহস্থ হইয়া বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসাদিত করিলেই যে হরিভক্তি অনিবার্য্য তাহা নহে। ভজনপ্রাবল্যে প্রাকৃত রাজ্যের ঐ ধর্ম্ম গুলি

শ্লথ হয় এবং তাঁহাদের জীবনেই উহা পরিত্যক্ত হয় মাত্র। গৃহব্রতগণের বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষায় যে ত্যক্তবর্ণাশ্রমাভিমান তাহা নিষ্ফল।

কর্ম্মিগণ মনে করেন সন্ন্যাস আশ্রমের বাহ্য অনুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে পাল্য। জ্ঞানিগণ মঠাদিতে বাস করিয়া কর্ম্মিদিগের সকল কথা পালন করেন না। কর্ম্মিগণের জন্য যে সন্ন্যাস বিধি তাহাতে দুইটী বিরক্ত সন্ন্যাসী একত্র হইলে মিথুন, তিনটী একত্র হইলে গ্রাম এবং চারিটী একত্র হইলে নগর শব্দ বাচ্য হন। মঠে যে সকল জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী বাস করেন তাঁহারা তাহার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়া বেদান্তানুশীলন ও ষট্‌ক সাধনাদির প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন। আবার বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ, জ্ঞানিসন্ন্যাসী দিগের ন্যায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি জাত হরি সম্বন্ধি বস্তু ত্যাগের বিধানকে একেবারেই স্বীকার করেন না। একল হইয়া সাত্ত্বিক বনবাস অপেক্ষা শ্রীহরি মন্দিরে বৈষ্ণব পরিবৃত হইয়া বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ বাস করেন। কর্ম্মি অন্যাভিলাষী মিছা ভক্তগণ স্বস্বকাপট্য ও নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে বলেন যে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া শ্রীধাম পরিত্যাগ করিবেন, শ্রীহরি মন্দির পরিত্যাগ করিবেন, ভজন স্থান ত্যাগ করিবেন; নাম প্রচার বন্ধ করিবেন, কৃষ্ণ নাম পরিত্যাগ করিবেন ও শ্রীহরি সেবা পরিত্যাগ করিবেন। এরূপ না হইলে তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার সার্থকতা হয় না। এই রূপ কপট যুক্তি বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীগণ স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডী পণ্ডিত স্বামি শ্রীচৈতন্য দেবের চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীকাম্যবনে থাকিয়া শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুই যে পারমহংস্য সন্ন্যাস বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে ত্রিদণ্ড গ্রহণের সুব্যবস্থা আছে। শ্রীধ্যান চন্দ্র গোস্বামী পাদের সংস্কার চন্দ্রিকায় ত্রিদণ্ড গ্রহণ পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এক দণ্ড গ্রহণ বৈষ্ণব বেষ পদ্ধতিতে

কোথাও স্থান পায় নাই। এই সকল বেষ গ্রহণ পদ্ধতি আলোচনা করিলে জানা যায় যে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ শিখাসূত্র সমন্বিত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধদাসগণের তাহাই অনুমোদিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমৎ পণ্ডিত গোস্বামি শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ মত শ্রীবল্লভাচার্য্য মহাশয়কে দীক্ষা ও ভজনশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগদাধর শাখার শ্রীগুরুদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মতিমত শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেও গৃহে থাকিয়া শ্রীমহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে ভজন করিবার কোন বাধা নাই। তবে বনে থাকিয়া অর্থাৎ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া ভজনের ব্যবস্থাই শ্রীচৈতন্যদাসগণে অভিব্যক্ত আছে। যেকালপর্য্যন্ত [illegible] গমন বা গৃহত্যাগ, গৃহীতদীক্ষ বৈষ্ণব স্বীকার করেন না তৎকালাবধি তাঁহারা কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তু জ্ঞানে নিখিল বস্তু ভোগ না করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীহরি সেবাই করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ গোস্বামীগণ সকলেই ত্যক্ত গৃহ। ত্যক্তগৃহের বেষে, দাড়ি বা গোঁফ নাই। দ্বিকচ্ছ বা ত্রৈকচ্ছ নাই অড়াহঙ্কারে সভা সমিতি নাই। অপ্রাকৃত ব্রজবাস অপ্রাকৃত মানসী সেবা প্রভৃতি ভজননিষ্ঠা পরমহংস বা বৈষ্ণবগণ গৃহে থাকিয়াও করিয়া থাকেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গৃহে থাকিবার আদর্শ দেখাইয়াও পরমহংস বৈষ্ণব এবং গোস্বামীগণের নিতান্ত নিজজন ও অন্তরতম।

আজকাল ভেকধারী গণের মধ্যে কেহ কেহ কদাচারী [illegible] মূর্খ ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন তাহা দেখিয়া বহির্ম্মুখ অর্ব্বাচীন বিচারকগণ পারমহংস্য বেষের নিন্দা করেন। তাই বলিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী বা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভুপাদের বেষ নিন্দার্হ বলিলে মূর্খতার পরাকাষ্ঠা হইবে। শ্রীল সনাতন প্রভুপাদকে শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের সহ একত্র থাকিতে দেখিয়া বা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভুপাদকে ভক্তিভবনে থাকিতে দেখিয়া যে ব্যক্তি তাঁহা-

দিগকে মূঢ়তা বশতঃ গৃহিমানব জ্ঞান করিবেন তাঁহারা বৈধ প্রাকৃত সহজিয়া বা দুঃসঙ্গ। শুদ্ধভক্ত মাত্রেই কায়মনোবাক্যে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবেন। লৌকিক বন্ধুত্বের খাতিরে যদি কেহ এরূপ অপরাধীর সহ কোন ব্যবহার করেন তাহা হইলেও তিনি ও পতিত হইবেন। ভেকধারীগণের কেহ কেহ বান্তাশী হইয়াছেন, ত্যক্ত নিজ ভোগের বিষয় পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া তৎসহ সামাজ্ঞানে জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবের পারমহংস্য চেষ্টাকে প্রাকৃত চক্ষুতে দেখিতে গেলে প্রচুর অপরাধ করা হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী সেজন্যই লিখিয়াছেন মূঢ় বিষয়ান্ধ জনগণ হরি সম্বন্ধি বস্তুকে বদ্ধ জীবের ভোগ্য বিষয় জ্ঞান করে পরন্তু অনন্য ভজনশীল বৈষ্ণবগুরুকে স্বীয় শাসন যোগ্য প্রাকৃতশিষ্য জ্ঞান করিলে বিচারকের পরম দুর্গতি ঘটে। বৈষ্ণব নিন্দার তুল্য আর [illegible] অপরাধ নাই। অপরাধী জীব বৈষ্ণবের গুরু হইবার জন্য, আমি চরিতামৃতের ঘুণ হইয়াছি এরূপ দুর্বল প্রতিষ্ঠায় বৈষ্ণবকে নিজের প্রাকৃত বিচারে শাসন করিতে অগ্রসর হয়। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

> ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
> সেই নাহি বুঝে ভাগবতের প্রমাণ॥
> দুইস্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
> গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণকৃপাপাত্র॥

গুরুবর্গকে শাসন করিব তাহাদের দোষ ধরিব এরূপ বিচার অপরাধময়। ইহাই বৈষ্ণব নিন্দা। একদিন দেবানন্দের শ্রীবাসচরণে অপরাধ ঘটিয়াছিল আজ আবার সেই অভিনয় উপস্থিত। শুদ্ধভক্তগণের চরণে এবং শ্রীল গোস্বামীবৃন্দের চরণে অপরাধ এবং তাহার ফলেই শ্রীবৃন্দাবনাভেদ নবদ্বীপকে কাড়ীর ভূমি করিবার প্রয়াস। আমরা বৈষ্ণব অপরাধীর নাম করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। যেহেতু শ্রীপত্রিকা অপরাধীর দূষিত প্রচণ্ড বায়ুর পতিগন্ধ বহন করিতে অসমর্থা।

সাধু নিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত চারিবেদে কয়॥
বাটোয়ারে সবেমাত্র একজন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দুকে সংহরে॥
অতএব নিন্দুক তপস্বী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হইতেও অত্যন্ত দুরাচার॥ চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।

মোর এই সত্য সবে শুন মন দিয়া।
যেই মোরে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥

সে অধম [illegible] মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায় অগ্নি হেন পড়ে॥

যেই মোর দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহরে॥ ঐ মধ্য ১৯

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয়॥

মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥ চৈতন্য ভাগবত।

পাপিষ্ঠ কর্ম্মপর অপরাধিদল স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাশাপীড়িত হইয়া বৈষ্ণবের চরণে অগ্রেই অপরাধ করিয়া পরচর্চ্চা করে। করুণাময় [illegible] বৈষ্ণবগণ তাদৃশ অপরাধীর মঙ্গলের জন্য যে চেষ্টা করেন তাহা পরচর্চ্চা নহে পরন্তু অপরাধীর উহাই একমাত্র প্রয়োজনীয় সুপথ্য। পরচর্চ্চক পরোপকারে সর্ব্বদা ভীত অথচ অবৈধ গুরুগিরি করিতে গিয়া পরচর্চ্চক। সদ্‌গুরুগণ সৌভাগ্যবান্ ভক্তগণকে যে উপদেশ দেন বা যাহা আচরণ করেন তাহা পরচর্চ্চক নিজের

প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য নরকের পথে ধাবমান হন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ নিজ মঙ্গলের জন্য কোনটী কুপথ তাহা নির্দ্দেশ করেন। হিংস্র কর্ম্মী ভোগ-বশে পরচর্চ্চা করে।

শ্রীযশোদানন্দন দাস অধিকারী।
উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা।

সংস্কারে কুতর্ক।

ভারত বর্ষে আর্য্য সন্তানগণ দশটী প্রধান সংস্কার গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধারণ আর্য্যগণ যে রূপ দশটী সংস্কার পাইয়া হরিবিমুখজীবন অতি-বাহিত করিতে পারেন, সেবনোন্মুখ বৈষ্ণবগণ এই দশসংস্কার ব্যতীত আরো গৃহস্থ জীবনে পাঁচটী সংস্কার এবং বিরক্ত জীবনে আরো পাঁচটি সংস্কার গ্রহণ করেন। হরি বিমুখ আর্য্যগণের দশটী সংস্কার গৃহস্থ বৈষ্ণবের পনর টী সংস্কার এবং বিরক্ত বৈষ্ণবের কুড়িটী সংস্কার আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণব মাত্রেরই পনরটী সংস্কার আছে। ভক্তিময় জীবন লাভ করিতে হইলে তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও উপাসনা এই পাঁচটী সংস্কার অবশ্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহার তৃতীয় সংস্কার নামসংস্কার, নাম সংস্কার ব্যতীত কাহার ও ভক্তিতে সুষ্ঠু প্রবেশ হয় না। যেরূপ পিতা মাতা আর্য্য সন্তানের নাম করণ রূপ একটী সংস্কার দিয়া থাকেন সেই রূপ বৈষ্ণবগণ বা শ্রীগুরু দেব প্রত্যেক বিষ্ণু সেবককে ভক্তি সূচক নাম বা উপাধি দিয়া থাকেন। কোন কোন স্থানে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রাধান্য জানিয়া নাম বা উপাধি দ্বারা তাঁহাদের মর্য্যাদা স্থাপন করেন।

স্বামীকে ভগবৎপাদ, শ্রীধরস্বামীকে স্বামী চরণ, শ্রীনিবাসকে আচার্য্য, শ্রীনরোত্তমকে ঠাকুর ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে শ্যামানন্দ প্রভৃতি সম্মানে বিভূষিত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীবিজয় আখরিয়াকে রত্নবাহু নাম দ্বারা তাঁহার যোগ্যতা লোক সমাজে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্র শেখরকে আচার্য্য রত্ন, বরাহ নগরের শ্রীরঘুনাথকে ভাগবতাচার্য্য ■ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে প্রেমনিধি নাম বা ভক্তি সূচক উপাধি দিয়াছেন। গোস্বামী, ঠাকুর, মহান্ত, পণ্ডিত এবং অধিকারী প্রভৃতি উপাধি প্রদান ■ গ্রহণ চিরদিন যথা শাস্ত্র হইয়া আসিতেছে। বদ্ধজীব প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করিতে গিয়াই অহংকার নামক তত্ত্বে প্রবেশ করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত ভক্তগণ বিষ্ণুদাসাভিমান বা হরিগুরু বৈষ্ণব প্রদত্ত হরিসম্বন্ধিবস্তুকে জড়ীয় অহঙ্কার বলিয়া মনে করেন না। নাম সংস্কারকে যাঁহারা অবজ্ঞা করেন তাঁহারা কোন দিনই বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিতে পারেন না। অনেক স্থলে গুরুদিগের শাস্ত্রশিক্ষার অভাবে তৃতীয় সংস্কার অর্থাৎ নাম সংস্কার না দিয়া অর্থ লোভে বা মূর্খতা বশতঃ চতুর্থ সংস্কার বা বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রদত্ত হয়। হরিদাসাত্মক নাম বা সেই অপ্রাকৃত অভিমান লাভ না করিয়া যিনি দীক্ষা প্রভৃতি অনুষ্ঠান স্বীকার করেন তাঁহাকে প্রাকৃত জড় বুদ্ধি বিশিষ্ট সহজিয়া প্রভৃতি নামে সংজ্ঞা দেন।

যাহারা বৈরাগ্যের অপব্যবহার করিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় মুক্তি-কামী হইয়া বৈষ্ণবগণের চৈতন্য দাস ভক্তিবিনোদ দাস বলরাম দাস হরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব নামের বা শ্রীগুরুদেবেও গোস্বামী ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তি সূচক অপ্রাকৃত বিচিত্রতাকে মায়িক জড়ের ক্রিয়া মনে করে তাহা দিগকে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি হত ফল্গু বৈরাগী বলিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের তাদৃশ মায়িক ভাব থাকিতে পারেনা। কতক গুলি

জড় মস্তিষ্কের প্রকারভেদ মনে করে। শ্রীরূপ গোস্বামী আপনাকে বরাক, শ্রীমহাপ্রভু আপনাকে ক্ষুদ্র জীব, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী আপনাকে রাঙ্গাটুনি বা পুরীষের কীট বলিয়া নিজ উপাধি বর্ণন করিয়াছেন। ঐ উপাধিগুলি মায়াবদ্ধ সংসারে অনেকের নিকট তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপক মনে হইতে পারে। কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে জীবের মঙ্গল ব্যতীত উহাতে তাহাদের প্রাকৃত প্রতিষ্ঠার আশা কিছুই নাই। তবে বৈষ্ণবদ্বেষির হিংসাপর-চিত্ত উহাতেও নিজ স্বভাবোচিত প্রতিষ্ঠাশা আরোপ করিবে। কিন্তু জীব মাত্রেই [illegible] দাস, বৈষ্ণব দাস, ভক্তিবিনোদ, একথা বলায় গৃহিতৃবর্গ জড়ীয় প্রতিষ্ঠার আশায় কোন অপরাধ করেন না। যেখানে যেখানে কর্ম্মকাণ্ড মায়াবাদ [illegible] ভক্তিবিরোধ সেখানেই বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত নাম অপ্রাকৃত ভক্তিসূচক উপাধি অবৈষ্ণব গণের কটাক্ষের বিষয়। কামলরোগী যেরূপ সমগ্র জগৎ হরিদ্রাবর্ণের দেখে সেরূপ জড় বদ্ধ জীবও বৈষ্ণবগণের নাম [illegible] উপাধিতে নিজের প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা গন্ধের আরোপ করে।

শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ, বনগ্রাম।

শ্রীগৌর কি বস্তু?

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবদ্বস্তুই শ্রীচৈতন্যদেব। এই চৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি [illegible] এবং অন্তর্যামী যিনি কারণার্ণবশায়ী গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী এই ত্রিবিধ পুরুষাবতার রূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া অনিত্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নিত্য বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া অবস্থিত সেই পরমাত্মা যাঁহার খণ্ডবৈভব প্রকাশ তিনিই শ্রীচৈতন্য দেব।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী আরোও বলিয়াছেন শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণের প্রণয়বিকার হ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণ ও রাধিকা একাত্মা হইলে ■ দুইটী দেহ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চে পূর্ব্বকালে নিত্য লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন। অধুনা গৌর লীলায় সেই রাধা ■ কৃষ্ণ দুই তনু একত্র সম্মিলিত হইয়া শ্রীরাধিকার চিত্ত গত আভ্যন্তরীণ ভাব এবং রাধিকার বাহ্যাঙ্গকান্তি সুমণ্ডিত হইয়া সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন অপ্রাকৃত স্বয়ংরূপ আশ্রয়জাতীয় চেষ্টা লইয়া স্বীয় নিত্য গৌর লীলা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্য শ্রীগৌর রূপ, মহাবদান্যগুণ ও কৃষ্ণ প্রেম প্রদান লীলা প্রদর্শন করিতে, কৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়া প্রপঞ্চে উদয় হইয়াছেন।

শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ বলিয়াছেন যে মহাবৈকুণ্ঠস্থিত মূল নারায়ণ শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীলোচন দাস ঠাকুর প্রভৃতি ও তাঁহাকে শ্রীশ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব সাক্ষাৎ নারায়ণ বা পুরুষাবতার প্রভৃতি বলিয়াছেন।

শ্রীগদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বলিয়াছেন শ্রীগৌরহরি ব্রজজনের জীবন ধন। আবার নাভদাসাদি কর্ম্ম জ্ঞান মিশ্রভক্ত সম্প্রদায় তাঁহাকে নারায়ণের অভেদ অংশ অবতার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। অভক্ত সম্প্রদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে বিভিন্নাংশ বিভূতিময় ধর্ম্মপ্রচারক বলিতে ও কুণ্ঠিত হন নাই। ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায় তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে নানাপ্রকারে অবজ্ঞা করিতেও ত্রুটি করেন না।

যাঁহার যেরূপ অধিকার রুচি ■ পারদর্শিতা তিনি তত্ত্ববস্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে সেরূপ দর্শন করেন, সেরূপ সংজ্ঞা দেন ও সেরূপ ভাবে শ্রীগৌরের সেবা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে মায়াবাদীগণ বলেন যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পর-তত্ত্ব তখন তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা দেখা যাইবে, যাহা ইচ্ছা বলা যাইবে, তাঁহার

আনিবার আবশ্যক নাই কোন প্রকার বাধা দিবার আবশ্যক নাই। মদ্য বা গঞ্জিকাসেবী শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহার মাদক দ্রব্য বলুন, লম্পট শ্রীগৌরকে লাম্পট্যের আদর্শ বলুন, গৃহব্রতগণ গৌরকে গৃহসুখপ্রিয় গৃহস্থ বলুন, পয়সা ভিক্ষু গৌরকে পয়সা আনিবার যন্ত্র বলুন, রাজনৈতিক সমাজনৈতিক গৌরকে নিজ নিজ ব্যবসার জিনিস জানিয়া শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া যে কোন প্রকারে ফল লাভ করিয়া লউক তাহাতে মায়াবাদি মিছা ভক্তের আপত্য নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু এরূপ মায়াবাদ নিরাস করিবারই উদ্দেশে নিজের মহাবদান্য দয়ানিধি নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। মায়াবাদি ■ গৌরভক্ত দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বস্তু মায়াবাদী অহঙ্কারী, আত্মম্ভরি ■ আনুগত্যধর্ম্মরহিত স্বয়ং প্রতিষ্ঠা ভিক্ষু। ■■ তাহা নহেন। মায়াবাদীর উপাধিতে অহঙ্কার ও প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া ভক্তের ও উহা থাকিতে পারে মায়াবাদী মনে করেন। মায়াবাদী নির্ব্বিশেষবাদী অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবৎ সত্তার নিত্য বিশেষ স্বীকার করেন না। গৌর বা কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সত্তা মায়া নির্ম্মিত সুতরাং মায়া নষ্ট হইলে তিনি মায়িক বিশেষ রহিত হইয়া ব্রহ্মই নিত্যকাল থাকেন। ব্রহ্মই মায়াদ্বারা ভগবান্ জীব প্রভৃতি বদ্ধভাব বা সবিশেষ ভাব জড়েই লাভ করে, চিন্ময় বৈকুণ্ঠ নাই। মোটের উপর মায়াবাদী নিজের ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ■ করণাপাটবের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের ও ভক্তের নিত্য নাম রূপ গুণ ও লীলায় বিশ্বাস করেন না। শুদ্ধভক্তি ■ ভগবত্তা ক্ষণভঙ্গুর, নিত্য নহে মনে করেন নিত্যভক্ত ■ ভগবান্‌কে মায়িকনশ্বর ■■■ তুল্য যাহারা মনে করে তাহারাই মায়াবাদী। সেই মায়াবাদবুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া বাউল, নেড়া, সাঁই, দরবেশ চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী, থিয়সফি বিশ্বাসী গৌরভক্ত, গৃহি গৌরাঙ্গ সেবা নিজবুদ্ধিদ্বারা সুবিধাপূর্ণ কালোচিত গৃহমেধযজ্ঞসুখই গৌরভজন কেন হইবে না, বলিয়া ভক্তের ■■ কলহ করেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে যদি

কাহারও কিছুমাত্র শুদ্ধাভক্তি সৌভাগ্যক্রমে উদয় [illegible] তাহা হইলে তাহারা ঐ সকল মায়াবাদীর প্রাকৃতমত অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। শ্রীগৌর বস্তু নিত্য এবং তাঁহার লীলা তাঁহার নিজজনেরই গোচর হইবার যোগ্য। সেই লীলাকে বিকৃত করিয়া কালোচিত গৃহব্রত করাইবার চেষ্টাই ভ্রম প্রমাদাদি দোষযুক্ত মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

যে জীব মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া আপনাকে গৌরভক্ত বলে সে বাউল সাঁইগণের ন্যায় হরিনামভজন ছাড়িয়া [illegible] মৎস্য মাংস প্রভৃতি ভোজন করিতে করিতে নিজ মায়াগ্রস্ত বিচার অবলম্বনে চৈতন্য তত্ত্ব বিচার করিতে বসে এবং অবশেষে ঘৃণিত হইয়া বৈষগৃহি বাউলাদি নামে পরিচিত হয়। যদি তাদৃশ নেড়া, বাউল, সাঁইগণ নিজ নিজ [illegible] ও শুষ্কতত্ত্ব ছাড়িয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ করেন তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধ শূন্য হইয়া গৌরতত্ত্বে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নতুবা গৌরাঙ্গ গড়িতে গিয়া আর কিছুকে গৌর মনে করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম ছাড়িয়া আত্মম্ভরিতা করাই বিপথ গমন। [illegible] যে কালে কংস সভায় প্রবেশ করিতেছিলেন সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা একই কৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়াছিল কিন্তু স্বয়ং রূপ কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভাশ্রিত নিত্যভক্তেরই দৃশ্য [illegible] সেব্যবস্তু। নিজের উপরতিবাদী [illegible] মায়াবাদিগণ অনিত্য চেষ্টায় বিচার করেন কিন্তু ভক্তের নিত্য চেষ্টায় কেবলমাত্র সেবা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই সেখানেই মায়ার অবস্থান। যেখানে মায়ার অবস্থান সেখানেই অহঙ্কার। আমি খুব বুঝি, আমি খুব বিচার নিপুণ প্রভৃতি মনে করিয়া কৃত্রিম সাত্ত্বিক ভাবের ঘোরে বিভোর মায়াবাদি সম্প্রদায়, নিজের চক্ষের জল, ফোপানি সখীভেকীর নবীন ছড়াদ্বারা ও গলাবাজির [illegible] কুভজন করেন। তাহাদের গঠিত কাল্পনিক গৌর বিগ্রহের উপাসনা ভক্তগণের উপাস্য গৌর কিন্তু নিশ্চয় সে [illegible] নহেন। মায়াবাদী প্রাকৃত দর্শনে প্রাকৃত বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া গৌরাঙ্গ

স্থাপন করেন এবং "আমার গৌরাঙ্গ" প্রভৃতি বলিয়া গৌরাঙ্গের নামে নিজ কল্পিত মতবাদ প্রচার করে। এই সকল মায়াবাদির দলকে ভক্তগণ কোন প্রকারে ইষ্টগোষ্ঠিতে গ্রহণ করেন না বা তাহাদিগকে সঙ্গ প্রদান করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন না। হতভাগ্য মায়াবাদি ভক্তসঙ্গচ্যুত হ্‌ইয়া ভক্তের কোন কথা না বুঝিতে পারিয়া ভক্তকেও তাহার মত প্রজল্পী মনে করেন কিন্তু ইহাতে ঠকিলেন কে? ভক্ত, মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া হরিসেবা-পূর্ব্বক পরমোচ্চতম হইলেন; মায়াবাদী গোটাকতক বেশী অর্ব্বাচীন বিষয়ী লইয়া মায়াবাদমিশ্র গৌরভক্তি প্রচার হইল মনে করিল। বাস্তবিক কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়া একটি অন্তঃসারহীন বিষয় লোলুপ সম্প্রদায় সৃষ্টি হইল মাত্র। তাহাপেক্ষা শ্রীরূপানুগগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া কুতার্কিক অভক্ত মায়াবাদীদিগকে মনে মনে ছাড়িয়া দিলে হরি-ভজনের সুবিধা হয়।

কৃষ্ণ যে বস্তু, শ্রীগৌরাঙ্গ যে বস্তু তাহাকে নিজ কল্পনাবলে অন্য বস্তুতে স্থাপন করা আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মিছা [illegible] হওয়া একই বিষয়। গৌরবস্তু যাহা গোস্বামিগণ স্থির করিয়া তদনুগ ভক্তগণের [illegible] লিখিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া যে সকল মায়াবাদি কালক্ষেপ করিয়া নিজে নিজে মতবাদ সৃষ্টি করেন এবং তাহাই কল্পনাপ্রভাবে গোস্বামীশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত [illegible] এবং গৃহি-গৌরাঙ্গ ন্যাসিগৌরাঙ্গ প্রভৃতি নিজ মায়িক কদর্য্য ভাবসমূহের আরোপ করেন ফলতঃ তাঁহাদের দ্বারা মৎসরতা ব্যতীত কোন সুফলই হয় না।

মায়াবাদীগণের ইহাই জানা উচিত যে গৌরবস্তু নিত্য, কেবল মায়া গঠিত দৃশ্যজগতের বস্তু বিশেষ নহেন। অনন্ত কোটি মায়াবাদী নিজ নিজ অনিত্য কল্পনারূপ অস্ত্রদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গে আঘাত করিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয় সুখলাভেচ্ছায় গৌরের নিত্য গঠনে রূপান্তর করিতে পারেন না। [illegible] রূপান্তরিত হয় তাহা কখনই রূপানুগ সেব্য হয় না এবং তাহা কখনই

গৌরবস্তু নহে। জীবের মায়াবাদ কলুষনিমগ্ন চিত্ত গৌরকে বিকৃতরূপ, বিকৃতগুণ [illegible] বিকৃত ক্রিয়াবিশিষ্ট করাইতে পারে না তবে যে মায়াবাদী গৌরবাদীর অভিমানে গৌরাঙ্গ নাগরীর দল বাঁধে উহা মায়া সীতাকে রাবণের করতলগত করার ন্যায়। অপ্রাকৃতবস্তু গৌর কোন দিন মায়াবাদীর গ্রহণীয় বস্তু নহেন। তবে ইহাও ধ্রুবসত্য মায়াবাদী কোন দিনই গৌরকে বা শুদ্ধভক্তিকে আচ্ছাদন করিতে পারিবেন না। আজ চারিশতবর্ষ ধরিয়া মায়াবাদিগণ গৌরকে নিজ নিজ মায়ায় প্রবেশ করাইবার কত চেষ্টা করিতেছেন শ্রীগৌরভগবান্‌ও শুদ্ধভক্ত নিজজনগণকে প্রপঞ্চে পাঠাইয়া মায়াবাদির চেষ্টা নিষ্ফল করাইতেছেন। অনিত্য মায়াবাদির সহ গৌরের নিত্য লড়াই। এই যুদ্ধের ফল জীবের শুদ্ধক্ষেত্রে নির্ম্মল কৃষ্ণ প্রেমোদয় অথবা [illegible] ভূমিতে হলাহল মায়াবাদ। আমরা বলি ঘৃণ অভিমান ছাড়িয়া সরল প্রাণে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পড় এবং সেইরূপ ভাবে নিত্য জীবন উপলব্ধি কর তাহা হইলে নিজজন সহ শ্রীগৌর কি [illegible] বুঝিতে পারিবে আর তাহা ছাড়িয়া যদি সময়োচিত গৃহব্রত ধর্ম্মকে পারমার্থিক গৌর ভক্তি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা কর তাহা হইলে আত্মবঞ্চক বলিয়া নিত্য শুদ্ধভক্তগণ তোমার ন্যায় মায়াবাদীর সঙ্গ ত্যাগ করিবেন মাত্র।

মায়াবাদিগণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন তাহারা শুদ্ধ [illegible] কথা বুঝিতে পারেন না। অসাম্প্রদায়িক হইয়া মুড়িমিশ্রি অসৎ সৎ, আলস্য উৎসাহ, প্রহার মিষ্টান্ন একস্থানে পাপময় সংসার নির্ব্বাহকে গৌর ভক্তি বলিয়া স্থাপন করিলেই গৌর ভক্ত হইল একথা মায়াবাদির মুখেই শোভা পায়।

মায়াবাদিগণ সকল জিনিস নিজ ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া লইতে চান। গৌর ও গৌরভক্ত ভোগময়ী জড়বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া লইবেন ও জড়ধর্ম্মপ্রচারক হইবেন মনে করেন। সেবাময় আচরণ না করিলে প্রচার হয় না। আচরণে মায়ার ভোগ পকাশে ও হৃদয়ে প্রবল রহিল, মুখে ভক্তির জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে প্রচারক হইল। আদৌ ভজন করিব না, পরীক্ষিৎ মহারাজ যে পাঁচটী স্থানে কলিকে প্রবল হইতে বলিয়াছেন তাহার কোনটাই ছাড়িব না আর জগতে আমাকে সকলে বৈধ গৃহি বাউল ভক্ত বলুক তাত্ত্বিক বলুক আর আমি প্রতিষ্ঠাশা মায়াবাদ অহঙ্কারে স্ফীত হই গৃহমেধযজ্ঞে যাজ্ঞিক

হইয়া গৌরভক্ত হই এরূপ আশা নিতান্ত অনুপাদেয়। গৌর নিরূপণ করিতে হইলে নিরূপণকারীর অস্মিতায় মায়াবাদ থাকিবে না, পরন্তু সেবাময়ী প্রবৃত্তি নিশ্চয় থাকা উচিত। হিন্দুর পরবের কোন দিন নির্ণয় যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান অভাবে বিধর্ম্মী কাজী নিরূপণে অসমর্থ, বন্ধ্যা যেরূপ পুত্র প্রসবে অসমর্থ, চক্ষু দ্বারা যেরূপ সন্দেশ খাওয়া যায় না। প্রাকৃত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞাত সারে মায়াবাদ গ্রহণ করিয়া গৌর বস্তুর পরতত্ত্ব বিষয়ে ধারণা করিতে যাওয়াও সেরূপ নিষ্ফল। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ গৌর ভক্তের পাল্যরূপে নিজের অস্মিতাকে উপলব্ধি কর, দেখিবে সকল মোহান্ধকার কুজ্ঝটিকার ন্যায় চলিয়া গিয়াছে এবং প্রেম চক্ষু ফুটিয়াছে। এই পরামর্শ ছাড়িয়া যে কোন দ্যুলো-কেই যাও বা নরকেই যাও তথায় বৈষ্ণববিদ্বেষ শিখিবে, শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে দূরে পড়িবে। গৌরবস্তু স্থির হইলে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীধাম কোথায় এবং এবং সেই অপ্রাকৃত ধাম কে: নিরূপণ করিতে পারেন এবং কাহার কথায় শুদ্ধভক্তগণ বিশ্বাস করেন এবং মায়াবাদী অভক্তগণ গৌরকে কি বলেন কোথায় তাহার প্রপঞ্চে অবস্থিতি বলেন সে সকল কথা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে। জড়জগতে বৈধগৃহি বাউল সহজিয়াগিরি করিয়া হাঁটকা পাট্‌কা করিয়া বেড়াইলে প্রাকৃত দেহ দ্রবিণ জনতাঃলোক ও পাষণ্ডতা আসিয়া মায়াবাদির নিমীলিত চক্ষুই দ্বিতীয় বার আবরণ করিবে।

বিষয়ির ক্রিয়া।

বিষয়িজনে, বিষয় পানে, ছুটিবে সদা সজোরে ;
বাধা না মানে কভু সে।
জ্বলিবে তাহে, তীব্র দাহে, কাঁদিতে র'বে অঝোরে,
ছাড়িবেনা কো তবু সে।
মৃগ সে যথা, দ্রাক্ষালতা করয়ে ভোজন আহ্লাদে ;
সঙ্গে ঝরে রুধির ধারা তার তবু।
না হয় জ্ঞেয়ান্, একই ধেয়ান, মাতিয়া রহে পান মদে ;
তেমনি বিষয় বিষয়ি ছাড়ে আর কভু ?
বিষয় লয়ে, উদাস হয়ে, ভাব্‌ছে বসে বিষয়ী ;

কৃষ্ণ কথা, শুনেই ব্যথা, পাচ্ছে মনে। বলছে নই ;
ভক্ত। নাহি চাই ভকতি বিন্দুকে।
মৃত্যুকালে, গোষ্ঠি পালে, কর্ণে কহে বল হরি ;
ফুরালো আয়ু স্মরহে বারেক কৃষ্ণকে।
বিবরি কহে, জ্বালায় দহে, অঙ্গ যে গো কি করি ;
এদিকে দেহ কাঁপচে মরণ তেজ ঝোঁকে
বলছে আবার, রোগটা আর সারবে নাকি বল্ সবে
বিষয় আশার সব যে গেল হায় ডুবে।
মাথার কাছে, শমন নাচে, আত্মীয় কয় কৃষ্ণ নামই সার ভবে,
শমন বাজায় বিষম জোরে গাব্ গুবে।
কৃষ্ণৈকপ্রেপরজনপাদাসক্ত
শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায় সাং আবুরি (নদীয়া)

সংকীর্ত্তনে শ্রীগৌর নিতাই।

ওইত প্রেমের সিন্ধু পাথার গৌর নিতাই দু'ভাই নাচে,
শুষ্কমরু উষর ধূসর তাপিত পতিত সবাই বাঁচে।
মহাভাবের ভাবটী মধুর ভাবের ভাবি দু'ভাই মরি !
ভয় কিরে আর পাপী তাপী ? বল্ রে নিতাই গৌর হরি।
প্রণবেরি মূর্ত্তি সাকার, হরির নামে আপনহারা,
আত্মতীর্থ ক্ষেত্র প্রয়াগ, গাঙ যমুনার মিলন ধারা।
গোলোক-পুলক-মন্দাকিনীর, লহর গীতির ভাবের তরি,
বল্ রে সবাই পরাণ খুলে, বল্ রে নিতাই গৌর হরি।
পূর্ণ সাধার বীণার তান এ হরি নামের মধুর বোলে,
সহজ সুরের স্বর গ্রাম এ জীবের হৃদয় আপনি ভোলে।
নিত্য মধুর মন্ত্র, নামের, বল্ রে সবাই হৃদয় ভরি,
বল্ না রে ভাই বল্ না কেবল, বল্ না নিতাই গৌর হরি।

[illegible] পড়ুয়ী (বর্দ্ধমান)

শ্রীরসরাজ।

প্রথমসর্গ।

জগতে অতুল বরজ ভুবন,
বিরাজিত যথা দিব্য বৃন্দাবন,
প্রণয়-যমুনা-প্রবাহ-চুম্বিত,
নব-অনুরাগ-বসন্ত-সেবিত,
নিত্য-নবোৎসব-পিক-মুখরিত,
প্রফুল্লতা-ফুল্ল-কুসুম-ভূষিত ;
কল্পনা-বাস্তবে অদ্ভুত মিলন,
শ্রবণ-নয়ন-মন-রসায়ন।
সুরভি, সুন্দর নানা জাতি ফুল,
সমীর-হিল্লোলে করে দুল্ দুল্ ;
জমাট বাঁধিয়া যেন হাসি রাশি,
সুখসিন্ধুতটে আছাড়িছে আসি।
পুঞ্জে পুঞ্জে কত মত্তমধুকর,
গুঞ্জরিয়া পড়ে কুসুম উপর ;
কমল-পরাগ-সুরঞ্জিত [illegible]
ফুটায় কলিকা চুমি নানা রঙ্গে।
সুললিত কণ্ঠ বসন্তানুচর
ঝঙ্কারে মধুর বিহগ নিকর।
প্রিয়াসনে শিখি তমালের ডালে
করে কেকারব নাচে তালে তালে।
কোমল-স্বভাব আয়ত নয়ন
নাথ সনে খেলে কুরঙ্গিণীগণ ;
যেন নানারূপে হ'য়ে মূর্ত্তিমান
আনন্দে আনন্দ করে আত্মদান।

চিন্তামণিভূমি হেন বৃন্দাবনে
কল্পলতিকায় পুষ্পিত কাননে
রাশি রাশি ফুল্ল সুরভি, কোমল-
কুসুম মণ্ডিত, ভুবন-উজল,
রুচির শোভন উন্নত আসনে
বসিয়া শ্রীরাধা সঙ্গিনী বেষ্টনে।
নবীনা কিশোরী সুধার সাগরী
নব-ভাবময়ী নবীনা নাগরী ;
নবরসে স্নাত অন্তর বাহির,
কৃষ্ণ-প্রেমময়ী কৃষ্ণে মতি স্থির ;
কৃষ্ণসুখকাম হৃদয়ে জাগ্রত,
নিত্য পালনীয় কৃষ্ণনামব্রত,
কৃষ্ণকথারসে নিমজ্জিত মন,
নানা ছলে করে কৃষ্ণ আলাপন ;
বৃষভানুসুতা ইন্দীবরাননা
কি দিব তাঁহার রূপের তুলনা।
সহস্র চপলা ধরি একাধারে
চাপিয়া পিশিয়া ছানিয়া তাহারে

সুধার সাগর মথি বার বার তাহাতে উঠিল যে অমিয় সার
সুকৌশলে বিধি মিশাইয়া তায় গঠিলা ওরূপ বহু সাধনায়।
কোটিইন্দু-ভাতি ভাসিত আননে, কোটি-কাম-দর্প দমিত নয়নে;
অঙ্গে অঙ্গে কোটি কমল সৌরভ, কণ্ঠে বিনিন্দিত বীণার গৌরব;
কুঞ্চিত কুন্তল ভ্রমর-গঞ্জিত, ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী বিনায়িত;
পরশি নিতম্ব চুমিছে চরণ মদন-মোহন-মন-বিমোহন।
সখিগণ তায় আদর করিয়া প্রকৃতির পূর্ণ ভাণ্ডার লুটিয়া
বাছিয়া বাছিয়া গাঁথিয়াছে ফুল, সৌন্দর্য্যে লালিত্যে সৌরভে অতুল।
ফুলের অনন্ত, ফুলের বলয়, ফুলের মেখলা, শিঁথি পুষ্পময়;
পুষ্প-অবতংশ শ্রবণযুগলে, উরঃবিলম্বিত ফুল-হার গলে।
কুসুমের শয্যা দিয়াছে পাতিয়া তাহার উপরে আছেন বসিয়া
ফুল্ল ফুলবনে কুসুম আসনে, অঙ্গে অঙ্গে ফুল্ল কুসুমভূষণে,
মধ্যে শ্রীরাধিকা পার্শ্বে সখিগণ, হীরকের মাঝে মাণিক্য যেমন।

রাধার হৃদয়ে নবীন তরঙ্গ হিল্লোলিত তায় কোমল শ্রীঅঙ্গ।
রুদ্ধবাষ্পে যেন সঙ্কীর্ণ আধার বর্দ্ধিত বিক্রমে কাঁপে বার বার।
উঠে দীর্ঘশ্বাস মথিয়া, হৃদয় ঝর ঝর অশ্রু দু'নয়নে বয়।
অপূর্ব্ব প্রকট সে ভাব প্রবল নারিল বুঝিতে সঙ্গিনী সকল।
রূপের ছটায় উজলি ভুবন তরুণ-বয়সী সখী এক জন
আয়ত লোচন মুছিয়া অঞ্চলে মুখ হ'তে তুলি কুঞ্চিত কুন্তলে
কহিল তখন সম্বোধি রাধায় শ্রবণ সুখদ সুমিষ্ট ভাষায়।

রাধে, প্রিয় সখি, আজি এ নিরখি, কি নবীন ভাবে তোর;

চাঁদমুখে হাসি, মোরা যত দাসী, দেখিতে পাই গো সুখ,
ও মুখনলিন, বিষাদে মলিন, দেখিয়া ফাটিছে বুক।
নব জলধরে হেরিয়া অম্বরে কেন ঝরে দু'নয়ন ?
কোকিল কূজন করিয়া শ্রবণ চমকিত কি কারণ ?
(তুমি) রাজার ঝিয়ারী, রাজার পিয়ারী, কিসের অভাব তবে ?
যদি কিছু ঘটে, বল অকপটে, আমরা পুরাব সবে।
স্বর্গ-দেবতার, সুধার ভাণ্ডার পিতে কি হ'য়েছে সাধ ?
তাই যদি হয়, পিয়াব নিশ্চয়, কে তায় সাধিবে বাদ ?
পুলোমনন্দিনী ইন্দ্রের ঘরণী চাহ কি তোমার দাসী ?
ও বরচরণ করিবে সেবন বাঁধিবে চিকুর রাশি ?
কি ছার ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, কমলা কমলালয়া
সার্থক হইবে চরণ সেবিবে হ'য়ে থাকে যদি দয়া।
ভবতাপহর স্পর্শসুখ কর ওই রাঙা পা' দু'খানি—
প্রসাদে তাহার ভুবন মাঝার অসাধ্য কিছু না মানি।
বৃন্দাবনেশ্বরি, বল ত্বরা করি কিলাগি কাঁদিছ হেন ;
কোমল হৃদয় বিষাদ নিলয় হ'য়েছে আজি বা কেন ?

বরষা বিধৌত পূত, শুভ্র শতদলসম,
বিগলিত অশ্রু প্লুত তুলি মুখ মনোরম,
সখিগণমুখ চাই ধৈর্য্যধরি প্রাণপণে,
কহে বাণী তবে রাই নিন্দি বাণীবীণাস্বনে।
মরি সে মধুর স্বর সুধা হ'তে সুমধুর,
সে স্বরেতে গিরিধর প্রাণমন ভরপূর ;

যে স্বর শ্রবণ আশে যামিনী জাগিয়া রয় ;
আকাশে তারকা ভাসে যমুনা উজানে বয় ;
যে স্বর আনন্দধ্বনি নিখিল বিশ্বের এই,
ধীরে ধীরে কহে ধনী সুধাময় স্বরে সেই।

একদিন সন্ধ্যাকালে যমুনারতীরে গিয়াছিনু, শুন, সখি, আনিবারে জল,
হেনকালে বংশীরব হইল অদূরে, শুনিয়া সে স্বর প্রাণ হইল বিকল।
পবন হিল্লোলে সখি, কাঁপিতে কাঁপিতে পশিল শ্রবণে মোর সে স্বরলহরী ;
বিবশ করিল অঙ্গ, কাঁপিল হৃদয়, নীবিবন্ধ সনে হল শিথিল কবরী।
থাকিয়া থাকিয়া বাঁশী উঠিয়া ঝঙ্কারি, কাঁপাইয়া দশদিক পূরিয়া গগন,
কুলশীল জাতি মান ভাসায়ে অকূলে মজাইল প্রাণ সখি, অভাগীর মন।
কি বলিব, সহচরি, এখনো সে স্বর কাণের ভিতরে করে মধুর নিক্কণ,
এখনও দেখ হিয়া কাঁপে থর থর, কিছুতে না থির মানে উদ্বেলিত মন।
বাজিতে বাজিতে বাঁশী বিগলিত সুরে কাঁপাইয়া সান্ধ্যবায়ু উঠিল সপ্তমে ;
মিলাইয়া গেল কভু দূরে যমুনায়, ধীরে ধীরে আসি পুনঃ পশিল মরমে
আপনা পাশরি, সখি, হ'য়ে এক মন, ভেসে যেতেছিনু সেই বাঁশীরব সনে,
হেন কালে আঁখি মেলি-কি বলিব, সখি, কারমুখচ্ছবি মোর পড়িল নয়নে !
দেখিলাম শ্যামচাঁদ ত্রিভঙ্গিমঠামে চরণ উপরি করি চরণ স্থাপন
কদম্বের গায় সুখে অঙ্গ হেলাইয়া ভুবন ভুলান বংশী করিছে বাদন !

(বঁধুর)
পীতবাস আঁটা, সখি, ক্ষীণ কটিতটে, তার পর মনোহর হেমকাঞ্চী দোলে ;
(বঁধুর)
স্থলকোকনদ জিনি রক্তিম চরণে সোণার নুপূর সদা রুণু রুণু বোলে।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—*—

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২১শ বর্ষ } ত্রিবিক্রম ৪৩২ { ৩য় সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

—*—

সজ্জন—কৃষ্ণৈকশরণ।

বৈষ্ণবের যে ২৬টী গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে কৃষ্ণৈক-শরণ ব্যতীত অপর ২৫টী গুণ তটস্থ বলিয়া লক্ষিত। কৃষ্ণৈকশরণ গুণই স্বরূপ বা মুখ্য গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণতা যাঁহার নাই তাঁহার অপর পঞ্চবিংশ গুণের সম্ভাবনা নাই অথবা তত্তৎগুণ লক্ষিত হইলেও এই গুণের অভাবে ঐ গুলি নিত্যভাবে অবস্থান করিতে পারে না। অন্যান্য গুণ কপটতা করিয়া অসাধুগণ অপরকে প্রদর্শন করিতে পারে কিন্তু অসজ্জন কখনই কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারে না।

সজ্জনই একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণ। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর তত্ত্বের মূল বস্তু তাঁহা হইতে শ্রীবলদেব প্রভু, বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহচতুষ্টয়, পুরুষাবতারত্রয় এবং নৈমিত্তিক অবতারাবলী উদয় হইয়াছেন। জীবের পুরুষাবতার ত্রয়ের জ্ঞান হইলেই তিনি প্রাপঞ্চিক জগতের সকল কথা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং বৈকুণ্ঠ বস্তুর অমলত্ব উপলব্ধি করিয়া নিত্যদাস্যই তাঁহার ধর্ম্ম ইহা বুঝিতে পারেন। সর্ব্বাশ্রয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণকারণ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র শরণ। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবের অন্যকোন প্রকার গতি নাই। যে জীব সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদ, কর্ম্মকাণ্ড ও অন্যা-ভিলাষ মিছা ভক্তিতে কালক্ষেপ করেন তিনি কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারেন না। আবার মুখে কৃষ্ণৈকশরণ বলিলেই যে কৃষ্ণবিমুখতা ছাড়িয়া যায় এরূপ নহে। যিনি অকিঞ্চন তিনিই কৃষ্ণৈকশরণ। অকিঞ্চন বলিলে মায়াবাদিকে বুঝায় না, কর্ম্মকাণ্ডী সন্ন্যাসিকে বুঝায় না বা অন্যাভিলাষীর ভাষায় প্রাকৃত দরিদ্রতাকেও বুঝায় না। শরণাগত বা অকিঞ্চনের লক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণসেবা তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণ হইলেই জীব কৃষ্ণেতর মায়ার যাবতীয় মাহাত্ম্যে উদাসীন হন। সেই সকল মাহাত্ম্য বরণ করাতো দূরে থাক প্রতিষ্ঠার ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করেন। যাঁহার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবল আছে তিনি অকিঞ্চন বা শরণাগত হইতে পারেন না। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণৈকশরণ বলা যায়। শরণের লক্ষণ ছয় প্রকার ১ আনুকূল্যের সঙ্কল্প, ২ প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন, ৩ কৃষ্ণব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, ৪ কৃষ্ণকেই গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ, ■ কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া তৎ সেবা ব্যতীত অন্য চেষ্টা রাহিত্য, ■ জড়ের সকল প্রকার অভিমান ছাড়িয়া নিজেকে নিতান্ত দীনবুদ্ধি।

এই ছয় প্রকার শরণের লক্ষণে লক্ষণান্বিত হইয়া সজ্জন ■■ আত্ম-সমর্পণ করেন ।

কৃষ্ণৈকশরণ সজ্জনের কৃষ্ণৈকশরণতা ব্যতীত কৃষ্ণেতর বস্তুর শরণ গ্রহণে প্রবৃত্তি নাই । তবে যাহারা বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষা লাভের ■■ কপটতা করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া পরিচয় দেন এবং ভক্তের শুদ্ধ ভক্তির অন্যায়পূর্ব্বক তীব্র প্রতিবাদ করাকে কৃষ্ণৈকশরণতা জানেন তাহারা মিছা ভক্ত বা কপটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন । ভক্তের স্বভাবে পরচর্চ্চা নাই, অনর্থক তীব্র প্রতিবাদ নাই, পরহিংসা নাই, মৎসরতা নাই । যাহা সজ্জনে নাই সেই গুলি মিছাভক্ত কপটীর বৈষ্ণবপরিচয়চ্ছলে অন্তঃস্থিত সম্পত্তিপুঞ্জ । অসাধুর ভগবান ও ভক্তের বিদ্বেষ করাই স্বভাবজাত ধর্ম্ম উহা কৃষ্ণৈকশরণতা নহে, কৃষ্ণবিমুখতা মাত্র । কপটী মিছাভক্ত যখনই কৃষ্ণৈকশরণ হন তৎকালে হরিগুরুবৈষ্ণব দ্রোহিতার অপকারিতা উপলব্ধি করেন এবং স্বীয় অবৈষ্ণবোচিত বৃত্তিসমূহের হস্ত হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হন । হরিবিমুখ জীবের কৃষ্ণৈকশরণতা সুদুর্ল্লভ হইলেও সাধুসঙ্গ ক্রমে সজ্জনের এই মূল গুণ বা স্বরূপলক্ষণে দৃষ্টি পড়ে । তিনি মৎসরতা ও কপটতা ছাড়িয়া ক্রমশঃ সজ্জনের আদর্শে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করেন ।

শ্রীস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ ।

(গোদ্রুমে)

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ ! বিনোদের হৃদি-

কুঞ্জ ভাবি, আমি তোমা । আহা মরি মরি

পরাশান্তিময় স্থান, ভক্ত হৃদিনিধি,
সদা ইচ্ছা অকপটে হেথা বাস করি।
শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌর নিজ প্রিয়জন,
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাবিষ্কৃত নিত্যস্থান
কুঞ্জ কুটীরারোহিলে হইবে দর্শন
জন্মভূমি মায়াপুর, প্রেমে ভাসমান ॥
জলাঙ্গীর তীরস্থিত অদূরে জাহ্নবী
বটাশ্বত্থ তরু দ্বয় রাজে সম্মুখেই
তাপ শান্তি হয় হেরি গোদ্রুম অটবী।
কি বলিব হেন স্থান বৈকুণ্ঠেও নেই!
আছেন শ্রীকুঞ্জে প্রভু ভক্তি বিনোদের
শুভ মূর্ত্তি, কাছে স্থিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের।

বঞ্চিত শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়।

নিষেধ হিতবার্ত্তা।

এ কেমন চতুরালি হে ভাই চতুর?
অতিমাত্র বেগভরে লেগে গ্যাছ ভক্তি ক'রে,
জন্মভূমি আবিষ্কারে শ্রীমহাপ্রভুর।
এ কেমন চতুরালি হে ভাই চতুর?

বিদ্যাবল প্রকাশিতে, আর কোনো বিষয়েতে,
বল প্রয়োগিলে ফল লভিতে প্রচুর।
এ কেমন চতুরালি হে ভাই চতুর?

রামচন্দ্রপুরে যদি, খুঁড়ি ফেলে গঙ্গানদী
বাহির করিবে নব মন্দিরের চূড়?
সে সকলি চতুরালি হে ভাই চতুর।

প্রামাণ্য প্রাচীন পুঁথি, মনোগর্ত্ত ফেলে পুঁতি
কি আলাপ আরম্ভিলা নিয়ে নব সুর।
এ কেমন চতুরালি হে ভাই চতুর?

জুটাইয়া শিষ্য সঙ্ঘ, খেপাইয়া দিলে বঙ্গ,
ভুক্তিকথা প্রচারিছ ভক্তি করি দূর!
এ কেমন চতুরালি হে ভাই চতুর?

মহাপ্রভু জন্মভিটে, আবিষ্কার ভারি মিঠে,
প্রভু স্থাপিলেই হবে পয়সা প্রচুর!
বাহব্বা কি চাতুরিয়া হে ভাই চতুর!

এ কথা হলোনা মনে, বিবরে যা মহাজনে
সত্য তাহা। নহে তাঁরা গাঁজা ঘোরে চুর!
তোমাদেরি ভুল জেনো, হে ভাই চতুর।

যতই যা কর সবে, টিকিবেনা তাহা ভবে

ঝাঁপাওনা কথা শুনে ভাড়াটে বন্ধুর।

থেমে যাও চুপকর হে ভাই চতুর।

নিষ্কিঞ্চন শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়
সাং আবুরি, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সৌরজন্মদিবসীয়

বার্ষিক স্মৃতিসভা।

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯১৮ খৃঃ, ১৮ই ভাদ্র ১৩২৫ সাল, বুধবার সন্ধ্যা ৬টার সময় শ্রীমদ্ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের অশীতিতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে কলিকাতা ৩।২এ কলেজ স্কোয়ার থিয়োসফিকাল সোসাইটীর সুবিস্তৃত দ্বিতল গৃহে বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি সম্মিলিত হওয়ায় একটী বিরাট সাধারণ সভা হইয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ অনেকে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াও দ্বিতলে উঠিতে পারেন নাই। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ সভাগৃহকে সুষ্ঠু ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহী খ্যাতনামা দেশমান্য শ্রীযুক্ত ■■■ যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, বি এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয়ের রচিত ■ সম্পাদিত প্রায় শতাবধি গ্রন্থ ৩২ খণ্ডে বাঁধা হইয়া পুষ্পমাল্যের দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া শোভা পাইতেছিল। তৎপার্শ্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এক খানি প্রতিমূর্ত্তি ছিল [illegible]

ভূষিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কথা জানাইয়া বলেন যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তির জন্যই তিনি সে দিবসের সভা-পতির কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই শরীর অসুস্থ সত্ত্বেও সভাতে উপস্থিত হইয়াছেন [illegible] যদি সক্ষম হন তবে সভার শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবেন।

তৎপরে একটী অষ্টম বর্ষীয় বালক শ্রীমান্ কমল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ বিরচিত নিম্নোক্ত গীতটী সুকণ্ঠে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মনোমুগ্ধ করিয়া গান করিয়াছিলেন।

আজি বরষের পারে এসেছি আমরা তোমার জনম দিবসে।
তব তিরোধান [illegible] নাই বুঝি পুণ্যবাণীর আশীষে॥
নাই তুমি আর নাহি ভাবি মনে, আছগো মিশিয়া আমাদেরি সনে,
না জানি কিধারে ঢাল গো অমিয়া, প্রেমের তন্ত্রী পরশে।
সাধিবারে তব জীবনের ব্রত, যাতনা সহেছ কত শত শত,
প্রাণের বেদনা গেয়ে গেছ তাই, প্রেমেরি প্রচার আশে।
বিচার আসনে বসেছিলে তুমি, তব সুবিচারে পূত জন্মভূমি,
রেখেছিলে শির তৃণাদপি নমি, গোলোক অধীশ আদেশে।
জানিনা কি সুখে আছগো ডুবিয়া, প্রেমিকের প্রেমে কি ভাবে মজিয়া,
সোণার বেদীতে কি ভাবে সাজিয়া, কত না সোহাগ হরষে।

গীত সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক খানি টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া বলেন যে দীনেশ বাবুর এই সভায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাবলীর কয়টী পদ কীর্ত্তন করিবার কথা ছিল কিন্তু [illegible] বিষয় তাঁহার [illegible] [illegible]

করিতে না পারিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ও অন্য কয়েক ব্যক্তির পত্র পাঠ করিয়া জানান যে তাঁহারা কার্য্য গতিকে সভাতে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন।

বক্তৃগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় উঠিয়া বলেন যে আজ আমাদের দেশের একটী যথার্থ মহাপুরুষের জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। তিনি ৪।৫ বৎসর ইহলোক ত্যাগ করিলেও তাঁহার নাম সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকের নিকট সর্ব্বদা জাগরুক আছে। তাঁহার মত লোক লক্ষের মধ্যে একজনও দেখা যায় না। যদিও তিনি চলিয়া গিয়াছেন তথাপি তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি কমে নাই। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মঠ ভক্তিমান ও জ্ঞানী লোক তাঁহার সময়ে তখনও ছিল না এবং এখন ও নাই। অন্যান্য বিষয়ে অনেক ভাল লোক আছেন কিন্তু ভক্তি বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ভক্তিমান লোক বিরল তাঁহার সময়ে তিনি সকলের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া গৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি লোকের গঞ্জনা ও অবমাননা সহ্য করিয়া শ্রীমায়াপুরই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্ধারণ করেন। নবদ্বীপবাসী অনেকে এই কার্য্যে স্বার্থের খাতিরে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। কারণ যদি মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হয় তাহা হইলে মহাপ্রভুর নাম লইয়া যাহারা বর্ত্তমান নবদ্বীপে জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। যখন তিনি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন আমি কৃষ্ণনগরে ছিলাম। স্বরূপগঞ্জ দিয়া আমাদের বাটী যাতয়াতের রাস্তা

ছিল। ঐ স্বরূপগঞ্জেই তিনি তখন বাস করিতেন। তখন তাঁহার কীর্ত্তি, মাহাত্ম্য ও উদার চিত্ততার পরিচয় পাইয়া ছিলাম। স্থানীয় শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে জানিত ও শ্রদ্ধা করিত এবং শতমুখে তাঁহার কৃত সুকার্য্যের প্রশংসা করিত। তাঁহার সময়ে সর্ব্বত্র তাঁহার সম্মান হইয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ন্যায় উচ্চদরের ইংরাজি শিক্ষিত লোক তাঁহার সময়ে কম ছিল। এইরূপ উচ্চ শিক্ষিত হইয়াও তিনি ধর্ম্মের জন্য আজীবন যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মের জন্য উৎকণ্ঠা ছিল। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। শাসন কার্য্যে নিযুক্ত লোককে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষয়ে এরূপ আলোচনা ও যত্ন করিতে দেখিয়া শিক্ষিত লোক মাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই আদর্শ দেখিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। অনেকে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার ও গৌরাঙ্গের জন্মস্থান সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিলে ও তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত সকল কার্য্য করিতেন। এরূপ ভাবে সৎকার্য্য করা তাঁহার অমিত বলের ও মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। এখন পর্য্যন্তও কোন কোন অসৎ ব্যক্তি তাঁহার সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করে কিন্তু ফলতঃ মহৎ ব্যক্তির বিরুদ্ধে গিয়া আপন আপন নীচতার পরিচয় দেয় মাত্র, তাহাতে তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। চৈতন্যের জন্মস্থান আবিষ্কার ও তথায় কীর্ত্তন এবং শিক্ষিত লোকের বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষয়ে চক্ষু উন্মেষ করা তাঁহার প্রধানতম কার্য্য। শিক্ষিত লোকের মধ্যে এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা প্রচার করায় আজ জগতের মহোপকার হইয়াছে। তিনি বাঙ্গলা, ইংরাজি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা এরূপ সভায় অসম্ভব। তাঁহার শ্রদ্ধা, দয়া, ভক্তি ও ধর্ম্মালোচনা অনুকরণীয়। তাঁহার জন্মদিনে সংকীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ

অহোরাত্র হইলে তবেই তাঁহার উৎসব ভাল হয়। ভক্তিবিনোদ আশ্রম স্বরূপগঞ্জ বৃন্দাবন বলিয়া আমার [illegible]। অনেক সাধুসন্ন্যাসী সেখানে যাইয়া থাকেন যেন সেটী একটী তীর্থস্থান। বাস্তবিকই স্বরূপগঞ্জ তাঁহার বাসস্থান বলিয়া এখন অতি পবিত্র হইয়াছে। পূর্ব্বস্মৃতি আলোচনা করিয়া তাঁহার জন্মদিবসে তাঁহার উদ্দেশে আমাদের ভক্তি অঞ্জলি জানাইতেছি।

তৎপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন ;—আজ আমরা যে মহাপুরুষের জন্মদিনে সমবেত হইয়াছি সেই শ্রদ্ধেয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় গুণে, জ্ঞানে, ভক্তিতে ও চরিত্রে একজন শ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। আভিজাত্যে তিনি একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। কলিকাতা সুতানুটী ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয় লইয়া যে কলিকাতা সহর হইয়াছে তাহার মধ্যে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তনকারী হাটখোলার দত্তবংশের গৌরব মহাপুরুষ গোবিন্দ শরণ দত্তের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অসাধারণ সর্ব্বতোমুখী বিদ্যা ছিল ; বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ধর্ম্ম বিষয় প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। তাঁহার জন্মদিবসে এই সভাতে উপস্থিত হইয়া আমরা [illegible] হইয়াছি। তাঁহার চরিত্র [illegible] রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে সকলেই চরিতার্থ হইবেন। তাঁহার আবির্ভাবে বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে এবং আমরা তাঁহার কথা আলোচনা করিয়া আপনাদিগকে [illegible] মনে করিতেছি। তিনি প্রথম জীবনে যেরূপ নানা জ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন সেইরূপ শেষ জীবনে ভক্তির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই ভক্তিবিনোদ ছিলেন। অনেক ভাষায় তাঁহার দক্ষতা ছিল। প্রথম জীবনে যদিও তাঁহার দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই কিন্তু সেই মহাপুরুষকে আমি শেষ জীবনে কয়েকবার দর্শন করিয়াছি। যদিও আমি [illegible] নহি কিন্তু যখন তাঁহাকে

দেখিয়াছি তখনই ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বঙ্গজননীর কৃতি সন্তান ■ সমাজের গণ্য ছিলেন। তাঁহার নাম স্মরণ করিলেও আমরা ধন্য হইব। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীবক্তা শ্রীবিদ্যাভূষণ মহামহোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিলেন সে সমস্তই আমি অনুমোদন করি। যে ভক্তের জন্মদিনে আমরা সমবেত তাঁহার জন্মদিনে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া তদনুষ্ঠিত ভক্তির কার্য্য, কীর্ত্তন, ভক্তি শাস্ত্র পাঠ ও মহোৎসব করা আমাদের উচিত। কেবল বক্তৃতা দ্বারা এই সকল হয় না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন ;—আমি শ্রদ্ধেয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে ২ বার দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার উপদেশ কথন ও শুনি নাই। তাহার সমস্ত গ্রন্থ আমি আদ্যান্ত পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি তিনি সত্যই মহাপুরুষ ছিলেন। কি প্রকারে একজন লোক জীবনে এত শাস্ত্র বিশেষতঃ প্রতিভাযুক্ত ভক্তি শাস্ত্র আলোচনা করিতে পারেন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সমস্ত জীবন বৈষ্ণব ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করা। তিনি ইউরোপ এবং ভারতের সমগ্র দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি যাহা প্রচার করিতেন, নিজে তাহা আচরণ করিতেন। নিজে আচার করিয়া ■ আস্থাবান হইয়া প্রচার করিলেই প্রচার সফল হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে বিশিষ্টধর্ম্ম তাহা তিনিই প্রথম প্রচার করেন। যাঁহারা কিছু প্রচার করিবেন তাঁহারা যেন ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ন্যায় আচার করিয়া প্রচার করেন। আজ যে শিক্ষিতমণ্ডলী বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন তাহা কেবল তাঁহার লেখনীর প্রভাবে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে জীবের একমাত্র ধর্ম্ম তাহা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগতের চক্ষু উন্মীলন করাইয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় বলেন——ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের কাহিনী আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোক প্রকাশ করিতে অক্ষম। তাঁহার বিরাট গ্রন্থমালা দেখিলেই তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর পরিচয় হয়। তিনি যখন বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও হরিনাম প্রচার করেন সে সময়ে এ দেশের লোকের ধারণা ছিল যে বৈষ্ণবধর্ম্ম ছোটলোকের ধর্ম্ম। তিনি ভদ্র, শিক্ষিত ■ উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী হইয়াও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। ভগবানের চরণে সকল কামনা মিলিয়ে দেওয়া বৈষ্ণবধর্ম্মেই পাওয়া যায়। ইহা খুব উচ্চধর্ম্ম। দাঁত থাকিতে আমরা দাঁতের মর্ম্ম বুঝিনা। তাঁহার অপ্রকটে আজ আমরা তাঁহার অভাব বুঝিতেছি। আজ যদি এই সভায় তিনি আমাদের সম্মুখে আসিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দিতেন তবে কত আনন্দের বিষয় হইত। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্য বিশুদ্ধ। ঠাকুর শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের গ্রন্থাদি আমাদের ■ চরিত্র আমাদের আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শিক্ষা পাইয়া আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মকে ঘৃণা করি কিন্তু তিনি শিক্ষিত সমাজে প্রথম বৈষ্ণবধর্ম্ম যে ভাল ও গ্রহণীয় তাহা প্রচার করেন। বহু জন্মের পুণ্যফলে লোকে বুঝিতে পারে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম কি জিনিষ। বুজরুকী বাদ দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে আচরণ করিলেই তাঁহার প্রকৃত স্মৃতি রক্ষা করা হইবে। সংসারে থাকিয়াও কিরূপে ধার্ম্মিক ■ বৈষ্ণব হইতে হয় তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবনে বর্ণ এবং আশ্রম সকলই ফুটীয়া আছে। আশ্রমের ৪টী অবস্থাই তাঁহার জীবনে প্রকটিত হইয়াছিল ইহা বড় দুর্ল্লভ। যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন ভগবান নিজ বা তাঁহার প্রিয় ভক্তদিগকে পাঠাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয় ভগবানের সেই কাজের ■ আসিয়াছিলেন। লোকে যদিও ধর্ম্ম চায় না কিন্তু

মহাপুরুষেরা তবুও তাঁহাকে চাওয়ায়। ভগবানের অঙ্গুলীসঙ্কেত যিনি বুঝিতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ। আমরা ধনং দেহি রূপং দেহি পুত্রং দেহি বড় জুড়ী গাড়ী বাড়ী প্রভৃতি চাহি ভগবানও আমাদিগকে এ জগতে ঐ সকল দ্রব্য দিয়া ভুলাইয়া রাখেন। আমরা অনিত্য জগতে অনিত্য সুখ প্রার্থনা করি কিন্তু নিত্য বস্তু তাঁহার নিকট চাই না। নিত্য বস্তু আমাদের প্রয়োজন, বাকী দুদিনের [illegible]। যাহা তাহা চাহিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করা উচিত নহে। সমস্ত বৈষয়িক কথা ছাড়িয়া তাঁহাকে ডাকাই বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন universal brotherhood এই বৈষ্ণবধর্ম্মেই আছে। অস্পৃশ্য চণ্ডালকেও হরিনামে পবিত্র করে তাহার আর অস্পৃশ্যত্ব থাকে না। শুধু চাটের দোকানে বসিয়া একত্রে ফাউল খাইলেই unity হয় না। বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকৃত সাধুর চরণাশ্রয় করিলে জীবের চরিত্র ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় আর তাহাতে দোষ থাকিতে পারে না। যেমন অঙ্গার অগ্নি স্পর্শেই দীপ্তিবিশিষ্ট হয় তদ্রূপ সৎ বৈষ্ণবের সঙ্গগুণে অবর জাতিও পরম বৈষ্ণব হন। হরিনামরূপ বীজ বপন করিতে হইলে পূর্ব্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চাই। অনূর্ব্বর ক্ষেত্রে যেরূপ বীজবপনে কোন ফল হয় না তদ্রূপ অপরাধপূর্ণ হৃদয়েও নামের কোন ফল হয় না। ফলাশা ত্যাগ করিয়া ভগবানের কার্য্য কর তাহা হইলেই ধন্য হইবে। আমাদের দেশের সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া লোকে আজকাল বৈদেশিক ধর্ম্মে আসক্ত। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে তিনি প্রধান বৈষ্ণব! কিন্তু আজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের কথা আলোচনা করিয়াই আমাদের মুখে হরিনাম আসিতেছে অতএব তিনি কত বড় প্রধান বৈষ্ণব তাহা সকলেই

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থগুলি দেখিলেই তাঁহার জীবনের কার্য্য জানিতে পারিবেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, ছাত্রগণ ও যুবকেরা যদি সময় না পান তাঁহারা করিয়া অন্ততঃ তাঁহার রচিত জৈবধর্ম্ম কৃষ্ণসংহিতা ও শিক্ষামৃত যাহাতে পাঠ করেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সকল গ্রন্থই পাঠ করা উচিত। আমরা যাহা জানি ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্মের শিক্ষিত লোকের নিকট আদর ছিল না। লোকে উহাকে ইতরের ধর্ম্ম জ্ঞান করিত। এমনকি সেই রাজা রামমোহন রায় যাঁহাকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি এই ধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন। তখনকার কালের এই রকমই একটা ধারণা ছিল। স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু শেষে তিনি অন্যরূপ হইলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ জগতে কোন ভাষাতেই অদ্যাবধি রচিত হয় নাই, কিন্তু সেই গ্রন্থখানি কেবল বটতলায় ভ্রমপূর্ণ সংস্করণে প্রকাশিত ছিল। ঐ গ্রন্থখানি আমি ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে প্রথমে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। অনেক টীকা প্রভৃতি দিয়া চরিতামৃত তিনি প্রথম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বহরমপুরের শ্রীযুক্ত রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ সময়ে ঐ গ্রন্থের একটী সংস্করণ ছাপিতে-ছিলেন এবং তিনি ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ে ক্ষতি হইবে একথা বিশেষ করিয়া জানাইলে, কাযে কাযেই এই উৎকৃষ্ট সংস্করণটী দুই খণ্ড প্রকাশ হইয়া বন্ধ হইয়াছিল। বহুদিন পরে ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর অমৃত প্রবাহ ভাষ্য সহ চরিতামৃত প্রকাশ করেন। সরল ভাষায় কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই চরিতামৃতের তুল্য গ্রন্থ নাই। চরিতামৃতের একটী শ্লোকে যাহা আছে সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াও আমরা তাহা পাই না। তাহাতে এক কথায় সম্বন্ধ, অভিধেয়, ও প্রয়োজন তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

[illegible] জৈবধর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম। উহাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম বলিলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মকে বুঝায়। অন্তগুলি তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে মাত্র। বৈষ্ণব ধর্ম্মত শাস্ত্রাদিতে পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত ছিল, তবে তাঁহার বিশেষত্ব কি। তিনি যদি বৈষ্ণবধর্ম্মকে বর্ত্তমান সময়োপযোগী না করিতেন তবে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতাম না। তাঁহারই চেষ্টায় আমরা মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ মনীষি বৃন্দকে এই ধর্ম্মে পাইয়াছি। মহাপ্রভু যে কি বস্তু তাহা যদি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগকে না বুঝাইয়া দিতেন তবে আমরা বুঝিতেই পারিতাম না। তাঁহার বিষয় আলোচনা করিলে তিনি আমাদিগের কত ভক্তিভাজন এবং শ্রদ্ধেয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার সম্মুখে সজ্জিত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী ৩২ খণ্ড যাহা ছিল সে গুলি থিওসফিকাল সোসাইটীর সেক্রেটারীর হস্তে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতিসভার পক্ষ হইতে সাদরে অর্পণ করিয়া বলেন যে এই সদনুষ্ঠানের জন্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতি সভা জগতের অনেক হিত করিতেছেন কারণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থগুলি অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য এবং বিদ্যামন্দিরগুলিতে ঐ গুলি থাকিলে উহা পাঠ করিয়া অনেকেরই উপকার হইবে। এইরূপ এক সেট করিয়া গ্রন্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ষে যে যে স্থলে সভা হইয়াছিল সেই সেই মন্দিরের গ্রন্থাগারে দেওয়া হইয়াছে এবৎসর থিয়সফিকাল সোসাইটির গ্রন্থাগারে ঐ গুলি উজ্জ্বল করিবে।

গভর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রেসন ডিপার্টমেণ্টের বর্ত্তমান ইন্স্পেক্টর জেনারল দি অনারেবল রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর থিয়সফিকাল সোসাইটীর পক্ষ হইতে উঠিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী ৩২খণ্ড কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতি সভাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

করেন ও ঐ প্রসঙ্গে বলেন যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রাজকার্য্যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া ও এতগুলি ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা একটী লোকের পক্ষে অসম্ভব। ইহা তাহার অসীম উদ্যমের পরিচয় এবং তিনি ভগবানের কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন বলিয়াই পারিয়াছেন। বিশেষত এই গ্রন্থ গুলি [illegible] নাটক নহে আদ্যোপান্ত কঠিন তত্ত্ব বিষয়ক রচনা। অনেক লোকে তাহা জানিতে পারিয়া উহা পড়িয়া ধন্য হইবেন এবং উহার উপাদেয়তা উপলব্ধি করিবেন। তত্ত্ব সভা Theosophical Society এই গ্রন্থ গুলি লাভ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় সুললিত স্বরে একটী গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বিধান করেন। দি অনারেবল রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার জন্য উঠিয়া বলেন যে ধন্যবাদ দিবার ভার চির কাল আমার উপর থাকে। আমি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি তজ্জন্য এ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতি সভার পক্ষ হইতে অদ্যকার সভাপতি দেশমান্য যতীন্দ্র বাবুকে নিজের শরীর অসুস্থতা সত্বেও সভাতে উপস্থিত হইয়া সুচারুরূপে সভার কার্য্য পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের জন্মদিবসে এই বৃহৎ সভায় তিনি সুযোগ্য সভাপতি।

সভাভঙ্গের অনতিবিলম্বেই নবদ্বীপের প্রাচীন পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কবিকুমুদ কল্যানিধি শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় উপস্থিত হন। তিনি নবদ্বীপ হইতে একায়েক রেলযোগে আসিতে গাড়িতে বিলম্ব হওয়ায় সভাতে যোগদান করিতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন।

শ্রীশিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০শ খণ্ডের ৩৮৮ পৃঃ পর)

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের পঞ্চম ফল:—আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন। শ্রবণ কীর্ত্তন ফলে অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া পরা বিদ্যা লাভ হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরাগ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, প্রাকৃত দেহাভিমান অপসৃত হইয়া নিজ চিদ্দেহের উপলব্ধি হয়। জীবের চেতনে অণুত্ব নিত্য বলিয়া তাহার আনন্দেও অণুত্ব ভিন্ন বৃহত্বের সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে এরূপ পূর্ব্ব-পক্ষ আশঙ্কা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং"। সে অবস্থায় নির্ম্মল হৃদয় জীব স্বভাবতঃ অণুধর্ম্ম সম্পন্ন হইলেও হ্লাদিনী সার-বৃত্তির কৃপায় তাঁহার সেই বিন্দু আনন্দ, সিন্ধুতে পর্য্যবসিত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া অসীম হইয়া পড়ে। তখন তিনি বাহ্যরহিত হইয়া উন্মত্তবৎ কখন হাস্য কখন ক্রন্দন কখন নৃত্যাদি পরায়ণ হয়েন এবং অপর জীবের হৃদয় ক্ষেত্রকেও নিজানন্দ স্রোতে প্লাবিত করিয়া ফেলেন; সেই আনন্দরস অন্য হৃদয়ে ও সঞ্চারিত করিয়া তাহারও অপ্রাকৃত রস উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন। এই মায়ার সংসারে অবস্থিত হইয়াও তিনি কোন প্রকার অভাব শোক দুঃখ ক্রোধাদি কুণ্ঠার বশবর্ত্তী থাকেন না। এই সংসারই তখন তাঁহার নিকট কুণ্ঠা রহিত বৈকুণ্ঠে পর্য্যবসিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের ষষ্ঠ ফল:—প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন। যাহাতে আনন্দ পাওয়া যায় স্বভাবতঃ তাহা আর পরিত্যাগ করা যায় না। অতএব তখন জীব নিরন্তর নামানন্দে বিভোর ■ চিদেকরস হয়েন বলিয়া চিদিতর অর্থাৎ জড় রস উপভোগের উপযোগিতা ও অবসর না থাকায়, প্রতিপদে অর্থাৎ নিরন্তর এক অপূর্ব্ব অমৃত আস্বাদন করেন। উৎকট

তৃষ্ণায় জল যেমন উপাদেয় বোধ হয়, ভগবত্তৃষ্ণা নিবৃত্তির অভাব হেতু নিত্য নবনবায়মান ভগবদ্রূপ গুণ লীলারস ■ সেইরূপ নিত্য উপাদেয় রূপে তাহার নিকট বোধ হয়। এরূপ অবস্থা লাভ হওয়ার পূর্ব্বে, জড়রসে অবস্থিতির সময় যে লীলাদিতে অধিকারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, শাস্ত্র বিধিও মহাজন পন্থার সহিত তাহার ঐক্য না হওয়ায় সেই অধিকার উৎপাত মধ্যে গণ্য।

কৃষ্ণ প্রেম স্বপ্রকাশ বস্তু, তাহা সাটী, মাকড়ি, ■■ প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশিত করিবার নহে।

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়"॥

বিহিত শ্রবণকীর্ত্তনাদি উপায় দ্বারা যাঁহার সে সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাঁর মল সাটি প্রভৃতি ■■ করিবার ■■ বাজারে যাইবার অবসর হয় না। "সম্মোদন" ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন "তদবস্থায়াং চিদেকরসঃ সন্ জীবঃ প্রতিপদং পদে পদে অনুরাগেণ পূর্ণামৃতাস্বাদনং লভতে। নিত্যনূতনবিগ্রহে ভগবতি তৃষ্ণানিবৃত্ত্যভাবাৎ নিত্যনূতন রসসম্ভোগোপি ঘটনীয়ঃ"।

পূর্ব্বপক্ষকারিগণ বলেন যে কাহারও ব্রাহ্মণতার জন্য সূত্রাদি দ্বারা লিঙ্গিত হওয়ার আবশ্যকতা থাকিলে, গোপীভাব লাভের ■■ মল সাটী প্রভৃতি দ্বারা লিঙ্গিত হওয়া গর্হণীয় কেন? তাহার উত্তর এই যে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে উপনয়নাদি সংস্কার বিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত ক্রিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম বিশেষ, সংস্কার একটী নৈমিত্তিক ক্রিয়া। অসংস্কৃত হইয়া হইয়া পড়াই এক মাত্র নিমিত্তীভূত হইয়া সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করিয়াছে। স্বতঃ সংস্কৃত জীব নিজ স্বভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণ কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহাকে সংস্কারাদি নৈমিত্তিক বিধির অধীন হইতে হয় না।

কিন্তু মায়া মলিন নিজ উন্নতি আকাঙ্ক্ষী জীবের উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা বর্ণধর্ম্ম পরায়ণতার অত্যাবশ্যকতা বিধান করিয়া শাস্ত্রকৃদ্গণ নরমাত্রের ক্রমোন্নতি পন্থা সুগম করিয়া দিয়াছেন। উন্নতিকামী নরমাত্রই সংস্কারাদি দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরায়ণ হইলে হরি তোষণ হয়। কিন্তু ইহাও হরি সেবার মুখ্য উপায় না হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন "এহ বাহ্য আগে কহ আর" শ্রীমদ্দাস গোস্বামী দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিলেন "ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু। এই রাধাকৃষ্ণ সেবা ব্রজে গোপী দেহ লাভ ভিন্ন এমন কি লক্ষ্মী দেহেও হয় না। অনুরাগের নিকট যুক্তি তর্ক বেদ বিধি শ্লথ হইয়া পড়ে, অতএব গোপী দেহ প্রাপ্তি বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের নৈমিত্তিক বিধানের অতীত। তাহাকে ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধি বিধানের অধীন নৈমিত্তিক কর্ম্ম বিশেষের ন্যায় জ্ঞান করিলে অবশ্যই গর্হণীয়। আরও প্রমাণ এই যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার ব্রজপরিকরবৃন্দ যাহারা ব্রজভজনের আদর্শরূপে জগতে উদিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের পূতপদাঙ্ক অনুসরণ সাধকভক্তমাত্রেরই অবশ্য করণীয় তাঁহারা ঐরূপ প্রাকৃত মল সাটী পরিধান করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন এরূপ ইতিহাস শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন—

"ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে"।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের সপ্তম ফল :—সর্ব্বাত্মস্নপন। এই "সর্ব্বাত্ম" শব্দ দ্বারা প্রাকৃত জগতে অতি প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন মুমুক্ষুর কাম্য [illegible] সাযুজ্যান্তর্গত ব্রহ্মলয় বাঞ্ছারূপ দোষ তাহারও উদয় হইবার [illegible] থাকে না, ইহাই বিশিষ্টরূপে লক্ষিতব্য।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের উক্তগুণ সপ্তকের পরম্পরটী তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ সাপেক্ষ শ্রীজীবপাদের ভগবত সন্দর্ভের সিদ্ধান্তে ইহার সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ

বলিতেছেন "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণ শুদ্ধার্থমপেক্ষ্যং শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যক্ উদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। সম্পন্নে [illegible] গুণানাং স্ফুরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ং"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরূপানুগ জন কৃপাপ্রার্থী শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী
(সম্প্রদায়বৈভব এবং ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য)

মনঃশিক্ষা।

আমি কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলি সংসারে অনর্থ ঘোরে।
কৃষ্ণ সেবা ত্যজি, ভজি জড় সেবা স্বতন্ত্র বাসনা-ডোরে॥
জলজন্তু মাঝে লইয়া জনম ক্রমে ক্রমে নব লক্ষ।
স্থাবর যোনিতে ভ্রমিয়াছি আমি বিচারে বিংশতি [illegible]॥
একাদশ লক্ষ কৃমিতে জনমি পক্ষীপরে দশ লক্ষ।
[illegible] মাঝারে সেইরূপ ভ্রমি পশুরূপে ত্রিশ লক্ষ॥
এত যোনি ভ্রমি স্বরূপ ভুলিয়া কতবার কত সাজে।
কৃষ্ণকৃপাবলে এবার সংসারে এসেছি মানুষ মাঝে॥
দেবতা দুর্ল্লভ মানব [illegible] সকল জনম সার।
মানব জনম ভজনের [illegible] বলে শাস্ত্র বার বার॥
আহার নিদ্রাদি বিষয় লাগিয়া মানব জনম নয়।
আহারাদি ধর্ম্ম পশুপক্ষীতরে (মানব) জীবন ভজনময়॥

মানব কেবল সংসার মাঝারে গুরু কৃষ্ণ কৃপা বলে।
[illegible] মায়া চিনি, স্বস্বরূপ জ্ঞানে ভজে কৃষ্ণ মায়া ফেলে॥
গুরুদেব নিজে কৃষ্ণের প্রকাশ কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ মায়াতীত।
মায়াবদ্ধ জীবে কৃপা বিতরিয়া করে মায়াত্রয় হত॥
গুরু কৃপা হন উত্তরণ তরী গুরু নিজে কর্ণধার।
নিষ্কপট ভাবে সেবি গুরুদেবে হই এই মায়া পার॥
সংসার সাগর পারেতে লইতে দয়াল শ্রীগুরু বিনা।
কেহ নাই আর এই কথা সার আর সব মায়ার ফেনা॥
তাই মূঢ় মন শ্রীগুরু চরণ সেব, সেব, নিরন্তর।
শ্রীগুরুচরণ কল্যাণের খনি যাঁহা ধরি হবি পার॥
সামান্য মানব, জন্মমৃত্যুবশ কেন বুদ্ধি মোহমদে।
করোনা করোনা শ্রীগুরুস্বরূপে যাহে শুদ্ধাভক্তি বাধে॥
মুকুন্দ-সেবন নিত্যসিদ্ধ দেহে থাকি বৃন্দাবনধামে।
করেন শ্রীগুরু, কৃষ্ণাদেশ লাগি অবতীর্ণ মর্ত্যধামে॥
ভাগ্যবান্ জীব স্বস্বরূপ জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ ভজিবে বলি।
নিজে ভগবান করুণা বিতরি হৃদে তার দেন বলি॥
প্রাকৃত বুদ্ধিতে মোহ ভ্রান্ত জীব না দেখে ঈশ্বর রূপ।
করুণা নিদান স্বসিদ্ধ সেবকে পাঠান শ্রীগুরু রূপে॥
কৃষ্ণাদেশ লাগি তাই গুরুদেব মো হেন পাষণ্ডীবরে।
ত্যজি নিত্যধাম মোরে উদ্ধারিতে মর্ত্যধামে মোর তরে॥
গুরু দত্ত ধন "অপ্রাকৃত জ্ঞান" দীক্ষা বলি যারে কয়।
অজ্ঞান তিমির রাশি নাশ করি দেন গুরু দয়াময়॥
হৃদয়ে রোপিয়া দিব্যজ্ঞান-বীজ শ্রবণ-কীর্তন-জলে।
করিলে সেচন, অঙ্কুরিত হঞা ভক্তিলতা হয় পরে॥

শ্রবণ-কীর্ত্তন [illegible] সিক্ত হই ভক্তি লতা বাড়ি যায়।
বিরজাদি করি পরব্যোম ভেদি গোলোক বৈকুণ্ঠ পায়॥
গোলোক পাইয়া গোলোক পতির পদ-কল্প বৃক্ষ ধরি।
বিস্তারিত হঞা দেয় প্রেমফল মালী ধন্য, ভোগ করি॥
ধরি ভক্তিলতা, ভাগ্যবান্ মালী শ্রীগুরু করুণাবরে।
কল্পবৃক্ষ পায় ফল আস্বাদয় সুখী হয় চিরতরে॥
প্রাকৃত জগতে মিথ্যলতা জীতে মত্ত হস্তী আদি করি।
অরি সম পশি উদ্যান ভিতরে দেয় লতা নাশ করি॥
মূল শাখা পরে উপশাখা নামে অরি আর উঠি যায়।
যাহার প্রভাবে লতা অবশেষে আর না বাড়িতে পায়॥
ভক্তিলতা জীতে করিতে রক্ষণ সাধু-সঙ্গ-বেড়া করি।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা, লাভ, পূজা, আদি উপশাখা নাশ করি॥
কর যদি মন! শ্রবণ কীর্ত্তন শুদ্ধ সাধুগণ সঙ্গে।
ভক্তিলতা অরি যাবে দূরে [illegible] লতা বাড়ি যাবে [illegible]॥
কিন্তু বলি মন! এ সত্য বচন নিজে নিজ চেষ্টা বলে।
যুগযুগান্তরে হবেনা হবেনা বিনা গুরু কৃপাবলে॥
শ্রীগুরু চরণ আঁকড়ি ধরহ শ্রীগুরু তোমারই প্রভু।
লওহে স্মরণ, যাঁহার কৃপায় পাইবে প্রভুর প্রভু॥
সরল ভাবেতে সরল প্রাণেতে কর গুরু পদাশ্রয়।
পতিত পাবন করিবে তারণ গুরু দীন দয়াময়॥
কপট ভাবেতে জড় স্বার্থ [illegible] শ্রীগুরু আশ্রয় লঞা।
দম্ভ করি মন! হরি ভজ যদি ফেলিবে নরকে লঞা॥
প্রকৃতি অতীত শ্রীগুরু স্বরূপ তাহে মায়াবুদ্ধি করি।
জড়স্বার্থতরে অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] ভোগবুদ্ধি ধরি॥

প্রাকৃত বিজ্ঞান প্রাকৃত জ্ঞানাদি অনিত্য সেবাই করে।
অপ্রাকৃত যাহা মায়া নহে তাহা যাহা নিত্য সেবা করে॥
নিরাশ্রিত মন! তুমি এ সংসারে কেহ নাই হেথা তোর।
গুরুদেব নিত্য তোমার আশ্রয় তাঁর সেবায় হও ভোর॥

শ্রীগুরুচরণ সেবাপ্রার্থী
দাস নয়নাভিরাম।
নারায়ণপুর, যশোহর।

সেবা লালসা।

রাধে!

কবে নিশি অবসানে, এ ব্রজ নিকুঞ্জ বনে, নিদ্রা ত্যজি দেখিব জাগিয়া।
তুমিত শ্যামের সনে, আছ নিদ্রা অচেতনে, কিসলয় শয্যেতে শুতিয়া॥ ১
পরস্পর আলিঙ্গিত, গৌরী শ্যাম সুশোভিত, সে শয়ন সখী [illegible] লোভা।
গম্ভীর নিকুঞ্জ স্থলে, মণি দীপ শত জ্বলে, তাহে রূপ অলঙ্কার শোভা।
দুঁহ শোভা দরশনে, পরম আনন্দ মনে, বাখানিব সে সুখ মিলন।
হেরি হেরি সখীগণ, প্রেমে হবে অচেতন, সৌভাগ্য মানিব তখন॥৩
কিন্তু ভয় পাবে সবে, তপন উদিবে যবে, বিপক্ষ জানিবে এই রস।
এ সুখ মিলন রঙ্গ, নাহি কেহ চাহে ভঙ্গ, না ভাঙ্গিলে হইবে বিরস॥ ৪

রাধে!

রহস্য গোপন লাগি, বৃন্দাদেবী অনুরাগী, নিযোজিবে তবে নিজজনে।
ব্রজ পশুপক্ষী সব, উচ্চারিবে নিজ রব, নিদ্রাভঙ্গে করিবে যতন॥ ১
শুকশারী করি গান, কোকিল ধরিবে তান, ঝঙ্কারিবে ভ্রমরাদি সবে
নিদ্রাভঙ্গ না হইলে, কক্খটীর কোলাহলে, জাগিবে হে রাধে কৃষ্ণ তবে॥ ■

দুঁহ রসালস রূপ, হেরি পাব বড় সুখ, কবে হাম যাতব সেবায়।
দিব সুবাসিত জল, শ্রীকর্পূর সুতাম্বুল, নূপুর পরাব দুঁহ পায়॥ ৩
শুনিব শ্রবণ ভরি, রসোদ্গার সুমাধুরী, দুঁহার আরতি দরশনে।
উথলিবে সুখ সিন্ধু, ও রাধে পরাণ বন্ধু, দুঁহ মুখ হেরি ক্ষণে ক্ষণে॥ ৪
বাস বেশ অলঙ্কার, কুন্তল অলকা আর, নিশারঙ্গে সব বিপর্য্যস্ত।
সখীর ইঙ্গিতে কবে, এ দাসী নিযুক্তা হবে, যথাযথ করিতে বিন্যস্ত॥ ১
পীতবস্ত্র কৃষ্ণে দিব, নীল সাড়ি খুলে লব, তোমারেত পরাব যতনে।
তুয়া মুখ মুছাইয়া, সিঁতায় সিন্দুর দিয়া, দেখাইব শ্রীনন্দ নন্দনে॥ ২
তুয়া বক্ষে নখ চিন, পুছিয়া করিব চীন, তদুপরি চন্দন চর্চ্চিব।
সে সময়ে কৃষ্ণসুখ, আড়ে দেখি পাব সুখ, কৃষ্ণকরে বাঁশি তুলি দিব॥ ৩
গৃহ যাত্রা অভিমুখে, দুজনে চলিবে সুখে, নানা কথা কৌতুক তরঙ্গে।
পথেতে বিচ্ছেদ হবে, তুহু লয়ে যাব তবে, সব সখী তুয়া গৃহে রঙ্গে॥ ৪

রাধে! যাবটে।

শ্রীরত্ন মন্দির মাঝে, বড় খট্ট সুবিরাজে, তাহে [illegible] অতি মনোহর।
অরুণ উদয় যবে, তোমারেত [illegible] তবে, শোয়াইব শ্রীখট্ট উপর॥ ১
নিশা কথা নাহি আনে, কোন পরকারে জানে, এইত ভাবনা সখীকুলে।
নিজ নিজ গৃহে যাবে, এদাসী শুইবে তবে, পৌর্ণমাসী রহিবে ব্যাকুলে॥ ১
কুঞ্জলীলা হবে গুপ্ত, সকলে রহিবে সুপ্ত, প্রাতে রবি উদিবে যখন।
উঠিবে এ বিধিকরী, গৃহমার্জ্জনাদি করি, বস্ত্র সব রাখিবে তখন॥ ৩
কুঞ্জলীলা স্মৃতি রসে, ডুবিয়া [illegible] বশে, হা রাধে হা রাধে ফুকারিব।
অবশ হইবে দেহ, নাবুঝিবে চিত্ত কেহ, তুয়া নিদ্রাভঙ্গ করাইব॥ ৪

শ্রীরসরাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫৬ পৃষ্ঠার পর)

(বঁধুর)

গলদেশে বনমালা আজানুলম্বিত বক্ষোপরে শোভে দিব্য কৌস্তভ রতন ;
(বঁধুর)

বাহুতে বলয় বাজু করেতে মুরলী—যার ধ্বনি রমণীর হরে প্রাণ মন।
(বঁধুর)

অকলঙ্ক চাঁদমুখে তিলক রচনা, সুভঙ্গিম নাশা অগ্রে শোভে গজমতি ;
(বঁধুর)

আকর্ণ বিস্তৃত যুগ্ম ভ্রূলতা সুন্দর জিনিয়াছে মদনের কুসুম কার্ম্মুক ;
(বঁধুর)

পঞ্চশর পঞ্চশর জিনিয়া লো, সই, নয়নভঙ্গিমা মোর বিঁধিয়াছে বুক।
চির পিপাসিত জন সুশীতল জল দেখি যথা একশ্বাসে ফেলে পান করি,
গলায় বাধিয়া শেষে বিষম লাগিয়া অস্থির হইয়া পড়ে ভূমির উপরি ;—
সেই মত ওলো সখি সে রূপমাধুরী পিইতে পিইতে মোর বিষম লাগিল,
অবশ হইল অঙ্গ, পড়িনু ঢলিয়া ; যমুনার কূলে, সখি, প্রমাদ ঘটিল।

মোহ অবসানে আমি বুঝিলাম বঁধু
রাখিয়াছে কোলে মাথা করিয়া যতন ;
চমকি সহসা, সখি, উঠিনু ত্বরিতে,
অমনি লো চারি চোখে হইল মিলন।
উঠিতে নারিনু আর র'নু হেঁট মুখে ;
দেখি বঁধু ধীরে ধীরে ধরিয়া চিবুক

"প্রাণেশ্বরি" বলি মোরে দিল আলিঙ্গন,
"শূন্য করি কোথা ছিলে এত দিন বুক"।
নখ হ'তে কেশ, সখি, উঠিল কাঁপিয়া,
বহিল তাড়িত স্রোত ধমনী ভিতর;
প্রলয়ের ঝড় যেন গেল লো বহিয়া।
থর থর করি পুনঃ কাঁপিল অন্তর।
তিতি নয়নের লোরে উঠিল আবার,
অমনি ধরিল বঁধু হাত খানি মোর;
কহিল—"নিদয়া, প্রিয়ে, কেন লো এমন ?
আমি যে সঁপেছি প্রাণ চরণে তোর।
যেয়ো না অমন করি নিঠুর হইয়া
সাধ আশা সব মোর দলি উপেখায়।
বসাইল বঁধু মোরে, আমিও অমনি
কলের পুতলি মত বসিলাম হায়।
তার পর মুখ খানি তুলি মুখপানে
হাসি হাসি কত কথা কহিল সে ধীরে;
আমি শুধু শুনিলাম কথাবিষ্টপারা;
বলিনু দুইটি কথা—"ভুলনা দাসীরে"।
কত মধুধারা ঢালি তৃষিত শ্রবণে
"আসি" বলি গেল শেষে লইয়া বিদায়;
যাইবার কালে বঁধু সজল নয়নে
চুম্বন করিল মোর কালামুখে হায়।
কতক্ষণ একদিঠে রহিনু চাহিয়া

পাষাণেতে বাঁধি বুক গুরুজনভয়ে
চলিয়া আসিনু শেষে মুছি আঁখিলোর।
সে অবধি সখি মোর ভেঙেছে পরাণ,
সে অবধি হইয়াছি কুলের বাহির;
সে অবধি শ্যামনাম জপি দিবানিশি,
শ্যামচাঁদ বিনা প্রাণ নহে লো সুস্থির।
ওলো সখি যদি তোরা ভাল চা'স মোর
তোদের পরাণ যদি কাঁদে মোর তরে,
একবার শ্যামচাঁদে দেখালো আনিয়া,
নতুবা তোদের রাধা আজি প্রাণে মরে।
বাজিতে বাজিতে বীণা সুকোমল তানে,
পঞ্চমে ধৈবতে [illegible] নিখাদে উঠিয়া
গান্ধারে ঋষভে সুরে আসি ধীরে পুনঃ
সহসা বায়ুতে যেন যায় মিশাইয়া;—
সেইমত ধীরে ধীরে উঠিয়া সপ্তমে
শ্রীমতীর সে করুণ মধুর নিক্কণ
প্রেমরুদ্ধ অর্দ্ধভাষে হইল নীরব,
ভগ্নস্বর ছিন্নতার বীণার মতন।
তখন ললিতা দেবী সখিগণ শিরোমণি,
বলিতে লাগিলা কথা যেন অমৃতের খনি।
অমৃতদীধিতিমুখে সেই অমৃতের ধার,
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাঝে কি আছে তুলনা তার?
"রাজবালা! এত দিনে ঠেকেছ বিষম দায়,
শ্যামপীরিতির ফাঁদে পড়িয়াছ হায় হায়!

নন্দের নন্দন সেই লম্পটের শিরোমণি,
কপট প্রণয়ী ওলো, শঠধূর্ত্ত চূড়ামণি।
বধিতে পরের নারী সতত যতন তার,
দেখিলে যুবতীবালা রক্ষা নাহি আর।
বংশীনামে দূত এক বাঁধা আছে তার ঘরে,
মজাতে সে কুলবালা অদ্ভুত ক্ষমতা ধরে।
ধ্বনিরূপে বায়ুভরে কানের ভিতর দিয়া
যুবতীর মর্ম্মস্থলে নানা ছলে পশে গিয়া।
সতীত্ব পত্নীত্ব আদি রমণীর সারধন
কুলশীল অভিমান নিমেষেতে আহরণ
করি নিজ প্রভুপাশে দেয় হৃষ্ট মরাগতি;
তবে সেই ননীচোর চিতচোর শঠমতি
রমণীর বুকচেরা সে অমূল্য রত্নচয়ে
যেন ভাঙা কাচ হেন অশ্রদ্ধায় হাতে ল'য়ে
"ফিরি দিব ক'য়ে যাও, ওলো লো রূপসীগণ
রাখাল বালক আমি এসবে কি প্রয়োজন"?
বলি মৃদু হাসে আর বরষে কটাক্ষবাণ;
সেই হাসি সে কটাক্ষে মজে রমণীর প্রাণ।
ভুলে যায় এসংসার, ভুলে যায় বিশ্বসারা;
ভুলে যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, হ'য়ে যায় আত্মহারা।
সরলা কুলের বালা না বুঝি কুহক তার
নিকটে যাইয়া শেষে কাঁদি করে হাহাকার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমরনাথ মিত্র, বালেশ্বর।

মায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জনতোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২১শ বর্ষ } বামন ৪৩২ { ৪র্থ সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী।

—✻—

সজ্জন—অকাম।

যে কালে জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ থাকেন তখনি তিনি অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার কামনা করেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম শূন্য হইয়া যে কামনা তাহার নাম যথেচ্ছাচার, পুণ্যময় কামনাকে সৎকর্ম্ম এবং কামনাত্যাগকে মোক্ষকাম বলে। কামনা-যুক্ত জীব ত্রিবর্গের অনু-সন্ধান করেন এবং কামনা-মুক্ত জীব স্বীয় অপবর্গের জন্য যত্ন করেন। ত্রিবর্গ কামী অথবা চতুর্থ বর্গ মোক্ষকামী উভয়েই নিজ নিজ মৃগ্য কামের দাস। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কামনা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারা সজ্জন বা অকাম হইতে পারেন না। সজ্জনই একমাত্র অকাম। সজ্জন এই

পৃথিবীর কোন দ্রব্যের কামনা করেন না। তিনি বর্ণও আশ্রম সমূহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ। চতুর্দ্দশ ভুবনে এমন কোন লোভনীয় বস্তু নাই যাহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া, লোভে লুব্ধ হইয়া সজ্জন কামনা বিশিষ্ট হইবেন। শ্রীকৃষ্ণই সজ্জনের এক মাত্র কাম্য বস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণ-কামে তাঁহার সকল কামনা পর্য্যবসিত। নিজেন্দ্রিয় প্রীতিকাম সজ্জনের আদৌ থাকিতে পারেনা। সজ্জনের সকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তু কামনায় তাঁহার অবকাশ নাই।

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত॥

মিছাভক্ত বৈষ্ণবপরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষা করিলেও তিনি কামদাস। মিছাভক্ত কর্ম্মজ্ঞানাবৃত হইয়া যথেচ্ছাচারের উদ্দেশে কামনা হীন হইতে পারেন না। ভাড়াটিয়া ভক্ত, বাস্তাশী ভেকধারী ও অবৈষ্ণব-মিছাভক্ত সকলেই কামনাময়। সজ্জনেরও কামনা থাকে বলিয়া মিছাভক্ত বিশ্বাস করে কিন্তু মিছাভক্ত ও বৈষ্ণব এক জাতীয় নহে। দেবপিতৃকামী, জড়সেবাব্রত দয়ার্দ্র হৃদয়, বৈষ্ণব বিদ্বেষী, পুণ্যসঞ্চয়ী, শৌক্রজাত্যাভিমানী মিছাভক্ত অকাম নহেন। ভক্তসহ অভক্তের সাম্যপ্রয়াসী অসৎকামী নিষ্কাম ভক্তের স্বরূপ বুঝিতে পারে না।

মহাপ্রভু ও রঘুনাথ।

তরি আরোহিলা দোঁহে
রঘুনাথ কহে, নিমাই তোমার অঞ্চলে ওকি ওহে?
প্রভু কহে কিছু নয়।
রঘুনাথ কহে কিছু নহে? ও যে পুঁথি বলে মনে হয়।

কাজের পুঁথি ■ নহে,
প্রভু বলে। রঘুনাথ 'দেখি তবু' বার বার ইহা কহে।
রঘুনাথ কহে আমি।
রচিয়াছি এক সুমহতী টীকা বহু দিন রাতি যামি।
নিশ্চয় তার কাছে।
শিখিবে নব্য-ন্যায়-কৌশল যত পণ্ডিত আছে।
বিশ্বে আমার মত।
পণ্ডিত নাই আমি আনিলাম ন্যায়ের নূতন স্রোত।
প্রভু কহিলেন রঘো!
তুমিই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তব সম নাই কেউ ওগো।
পুনরায় রঘু বলে।
দেখাও পুঁথিটী কিছু নয় বলে ঢাকিছ কিসের ছলে।
অঞ্চল থেকে খুলি।
নব্য ন্যায়ের রাজ টীকা খানি দিলা প্রভু হাতে তুলি।
রঘুনাথ হেরি তাহা।
বলে হে নিমাই! মোর চেয়ে তুমি কত পণ্ডিত আহা।
এমন ক্ষমতা তব।
গর্ব্বিত আমি মানিলাম আজি, তুয়া কাছে পরাভব।
রঘুনাথ বলে ভাই।
ইহা প্রকাশিলে আমার যশের ডালি যাবে তুয়া ঠাঁই।
প্রভু কহিলেন তবে।
এই কথা? বেশ, তুমিই বঙ্গে বড় নৈয়ায়িক হবে।
কহিতে কহিতে কথা।
রঘুনাথের দু'নয়ন হইতে ঝরিল অশ্রু লতা।

রঘুনাথ [illegible] কাঁদি

দীধিতি টীকার তুমি ছাড়া নাই বিশ্বে কেহই বাদী।

আমার আছিল মনে।

বিশ্ব শিখিবে ন্যায়ের তত্ত্ব মোর টীকা অধ্যয়নে।

প্রভু বলে শুন ভাই গো।

তুমিই শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিদ্ হও, বাদী কেহ নাহি নাই গো।

আর প্রভু মৃদু হাসে।

বিশ্ব বিজয়ি টীকা দিলা জলে ছেঁড়া টীকা জলে ভাসে।

প্রভুর এ লীলা হেরি।

রঘুর শরীরে তড়িৎ বহিল তীব্র উপহাসেরি।

স্তম্ভিত হয়ে রঘু।

ভাবিতে লাগিলা গোরা হতে মোর হৃদি হায় কত লঘু।

রঘু কয় ভাই একি ?

প্রভু বলে ভাই কি হবে প্রাকৃত নব্য ন্যায়ের ফাঁকি।

তরি গেল পর পারে।

রঘুনাথ ভাবে ভগবান্ বিনা একাজ কেহ কি পারে ?

বিশুদ্ধ ভাগবত্ত পদাসক্ত

নিষ্কিঞ্চন শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়,

সাং আবুরি (নদীয়া)

শ্রীগৌরজন্মস্থান মায়াপুর।

যাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষোল ক্রোশ। নবদ্বীপ মণ্ডল অষ্টদল পদ্মাকৃতি গোলাকার। প্রত্যেক দল একটী দ্বীপ এবং পদ্মের কর্ণিকারটীও একটি দ্বীপ। মধ্যে যে কর্ণিকার রূপ দ্বীপটী আছেন তাঁহার নাম অন্তর্দ্বীপ। চতুর্দ্দিকে অষ্টদল অষ্টদ্বীপ যথা সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নু দ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ। এই নয়টী দ্বীপ যে ভূমি খণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন তাঁহার নাম নবদ্বীপ। তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থানটীর নাম শ্রীমায়াপুর। মায়াপুর গ্রামের মধ্যস্থলে মহাযোগ-পীঠ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ। শ্রীগোকুলের অপূর্ব প্রকাশ স্বরূপ এই মায়াপুর মহাতীর্থ কলিকালে অতিশয় প্রবল। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া প্রভৃতি সপ্ত মহাতীর্থের মধ্যে মায়াতীর্থ এক স্বরূপে হরিদ্বারে ও দ্বিতীয় স্বরূপে গৌড়ে বিরাজমান। পঞ্চবিংশতি বর্ষপূর্ব্বে শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের শত শত নর নারী শ্রীনবদ্বীপ ধাম দর্শন করিতে আসিয়া কুলিয়া নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান কোথায়? তখন শ্রীধামবাসিগণ তাঁহাদিগকে বলিতেন যে সে সকল স্থান গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীমায়াপুর যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান তাহা কেহ জানিত না শ্রীচৈতন্য ভাগবত ■ শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ অনেকেই পাঠ করিতেন এবং শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরি ভ্রমণ করিতেন, কিন্তু শ্রীগৌর জন্ম স্থান নির্ণয় করিতে কেহই সক্ষম হন নাই। বৈষ্ণবমুকুটমণি বর্ত্তমান কালের শুদ্ধভক্তি প্রচারের আচার্য্য শিরোমণি দিব্যসূরি শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রেরণায় শাস্ত্রালোচনা [illegible] সরকারি কাগজাদি দৃষ্টি পূর্ব্বক শ্রীগৌর

জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর প্রকাশ করেন; শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ এবং প্রাচীন শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া একখানি শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা গ্রন্থ রচনা করেন ও বৈষ্ণবসাধারণের সহায়তায় শ্রীধাম প্রচারিণী নামক একটী সভা স্থাপন করেন তদবধি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সেই সভার সভ্যরূপে শ্রীমায়াপুর চন্দ্রের সেবা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের বহুকাল পরে অন্ত পঞ্চবিংশতি বর্ষ নিত্য ধাম শ্রীমায়াপুর পুনরায় উদিত হইয়াছেন। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলা সংগোপনের বহুকালপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুগণের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের স্বীয় জন্ম ভূমি শ্রীমায়াপুর ধাম প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সেই বৈষ্ণবাধিরাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্যান্য লুপ্ততীর্থ প্রচার করিলে জীবের পরম মঙ্গল হইবে। নতুবা যাঁহারা কপটতা ক্রমে কোন অবান্তর স্বার্থ প্রণোদিত উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া মহাজনের কার্য্যে দোষারোপ পূর্ব্বক স্বীয় কল্পনানুসারে কার্য্য করেন মহদপরাধ ক্রমে তাঁহাদিগের অধঃপতন মাত্র ফলই ফলিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর যখন প্রকাশ হন তৎকালে গোলোকগত সিদ্ধমহাত্মা শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহোদয় প্রকট ছিলেন। তিনি বার্দ্ধক্য নিবন্ধন চলিতে অক্ষম হওয়ায় কুলিয়া নবদ্বীপ ভজন কুটির হইতে পাল্কী আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তিস্থাপন করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে শ্রীযুত কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীসিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি পরিচর্য্যা করেন, আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় মধ্যে মধ্যে শ্রীমায়াপুরে গিয়া উপরিউক্ত

স্থানটী যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে সময়ে শ্রীসিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী মহোদয় শ্রীমায়াপুর শ্রীশচী অঙ্গনে উপবেশন করিতেন তখন ঐ স্থান কোন মনুষ্যের আবাস ছিলনা কিম্বা ঐ স্থানটীকে কেহ শস্য ক্ষেত্র রূপেও ব্যবহার করিত না। স্থানটী নিবিড় বিল্ব নিম্ব ■ অমর তুলসী কাননাবৃত ছিল। স্থানীয় মুশলমানদিগের নিকট আমরা অবগত হইয়াছি যে দিবা ভাগেও তথায় কেহ যাইতে সাহস করিত না এবং ঐ স্থানে নানা অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া স্থানটীকে তাহারা হিন্দুদিগের পির স্থান বলিয়া মনে করিত। মুশলমানেরা আরো বলিয়াছে যে আমরা ঐ স্থানে যে নিম্ব বৃক্ষটী আছে তাহা অনেকবার কাটিয়া ফেলিয়াছি কিন্তু পুনরায় যেরূপ বৃক্ষ তাহাই হইয়াছে। হিন্দুর দেবতা গৌর হরি ঐ নিম্ব বৃক্ষ তলায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। শ্রীমায়াপুরের একাংশ বর্ত্তমান বল্লালদীঘি গ্রাম বাসিগণ নিঃসন্দেহ রূপে বলিয়া থাকেন যে আমরা পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি যে ঐভূমিই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম স্থান। শ্রীমায়াপুরের অনতিদূরে লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপ এবং চাঁদ কাজির সমাধি প্রভৃতি স্থান সকল প্রাচীন নবদ্বীপের সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। যে ভূমি সিদ্ধ মহাত্মাগণ নিজ ভজনানুভব ক্রমে নির্ণয় করিয়াছেন ও দেশস্থ প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভক্তগণ যে স্থানকে শ্রীগৌরচন্দ্রের জন্ম ভূমি বলিয়া নিশ্চয় রূপে স্থির করিয়াছেন এবং যে স্থানের উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষ নানা রূপ যত্ন ■ সেবা করিতেছেন সেই অপ্রাকৃত ভূমিকে কেহ ক্ষুদ্র চেষ্টার দ্বারা খর্ব্ব করিতে পারিবে না। সত্য বস্তু চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকিবে।

শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ বনগ্রাম।

অনর্থ—স্বস্বরূপের অপ্রাপ্তি।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অস্তিত্বযুক্ত পদার্থই অর্থ, তদ্বিপরীত অর্থাৎ অস্তিত্ব হীন পদার্থই অনর্থ। প্রাকৃত দ্রব্যজাত রজত কাঞ্চনাদির লোকনয়নে অর্থ বলিয়া প্রতীতি হইলে ও সূক্ষ্ম বিচারে অনর্থ। অর্থপ্রাপ্তিতে অভাব চিরদিনের মত বিগত হয় কিন্তু যৎপ্রাপ্তিতে অভাব ক্ষণকালের জন্য বিগত হইয়া পুনরায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে সে অর্থ অর্থই নহে। তাই শাস্ত্র ও বুধগণ ক্ষণস্থায়ী প্রাকৃত রজত কাঞ্চনাদিকে অর্থ না বলিয়া চিরস্থায়ী অপ্রাকৃত অচ্যুত পদার্থ শ্রীশ্রীভগবানকেই অর্থ বলেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সেই ভগবান্ যথা ভাগবতে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

অনর্থই অর্থ প্রাপ্তির অন্তরায়। শ্রীশ্রীভগবৎ প্রাপ্তিতে কতকগুলি অন্তরায় দৃষ্ট হয়, স্বস্বরূপের অপ্রাপ্তি তন্মধ্যে প্রধান। স্বস্বরূপের অপ্রাপ্তি অর্থাৎ আমি কে তজ্জ্ঞানাভাব। সাধারণতঃ "আমি" বলিলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদাদি যুক্ত ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্‌ব্যোম নির্ম্মিত এই জড় শরীরটাই প্রতীত হয়। কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে সে প্রতীতি ভ্রান্ত। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥

কিন্তু আজ যে দেহ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া শোভা পায় কিছুদিন পরে সেই দেহই হয় ভস্ম নয় কৃমিকীটে পরিণত হয়। সুতরাং এই জড়দেহ আমি নহে।

তবে কে আমি?

তদুত্তরে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখাযায় যে, যখন শ্রীমদ্ সনাতন গোস্বামী দুশ্ছেদ্য সংসার ও স্বজন ত্যাগ করিয়া সামান্য ভিক্ষুকের বেশে ছিন্নকন্থা ও করঙ্গ হস্তে, বারাণসীধামে তপন মিশ্রগৃহে অবস্থিত, কলি পাবনাবতার সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীমতী বৃষভাণু নন্দিনী মিলিত তনু শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়" তখন সেই ভুবনপাবন সর্ব্বজগৎ শিক্ষা-গুরু কাঙ্গাল তরাণ ঠাকুর বলিয়াছিলেন

জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥

অর্থাৎ জীব শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তির পরিণতি। প্রাকৃত জগতে স্ফুলিঙ্গ ও বৃহদগ্নি, সূর্য্য ও কিরণ কণের সম্বন্ধের ন্যায় শ্রীভগবানে ■ জীবে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। যথা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখ নিঃসৃত শ্রীদশমূলে পঞ্চম শ্লোকেঃ—

স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়াঃ
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো [illegible]

শ্রীভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্য ■ মাধুর্য্যের নিলয়। জীব শ্রীভগবানের কিরণ কণ। শ্রীভগবান্ পূর্ণ ও সর্ব্বেশ্বর হেতু মায়াধীশ ■ প্রভু, জীব স্বরূপত অণুপ্রযুক্ত মায়াবশ যোগ্য অধীনতত্ত্ব অর্থাৎ দাস। শ্রীভগবানের ন্যায় জীব ও স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। স্বরূপতঃ ক্ষুদ্রহেতু জীবের ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষুদ্র, অধীন অর্থাৎ দাস বলিয়া জীবের কর্ত্তব্যই প্রভু অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবা। স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিতে জীব, নিত্য কর্ত্তব্য শ্রীভগবানের নিত্য দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভু সেবাসুখে সুখী না হইয়া নিজ স্বতন্ত্র সুখ কামনা করায় বাঞ্ছাকল্পতরু সেই পরম পুরুষের ইচ্ছায় তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি, মায়িক চতুর্দ্দশ ভুবনের কর্ত্রী মায়াদেবী, জীবকে তাহার নিত্য বসতিস্থল শ্রীভগবানের রাজ্য শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে এই জড়জগতে আনয়ন পূর্ব্বক মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপ লিঙ্গ দেহ ও ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম নির্ম্মিত স্থূল দেহাবরণ দিয়া কখনও স্বর্গে কখনও নরকে লইয়া দণ্ড্যজনের ন্যায় দণ্ড দিতেছেন। জীবের স্বরূপের উপর দুইটী আবরণ পড়ায় জীব তাহার নিজ স্বরূপাভিমান কৃষ্ণ দাসত্ব ভুলিয়া এই সংসারই তাহার বসতিস্থল এই জড় দেহই আমি ও এই সংসারের যাবতীয় দ্রব্যই আমার এই মিথ্যাভি-মানে মত্ত। যথা শ্রীদশমূলে ষষ্ঠশ্লোকে :—

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্ম্মায়াদণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্ম্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই যাঁহার প্রাণের প্রভু, যিনি সেই শ্রীভগবানের নিত্য দাস, এবং যে প্রভুর সেবাই তাঁহার একমাত্র সুখের বিষয় ছিল, সামান্য তুচ্ছ ঘৃণ্য সুখের আশায় মত্ত হইয়া সেই পরতত্ত্ব জীব কি মহাদুঃখসমুদ্রে পতিত হইয়া অনিত্য বস্তুতে নিত্যবস্তু জ্ঞানে প্রীতিস্থাপন পূর্ব্বক কি মহা

কষ্টে পতিত। তাহার এই দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধারের উপায় কি, তাহা জীবের পরমবন্ধু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর না বলিয়া পারিলেন না তিনি বলিলেন—

> যদা ভ্রামং ভ্রামং হরি-রসগলদ্ বৈষ্ণবজনং
> কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিরিহ।
> তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
> স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে॥

দশমূল ৭ শ্লোক

জীব প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব সঙ্গ পাইয়া নিষ্কপটে তাঁহারই শ্রীশ্রীচরণাশ্রয় করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে তাহার এসংসার সাগর বাড়বাগ্নিমধ্যে অনন্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগের অন্ত হয়। তখন সেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় স্বস্বরূপের অপ্রাকৃত জ্ঞানপ্রাপ্ত্যে অহরহ নিরপরাধে শ্রীভগবানাভিন্ন শ্রীহরিনামালোচনায় স্বরূপ-ভ্রান্তিরূপ অনর্থের হস্ত হইতে চির দিনের [illegible] মুক্ত হন। তাই শ্রীল শ্রীজগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্তে

> সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই,
> সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

শুদ্ধ বৈষ্ণবকৃপাভিক্ষু—
শ্রীনয়নাভিরাম দাসাধিকারী (সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য)
(নারায়ণপুর, যশোহর.)

মায়াবাদ বিচার।

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি সর্ব্বং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে মূঢ়ঃ পর প্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

কাল স্বধর্ম্মে অধুনা বেদান্ত দর্শন বলিতে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যমূলক শারীরক সূত্রকে লক্ষ্য করা যেন সংক্রামক রোগ মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শারীরক সূত্রের শঙ্করোক্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী, বলদেব প্রমুখ দর্শন শাস্ত্র কোবিদ বিপশ্চি [illegible] বেদান্তাচার্য্য মনীষিবৃন্দ দর্শন শাস্ত্রের যে পরম উপাদেয় সূক্ষ্ম মীমাংসা করিয়াছেন তাহা উপযুক্ত বৈষ্ণব উপাধ্যায় সকাশে আলোচনা না করিলে জটিল দর্শন শাস্ত্রের যাথার্থ্য দর্শনের অভাব থাকিয়া যায়।

আদৌ অপৌরুষেয় বেদ শাস্ত্র, বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ। এই উপনিষৎ বহু ও বিস্তৃত এবং তাহা হইতে তত্ত্ব ধারাবাহিক রূপে বোধগম্য হওয়া দুষ্কর দেখিয়া ভুবনমঙ্গল শ্রীভগবান্ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া উপনিষদ গুলির সারাংশ অতি সংক্ষেপে ধারাবাহিক রূপে বোধগম্য সূত্রাকারে সজ্জিত করতঃ এক খানি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। দ্বৈপায়ন প্রণীত সেই সূত্র সমন্বয়ের নাম ব্রহ্মসূত্র বা শারীরক সূত্র। ইহাই উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন নামে অভিহিত হয়।

ব্যাসের সূত্রে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণামের অর্থ বিকার। "স তত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ"। অর্থাৎ একটী সত্যবস্তু হইতে অন্য একটী সত্য বস্তু উদিত হইলে তাহাতে অন্যবস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি করা হয় তাহার নাম বিকার। দুগ্ধ একটী সত্য বস্তু। এই দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়। ইহাও একটী সত্য বস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি হইতেছে তাহার নাম (দুগ্ধের) বিকার বা পরিণাম।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধ বৈষ্ণবকৃপার্থী শ্রীগৌর গোবিন্দ দাস অধিকারী
(সম্প্রদায়বৈভব ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য)

একখানি পত্র।

শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার দ্বারা সুপরিচালিত পত্রিকায় যাহাতে মহাজন নিন্দুক ও অতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত প্রচারকের অবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত পূর্ণ প্রবন্ধ গুলির তীব্র প্রতিবাদময় এই সংলগ্ন পত্র খানি বৈষ্ণব জগতের হিতার্থ বাহির করেন তজ্জন্য প্রেরিত হইল।

গোলোকগত ঠাকুর কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের আবির্ভাব দিবসে তাঁহার মহাপুরুষত্ব সম্বন্ধে অসন্দিহান হইয়া কয় বৎসর হইল সহরস্থ ও বিদেশস্থ বহু মহারাজা, রাজা, কৃতবিদ্য ধনী দরিদ্র প্রভৃতি মহাশয়গণ তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া নিজেদের কৃতকৃতার্থ ও ধন্য মনে করেন দেখিয়া জনৈক ডাক্তার বাবু প্রিয় নাথ নন্দী স্বীয় সম্পাদকত্বে প্রচারিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্ব প্রচারক" নামক পত্রিকায় বিশেষ কৌশলের সহিত নিজের গাত্র দাহ ও চক্ষুঃশূলতা প্রকাশ করিয়া শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পার্ষদত্ব, মাহাত্ম্য ও আবির্ভাবোৎসব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া আপত্তি করিয়া বহু প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। সল্লোক মাত্রেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ। স্বয়ং কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর প্রথম বৎসরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের আবির্ভাব দিবসের মহাসভায় সংক্ষেপে বলেন "পূজ্যপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সহিত আমার বহুদিন পূর্ব্বে পরিচয় হয়। তাঁহার সহিত যখন আলাপ করিতাম, তিনি যখন উপদেশ দিতেন, তখন আমি তাহাতে এমন মুগ্ধ হইতাম যে আমি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন মনে হইত পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের হৃদয়ে, আমাদের সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব কি করিয়া স্থান পাইল? পাশ্চাত্য শিক্ষায় যখন আমাদের জীবনের স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে তখন ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের হৃদয়ে একি ভাব? তখন আমার মনে হইয়াছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর দেশের উপকার সাধন করিতে পারিবেন। ক্রমশঃ যখন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল তখন

বুঝিলাম তিনি এযুগের মানুষ নন্, দেবতার মত অপার্থিব। তিনি এজগতে পরহিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁর গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে তাহা পাঠ করিলে নূতন জীবন লাভ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এজন্য তাঁহার অভাব প্রত্যহ প্রতিক্ষণে বোধ করি। আজ এই সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেই সৌম্য মূর্ত্তি মনে হইতেছে আর মনে হইতেছে যেন তিনি আমাদের সমক্ষে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ভক্তি মাখা উপদেশ গুলি এনে দিচ্ছেন। তাঁর মত লোক বঙ্গ দেশে জন্মানতে দেশ পবিত্র হয়েছে। তাঁহার উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হউক। উপদেশ অনুসারে যদি আমরা আমাদের কর্ত্তব্যের পথ নির্ণয় করি তবে পরম সুখী হইব।" মাননীয় শ্রীযুত স্যার দেব প্রসাদ মহাশয় একবার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনের কার্য্যাবলি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলেন তাঁহার লিখিত বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী পাঠ না করিলে কেহই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অলৌকিক গুণাবলী এবং মহাপুরুষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। প্রভুপাদ শ্রীল অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একটী সভায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বহু গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও প্রথম বারের সভায় উঠিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহার মর্ম্ম এই "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সমাজের নানা বিশৃঙ্খলা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে নানা উৎপাত মোচনের জন্য ভগবৎ কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রেরিত হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে টাঙ্গালে তিনি যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তৎকালে বক্তা তাঁহাকে শিক্ষিত ব্যক্তি হইয়াও ভিখারী অমানীর ন্যায় মালা তিলক ধারণ করিয়া বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতে দেখিয়াবিস্ময়াপন্ন হন। তখন তিনি বক্তাকে হরি নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি কেবল পণ্ডিত দিগের জন্য বিশুদ্ধ ভক্তি শিক্ষা প্রচার করেন নাই। দেশের মধ্যে যাহারা অবহেলিত, অনাদৃত উপেক্ষিত তাঁহাদের উন্নত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলেন" শ্রীধাম পুরী হইতে প্রেরিত এক খানি পত্র ঐ সভায় শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় দ্বারা পঠিত হয়। পত্র খানি এই—মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ আজ দেখিতে ২ এক বৎসর অতিবাহিত হইল আমাদের

পরমারাধ্য এবং বৈষ্ণব জগতের মুকুটমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আজ আমরা অমূল্য রত্ন হারা বা কর্ণধার শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কিন্তু তিনি আজীবন ধরিয়া জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত, বেদ, পুরাণ ও ছয় গোস্বামীর শুদ্ধ বৈষ্ণব মত সম্মত সিদ্ধান্ত খনি মন্থন করিয়া নিষ্কিঞ্চন নামৈক পরায়ণ ভক্তদিগের সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য যে অমূল্য গ্রন্থ রাজি প্রদান করিয়াছেন তাহা যুগে যুগে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার প্রতিভা ও কীর্ত্তি সমুজ্জ্বল রাখিবে। আজ তাঁহার অভাবে আমরা যেমন শোক সন্তপ্ত ও ম্রিয়মান সেইরূপ তাঁহার আদর্শ জীবনী ও গুণাবলি পর্য্যালোচনায় বিশেষ উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হই। সুকৃতদিগের ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্যই তিনি আগমন করিয়াছিলেন এবং তদর্থে শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় নানা ভাষায় শ্রীনাম তত্ত্ব প্রাঞ্জল ও বিষদ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আমরা আমাদের দুর্দ্দৈব বশতঃ তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি আলোচনা দ্বারা শ্রীহরিনামতত্ত্বসমূহ গ্রহণে অসমর্থ ও অলস। আশা করি শীঘ্রই তাঁহারই কোন সেবক তাঁহার অমূল্য জীবন চরিত, শিক্ষা ও গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া একটী মহা অভাব মোচন করিবেন। আজ এই স্থলে বঙ্গের কৃতবিদ্য ও গণ্য মান্য মহাশয় দিগের চেষ্টায় বৈষ্ণব চূড়ামণি গোলোক গত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্মানার্থে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল ইহা একটী অত্যন্ত গৌরবের কথা কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের অতি প্রিয় ভজন স্থলী যথায় তাঁহার সমাজ রক্ষিত হইয়াছে সেই স্থানে যাহাতে তাঁহার সমাজসেবা সুরক্ষিত হয় ও সুবন্দোবস্ত ■ চলিতে পারে সে বিষয়ে আপনারা বদ্ধ পরিকর হইয়া যত্নবান হউন্। আমাদের দেশে বহু ভক্ত ও ধনী লোক আছেন তাঁহাদের চেষ্টায় ও সহায়তায় এরূপ মহৎ কার্য্য নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হইবে ইত্যাদি।

প্রীতিপ্রদ প্রীতিভাজন ও প্রশংসনীয় নিত্য লীলা প্রবিষ্ট গোলোকগত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কুৎসারূপ জঘন্য বৃত্তি অবলম্বনকারীরা মনুষ্য-■ সীমা লঙ্ঘন করিয়া নীচতার নিম্নতম স্তরে চলিয়া যায় এবং সকলের উপহাসাস্পদ ও ঘৃণার্হ হয়। বিষ সর্পের মত ভণ্ডের বঞ্চনা, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি বৈষ্ণব দ্রোহিতা বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কলুষিত

করিতে দেখিলে সকল ■ বৈষ্ণবের তাহাতে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য, ■ সিদ্ধান্ত প্রচার পূর্ব্বক তাহার দুষ্ট মত খণ্ডন করা উচিত এতদর্থে আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে " শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্ব প্রচারক " পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত পত্র খানি, এই পত্র খানি এবং আপনার লেখনী প্রসূত সৎমন্তব্য আপনার পত্রিকায় বাহির করিবেন। শ্রীনাম গ্রহণ নিত্য লীলা রসাস্বাদের 'বাধক', তিলক সেবা ও মালাধারণ বাহ্যিক ■ কপটতা ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্ব প্রচারক" পত্রিকায় বাহির হইতেছে। আপনি বোধ হয় ঐ পত্রিকা খানি পাঠ করেন নাই, পাঠ করিলেই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের দুটী ছত্র অবশ্যই মনে উদয় হইবে যথাঃ— "ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস। শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।" উক্ত পত্রিকা সম্পাদক লোকাপেক্ষা করিয়া নানা স্থানে নানা মত সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত। আমাদের শিক্ষার্থ শ্রীমুকুন্দে ঐ নিরপেক্ষতার অভাব দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন যথা "ক্ষণে দন্তে তৃণ লয় ক্ষণে জাঠি মারে। খড় ও জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥ প্রভু বলে ও বেটা যখন যেথা যায়। সেই মতে কথা কহি তথায় মিশায়॥ ভক্তি স্থানে ইহার হইল অপরাধ। এতেক ইহার হইল দরশন বাধ॥" শুদ্ধ ভক্তি প্রচার করিতে হইলে সাংসারিক লোক রঞ্জন নীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বাচার্য্যগণের সৎসিদ্ধান্ত অনুশীলন ■ অনুধাবন করিতে হয়, এই বিষয়ে ঔদাসীন্য আসিলে ভক্তি যাজন হয় না; ভক্তি, ভক্ত ■ ভগবানের নিকট মহা অপরাধ ঘটিয়া যায় এবং তাহার ফলে কিছু কাল নরাকৃতি পশু জীবন ধারণ করিয়া পরে অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হয়।

অনভিজ্ঞ, অদূরদর্শী, আত্ম প্রতিষ্ঠালিপ্সু ভাক্ত দ্বারা ভক্তিতত্ত্বপিপাসু কোমলশ্রদ্ধদিগের ভক্তি পথ যাহাতে কণ্টকাকীর্ণ না হয় তদ্বিষয়ে আপনারা একটী আশু প্রতিকার করুন। আপনার পত্রিকায় ডাক্তার বাবুর কুসিদ্ধান্ত গুলি খণ্ডন পূর্ব্বক তাত্ত্বিক সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির করিতে থাকুন। ধর্ম্মাড়ম্বরী বৈষ্ণবদ্বেষীর উপর ক্রোধ ও বাক্য-দণ্ড শাস্ত্র ■■■ ইহাতে ইতস্ততঃ বা সঙ্কোচ বোধ করিলে সত্যের অপলাপ দোষে আমরাও দোষী হইব; শুদ্ধ ভক্তমাত্রেই আমাদিগকে ঘৃণা করিবেন। বৈষ্ণব

ধর্ম্মই বিশ্ব ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম তাহা যাহাতে কোন পাপিষ্ঠের দ্বারা কলুষিত না হয় এবং যাহাতে উহা সুগম ও চির উজ্জ্বল থাকে তাহার বিধি মত চেষ্টা পরমার্থিগণের নিত্য কর্ত্তব্য। ইতি—

বিনীত
শ্রীভুবনেশ্বর দেবশর্ম্মা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বপ্রচারক পত্রিকার

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের ৩য় সংখ্যাখানি আমার হঠাৎ এই প্রথম দৃষ্টি গোচর হইল এবং আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বৈষ্ণব সমাজে এরূপ মতবাদ দূষিত ভ্রমাত্মক কুসিদ্ধান্ত মায়াবাদ পূর্ণ পত্রিকা বাহির হইতেছে জানিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য ও মর্ম্মাহত হইলাম। আপনার ন্যায় অনধিকারী, অনভিজ্ঞ ও অর্ব্বাচীন ব্যক্তির উদ্যোগে স্থাপিত তত্ত্বপ্রচারিণী সভা এবং তথা হইতে ঐ নামীয় পত্রে কুতত্ত্ব প্রচার হইতেছে দেখিয়া কেমন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় ঐ সভার স্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। আরও আশ্চর্য্য হইলাম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা যাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু ভ্রম ও কুসংস্কার অপনোদিত হইয়াছিল এবং যাঁহারা তাঁহাকে উচ্চ আদর্শ মনে করিতেন এই রূপ কয়েকটী প্রভুসন্তান ও কি বলিয়া আপনার গ্লানিকর ও কুরুচিময় সভার আচার্য্য পদ গ্রহণ করিলেন বুঝিলাম না এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গোলোকগত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট বহু উপদেশ গ্রহণ করিয়াও আপনাতে ঊষর ভূমিতে যেন বীজের বপনরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদের একটি চলিত প্রবাদ আছে "বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে"; বয়সে প্রাচীন ব্যক্তি শত শত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞান উদয় না হয় তদবধি কোন ব্যক্তিই ভক্তি ও ভক্ত সম্বন্ধে শুদ্ধতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন না। এই ভগবজ্ জ্ঞান পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি সাপেক্ষ। ভক্তিবাসনা রূপ সুকৃতি হইতে জীবের সৎসঙ্গ বা [illegible] [illegible] লাভ হয় এবং কৃষ্ণৈক শরণ ও নিষ্কপট চিত্তে দশ অপরাধ

বাঁচাইয়া ছয়টি বেগ দমন করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভাবে সাধু পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া বহু কাকু করিলে ভক্ত প্রসন্ন হইলে ভজন প্রবৃত্তি উদয় হয় এবং ভজনে প্রবৃত্তি হইয়া অনর্থবিগতে শুদ্ধ ভক্তি [illegible] হয় এবং ভজন করিতে করিতে মহাপ্রেমাবস্থায় উন্নীত হন।

পত্রিকার প্রথম প্রবন্ধ ধর্ম্মের "ক্রমবিকাশ" বলিয়া যাহা বাহির করিয়াছেন সেটি "গাছে উঠিতে না উঠিতে এককাঁদী" নাম দেওয়া উচিত ছিল। কারণ উহার কোন ছত্রেই আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ ইত্যাদি ভক্তির ক্রমোন্নতির কোন উল্লেখ নাই বরং ঐ ক্রমকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কেবল ভ্রান্ত [illegible] কপটিদিগের মত ও ব্যবহারকে বিশেষ করিয়া সমর্থন করা হইয়াছে। শিশির বাবুর কাহিনী বর্ণনায় এক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে তিনি সংখ্যানাম, লীলারস আস্বাদনের 'বাধক' জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এই কথায় বিশেষ মর্ম্মাহত হইলাম। ইহা একটি মহা অপরাধ বাক্য এবং বিশ্বাস যোগ্য নহে কারণ শিশির বাবু আপনার সহিত পরিচিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত সঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শ্রীগুরুবুদ্ধি করিয়া সপ্তম গোস্বামী নামে অভিধান করিয়া ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাকে এক মাত্র উপযুক্ত ভাবিয়া তাঁহার মাসিক পত্রিকা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পাদক করিয়াছিলেন।

সংখ্যা নাম যে লীলা রসাস্বাদনের অন্তরায় এবং এই বাক্য অনুমোদন করিবার লোক যে জগতে আছে তাহা এই প্রথম জানিলাম। এই অবৈষ্ণব বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ চারিধার হইতে হওয়া উচিত [illegible] যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ অশাস্ত্রীয় দূষিত সিদ্ধান্ত পুস্তিকাকারে প্রতিমাসে প্রচারিত না হয় তাহার জন্য সভা সমিতি করিয়া একটি [illegible] প্রতিকার করা সকল সজ্জন বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গুণ কৃষ্ণ লীলা বৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম [illegible] চিদানন্দ" এই বাক্য গুলিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে শ্রীনাম [illegible] শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই। অপরাধ মুক্ত হইলে শুদ্ধ অন্তঃকরণেই শ্রীনাম গ্রহণের সহিত রূপ গুণ লীলা মানসে যুগপৎ স্ফুরিত হয়। আপনি কি বলিয়া এই প্রকার পূর্ব্বাচার্য্যগণের দ্বারা খণ্ডিত ও হেয়সিদ্ধান্ত ধর্ম্মের ছলনায় প্রকাশ করিলেন [illegible] চরমধৃষ্টতার স্পষ্ট পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে

পারে? নাম জপ ছাড়িয়া কেহই কেবল লীলা রসে অহর্নিশ নিমগ্ন থাকিতে পারেন না কারণ :—

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ ॥

আপনি এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সহজিয়া মত প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে কদর্থ প্রচার করিবার বিধিমত চেষ্টা করায় শ্রীনামের নিকট অমার্জ্জনীয় অপরাধ পাশে চিরবদ্ধ হইলেন। তাহার উপযুক্ত ফল আপনি অবশ্য ভোগ করিবেন কিন্তু অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের মত কোমল শ্রদ্ধা বা কনিষ্ঠাধিকারিগণ পাছে আপনার অসৎ সিদ্ধান্তকে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বোধে গ্রহণ করিয়া নিরয়গামী হয় সেই আশঙ্কা হইতেছে। শ্রীচরিতামৃতে নাম গ্রহণকারী ভক্তরাজের মহিমা শ্রবণ করুন যথা—

রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে। হরিদাসেরগুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥ হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা পঞ্চমুখ। কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥ হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন। সর্ব্ব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥ প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে। কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥ হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইলা। প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা ॥ হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ। হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন ॥ হরি বোল হরি বোল বলে গৌর রায়। আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়। কৃপা করি [illegible] মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈলা সঙ্গভঙ্গ ॥ হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি। তাহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী।

স্বয়ং শ্রীগৌর সুন্দর প্রশংসিত সেই ভুবনপাবন পৃথিবীর শিরোমণি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সংখ্যা নামাগ্রহ কিরূপ ছিল তাহা কোন বৈষ্ণবেরই অবিদিত নাই। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম অর্থাৎ ষোল নাম বত্রিশ [illegible] শ্রীতুলসী মালায় গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার নির্য্যাণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শ্রীগৌরচন্দ্র যখন তাঁহাকে কেমন আছ জিজ্ঞাসা করেন তাহার উত্তরে শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

নমস্কার করি তিঁহো কৈল নিবেদন। শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি মন। [illegible]

কীর্ত্তন না পূরয়॥ প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর। সিদ্ধ দেহ সাধনে আগ্রহ কেনে কর। লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার। নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র যাঁহাকে মহারত্ন ও অবতার বলিয়াছিলেন সেই পার্ষদ নিত্যসিদ্ধ শ্রীহরিদাস ঠাকুর যিনি সর্ব্বক্ষণ নিত্যলীলা রসাস্বাদে নিমগ্ন থাকিতেন ■ লোকশিক্ষা ব্যতীত যাঁহার সাধনে আগ্রহের কোন আবশ্যক নাই তত্রাচ তিনি জগতের জীবের হিতার্থ ধর্ম্ম আপনি আচরিয়া নামাগ্রহ ও নামমহিমা চির অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সাধন হইতে বিরত হন নাই বা আপনাদের নব্য মতে সংখ্যা নাম জপ, লীলারসাস্বাদের 'বাধক' বোধে পরিত্যাগ করেন নাই। এক সময়ে যবনগণ তাঁহাকে অনেক প্রকারে নির্য্যাতন করে তাহাতেও তিনি বলেন "খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম" ॥ এইরূপ দৃঢ়তার সহিত পূর্ব্ব মহাজন দিগের ভজনপন্থা অনুসরণ করিয়া নিরন্তর শ্রীহরিনাম আশ্রয় করিতে ■ যথা—শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী ■ হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে। বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে॥ বেদাদি শাস্ত্রে সাধুদিগের দ্বারা সত্যপথ প্রদর্শিত আছে। দাম্ভিকতা ও যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা জগৎকে বঞ্চনা করিবার জন্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন তাহা কখনই স্থায়ী হয় না। আবিষ্কারকের সহিত লোপ পায়। আধুনিক একটী দল দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের আড্ডা বা আখড়া ফরিদপুর, কুলিয়া নবদ্বীপ ও শ্রীক্ষেত্রে। ইহারা বাহ্যিক বৈরাগী বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে তাহাদের অধিকাংশই সংখ্যা নামের বিরোধী। তাঁহাদের জপ মালা হাতে করিতে নাই—আর অত্যল্প সংখ্যক পাছে কেহ তাহাদের সংখ্যানাম করিতে না দেখিয়া ছল ধর্ম্ম ধরিয়া ফেলে সেই ভয়ে জপমালা ও আধারটী করে লইয়া বেড়ায়। ইহারা স্বরচিত রসাভাস পূর্ণ নাম উচ্চ করিয়া কীর্ত্তন করে ■ কপট প্রেম দেখাইবার জন্য নানা প্রকার ভাবভঙ্গী করিয়া বহু অশিক্ষিত ও কতিপয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনবগত নিরীহ অর্থশালী ব্যক্তিকে মোহিত করিয়া শিষ্য করিয়াছে ও করিতেছে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে বৈষ্ণব সেবা ■ শ্রীবিগ্রহ সেবার সাহায্যার্থ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া নানা প্রকার

অসৎ তৃষ্ণা বা জড়েন্দ্রিয় সুখলিপ্সা তৃপ্ত্যর্থে ব্যয় করিয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বপ্রকার বিলাসপ্রিয়। এই দল বড় ভয়ঙ্কর, ব্যাঘ্র ভল্লুক অপেক্ষাও ভীতিপ্রদ। ইহারা সর্ব্বপ্রকার নৃশংস কার্য্য লোক অন্তরালে করিয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মের নাম করিয়া এই প্রকার ব্যভিচারাসক্ত দলটীকে পক্ষাচ্ছাদন পূর্ব্বক অবৈষ্ণবতাকে বৈষ্ণবতা প্রতিপাদন করেন তাহার ন্যায় ঘোর নারকী আর কুত্রাপি নাই। এই দলের প্রধান দলপতি কিছু দিন হইল গত হইয়াছে সে কারণ তাহার সহকারী দলপতিরা কিছু ভগ্নমনোরথ হইয়াছে এবং সুদক্ষ ফন্দীবাজ নেতার চেষ্টায় ঘুরিতেছিল এবং অবশেষে তাহারা শুনিলাম আপনাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছে। ইহার দ্বারা আপনারও অনেক সুবিধা হইয়া গেল। স্বরূপ ভ্রম, অসতৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ এই চারি প্রকার অনর্থ যাহাতে পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে সে ব্যক্তি কখনই শুদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রচার কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। আপনার পত্রিকা খানি আত্মপ্রশংসা ও কুসংস্কারময় প্রবন্ধে পূর্ণ। এক স্থানে আর্য্যসমাজ, মুসলমান ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, রামকৃষ্ণ ধর্ম্ম প্রভৃতি উপধর্ম্ম গুলিকে সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন যে উঁহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছে এরূপ কথা নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই বলেন। উঁহারা সাহায্য করা দূরের কথা বরং নানা প্রকার ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়াছেন।

পত্রিকার শেষ প্রবন্ধটী কেবল ব্যক্তিগত ঈর্ষার পরিচয়। আপনি লিখিয়াছেন শ্রদ্ধাস্পদ কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণব সমাজ সংস্কার নামক বহু গোস্বামী ও বৈষ্ণব স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পত্রের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়াছিলেন ইহা দেখিয়াও কি বোধ হইল না যে তিনি পরম ভাগবত ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। শ্রীলোচনানন্দ দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গকে অপরূপ জলধি এবং বৈষ্ণবগণকে সেই জলধির রত্ন স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন যথা—"সুরতরু হেম পরশমণি বৈষ্ণব" অন্যত্র

"বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

এই শ্লোক স্পষ্ট বলিতেছে যে বৈষ্ণবগণ পতিত পাবন বাঞ্ছা কল্পতরু এবং কৃপাসিন্ধু তাঁহাদের চরণে কোটী কোটী প্রণাম। "যৎ পাদনিঃসৃত

সরিৎপ্রবরোদকেন। তীর্থেনমূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ॥" সেই শ্রীমহাদেব কি বলিয়াছেন স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন যথা—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥

এই বচন হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে বিষ্ণু আরাধনাই শ্রেষ্ঠ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণব অর্চ্চনা। সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত সেইরূপ শ্রেষ্ঠতম গোলোকগত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে জাতিবুদ্ধি করিয়া কতকগুলি মর্কট বৈরাগী হিংসা পরায়ণ ভক্ত-দ্রোহী ব্যক্তির প্ররোচনায় এবং নিজের ইতর উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে তাঁহার ব্যবহারে দোষ ধরিয়া কয়েকটী অযথা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস মহাশয় বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধিকারীকে কি বলিয়াছেন দেখুন "যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয় তথাপিহ সর্বোত্তম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥ যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে। জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥ ভক্তি রত্নাকরে যথা--

"যে কুলে যে দেশে ভাগবত অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥
যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥"

"দেবের শকতি নাহি বৈষ্ণব চিনিতে" আপনি কেমন করিয়া প্রাকৃত ও স্থূল বুদ্ধিতে সেই বৈষ্ণব মহিমা জ্ঞাত হইবেন সেই হেতু আপনি ঐ প্রকার অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্র অনভিজ্ঞ দুরাশয় অনধিকারী বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে ঐ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বৃথা। বর্ণ পরিচয় শিক্ষার্থীকে উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দিবার পরিশ্রম যেমন পণ্ড হয় তেমনি আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিফল বোধে কেবল প্রথম তিনটীর কিঞ্চিৎ উত্তর দিলাম। তাহাও আপনার বোধগম্য হওয়া কঠিন হইবে। ১।২।৩ ভগবান বিষ্ণুই জগতের একমাত্র স্রষ্টা ও পাতা সেই সর্ব্বরসাধার শ্রীহরির ভজনোন্নতিক্রমে প্রেমাবস্থায় নিত্যলীলায় যাঁহারা পরিকর তাঁহারাই পার্ষদ ভক্ত। এই পার্ষদ ভক্ত অনাদি ও নিত্য। অপ্রকট লীলা নিত্য হইতেছে এবং ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি হইলে ও মায়ামুগ্ধ বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া জড়ের মধ্যে চিন্ময় লীলা গোচরীভূত

করুণাতিপ্রায়ে শ্রীভগবান স্বপার্ষদে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তাঁহার লীলানিত্য, প্রকট ও অপ্রকট লীলায় কোন ভেদ নাই। আপনার জড়াত্মক বুদ্ধির প্রবলতা বশতঃ অনিত্য বোধে দুইটীতে প্রভেদ মনন করিতেছেন সে কারণ কালের দ্বারা সীমা বদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ যে সম সাময়িক হইতেই হইবে এরূপ ভ্রম সিদ্ধান্ত কোন গোস্বামী করিতে পারেন না—এখনকার ভ্রান্ত অর্থলোলুপ জাতিগোস্বামী ব্যতীত। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীনামকে অভিন্ন জানিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন অনুক্ষণ করিতে করিতে অষ্ট কালীন লীলা স্মরণে সর্ব্বদা আবিষ্ট থাকিতেন তাঁহার ক্রিয়া মুদ্রা বুঝিতে না পারায় অনেক কোমল শ্রদ্ধ অজ্ঞব্যক্তি নানা কথা বলিয়া থাকে এবং নাম ত্যাগ করিয়া লীলা আস্বাদিত হয় এরূপ বিরোধিনী নরকগামিনী ধারনা করে। আপনি পার্ষদের আভিধানিক এবং প্রাকৃতিক অর্থ করায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে পার্ষদ ভক্ত সে বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন কিন্তু শুদ্ধ ভক্তমাত্রেই তাঁহাকে পার্ষদ জানিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন শত মুখে করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ কেবল দুইটী দেখাইতেছি প্রথম ঘটনা এই :—প্রায় ৯ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় রথ দর্শনার্থে শ্রীপুরুষোত্তমে যান সেই সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তথায় তাঁহার সমুদ্র কূলস্থ কুটীরে ছিলেন। প্রভুপাদ একদিন বৈকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় পর দিবস তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে যান সে সময়ে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। ভক্তি বিষয়ক নানা কথোপকথনের পর গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে বলিলেন "আপ মাহাত্মা হাঁয়, সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শ্লোক মালা সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব ক্রমাবলিতে এবং অবশেষে অমৃত ময় রস গরিমা ও রসমধুরিমা শ্লোকাবলি যে ভাবে গুম্ফন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে আপনি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের একজন শ্রেষ্ঠ পার্ষদ এবং কলিহত বহির্ম্মুখ জীবের মঙ্গলের [illegible] প্রেরিত হইয়াছেন" এই কথায় উত্তরে তিনি স্বভাবজ বৈষ্ণবোচিত দীনতার সহিত বলিলেন।

"আপনারা প্রভুপাদ জগদ্‌বরেণ্য ভগবানের নিজ জন আপনার [illegible] কৃপা করিয়া যতটুকু শক্তি দিয়াছেন তাহার প্রভাবে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি"

দ্বিতীয় আর এক দিবস পরলোকগত স্বনাম ধন্য তড়াশাধিপতি রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুর মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন "আমি প্রৌঢ়াবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের ঘোর মায়াবাদ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া হাবু ডুবু খাইতেছিলাম কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। নানা ধর্ম্মমত হৃদয়কে উদ্বেগ দিতেছিল কিছুতেই শান্তি পাই না। এমন সময়ে আমার এক প্রিয় বন্ধু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত মনোনিবেশ পূর্ব্বক শেষ করিয়া পড়িতে বলায় আমি ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থ পড়িয়া অলৌকিক বৈষ্ণব ধর্ম্মই যে জগতের সার সনাতন ও নিত্য ধর্ম্ম এবং অপর সকল ধর্ম্মই জ্ঞান ও কর্ম্মাবৃত-অনিত্য তাহা বুঝিয়া চমৎকৃত হইলাম। এমন সুন্দর ভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা ক্রম ধরিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা কাহারও দেখি নাই। তাঁহার অপর গ্রন্থগুলিও পরম উপাদেয় এবং নিত্য পাঠ করি। প্রথম গ্রন্থ দ্বারা ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা লাভ করি। পরে বহু বার তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছি। প্রাঞ্জল ও বিশদ ভাবে সরল বাঙ্গালায় নানা ধরণে শ্রীভাগবত সিদ্ধান্ত, ছয় গোস্বামী সিদ্ধান্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শ্রীমুখের বাক্য গুলি ঐক্য করিয়া এত ভক্তি গ্রন্থ কেহই প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকা আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি এমন সৎসিদ্ধান্ত পূর্ণ ধারাবাহিক বৈষ্ণব সুখপাঠ্য সারগর্ভ প্রবন্ধময়ী পত্রিকা কেহই বাহির করিতে পারে নাই। তাঁহার এই অসাধারণ অবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নিরসন ও প্রচার ক্ষমতা দেখিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি হয় যে তিনি ভাগবতোত্তম এবং এবং ভগবানের শ্রেষ্ঠ পার্ষদান্তর্গত। মর জগতের মায়ামুগ্ধ মরুহৃদয় মূঢ় মাদৃশ মদান্ধ জীব দিগের উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার আবির্ভাব"।

অপরাধ বহুল শঠতাশ্রিত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পার্ষদানুভূতি অসম্ভব। যেমন পিত্তাধিক্য বশতঃ রসনায় মিছরীর মিষ্টতা অনুভব হয় না সেই রূপ অসৎসঙ্গ বশতঃ জড় বুদ্ধির প্রবলতা হেতু শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পার্ষদত্ব সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া ঐরূপ অসৎ প্রশ্ন করিয়াছেন। এই

সন্দেহ ভক্তি শূণ্যতার পরিচয়। ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষতা সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা সমস্ত লোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতং। তথা সমস্ত সিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিবিষ্যতে ॥ এই রূপ শুদ্ধ ভক্তি লাভ করিতে হইলে কি প্রকার পুণ্য প্রয়োজন তাহা ঐ পুরাণেই উক্ত হইয়াছে যথা [illegible] কোটী সহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জ্জিতম। তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেব দেবে জনার্দ্দনে ॥ শ্রীগুরুদেবে শ্রীকৃষ্ণেও ভক্তে চিন্ময় বুদ্ধি হইলে তাঁহাদের কৃপা লাভ হয় এবং সেই কৃপা বলে কিছুই অলভ্য থাকে না কিন্তু যদি একের নিকট অপরাধ ঘটে তাহা হইলে [illegible] দুই জনের নিকটে ও অপরাধী হইতে হইবে কারণ এই ত্রিতত্ত্বই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব বা বৈষ্ণব তত্ত্ব। আপনার ঊষরভূমিরূপ চিত্তে এই সকল তত্ত্বকথা ধারণা করিতে পারিবে না সেই হেতু অধিক বিস্তার করিতে ইচ্ছুক নহি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি করিয়া তাঁহার শিষ্যেরা ও শুদ্ধবৈষ্ণব গণ পূজা করিয়া থাকেন দেখিয়া আপনার এত গাত্র দাহ কেন? গুরু পূজা বা নিত্য সিদ্ধ ভক্ত পূজা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত এবং ইহার মহাজন শ্রীভগবান্ স্বয়ং। সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু পূজা ব্যবস্থা, কারণ শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত বা শ্রেষ্ঠ পার্ষদই শ্রীগুরুদেব। এতাদৃশ প্রিয় [illegible] সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যথা—সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইবদ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ব্রহ্মপুরাণ যথা—নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্টৈব স্বীকৃতং ময়া। ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥ শ্রীভাগবতে যথা—বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ "শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে—মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো [illegible] এব মম দুর্ল্লভঃ। তৎপরো দুর্ল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং মমার্জ্জুন তথাহি গারুড়ে—সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্ত পারগঃ। সর্ব্ববেদান্তবিৎ-কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যো-বিশিষ্যতে। একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥ সেই পরম পদ প্রাপ্ত সুদুর্ল্লভ মহাত্মা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এবং ঐ রূপ অন্য মহাজন দিগের মূর্ত্তি করিয়া নিত্য পূজা করা উচিত। আপনার অজ্ঞাতবশতঃ

আছে। অধিক দূর যাইতে হইবে না সপ্তগ্রামে শ্রীশ্রীউদ্ধারণ দত্তের, কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের এবং শ্রীক্ষেত্রে সিদ্ধ বকুলে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পূজা হইতেছে। শ্রীগুরুদেবের পূজা করিবার সময় তাঁহার মনোময় মূর্ত্তি হৃদয়ে করিয়াই ধ্যান করিতে হয় কেহ বা তাঁহার আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া পূজা করেন। পরমার্থীরা ব্রাহ্মদিগের মত কেবল একটা হস্ত পদ বিহীন প্রখর একটা ভীতিপ্রদ জ্যোতিঃকে হৃদয়ে ধারণ করার ন্যায় গুরু পূজা করেন না অথবা মূঢ় বিলাতী প্রেতবাদীর ন্যায় গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন না। পরমার্থীরা বৈষ্ণব ও শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তিকে চিন্ময় ও নিত্য মনে করেন। আপনার ন্যায় একটা তাৎকালিক ক্ষণভঙ্গুর জড় প্রতিমা গড়েন না।

আপনি এক স্থানে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনার গুরু স্থানীয় আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ। অনেক বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান করিতেন ইত্যাদি। আবার প্রকৃতিস্থ আপনি পরক্ষণেই কেমন করিয়া তাঁহার বিমল আচরণ ও ব্যবহারে দোষ ধরিয়া অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিন্দা করিলেন? ইহা আপনার সম্পূর্ণ অসারতার পরিচয়। এই গুরু অপরাধে অনন্ত কাল ঘোর অন্ধকারময় নরকে থাকিতে হইবে প্রমাণ যথা—অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেম্বু বুদ্ধিঃ। শুদ্ধে তন্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দ সামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বৈ নারকী সঃ। এই প্রকার মহা নারকীর মুখ দর্শন করা নিষেধ, যদি হটাৎ হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ বিষ্ঠাপেক্ষা অপবিত্র জ্ঞানে সচেলে স্নান করা কর্ত্তব্য। এই কলিকাতার ন্যায় বহির্ম্মুখ মহানগরীতে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব দিবসে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া অপার্থিব আনন্দ লাভ করিবার মানসে প্রতি বৎসর সহরস্থ ও দূরস্থ বহু কৃতবিদ্য, ধনী, দরিদ্র ব্যক্তি ও বৈষ্ণবগণ সমবেত হন আপনি কোন সাহসে সেই শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের নিন্দা আপনার পত্রিকায় বাহির করেন? ভূত পূর্ব্ব প্রধান বিচারালয়ের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পরলোকগত ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ৺সারদা চরণ মিত্র, সাহিত্যসেবী

কারী, (আপনার শিশিরবাবুর চতুর্থ ভ্রাতা) খ্যাতনামা শ্রীযুত মতিলাল ঘোষ, বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, সদাশয় শ্রীযুত কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুর, প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র পাল, মহামোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সকলেই শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তের আসন কত উচ্চে তাহা তাঁহারা অবগত আছেন এবং তাঁহারা নিজেদের ধন্য করিবার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহিমা শত মুখে কীর্ত্তন করেন ও তাঁহার আবির্ভাব দিবসে একত্র হন। বাউল-অতিবাড়ী সহজিয়া কর্ত্তাভজা প্রভৃতি উপধর্ম্মগুলি ; শাক্ত, গাণপত্য, সৌর, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি মায়াবাদ অপেক্ষা বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মকে অধিক কলুষিত করিতেছে তজ্জন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবমাত্রেই দুঃখিত। আপনি লাঠীও না ভাঙ্গে সাপও না মরে এইরূপ খলনীতি অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ সজ্জনমাত্রেই শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্ত, তাঁহারা যাহাতে আপনার উপর অসন্তুষ্ট না হন সেজন্য চাতুরী করিয়া মৌখিক তাঁহাকে গুরু স্থানীয় বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন এবং পাছে নিজে ধৃত হন সেকারণ লিখিয়াছেন যে চারিদিক হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও তাঁহার ভক্তদিগের মতবিরুদ্ধ ব্যবহার দৃষ্টে সকলে শতমুখে দোষারোপ করিয়া ২৯টী প্রশ্ন পাঠাইয়াছে। যদি আপনার বৈষ্ণবতা বা সরলতা থাকিত এবং সত্য সত্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে গুরু স্থানীয় মনে করিতেন তাহা হইলে সহজেই ঐ অসার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে নিজেই সক্ষম হইতেন এবং তাহাতেও যদি তাহারা বৈষ্ণব নিন্দা করিত তবে তাহাদের প্রতি শত মুখীর ব্যবস্থা করিতেন। চোরাই মালের ক্রেতার দণ্ড চোর অপেক্ষা অধিক। আপনি স্মার্ত্ত, বহ্বীশ্বরবাদী, শঠ, প্রবঞ্চক, লম্পট, ব্যাহ্যিক বৈষ্ণব বেশধারী দিগের কুসিদ্ধান্ত গুলি সমর্থন করিয়া প্রশ্নাকারে ঐগুলি পত্রিকায় বাহির করিয়া প্রচার করায় আপনি ও আপনার সভার সভ্যগণ উহাদের অপেক্ষা অধিক অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। নীলের গামলায় পড়িয়া এক শৃগাল যেমন ধূর্ত্ত বুদ্ধির সাহায্যে ক্ষণিক রাজা হইয়াছিল কিন্তু পরে যখন সকল জন্তুরা প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিল, তখন শৃগালকে বধ করিল ; আমার ভয় হয়

পাছে এইরূপ সভার নামে চতুরতা অবলম্বন করায় আপনারও সেই গতি হয়। কৃষ্ণভক্ত সুচতুর তাঁহারা এইপ্রকার ক্ষুদ্র শার্গালী বঞ্চনার প্রলোভনে পড়েন না বরং অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের গোলোক গমনের পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পরম ভাগবত শ্রীযুত বিমলাপ্রসাদ ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়, ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক পত্রিকা শ্রীসজ্জন তোষনীর সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তি ও ভক্তের নিকট যাহাতে কেহ অপরাধ না করে সে নিমিত্ত ঐ শ্রীপত্রিকায় ধারাবাহিক সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করায় হর্ষ প্রকাশ না করিয়া আপনার অন্যায় গাত্র দাহ হওয়ায় তাঁহার প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া শেষ প্রবন্ধটিতে অনেক নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইলাম। মায়াবাদ মত পোষণাভিপ্রায়ে অত্যন্ত অসমঞ্জস ও অতাত্ত্বিক বাক্য পূর্ণ অসৎ পত্রিকা প্রচারের বিঘ্ন কারক মনে করিয়া শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়কে ভক্তি প্রচার কার্য্যের অযোগ্য প্রতিপাদনার্থ নানা মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন। আপনার এই দুশ্চেষ্টা কখনই ফলবতী হইতে পারে না। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় ২ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহার্থে কেহবা নানা ইতর উদ্দেশ্য পরিপূরণ বাসনায় বঞ্চকের মত বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কলুষিত করিয়া জগতে বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছে ও করিতেছে। শুদ্ধ ভক্তের তিনটী প্রধান স্বভাব সরলতা, দৃঢ়তা, ও ঐকান্তিকতা। এই তিনটী গুণ যাহাতে আশৈশব পরিস্ফুট, যিনি সারগ্রাহী মহৎ সঙ্গে বহু ধর্ম্ম গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া সাধন দ্বারা সাধ্য বস্তু লাভ করিয়াছেন, যিনি লোকাপেক্ষায় কখন ভক্তি বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন নাই, যিনি সর্ব্বদা নিরপেক্ষ কখন ও কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভে যত্ন করেন নাই, যিনি শিক্ষা ও দীক্ষার দ্বারা এই মায়া দেবীর কর্ম্মময় সংসার ক্ষেত্র রূপ কারাগৃহে বিষয় বাসনা বিমুগ্ধ ও ভণ্ড পাষণ্ড বুজরুগদিগের কবল হইতে বহু ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনেশ্বর দেবশর্ম্মা।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী

শ্রীনবদ্বীপ ধর্ম্মপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২১শ বর্ষ } শ্রীধর ও হৃষীকেশ ৪৩২ { ৫ম ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—নিরীহ।

শ্রীমদ্ভাগবতে সজ্জনের জীবনে নৈষ্কর্ম্মের আবিষ্কার কথিত হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম বলিলে কর্ম্ম চেষ্টা রাহিত্যাকে বুঝায়। ফললাভের চেষ্টাই কর্ম্ম চেষ্টা। ভগবদ্ধর্ম্মে কর্ম্ম চেষ্টা নাই, সুতরাং সজ্জন নিরীহ।

ফলভোগ বাসনাই কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। জীবের সূক্ষ্ম শরীরে ও স্থূলদেহে ফলভোগ করিবার অবসর হয়। যেকালে জীব বদ্ধাভিমানে ফলকামী হইয়া জীবন যাপন করেন সেই সময় তাহার কর্ম্মমার্গই একমাত্র অবলম্বনীয়। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা অচিৎ বস্তু ভোগ করেন। চিদ্বস্তুরই অচিৎ ভোগকেই কর্ম্মকাণ্ডীয় স্থূল ভোগ বলে।

সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা অচিতের সূক্ষ্মাংশ ভোগও কর্ম্ম বাসনা। সজ্জন বদ্ধাবস্থায় স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা কর্ম্মফল স্বয়ং ভোগ করিবার পরিবর্ত্তে স্বীয় আত্মানুশীলন পর অপ্রাকৃত মন দ্বারা কর্ম্ম ফল ভোগ বাসনা হইতে মুক্ত থাকেন। তখন বদ্ধাবস্থায় সজ্জনকে অপ্রাকৃত বা জীবন্মুক্ত অভিমানে সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

ঈহা শব্দের অর্থ চেষ্টা। খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত স্থূল ■ অচিদ্‌পর মন যে অনুষ্ঠানের আবাহন করেন তাহাই ভুক্তিমার্গ। আবার তৎপরিহার চেষ্টায় কোন বিশেষত্ব না থাকিলে উহা মুক্তিমার্গ। ভুক্তি ■ মুক্তি এই ফলদ্বয়ের উদ্দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় সকল গুলিই বদ্ধাভিমানে চেষ্টা অথবা অনাত্ম চেষ্টা। যাঁহারা ভুক্তি ও মুক্তিকে শেষ ফল জ্ঞান করেন না তাঁহারাই হরিপরায়ণ বা সজ্জন। ভগবান হরি নিত্য ও অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার লীলা নিত্য ও সেবক নিত্য। কর্ম্মকাণ্ডীয় চেষ্টায় ফলভোগ কামনা থাকায় হরির উদ্দেশসূত্রেও ঐ চেষ্টা নির্ম্মল নহে। যেকালে কেবলমাত্র ভগবানের উদ্দেশে জীবের চিন্ময় প্রবৃত্তি উদয় হয় তাহা সূক্ষ্ম ■ স্থূলদেহে প্রকাশমান হইয়া কর্ম্মী বা জ্ঞানীগণের ক্রিয়ার সহিত সমভাবে দৃষ্ট হয় কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তাদৃশ কার্য্য বিচার করিলে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর চেষ্টার সহিত সজ্জনের চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর চেষ্টা চিরদিনই সজ্জনের হরিসেবা চেষ্টার সহিত পার্থক্য আছে।

সজ্জন নিরীহ এরূপভাব প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে যে সজ্জনের কৃষ্ণেতর কোন চেষ্টা নাই। কৃষ্ণ চেষ্টাময় সজ্জন জড়ে উদাসীন। তাঁহার অখিল চেষ্টাতেই সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই লক্ষ্যের বিষয়। সেই জন্য সজ্জনের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা একটী প্রধান সেবার অঙ্গ। কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থাতে কৃষ্ণের ■ নিষ্কপট চেষ্টা হইলেই তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বা অপ্রাকৃত সজ্জন বলা যায়। সজ্জন নিরীহ এই কথা বলায়

তাঁহার কৃষ্ণ চেষ্টায় বাধা দেওয়া হয় নাই, প্রাকৃত রাজ্যের চেষ্টায় তাঁহার অধিকার নাই এই কথারই বলা হইল। অন্বয়ভাবে অচিদ্বস্তুর অনুশীলনই কর্ম্ম চেষ্টা এবং ব্যতিরেক ভাবে অচিৎ বস্তুর প্রতি উদাসীন হইলে উহাই জ্ঞান চেষ্টা বা বৈরাগ্য। বিরক্ত পুরুষ যেস্থলে হরিসেবা বিমুখ হইয়া ভোগফল নিরসনে ব্যস্ত সেই সময়ে তিনি মুমুক্ষু বা হরিসেবা ধর্ম্ম রহিত, স্বার্থপর, অতন্নিরসনরত, ভক্তিবিমুখ চেষ্টা যুক্ত। সজ্জনের এই সকল চেষ্টা কোনদিন নাই ও তাদৃশ চেষ্টা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। হরিবিমুখ মুক্ত ও হরিসেবক উভয়েই কর্ম্ম চেষ্টা রহিত। হরিবিমুখের আকস্ম ও নির্ব্বিশেষভাব তাঁহাকে ভগবানের চরণে অপরাধী করাইয়াছে, সেইজন্য তিনি জড়ালম্ভকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া হরিসম্বন্ধি বস্তুমাত্রকেও প্রাপঞ্চিক বোধে হেয় জ্ঞান করেন। এইরূপ ভক্তিবিমুখ চেষ্টা মুমুক্ষুর আছে বলিয়া তিনি জড়ে চেষ্টা বিশিষ্ট অচিদ্বস্তুতে উদাসীন হইতে পারেন নাই। জ্ঞানীর অতিরিক্ত জ্ঞান চেষ্টা বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান তাঁহার জ্ঞানকে পরম উপাদেয় ভগবজ্জ্ঞান হইতে হরিবিমুখশক্তি মায়া কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত করাইয়াছে। এইরূপ মায়িক চেষ্টা সজ্জনের নাই বলিয়া তিনি নিরীহ। মুমুক্ষু কর্ম্ম চেষ্টাবলম্বনে অচিদ্ রাজ্যের সহায়তায় মুক্ত হইতে সচেষ্ট কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ কোন মায়িক চেষ্টার আবাহন করেন না।

অন্যাভিলাষী, যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মফলভোগী এবং কর্ম্মফলত্যাগী জ্ঞানী সকলই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের চেষ্টায় বিব্রত কিন্তু সজ্জন তাদৃশ বৃত্তি মায়ার উদ্দেশে পরিচালনা না করায় তিনি নিরীহ। আবার আত্ম চেষ্টায় নিত্য হরিসেবাপর অনুষ্ঠান দেখা গেলেও তিনি জড়ে উদাসীন।

একখানি পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১২ পৃষ্ঠার পর)

যিনি পারমার্থিকদিগের আদরণীয় ও কিরীট স্বরূপ, যিনি সত্য তত্ত্ব শ্রীহরিকে এক মাত্র ভজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং অবশেষে যিনি সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট শত শত ব্যক্তি শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণের জন্য আসিতেছেন সেই মহাত্মা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় কেমন করিয়া আপনার এত চক্ষুশূল হইলেন? আমার বিনীত নিবেদন এই প্রকার গৌরগতপ্রাণ পরমহংসের চরণে অপরাধ করিয়া কোটী কল্প নরকগামী না হইয়া নিষ্কপট চিত্তে দন্তে তৃণ ধরিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব চরণে পড়ুন তাহা হইলে কুসুমাদপি মৃদু কৃপালু বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপায় সমস্ত অপরাধ ঘুচিয়া নামে শ্রদ্ধা উদয় হইবে, সাধু সঙ্গ লাভ হইবে এবং ভজনোন্নতি ক্রমে পরম পদ লাভ করিবেন। শাস্ত্রাদির মর্ম্মার্থ গ্রহণের অপটুতা আর থাকিবেনা। হৃদয় হইতে মাৎসর্য্য, পশব্য ভাব ও পৈশুন্য অন্তর্হিত হইবে এবং অবর্ণনীয়, অলৌকিক চিৎসুখ উপলব্ধি হইবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতে।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মবঞ্চিতশ্চিরং।

পরিশেষে আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপনি "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকটী অন্তরে করিয়া এই পত্রখানি সরল ও অক্রোধান্তঃকরণে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই হৃদয়ের মায়া কুজ্ঝটিকা মেঘ কাটিয়া শ্রীনামসূর্য্য উদয় হইবেন এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইবেন। হরিবিমুখ ও হরিজন নিন্দককে বুঝাইতে হইলে অনেক সময় কিছু কড়া ও অপ্রিয় বাক্য ব্যবহার করিতে হয় সেটী তাদৃশ দোষণীয় নহে কারণ পূর্ব্ব

মহাজনদিগের পদাবলীতে ভক্তবিদ্বেষীকে নানা কটুকথা প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাউ হউক আমার একান্ত অনুরোধ এই পত্র খানির কড়া কথা গুলির প্রতি কেবল দৃষ্টি না করিয়া ইহার সারত্ব গ্রহণ করিবেন* যথা নীর ত্যাজি ক্ষীর সদা খায় হংস। এই পত্র খানি অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকায় বাহির করিয়া দিবেন তাহা হইলে অনেকের ভ্রান্তি দূর হইবে এবং আপনারও মঙ্গল হইবে।

শ্রীভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়। ঘোড়াবাগান কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর আদেশ অবহেলনে অসমর্থ হইয়া পত্রখানি সমগ্র প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য শ্রীধাম প্রচারিণী (শুদ্ধভক্ত) সভার ইহা মুখপত্র।

শ্রীতোষণী সম্পাদক।

মায়াবাদ বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯৫ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্ম এক মাত্র বাস্তব সত্য বস্তু। তাঁহার অচিন্তনীয়া বিবিধা শক্তি। তাঁহা হইতে জীব জগৎ ও জড় জগৎ এক একটী সত্য বস্তু পৃথক রূপে উদিত হইয়াছে। এখন ব্রহ্ম বিকৃত হইলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব খর্ব্ব হয়. এবং ব্রহ্মের বিকার বক্তা বেদব্যাসকে পাছে কেহ ভ্রান্ত বলে, এই ভয় বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া, বিতর্ক করতঃ পরিণামবাদকে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য নিজকৃত ভাষ্য সমূহে বিবর্ত্তবাদকে যুক্তি সঙ্গত ও ব্যাস সম্মত বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম বিকৃত হইতে পারেন না ও হইবার আবশ্যকতাও নাই। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে* এই বেদ বচনানুসারে ব্রহ্মের পরিণাম যোগ্য শক্তিই পরিণত হইয়া জগতাদি রূপে হইয়াছে। এরূপ বুদ্ধি না করিয়া, রজ্জুতে সর্প ভ্রম হেতু

স্থল। "অতত্বতোঽন্যথাবুদ্ধি বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ"। যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই বস্তু বুদ্ধি করার নাম বিবর্ত্ত। নির্ব্বিকার ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবান্ বিকৃত হইয়া পড়িবেন এই আশঙ্কাই রজ্জুতে সর্প বুদ্ধির ন্যায় বস্তুতঃ বিবর্ত্ত ও ভ্রম মাত্র। এই ভ্রম রূপ ক্ষেত্রের উপর যে কারুকার্য্য বহুল বিচার সৌধ সংগঠিত হইয়াছে তাহার স্থায়িত্ব সুতরাং শূন্যে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র খণ্ডের স্থায়িত্ববৎ ক্ষণ-ধ্বংশশীল। শুক্তিতে রজত ও মরীচিকায় জল বুদ্ধি, ভ্রম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? শুক্তি শুক্তিই থাকে, রজত রজতই থাকে, কেবল মাত্র ভ্রম অপনোদিত হইলেই যথাযথ বস্তু জ্ঞান অক্ষুণ্ণ হয়, জীবে ব্রহ্ম বুদ্ধি স্থাপন করিবার জন্য বিবর্ত্ত বাদ প্রযোজ্য নহে। মায়িক জীবের মায়া-বশ্যতা হেতু ভ্রম নিবন্ধন দেহে আত্ম বুদ্ধিই বিবর্ত্তের স্থল।

মায়াবাদী ভাষ্যকার "তত্ত্বমসি" প্রমুখ কয়েকটী বেদের প্রাদেশিক্ বাক্যকে মহাবাক্য স্থির করিয়া জীবও ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তৎ ত্বং অসি। "তৎ" শব্দের অর্থ "তিনি" করিয়া "তিনি তুমি হও" এই অর্থ করিতেছেন। কিন্তু শব্দ শাস্ত্রের ন্যায় সঙ্গত বিচার অনুসারে "তৎ" শব্দের অর্থ "তিনি" না হইয়া "তাঁহার" এই অর্থই অতীব সঙ্গত হয়। "তৎ" এই পদ অব্যয়। "তস্য" এই পদের ৬ষ্ঠীর যে বিভক্তি "ঙস্" তাহার লোপ করিয়া "তৎ" এই পদ হইয়াছে। "ব্যাল্লুক্ ক্বেঃ" (ব্যাৎ পরস্যাঃ ক্বেলুর্ক্ স্যাৎ) এই সূত্র অনুসারে "তৎ" এই অব্যয়ের পর বিভক্তির লোপ হইয়াছে। আবার "ত্যলোপে তাল্লক্ষণং" এই ন্যায় অনুসারে প্রত্যয়ের লোপ করিলে সেই প্রত্যয়ের চিহ্ন স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যয় করিলে যে অর্থ হইত লোপ করিলেও সেই অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। পদ সংজ্ঞা না হইলে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে না তজ্জন্য "তৎ" অব্যয় পদের উত্তর "ঙস্" এই ৬ষ্ঠী বিভক্তি করতঃ তাহাকে পদ করিয়া

পরে "ব্যায়ূক্ ক্তেঃ" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির লোপ করা হইয়াছে অতএব "তৎ" এই পদের অর্থ "তাঁহার"। "তিনি" এই অর্থ। হইতে পারে না। এক্ষণে তত্ত্বমসির অর্থ তৎ ত্বং অসি অর্থাৎ তিনি তুমি হও এরূপ না হইয়া তস্য ত্বং অসি অর্থাৎ তুমি তাঁহার হও এই অর্থ হইতেছে। ভেদে ৬ষ্ঠী। তৎশব্দের অর্থ তস্য হওয়ায় ৬ষ্ঠী হেতু ভেদ অবশ্যম্ভাবী। অতএব জীব ও ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবান অভেদ না হইয়া ভিন্ন অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মে ভেদ আছে ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব মায়াবাদীর অভেদ বাদের লিলেহান শিখা যৌক্তিক আবরণ উন্মোচিত ও নিরস্ত হইয়া দিবালোকে দীপালোকের ন্যায় হীনপ্রভ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধ বৈষ্ণবকৃপার্থী
শ্রীগৌরগোবিন্দদাস অধিকারী,
বিদ্যাভূষণ, সম্প্রদায়বৈভব ও ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য।

সেবা লালসা।

প্রাতর্লীলা।

(১)

রাধে!

প্রত্যূষে তোমার, সুগন্ধি সলিলে, মুখচন্দ্র ধোয়াইব।
সুগন্ধি তৈলেতে, উদ্বর্ত্তন ক্রিয়া, করে স্নান করাইব॥ ১
শ্রীরূপ মঞ্জরী, নির্দ্দেশ বুঝিয়া, পরাইব সুবসন।
ললিতা আদেশে, তোমা সাজাইব, দিয়া নানা আভরণ॥
চরণে অলক্ত, সিঁথায় সিন্দুর, ললাটে তিলক দিব।

সেরূপ দেখিয়া, আনন্দে মজিয়া, পদতলে পড়ি রব।
সব সখী মিলি, যশোদার কথা, তোমার সভায় বলি।
কুন্দলতা সখী, যশোদা আজ্ঞায়, সেকালে আসিবে চলি ॥ ৪

(২)

রাধে!

কৃষ্ণের কুশল, বলি কুন্দলতা, তোমায় আহ্বান করে।
নন্দীশ্বর গিয়া, প্রাণনাথ লাগি, অন্নপাক করিবারে ॥১
ওহে সখীগণ, নন্দীশ্বরে চল, লঞা সবে শ্রীরাধায়।
জটিলা আদেশ, হয়েছে যাইতে, যশোমতী প্রার্থনায় ॥২
বিলম্ব হইলে, কৃষ্ণের ভোজনে, বিলম্ব হইবে অতি।
গোচারণ যাত্রা, শীঘ্রই সারিয়া, রাধাকুণ্ডে হবে গতি ॥৩
এত শুনি সবে, হইয়া উতলা, একত্রে উঠিবে তবে।
তোমারে লইয়া, নন্দীশ্বর যাঞা, কৃষ্ণ-সেবা করি সবে ॥৪

(৩)

রাধে!

নন্দীশ্বর যাইতে, পথে নানা কথা, কুন্দলতা পরিহাস।
পরম আনন্দে, সবে চলি যায়, আমি লইব ধৌতবাস ॥১
পাকের মসলা, হিঙ্গু জিরক, যাতে তব কৃষ্ণ প্রীত।
সঙ্গে লঞা চলি, তবে কতক্ষণে, নন্দীশ্বরে উপনীত ॥২
তব পদ যুগ, দ্বারে ধোয়াইব, কেশে পুঁছি পা দুখানি।
যশোদা সমীপে, যাইয়া প্রণতি, করিব বিনয়ে ধ্বনি ॥৩
যশোদা স্নেহেতে, কোলেতে করিয়া, আদরে উঠায়ে দিবে।
পাকালয়ে গিয়া, রোহিণীর সাথে, তবে পাক কার্য্য হবে ॥

(৪)

রাধে!

বলে ■ জননী, ক্ষুধিত হইনু, অনেক হইল দিন।
করাহ ভোজন, যাব গোচারণে, লয়ে গাভি সখাগণ ॥২
সকলে বসিয়া, ভোজন করিবে, অনেক প্রশংসা করি।
তব পক্ক অন্ন, অনেক বিশ্রমি, বিপিনে চলব হরি ॥৩
তবে মা যশোদা, কৃষ্ণ অবশেষ, তোমারে খাওয়াবে সুখে।
যত সখী তব, পাইব প্রসাদ, চলি যাবটাভিমুখে ॥৪

পূর্ব্বাহ্ন লীলা।

রাধে!

পূর্ব্বাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ, ধেনু মিত্র সহ, চলব বিপিন দেশে।
জননী জনক, কতদূরে যাবে, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশে ॥১
তোমা সহ মোরা দেখিতে দেখিতে, চলিনু যাবট মুখে।
সঙ্কেত করিয়া, কৃষ্ণ সেই মত, চলে গোবর্দ্ধনে সুখে ॥২
সূর্য্যপূজা তরে, জটিলা আদেশ, মিলব তোমারে রাধে।
পূজা সজ্জ সহ, সব সখীগণে, তব অভিসার সাধে ॥৩
তোমার আদেশে, কৃষ্ণের উদ্দেশে, তুলসী আর আমি দাসী।
রাধাকুণ্ডে যাঞা, কৃষ্ণোদ্দেশে যাঞা, দিবত সংবাদ আসি ॥৪

(২)

রাধে! (সংবাদ শুন)

কৃষ্ণের উদ্দেশে, যবে গেনু মোরা, ধনিষ্ঠা আইল বনে।
রসালা সুপেয়, সুখাদ্য লইয়া, কৃষ্ণে দিল সুযতনে ॥১
রসালা সেবিয়া, বলদেবে বলে, তুমি রাখ ধেনুপাল।
যত সখাগণ, তোমারে সেবিবে, আমি গেলে অন্তরাল ॥২
বনে বনে যাঞা, বৃক্ষতলে জল, দেখিব প্রকৃতি শোভা।
নির্জ্জন কাননে, বড় সুখ পাই, মুনিজনমন-লোভা ॥৩

মধ্যাহ্নাবসানে, তোমার চরণে, আসিব অবশ্য আমি।
সকলে লইয়া, গোষ্ঠেতে যাইব, শিঙ্গা বাজাইবে তুমি ॥৫

(৩)

রাধে ! (আর বলি শুন)

কৃষ্ণকথা শুনি, দাদা বলরাম, পরম পুলকে কয়।
ওহে ভাই কৃষ্ণ, তোরে না দেখিলে, মম বল নাহি রয় ॥১
কি জানি অসুর, তব অদর্শনে, করিবে গোধন চুরি।
তব সখাগণ, কত কষ্ট পাবে, স্মরণ রাখিবে হরি ॥২
বনেতে ভ্রমিবে, সঙ্গে কেহ নাই, আমার হইবে চিন্তা।
রিপুকুল ভারি, তোরে কষ্ট দিবে, [illegible] যাই রিপু হন্তা ॥৩
কৃষ্ণ বলে দাদা, তোমার প্রতাপে, আমি কারে নাহি ডরি।
যদি আসে কংশ, করি তারে ধ্বংশ, থাক ধেনু রক্ষা করি ॥৪

(৪)

রাধে !

তবে গোবর্দ্ধনে, ধেনু মিত্র রাখি, সুবল মধুমঙ্গলে।
সঙ্গে লঞা হরি, রাধাকুণ্ড প্রতি, চলিলেন নানা ছলে ॥১
তব প্রেমে বাঁধা, তোমাকে ছাড়িয়া, কৃষ্ণের না হয় সুখ।
তোমা না দেখিলে, বিরহে বিহ্বল, কৃষ্ণ বড় পায় দুঃখ ॥২
তুলসী ও মোরে, দেখিয়া দেখিয়া, সাহস হয়েছে অতি।
গেল রাধাকুণ্ড, ত্বদীয় কাননে, পরিহাস পটু অতি ॥৩
অগ্রসর হঞা, চল সবে যাই, কৃষ্ণে কর পরিহাস।
তব জয় হবে, তখন আমরা, হইব পরমোল্লাস ॥৪

মধ্যাহ্ন লীলা।

(১)

রাধে !

পুষ্পোদ্যানে গিয়া, কুসুম চয়নে, নিযুক্ত থাকিব সবে।
কৃষ্ণ আসি তথা, পুষ্প চোর বলি, তোমাকে ধরিবে তবে ॥১

তুমি কবে হরি, এখনে আমার, বৃন্দাসখী অধিকারী।
তোমাকে কে মানে, না আইস এখানে, পুষ্প তুলে পর নারী ॥২
বলিবেন কৃষ্ণ, দুষ্ট নারীগণ, এখন আমার হয়।
তোমা সবে ধরি, লব যথা রাজা, কন্দর্প নামেতে [illegible] ॥৩
মোর হাত হতে, ফুল সাজি কাড়ি, লইবে নাগর বর।
তোমার দোহাই, দিব আমি সবে, হারিবে রসিক বর ॥৪

(২)

রাধে!

চল তোমা দুঁহে, হিন্দোলে বসাঞা, দোলাব যতনে সবে।
সে শোভা দেখিয়া, আনন্দে মাতিয়া, অনঙ্গ মঞ্জরী তবে ॥১
[illegible] রাধে বলি, কুমকুম্ কস্তুরী, কৃষ্ণে পিচকারী দিবে।
লঞা পিচকারী, দেখিবেন হরি, শেষে পরাজয় হবে ॥২
বনেশ্বরী রাধে, তোমার কোটাল, আমি এই বনে রই।
ইহা বলি হরি, বিনয় করিয়া, দাঁড়াবে কোটাল হই ॥৩
সে লীলার পর, প্রেমে স্বীয় বক্ষে, কৃষ্ণে তুলি লবে তুমি।
ললিতা বিশাখা, সহায় হইবে, বিধিকরী রব আমি ॥৪

(৩)

রাধে! বল কবে সে সুখ হইবে?

প্রাণনাথ লঞা, রতি খেলা অন্তে, [illegible] দুঁহে প্রবেশিবে।
তোমার সেবায়, মোরা পশি জলে, তোমার ইঙ্গিতে তবে ॥
সখী সংখ্যা যত, কৃষ্ণ হবে তত, খেলিবে সখীর সঙ্গে।
সে লীলার অন্তে, [illegible] হে স্থলে উঠি, পরিবে বসন রঙ্গে ॥২
মোরা [illegible] স্থলে, দুঁহে সাজাইব, পরিহাস কত হবে।
বৃন্দাদেবী আসি, কত ফলমূলে, পুলিন ভোজন দিবে [illegible]
কুঞ্জগৃহে গিয়া, দুজনে খেলিবে, পাশক করিয়া পণ।
কৃষ্ণে হারাইয়া, বংশী করি চুরি, লীলায় হবে মগন [illegible]

(৪)

রাধে !

মধুপান হলে,	কত যে খেলিবে,	তুমি লঞা বংশীধারী।
সে সুখে মগন,	হবে যত সখী,	আনন্দ হইবে তারি ॥১
সূর্য্যরূপী হরি,	পুজিবে যতনে,	সূর্য্যের মন্দিরে যাই।
বিপক্ষে বঞ্চিয়া,	সবে সুখে তবে,	আনন্দে মাতিব রাই ॥২
বেলা অবসানে,	দেখিয়া তপন,	চলিব আপন ঘরে।
আমা সবে লঞা,	কৃষ্ণ নাম গাঞা,	হর্ষান্বিত কলেবরে ॥৩
কৃষ্ণ ধেনুপাল,	সংগ্রহ করিয়া,	মুরলীর রবে রঙ্গে।
গোষ্ঠ সুখে যাবে,	খেলিতে খেলিতে,	বলরাম দাদা সঙ্গে ॥৪

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বৈষ্ণব স্মৃতিমতে শ্রাদ্ধ।

বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার দিবস ভক্তানন্দ শ্রীবনমালি দাসাধিকারী তাঁহার কলিকাতা উল্টাডিঙ্গিস্থিত ৩।১২ ক্যানাল ওয়েষ্টরোড ভবনে স্বীয় পিতৃদেবের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিতে একাদশাহে শ্রীমহাপ্রসাদ পিণ্ডদ্বারা শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে শ্রাদ্ধ করেন। শ্রাদ্ধ সভায় কলিকাতাস্থিত অনেক শুদ্ধভক্ত উপস্থিত থাকিয়া এই বৈষ্ণব মহোৎসবের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করেন। এই দিবস কুমারটুলিপ্রবাসী বাঘনাপাড়ার চট্টবংশীয় শ্রীল বিপিন বিহারি (গৃহস্থ) গোস্বামী, শ্রীল ললিতা রঞ্জন গোস্বামী শ্রীল গৌরগোবিন্দ গোস্বামী, কাঁসারিপাড়া প্রবাসী শ্রীল রামচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীল পূর্ণানন্দ গোস্বামী বৈঁচির পণ্ডিত বর শ্রীল নীলকান্ত গোস্বামী বাগবাজার

বৈষ্ণব শ্রাদ্ধের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। শ্রাদ্ধদিবসে শ্রীহরি কীর্ত্তন হয়। ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীল গৌরগোবিন্দদাসাধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহাশয়, সাধু ভক্তানন্দ মহাশয়ের অনুষ্ঠানের পর্য্যবেক্ষণ ও সহায়তা করেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী সকলকেই শ্রীহরিভক্তি বিলাসের অনুসরণে অনুষ্ঠান সমূহের সম্পাদন এবং সৎক্রিয়াসার দীপিকাদির মতে সংস্কারাদি গ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব জীবন লাভ করিয়া বৈষ্ণব সমাজকে মর্য্যাদাময় ও সজীব রাখিতে অনুরোধ করেন। এই শ্রাদ্ধে যে সকল মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহান্বিত করেন তাঁহাদের কতিপয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীসীতানাথ নন্দ (শাসন ব্রাহ্মণ)
শ্রীমণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃৎ
শ্রীহরিদাস নন্দী
শ্রীসখীচরণ রায়
শ্রীললিত মোহন দাসাধিকারী
শ্রীবরদা প্রসাদ ভক্তিভূষণ
শ্রীঅরবিন্দ নয়ন দত্ত
শ্রীরামচন্দ্র দাস
শ্রীগৌরহরি দত্ত
শ্রীবিপিন বিহারি বিদ্যাভূষণ
শ্রীললিতাপ্রসাদ [illegible] এম, আর, এ, এস,
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য
শ্রীশ্যামদাস ব্রহ্মচারী
শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী
শ্রীমুকুন্দ প্রেষ্ঠদাস বাবাজী

শ্রীকুঞ্জবিহারি দাসাধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য
শ্রীহরিপদ কবিভূষণ বিদ্যারত্ন বি, এ,
শ্রীজগদীশদাস অধিকারী ভক্তিপ্রদীপ বি, এ,
শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী
শ্রীঅনন্তবাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড ভবনে অগ্রহায়ণের প্রারম্ভেই শ্রীভক্তিবিনোদ আসন সংস্থাপিত হইয়াছে। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী কলিকাতা মহা-নগরীতে শ্রীনাম প্রচারোপলক্ষ্যে আগমন করিলে এখানেই অবস্থান করিবেন। এই আসনে সম্প্রতি ভক্তিপ্রদীপ [illegible] জগদীশ দাসাধিকারী বি, এ, শ্রীল হরিপদ অধিকারী কবিভূষণ বি, এ, শ্রীল কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহাশয়ত্রয় সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম ও বিশুদ্ধ বৈদিক হরিভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন।

কোলদ্বীপে বিরহমহোৎসব।

পরমহংস শ্রীশ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহোদয়ের সমাধি-কুঞ্জে তাঁহার তৃতীয় বার্ষিক বিরহমহোৎসবোপলক্ষ্যে কুলিয়া দ্বীপের নূতন চড়ায় বিগত ২৭শে কার্ত্তিক হইতে দিবসত্রয় অবিরাম শুদ্ধ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। অনেকগুলি শুদ্ধভক্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হইয়া ইষ্টগোষ্ঠী মহোৎসবের শোভা সংবর্দ্ধন করেন। চতুর্থ দিবসে সাধারণ দরিদ্র ভোজনাদির অনুষ্ঠানও দেখা গিয়াছিল। তবে কেন ভক্তনিন্দক প্রিয়নাথনন্দী অসত্যকথা প্রচার করেন?

শিয়ালদহে ভক্তিপ্রচার।

মৃত গিরীশচন্দ্র নন্দীর পুত্র বয়রাহিরদিয়া নিবাসী শ্রীমান্ প্রিয়নাথ নন্দী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-তত্ত্ব প্রচারিণী সভা নাম দিয়া যে তত্ত্বপ্রচারক নামক বিদ্বেষবাহক পত্র প্রচার ও সম্পাদন করেন তাহাতে কয়েকবারের সংখ্যায় শুদ্ধাভক্তির বিদ্বেষ ও ভক্তিমার্গের উপর অযথা কটাক্ষ হইতেছিল। সম্প্রতি, ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে সন্ধ্যাকালে কতিপয় শুদ্ধভক্ত সেই প্রিয়নাথের পরিপন্থী ক্রিয়ায় জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে তাহার শিয়ালদহের মুক্তবুদ্ধি চিকিৎসালয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরগোবিন্দদাসাধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহাশয় হস্তলিখিত কোয়ার্টো ডিমাই ১১০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট শাস্ত্রপ্রমাণ সমুদ্ভাসিত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ দ্বারা উক্ত নন্দীতনয়কে দুর্গন্ধ স্বার্থপূর্ণ জড় কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীদৌলতপুর প্রপন্নাশ্রম হইতে পরিপন্থীর প্রশ্ন ও তদুত্তরগুলি কোমলশ্রদ্ধ পাঠকগণের উপকারের জন্য মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধও সারগর্ভ এবং সমীচীন। তাহা পড়িলেও বিদ্বেষীর অনেকটা জ্ঞানোদয় হইতে পারে।

সমাধিমন্দির ও বিরহোৎসব।

শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিমন্দিরের যাবতীয় ব্যয় পরম-ভাগবত শ্রীগয়ারাম ঘোষ নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ইষ্টক স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সর্ব্বোত্তম স্থপতি দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

এই পরম ভাগবতের চেষ্টায় কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে বাবাজী মহাশয়ের বিরহ মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহু সম্ভ্রান্ত ভক্তমহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া মহোৎসবের সুষ্ঠুতা সম্পন্ন করেন।

BHAKTIBINODE ASAN.

His Holiness the celebrated Tridandi Swami Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur of Mayapur (Nadia) has recently set up the Calcutta Bhaktibinode Asan at No. 1 Ultadingi Junction Road, Gouribari (near the Paresnath Temple) with some devotees for the preaching of true Vaishnavism and to guard credulous people against false doctrines passing under the garb of the Vaisnava faith for long owing to the popular ignorance of the Vaisnava philosophy. His Holiness will always receive sincerely inqisitive visitors at the above address and explain to them and discuss with them as to what should be the most reasonable form of religion for the world people.

Bengalee, Tuesday Dec 3, 1918.

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত অন্তর্দ্বীপস্থ মায়াপুর নিবাসী পরমহংস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সম্প্রতি কলিকাতা, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডস্থ বাটীতে "শ্রীভক্তিবিনোদ আসন" সংস্থাপন করিয়া বিশুদ্ধ হরিভক্তি প্রচার করিতেছেন। সেখানে প্রত্যহ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অনুগত শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী লইয়া তিনি হরিকথার ও বৈষ্ণবদর্শনের আলোচনা করেন। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে প্রচলিত উপধর্ম্ম বা অপধর্ম্মগুলির নিরাস করিয়া মহাজনানুমোদিত সনাতন ধর্ম্মসংস্থাপনই তাঁহার ব্রত। সরলচিত্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জগতে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি ও উপাসনার কথা উদারভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন।

বাঙ্গালী ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের নবদ্বীপ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস নামক জনৈক ব্যক্তি নবদ্বীপের মানচিত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম বলিয়া প্রকাশ করিয়া শুদ্ধ ভক্তদিগকে ভ্রান্তপথে লইয়া যাইবার মানসে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর হইতে বাবলাআড়ি সন্নিহিত শ্রীরামচন্দ্রপুর নামক স্থানে লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং সেইজন্য স্বীয় অবৈষ্ণবোচিত চরিত্র চিত্র সহ নবদ্বীপদর্পণ নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়া দ্বারে দ্বারে তাহার প্রচারকল্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সেই পুস্তিকাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উক্ত শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। বাঁদরের হাতে খোন্তা দিলে যেরূপ অপব্যবহার হয় সেইরূপ অনভিজ্ঞতা বশতঃ শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস ভ্রমপূর্ণ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটে যোগপীঠ রামচন্দ্রপুরে সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য সত্যের অপলাপ করিতে বসিয়াছেন। পুনরায় যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে শুঁড়ির সাক্ষী প্রায় মাতালগণই হইয়া থাকেন তাহা বিবেচনা না করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের সহিত কতকগুলি লোক তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য ধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের বাক্যের গুরুত্বের পরিমাণ কত এবং তাঁহার ক্রিয়া কলাপে তাঁহার কথার কোন মূল্য আছে কি না? আমরা শুনিয়াছি যে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম শ্রীহট্টে ছিল। দর্পণে তিনি অন্যের নিকট হইতে 'সিলটিয়া বর্ব্বর' বলিয়া সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন প্রকাশ করিয়াছেন। তথায় তিনি নিজবুদ্ধির পরিণামে গৃহ-

ত্যাগ করিয়া ভেকাশ্রম ধরিয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন, এবং তথায় তাঁহার নবদ্বীপ দর্পণে বর্ণিত শ্রীযুক্তা নবনলিনী দেবীর সহিত আলাপ হয়। দর্পণে লিখিত আছে যে উক্ত দেবীর বয়ঃক্রম তখন ২০ বৎসর মাত্র। তিনি কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔরসে ৺ প্রমদা সুন্দরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তারাপদ বাবু ইংরাজী শিক্ষিত নব্যদলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কংগ্রেসে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি প্রথমে হিন্দুমতে একটী বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পরে ব্রাহ্মমতে তাহার ভ্রাতার স্ত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম পত্নী উপেক্ষিত হইয়া হীনাবস্থায় অগ্রদ্বীপে জীবন যাপন করিয়া অল্পকাল হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে যাহা হউক এই নববিবাহিত পত্নীর গর্ভে নবনলিনী দেবী জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত বাদুড়বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত অবনী মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হয়। একথা দর্পণে লিখিত আছে, কিন্তু তাহার পর তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে কোন কথা না লিখিয়াই হঠাৎ ১৭ বৎসর বয়সে উক্ত শ্রীযুক্তা নবনলিনী দেবী পিতৃ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গেলেন। তৎপরে নববিবাহিত সংসারের মায়া কি [illegible] ত্যাগ করিলেন সেকথা প্রকাশ নাই এবং আমরাও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা শুনিয়াছি ক্রমে উক্ত দাস মহাশয়ের প্রতি ব্রজবাসীদিগের শ্রদ্ধা শিথিল হইলে উক্ত দেবীর সহিত ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে বাসা উঠাইয়া আনিতে বাধ্য হন। সম্প্রতি তিনি একটী কাগজে, ভেক-ধারী হইলেও তাহাকে একটী স্ত্রীলোকের [illegible] তাঁহার দুইটী সাথীর ভরণ পোষণ করিতে হয় বলিয়া নিবেদন করিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে "ভক্ত ও বিশিষ্টগণের নিকট শ্রীসেবাশ্রম ও আমার নিজ সম্বন্ধে একটি নিবেদন। আপনারা সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে আমার আবশ্যকীয় ব্যয়

প্রভৃতি নির্ব্বাহের কোন বৃত্তি বন্দোবস্ত নাই। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার অর্থ সাহায্যেই আজ সাত বৎসর যাবত শ্রীব্রজমণ্ডল ■ শ্রীনবদ্বীপের কার্য্য নানাবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্যে থাকিয়াও সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি শ্রীভগবদিচ্ছায় আমার সাহায্যকারিণীও নানাকারণে দারিদ্র দুঃখের চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আমাদ্বারাই তাঁহার ও তদাশ্রিতা আরো দুইজনের ভরণ পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আবশ্যক হইয়াছে। যেরূপ দুঃখ ■ অসুবিধার সহিত এ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে দুঃখ দিতে চাহি না। (শ্রীনবদ্বীপদর্পণ গ্রন্থের ৮৩—৮৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আলোচনা করিলেই সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।) * * গ্রন্থ বিক্রয় লব্ধ অর্থের (১) একচতুর্থাংশ শ্রীসেবাশ্রমের জন্য, (২) একচতুর্থাংশ ৺ তারাপদ বাবুর কন্যার ভরণ পোষণার্থে এবং (৩) অবিশিষ্ট অর্দ্ধাংশ শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থাদি প্রচার কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে। নিবেদন ইতি ১৩২৫ সাল, ১৫ই আষাঢ়। নিবেদক শ্রীব্রজমোহন দাস।"

শ্রীযুক্ত দাসজীর এই নিবেদন পত্র পাঠ করিয়া অবশ্যই অনেকে তাঁহার দুঃখে ব্যথিত হইবেন এবং তিনি যদি গৃহস্থ হইয়া ঐরূপ দুঃখে পড়িতেন তাহা হইলে তাঁহার কোন দোষ গ্রহণ না করিয়া বরং তাহাকে সাহায্য করাই ধর্ম্ম মনে করিতেন। কিন্তু তিনি বৈরাগী হইয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করায় সেই দুঃখে অনেকে ব্যথিত হইবেন কারণ যে ব্যক্তি বৈরাগী ও ত্যাগী বলিয়া কথায় কথায় গুরু পরম্পরা দেখাইয়া বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের একজন পথিক বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন তিনি আবার তাঁহার সাধের সাথী স্ত্রীলোকের ভরণ পোষণে ব্যস্ত বলিয়া জন সমাজে পরিচয় দিতেছেন।

কলির প্রভাবে কতই না দেখিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস সর্ব্ব-কার্য্যে বিতৃষ্ণ যাহা তিনি আপনার কলম হইতে বাহির করিয়া বিগত বর্ষের ২৩শে ভাদ্র তারিখের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া ভাবিয়াছিলাম যে তিনি নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া-ছিলেন তাহাই বুঝি সত্য সত্যই হইবে। তিনি ব্রজমণ্ডলে ব্রজবাসী গণের উচ্ছিষ্ট রুটিতেই সন্তুষ্ট, ছিন্নকন্থা তাঁহার লজ্জা নিবারণ করে, যমুনা ও শ্রীরাধাকুণ্ডের জল তাঁহার পিপাসা নিবারণের বস্তু, ব্রজরজ তাঁহার শয্যা, ব্রজমণ্ডলের বৃক্ষতলা তাঁহার বাস ভবন। কিন্তু তাঁহার নিবেদন পত্র পাঠে সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। তিনি নবদ্বীপ দর্পণে যে প্রকার নিজ মুখ দেখাইয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাঁহার ঐ সকল কথার কোন মূল্য নাই। তাঁহার ভিতরে ভিতরে বাবুভায়াদের ন্যায় অনেক সখ খেলিতেছে। তাঁহাকে স্ত্রীলোকের ভরণ করিতে হয়, পোষণ করিতে হয়। এই কি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শিক্ষা? সেই নির্ম্মল পরম পবিত্র চিত্তোৎকর্ষময় চিদানন্দ ভাবের সহিত প্রাকৃত সমাজে বৈরাগীর কঠোর আচরণ শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস মহাশয়ের ক্রিয়ায় কলুষিত হইতে বসিয়াছে। অদ্য নবদ্বীপ দর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিয়া তিনি নবদ্বীপের সুনাম লোপ করিতে ও করাইতে বসিয়াছেন। নবদ্বীপচন্দ্রের প্রচারিত বিশুদ্ধ নিষ্কপট বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্বন্ধে গ্লানি উৎপন্ন করাইতে বসিয়াছেন। আবার নবদ্বীপ শশধরের শিক্ষায় কলঙ্কারোপ মানসে চুন কালি দিয়া সাজাইয়া তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন অধিকন্তু তাঁহার নাড়ীপোতা স্থান বাহির করিব বলিয়া লম্ফ ঝম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা-রূপ শ্বপচ রমণীকে বুকে নাচাইয়া তিতুমিয়ার গুলি খা ডালার ন্যায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গৃহ দেবতার বাড়ীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাড়ীপোতার স্থান বলিয়া অসত্য ও অযৌক্তিক কথা প্রচার করিতেছেন-

এবং কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়জন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী, সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী, সিদ্ধ গৌরকিশোর দাস বাবাজী, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়, পরলোকগত ব্রাহ্মণ কুলতিলক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়, গৌরগত প্রাণ শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় ও তাঁহার সুযোগ্যানুজ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ ■ বাগ্নাপাড়া বংশী বংশ্য চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী মহোদয় প্রভৃতি চিরপূজনীয় ব্যক্তিগণকে অযথা ভ্রান্ত বলিয়া নির্লজ্জভাবে গালিবর্ষণ করিতে সুখবোধ করিতেছেন। আমরা নাড়িপোতার কথা পরে আলোচনা করিব। উপরি উক্ত ক্রিয়া বাবাজী বা বৈরাগীদিগের শোভা পায় না। যে বৈরাগী ঐরূপ অনুষ্ঠানের আবাহন করেন তিনি নিজের ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করেন এবং তাহাতে তিনি কেবল যে নিজের অপযশ আনয়ন করেন তাহা নহে বরং সর্ব্বজনাদৃত মহদন্তঃকরণ বিশিষ্ট দেশপূজ্য বৈরাগী নামে কলঙ্ক প্রবেশ করাইয়া দেন। তাহাতে অপরের দৃষ্টিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষায় কলঙ্ক পড়ে। তাঁহারই দ্বারা বৈরাগীকুল কিরূপে উজ্জ্বল হয় আর তাঁহারই কথা লোকে বেদবাক্য মানিয়া মহাপ্রভুর নাড়ীপোতার স্থান কিরূপে দেখিতে পান ?

এস্থলে বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি বৈরাগী বলিয়া আত্মপরিচয় দেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে স্বীয় মনকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ■ আচার ব্যবহার অবশ্যই পালন করিতে হয়। একথা প্রসঙ্গে পাঠকের ছোট হরিদাসের কথা মনে পড়াই স্বাভাবিক। ছোট হরিদাসের দোষের মধ্যে যতদূর আমরা লেখাপড়ার মধ্যে দেখিতে পাই তাহাতে ■ যায় যে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাসুখ বাসনায় আপনার বৈরাগ্য দশা বিস্মৃত হইয়া পরম ভাগবতী জনৈকা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে কিছু উত্তম তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহাতে

দোষের মধ্যে তিনি স্বয়ং ভিক্ষুবেশে শ্রীভগবান্ আচার্য্যের আজ্ঞায় স্ত্রী-লোকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা করেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ঐরূপ অবৈষ্ণবোচিত আচারে দোষ দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্মণ বর্জ্জনের ন্যায় বর্জ্জন করেন এবং সেই দুঃখে তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বৈষ্ণবের মধ্যে গণ্য করিলেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ২য় পরিচ্ছেদে :—

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

* * *

অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥
নিজকার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা॥

* * *

মহাপ্রভু কৃপা সিন্ধু কে পারে বুঝিতে।

দেখি ত্রাস উপাজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেতে ছাড়িল সবে স্ত্রীসম্ভাষণে ॥

এমতে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের স্ত্রীলোকের জন্য ভিক্ষা করা এবং স্ত্রীলোকের ভরণ পোষণ করান বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্বন্ধে গ্লানি উৎপন্ন করাইতেছে। তাঁহার নবদ্বীপ দর্পণের ৮৩ পৃষ্ঠায় তিনি আপনাকে সংযোগী বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাহাতে এক স্থানে লেখা আছে যে শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীদাস গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে "সংযোগী বেটা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে নবদ্বীপবাসীগণ তাঁহার অবৈষ্ণবোচিত অবৈধ কদাচার দর্শন না করিলে কেন তাঁহাকে বৃথা সংযোগী শব্দ প্রয়োগে অভিভাষণ করিবেন; এবং তিনি ই বা কেন আপনাকে ঐ রূপ সম্ভাষণ দ্বারা সম্মানিত মনে করিবেন। এই রূপ ব্যক্তি "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি" অন্য ব্যক্তিগণকে দেখাইয়া দিবেন। এক অন্ধ অন্য অন্ধকে যে রূপে চালিত করেন ■ পরে দুইজনে খানায় পতিত হন সেইরূপ চরিত্রবান ■ ধার্ম্মিক সজ্জন এই রূপ ধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইবার আশা করিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাদের এক মাত্র হৃদয়ের ধন তাঁহাদের পক্ষে ত এই সকল ব্যবহার দূরের কথা। ঐ রূপ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রকৃত প্রচ্ছন্ন শত্রু এবং ঐ রূপ ব্যক্তির বাক্য মূল্যশূন্য জানিয়া তাঁহারা ঐ রূপ ব্যক্তিগণকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অতিদূরে রাখেন অর্থাৎ কোন মতে প্রশ্রয় দেন না।

উপরিউক্ত ব্যাপার গুলি আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত দাসজী ■ তাঁহার লেখনী সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তবে ঐ ব্যক্তি যাহাতে তাঁহার ভ্রমপথে অপর সরল প্রকৃতি সজ্জন ব্যক্তিগণকে

যে সকল ব্যক্তি ভগবানকে ফাঁকি দিবার জন্য চেষ্টা করেন তাঁহারা অবশ্য ভগবান অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী চালাক ও চতুর আপনাদিগকে মনে করেন এবং পরিশেষে তাঁহারাই ফাঁকিতে পড়েন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বৈষ্ণবসাম্রাজ্যধুরন্ধর বর্ত্তমান কালের শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূল পুরুষ শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য, শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি যতগুলি পুস্তক ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া তাহার অধিকাংশ গ্রহণ করতঃ বাকী দুইটী বিষয় তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধির সহায়তা হইবে বলিয়া নিজ মনোমত গড়াইয়া লইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইংরাজীতে এই রূপ কার্য্যকে (plagiarism) অকৃতজ্ঞানুসরণ বলেন এবং উহাকে সকলেই অত্যন্ত ঘৃণা করেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস সরল ভাবে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পথানুসরণ করিলে তাঁহার পক্ষে মঙ্গল হইত। তাঁহার দৃষ্টি বেশী দূর যায় না। তিনি ৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ নদীয়া সহরটী ছিল তাহাই ১৫০ শত বর্ষ পূর্ব্বে ও ঠিক ছিল মনে করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় 18th Feb 1486A. D. নদীয়ার অবস্থা এবং গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের সময় 1792 A. D. নদীয়ার অবস্থা এক নহে। উহার মধ্যে কেবল মাত্র ৩০৬ বৎসর ব্যবধান ছিল। সেই বহুকালব্যাপী সুপ্রশস্ত সময়ের মধ্যে নদীয়ার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। গঙ্গাদেবী জলাঙ্গির সংযোগে নদীয়াকে নবভাব ধারন করাইয়াছিলেন। পুনরায় গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের নবদ্বীপে বাস করিবার সময় (1792 A. D.) হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট কাল (1838 A.D.) ৪৬ বৎসর ঐ কালের মধ্যে ও নবদ্বীপের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটে। গঙ্গার স্রোত বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপের পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে চলিয়া আসে। আবার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠকুরের প্রকট কাল (1838A.D.) হইতে শ্রীব্রজমোহন দাসের নবদ্বীপ আগমন ও নবদ্বীপ দর্পণ প্রকাশ সময় (1918 A.D.) ৮০ [illegible] ব্যবধান দেখা যায়।

এইগুলি সংখ্যাগত ও ঘটনা মূলগত(facts & figuresএ)পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে দাস মহাশয়ের প্রাচীন তথ্য সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা কিছু মাত্র নাই এবং যেখানে তিনি নিজ অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন সেই খানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি অপরাধ করিয়া আত্মকলঙ্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার নিকট জড়ীয় প্রমাণাদি ■ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সিদ্ধ পার্ষদগণের অনুভূতি সমস্তই মিথ্যা এবং তিনি যাহা কয়েক খানি পুস্তক পড়িয়া কল্পনা করিয়াছেন সেইটাই কেবল মাত্র সত্য। ইহা তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মনে হইতেছে যে বাবলাআড়ির চড়া সান্নিধ্যে আকন্দ তলায় যে রামচন্দ্রপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রাম খানি ১৭৯২ খৃঃ গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ নিজ আবাস ভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন সেইটাই গৌরসুন্দরের ■■ স্থান। তাহাও যদি বুঝিতাম যে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস স্বয়ং একজন সিদ্ধ পুরুষ তাহা হইলে ■ একাদন একবার চিন্তার বিষয় হইত। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের দর্পণে বর্ণিত আচার ব্যবহার সে সম্বন্ধে তাঁহাকে পরিষ্কার রূপে মুক্ত করিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের কিছুকাল পরের ঘটনা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঐ বর্ণনায় দেখা যায় শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার সময়ে লীলাস্থান গুলি দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে এক স্থানে লেখা আছে যে শ্রীমায়াপুরের সংলগ্ন অন্তর্দ্বীপের পতিত ভূমিতে দাঁড়াইলে শ্রীসুবর্ণবিহার নামক স্থানটী দৃষ্ট হয়।

ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়।

এস্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধ হয়

সুবর্ণবিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস।
কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস॥

শ্রীমায়াপুর হইতে আজ ও দেখুন সুবর্ণবিহারের উচ্চভূমি দেখা যায়। রামচন্দ্রপুর হইতে ঐ স্থান দেখা যায় না ও যাইবার উপায়ও নাই। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে যখন গঙ্গা নদীয়া নগর বিধ্বস্ত করিয়া লোকালয় শূন্য করিল তখন গঙ্গাতীরে প্রথম অধিনিবেশ পুরাতনগঞ্জে স্থিত বাবলাআড়ি নামক স্থানে নূতন সহর পত্তন হইল। উহা বিস্তৃত হইয়া ক্রমে রুদ্রপাড়া শঙ্করপুর রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থানে জমকাইয়া উঠিল। ক্রমে ঐ স্থানের উত্তরাংশে প্রবাহিত গঙ্গার উত্তর ভাগে সিমুলিয়ার নূতন গ্রাম চর কাষ্টশালী রামজীবনপুর ও কোরিয়াটি কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রাম সকল বসিয়া ছিল এবং উহার দক্ষিণাংশ প্রবাহিত গঙ্গার অপর পারে কুলিয়ার চড়ার উপর ক্রমে ক্রমে বসতি হইতে ছিল। ক্রমে ১৭৯২ খৃঃ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ রামচন্দ্রপুরের উন্নতি করেন। একটী কিম্বদন্তি আছে যে তাহার পিতামহ কাহারো কাহারো মতে প্রপিতামহ হরে কৃষ্ণ সিংহ সবংশে সর্ব্ব প্রথমে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ সিংহের সহিত তাৎকালিক রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে বাস করেন এবং সেই সময়ে সেই স্থানে গৌরাঙ্গ সিংহের জন্ম হয়। পরে গৌরাঙ্গ সিংহ মুর্শীদাবাদ নবাব সরকারে উত্তম কর্ম্ম লাভ করিলে ঐ স্থান পরিত্যাগ করতঃ কান্দিগ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন এবং গঙ্গা গোবিন্দের অগ্রজ রাধাকান্ত ঐ কান্দিগ্রামের জন্য দিল্লি হইতে সনন্দপত্র আনাইয়া পাকা কায়েমী নিবাস প্রস্তুত করেন। তাঁহার অট্টালিকার কার্ণিস নবাবের বাটীর কার্ণিসের সৌসাদৃশ্যে গঠিত হওয়ায় নবাব সিরাজ উদ্দৌলা উহা ভাঙ্গাইয়া দেন! এসকল কথা গেজেটিয়ার পড়িলে দেখিতে পাইবেন।

বঙ্গের সমস্ত জমী জমার বন্দবস্ত করেন। ১৭৯২ খৃঃ তিনি রামচন্দ্রপুরকে কিশমৎ করাইয়া লন এবং উহার সংলগ্ন গঙ্গাতীরে স্বোপার্জ্জিত অর্থে সংগৃহীত ভূমির উপর ঈশ্বর রামসীতার একটী পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করেন। তথায় কাহারও মতে তৎসহ অন্যান্য কয়েকটী ঠাকুর ও প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ ভূমি প্রথমতঃ তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণের বেনামিতে ক্রীত ছিল। কিন্তু তৎপরবর্ষে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে ১১৯৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে তাঁহার পৌত্র সর্ব্বজন বিদিত লালাবাবু বিশেষ সাহায্য করায় পুত্রের বেনামিতে খরিদা জমী গুলি পৌত্র লালাবাবুকে এক-খানি রেজিষ্ট্রী দলিলে প্রদান করেন। সেই দলিল খানিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানে মন্দির হইয়াছে, অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমির কোনরূপ স্মৃতির জন্য ঐ মন্দির উৎসর্গীকৃত হইয়াছে এরূপ কোন কথার উল্লেখ করেন নাই এমন কি আভাষ পর্য্যন্ত ও দেন নাই। উহা কেবল মাত্র ভ্রমক্রমে কোন স্বার্থপর ব্যক্তির বুদ্ধিতে উদিত হইয়া ৭৪ খৃষ্টাব্দে কেবল মাত্র এক স্থানে লিখিত হয় এবং তদবলম্বনেই দাসজীর বুদ্ধিতে উহা স্থান পাইয়াছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিষয়বুদ্ধি ছিল না একথা কেহই স্বীকার করিবেন না এবং তিনি স্বয়ং বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হইয়া দলিলে অতবড় একটী বৃহৎ কথা বাদ দিয়া যাইবেন তাহা কোন মৌলিক গবেষণাকারী অথবা সিদ্ধান্তকার বিশ্বাস করিবেন না। কেবল শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বলিতে পারেন যে ঐ রূপ কথা দলিলে আবশ্যক নাই, কেবল তাহার কার্য্য সিদ্ধির জন্য তাঁহার কর্ণের মধ্যে দেওয়ানজী বলিয়া গিয়াছেন। দাসজী নবদ্বীপ দর্পণে অতিরিক্ত বুদ্ধি চালনা করিয়া লিখিয়াছেন যে দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ যখন রাধাবল্লভের (রামসীতার ?) পূজার মন্দির করিলেন তখন উহা শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমায়াপুর স্থিত জন্মভূমি না হইয়া যায় কোথায়

রেকর্ড আদি দ্বারা এবং ভৌগলিক, বাচনিকও আনুভূতিক প্রমাণ দ্বারা স্বীকৃত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপ্রাপ্ত সিদ্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুমোদিত ও উপাসিত এবং আদৃত হইয়া আসিতেছেন তাহা শ্রীমায়াপুর বলিয়া বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই। হা গৌরাঙ্গ তোমার কতই খেলা! তোমার লীলাপুষ্টির জন্য দ্বাপরে শিশুপাল প্রভৃতির কতই গঞ্জনা সহ্য করিয়াছ আর এক্ষণে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দ্বারা তোমার [illegible] ভক্তগণকে গঞ্জনা সহ্য করাইতেছ। তুমি যাঁহাদের দয়া করিয়াছিলে তাঁহারাই তোমার যোগপীঠ দিব্যচক্ষে দেখিতেছিলেন, তাহা বুঝি তোমার ইচ্ছা নহে, নচেৎ লোকের চক্ষু আবরণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসকে কেন পাঠাইয়াছ। আবার মনে হয় যে লোকে তোমার যোগপীঠের কথা ভুলিয়া যাইতেছিল, সেই জন্য তুমি দয়া করিয়া ঐসম্বন্ধে একটী আন্দোলন করাইয়া তোমার যোগপীঠকে উজ্জ্বল করিবে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রতিষ্ঠিত মন্দির সম্বন্ধে নবদ্বীপ দর্পণে মোটা টাইপে কলিকাতা রিভিউ হইতে কান্দিরাজ বংশ বিষয়ক প্রবন্ধের একটী অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা এক ব্যক্তির কল্পনা হইতে প্রসূত। ঐ প্রকার লেখার কোন বিশেষত্ব আছে কি না তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু বিচার করিলে ঐ রূপ লেখাকে কোন প্রাধান্য দিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস উদ্ধার করিয়াছেন যে "He built at Ramchandrapur on the very spot near Nadiya where Gauranga (Chaitanya) said to have been born, for the worship of Sri Govinda, Gopinath, Krishnaji and Madanmohanji. কিন্তু উক্ত দাসজী বোধ হয় ঐ প্রকার অসঙ্গত লেখনী যে সদা সর্ব্বদাই বিদেশীয় ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে বাহির হয় তাহা অবগত নহেন। কালেজের সকল বিদ্যার্থী যুবক Brewer's Dictionary of Phrase and Fable ও তাঁহার Hand Book of Reading সদা সর্ব্বদা

কোন বিষয় জানিতে হইলে দেখিয়া থাকেন। জগন্নাথের বিষয়ে আমরা কোন সময়ে উক্ত ফ্রেস এণ্ড ফেবল গ্রন্থে দেখিতে গিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রাপ্ত হই :—"King Ayeen Akbery sent a learned Brahman to look out a site for a temple." পুনরায় ঐ সম্বন্ধে তাঁহার হ্যাণ্ডবুক অফ্ রিডিং গ্রন্থে কি লেখা আছে দেখুন :—"Jaga-naut, the Seven headed idol of the Hindus." হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং জগন্নাথ কোন কালেই হিন্দুদিগের সপ্তমুণ্ড বিশিষ্ট পুত্তলিকা নহেন। এই সকল অন্যায় কথা ইংরাজী পুস্তকে লেখা থাকিলে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের মতে তাহাকে বেদ সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সেই জন্য তিনি একজন পূর্ব্ব-প্রমাণ-প্রদানে অসমর্থ কলিকাতা রিভিউর অজ্ঞ লেখকের কথার উপর নির্ভর করিয়া রামচন্দ্রপুরকে কেহ ভ্রান্তি বশতঃ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বলিয়া প্রকাশ করায় তাঁহার নবদ্বীপ দর্পণে তাহাই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা জানেন তিনি কলিকাতা রিভিউ হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। ইহাতে স্পষ্টই লেখা আছে যে লোকে বলে, "Is said to have been" অর্থাৎ কিংবদন্তী নদীয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকট হইয়াছিলেন সে কথা কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? তাহা বলিয়া শ্রীমায়াপুরকে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি কেহ স্বীকার করিবেন না।

এস্থলে আরও কয়েকটী কথার আলোচনা মন্দ নহে। ইংরাজী অংশ যতটুকু শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস কলিকাতা রিভিউ হইতে তুলিয়াছেন তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ বাক্য গুলি ও অন্যান্য কথা সামঞ্জস্য করিয়া অর্থ করিলে অন্য

স্থির করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই স্থানটী নদীয়া নগরের সন্নিকট রামচন্দ্রপুরে ছিল এবং ঐ নদীয়া নগরে গৌরাঙ্গ (অথবা চৈতন্য) কথিত আছে জন্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ অর্থ করিলে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের সকল কথাই মিটিয়া যায় এবং বৃথা চেষ্টা করিয়া দিনকে রাত্র করিয়া নাড়ি-পোতা স্থানের আর সন্ধান করিতে হয় না তবে ইহার মধ্যে আর ও একটী কথা আছে তাহা এ স্থলে স্পষ্টই ব্যক্ত করা যাইতেছে। লেখক "near Nidaya where Gauranga(Chaitanya) is said to have been born অর্থাৎ নদীয়া যেখানে মহাপ্রভু প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, ইহা কেন বলিলেন। নদীয়া ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যস্থানে জন্মান নাই একথা সকল লোকেই অবগত আছেন। ইহাতেই ইহাই প্রতীত হয় যে লেখক জানিতেন যে চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে নদীয়া সহর বল্লালঢিবি, কাজির সমাধি। গুড় গুড়ের পর পারে সীমন্তী-দেবীর স্থান, গঙ্গানগর, শ্রীমায়াপুর, বল্লালদিঘী ও তাহার চর, গাদিগাছা ও তাহার চর অর্থাৎ গোয়ালাপাড়া যথায় মধ্যাহ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে মধ্যে আসিয়া ক্ষীর ননী প্রভৃতি গোয়ালাদিগের নিকট হইতে লইতেন। সুবর্ণ বিহার ও মাজিদা প্রভৃতি পল্লীসমষ্টিতে অবস্থিত ছিল। ঐ সকল স্থান গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ছিল। গঙ্গার পশ্চিম পারে পাড়পুর কুলিয়ার সপ্তপল্লী অর্থাৎ এক্ষণে যাহাকে কেলেদহ বলে এবং যাহার শুদ্ধ উচ্চারণ কুলিয়াদহ সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কুলিয়া পাড়পুরের পশ্চাৎ দিয়া সমুদ্রগড় পাড়-পুরের মধ্যদিয়া বিস্তৃত ছিল এবং উহার মধ্যে কোবলা, কুলিয়া গঞ্জ প্রভৃতি সপ্তপল্লী কুলিয়া ছিল। সপ্তপল্লী কুলিয়া নষ্ট হইলে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে একটী স্থানে সাথকুলিয়া নাম দিয়া ঘোপাদিয়া গ্রামকে বর্দ্ধিত করা হয়। তাহাতে কেহ কেহ সাথকুলিয়া বলিয়া সপ্তপল্লী কুলিয়াতে উহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে ... ইহা প্রকৃত পক্ষে সপ্তপল্লী কুলিয়ার অবসানে

তাহার নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে কুলিয়া নাম দেওয়ায় সাথকুলিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের অল্পকাল মধ্যেই গঙ্গাদেবীর তাৎকালিক নদীয়া নগরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং গঙ্গার ধারা বাবলাআড়ির চর বলিয়া যে স্থানটী পাওয়া যায় তথায় ক্রমশঃ কোন সময়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। বাবলাআড়ি গ্রাম ও তখন গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ছিল। ঐ সময়ে গঙ্গাতীরে পুরাণ গঞ্জ ও দেয়ান গঞ্জ পত্তন হয়। তখন ঐ সকল গঞ্জে ও বাবলাআড়িতে রুদ্র পাড়ার প্রভূত সংখ্যক লোকের বাস হইয়া পড়ে এবং বাবলাআড়ি রুদ্রপাড়া প্রভৃতি স্থানের নাম নবদ্বীপ বা নদীয়া আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এদিকে পরিত্যক্ত কাজির বাড়ীর স্থান, বামুনপুকুর, বল্লালদিঘী, শ্রীমায়াপুর জনশূন্য হইয়া পড়ে। ঐ সকল ভূমির অধিকাংশ স্থানে চাষ আবাদ হইতে থাকে এবং উহার আর নদীয়া নাম থাকে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে নদীয়ার কোতয়াল চাঁদ কাজি। তিনি এরূপ স্থানে বাস করিতেন যে নদীয়ার সমস্ত স্থানগুলি তাঁহার চক্ষের উপর থাকিত এবং কাজীর বাড়ী যাইবার জন্য তাৎকালিক নগরের চারিদিক হইতে পথ ছিল। সেই সকল পথে প্রহরীগণ সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন এবং নগরের সংবাদ সর্ব্বদা কাজী-সাহেবের কর্ণগোচর করাইতেন। নদীয়া নগরের একান্তে সীমুলীয়া গ্রাম হইতেও ঐরূপ একটী প্রশস্ত রাজপথ কাজীসাহেবের বাড়ীর দিকে গিয়াছিল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের দিবস তাঁহার বাটী হইতে সোজা পথে কাজীর বাড়ী না গিয়া বহু লোক সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবেন বলিয়া গঙ্গাতীরে তীরে পথ দিয়া গঙ্গানগর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ঘুরিয়া গঙ্গা-তীর পরিত্যাগ করিয়া সীমুলিয়ার পথ ধরিয়া নদীয়া নগরের একান্তে পৌছিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে কাজীর বাড়ীতে যাইবার সোজা পথ ধরিয়া বর্ত্তমান বামনপুকুরে যেখানে কাজীর সমাধি আছে এবং কাজীবংশীয়গণ যেখানে অদ্যও বাস করিতেছেন ও সেই স্থানে কাজীর গৃহে আসিয়াছিলেন।

কাজী সাহেবের বাটী সীমুলীয়া গ্রামে ছিল না বরং নদীয়ানগরের শ্রীমায়াপুরের একাংশেই উহা ছিল ঐ স্থান পরে বেলপুকুরের পল্লী ছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজ-মোহন দাস মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা যে কাজীর বাড়ীকে প্রথমতঃ কাজিপাড়া বলিতে হইবে এবং তৎপরে তাহাকে সীমুলীয়া বলিতে হইবে। সেই জন্য তিনি যেখানে কাজীর বাড়ী অথবা বামনপুকুর প্রসঙ্গ পড়ে সেইখানেই তাঁহার নদীয়া দর্পণে বন্ধনীর মধ্যে মায়াপুর বা বেলপুকুর বলিবার পরিবর্ত্তে সীমুলীয়া লিখিয়াছেন। এরূপ করিয়া আপনার অজ্ঞতা প্রকাশে সাধারণ পাঠকের মনভুলান ভাল নহে ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ যাঁহারা সেই স্থলে উপস্থিত না হইয়া কাগজে কলমে বিচার করেন তাঁহাদিগকে বারংবার ঐরূপ একটা ভ্রমপূর্ণ বাক্য বলিলে হঠাৎ তাঁহারাও ভুল করিতে পারেন। কথায় বলে মুনিগণের ও ভ্রম ঘটে।

সীমুলীয়া বর্ত্তমান গুড়গুড়ের খালের অপর পারে অর্থাৎ উত্তর দিকে। একথা বামুন পুকুরের যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া দিবেন। ঐ সীমুলীয়া হইতে সীমন্তিনী দেবীকে ক্রমে ক্রমে বামনপুকুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং উহার মূল স্থান বর্ত্তমান স্থানের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে। শ্রীমন্মহা-প্রভুর সময় ঐ থানে গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন না। পরে গঙ্গা কাঁকশিয়ালীর নিকট হইতে হঠাৎ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ঘুরিয়া সীমুলীয়া প্রথমতঃ ধ্বংশ করেন। পরে তারণবাস ও তাৎকালিক বেলপুকুর গ্রাম ধ্বংশ করেন। এমতে শ্রীযুত ব্রজমোহন দাসের গঙ্গাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বামন পুকুরের উত্তর ভাগে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে এবং তাঁহার অঙ্কিত মানচিত্র সর্ব্বৈব অসত্য পূর্ণ। ঐ ধারা ঐ স্থানে শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে হইতে পারে না তাহার আরো অনেক প্রমাণ আছে তাহা পরে দেখাইব। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস আধুনিক স্থানটীতে অর্থাৎ খালসেপাড়া বামনপুকুরে সীমন্তী দেবীকে

কথা আছে সীমলী দেবী একেবারে তাঁহার আদি স্থান হইতে বামনপুকুরে আসেন নাই। প্রথমত গুড়গুড়ের উত্তর পার হইতে ঐ খাদের দক্ষিণে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে আশ্রয় লন অর্থাৎ ঐ স্থানে তাঁহাকে সরাইয়া আনিয়া পূজা করা হইত। তথায় বহুকাল থাকিয়া অল্প কয়েক বৎসর মাত্র উঁহাকে বামনপুকুর গ্রামের মধ্যে থালসে পাড়ায় আনা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া দাসজী কলম ধরিয়া বামনপুকুরের নামান্তর সীমুলীয়া অক্লেশে লিখিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন নবদ্বীপের অনুসন্ধান করিতেছিলেন তখন ও উক্ত সীমলী দেবী গুড়গুড়ের খালের দক্ষিণে মাঠের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বেলপুকুরের ও ঐ রূপ অবস্থা। প্রথমত বেলপুকুর বামুনপুকুর গ্রামের ঠিক উত্তর ভাগে তারণ বাস গ্রামের সংলগ্ন ছিল। বেলপুকুরের ব্রাহ্মণগণ ঐ গ্রামের দক্ষিণ ভাগে বাসকরায় ঐ স্থানের নাম বামনপুকুর হইয়াছিল। নদীয়া নামটীকে ঐ রূপ বহু সংখ্যক লোক যেখানে যেখানে বাস করিতেছিলেন, সেই স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। বর্ত্তমান দেওয়ান গঞ্জ ও বাবলাঝাড়ি মধ্যবর্ত্তী কালে অর্থাৎ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দির দেওয়ান গঞ্জ হইতে অনেক দূরে পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। কুলিয়ার সমস্ত অংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গঙ্গার পূর্ব্বপারে ধোপাদিয়া গ্রামে সাথকুলিয়া নাম দিয়া কুলিয়ার নাম রক্ষা করা হইয়াছে। কথিত আছে শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে নদীয়া নগরের জনবাসীদিগের বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য রজকগণ ঐ ধোপাদি গ্রামে বাস করিত। তাহারা বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া গঙ্গাজল নষ্ট করিলে নদীয়া নগর বাসীর স্বাস্থ্য হানি হইবে জানিয়া ঐ নগরের দুই তিন ক্রোশ দক্ষিণে তাহাদিগের গ্রাম ও স্থান পত্তন হইয়াছিল। তাঁহাতেই বনকর ধোপাদি ও ধোপাদি সাথকুলিয়া মৌজার সৃষ্টি। জরিসডিক্সন লিষ্ট ও ম্যাপ দেখিয়া নিঃসন্দেহ

হউন। গৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকার ১৩২৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের ৩রা শ্রাবণ তারিখের যে পত্রখানি ছাপা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ঐ সাথকুলিয়ার ধোপার ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন এবং তাঁহারা তাঁহার বংশীয়গণের কেহ নহেন কারণ তিনিই লিখিয়াছেন যে "বর্ত্তমান সেই ব্রাহ্মণ বংশ আছেন কি না তাহা বলিতে পারি না॥" যখন তাহার সমস্ত কথা ঠেস দেওয়া কথা মাত্র তখন কি প্রকারে তাঁহার বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি, বরং তাঁহারই কথা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে বলি যে "কাল প্রভাবে যদি কেহ কেহ স্বার্থ পরবশ হইয়া সত্যের অপলাপ করিতে ইচ্ছা করেন, আমার বিশ্বাস তাঁহাদিগের সেই ইচ্ছা কথনও ফলবতী হইবে না।" শ্রীল বংশীবদনানন্দ কথনই ধোপাদি গ্রামে বাস করেন নাই। কারণ তিনি ধোপার ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁহার কুলিয়া গ্রাম কুলিয়া দহের স্থানে ছিল। ঐ কুলিয়া ভাঙ্গিয়া গেলে নদীয়া নগরটী গঙ্গার ধারে রুদ্রপাড়া ও বাবলাআড়ি প্রভৃতি স্থানে বসিয়া নদীয়া নগর নাম প্রাপ্ত হইল। এই নগরটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নগর নহে এবং ইহাই বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরাংশে (North East, North and North-West) অবস্থিত। ক্রমে যত বৎসর যাইতে লাগিল ততই ঐ নগরটীতে বহু অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। ট্যাভের্নিয়ার লিখিয়াছেন On the 19th February 1666, I passed a large town called Nadiya, and it is the furthest point to which the tide reaches. "Tavernier's Travels in India. Vol I.p. 133. প্রকাণ্ড সংস্কৃত টোল বাটী ও বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ সার উইলিয়াম্ জোন্স ও ভ্যালেন্সিয়া প্রভৃতি সাহেবেরা উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেখিয়াছিলেন। A very hand

hours in sight and bore from us at every point of the compass during this time." 1805. লোকে ভুল করিয়া বাবলা আড়ি স্থিত নদীয়া নগরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের প্রাচীন নদীয়া বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন। এদিকে গঙ্গা হঠাৎ বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইলেন। দেখিতে দেখিতে প্রাচীন বাবলাআড়ি হইতে গঙ্গাদেবী অনেক দূরে চলিয়া গেলেন। নবদ্বীপবাসীগণ গঙ্গাতীর ব্যতীত বাস করেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে বিপদাপন্ন হইয়া ঐ নব প্রবাহিত দক্ষিণমুখী ধারার পূর্ব্বতীরে গিয়া কুলিয়ার চরের পল্লীগুলিতে বসবাস তুলিয়া লইলেন এবং সেইখানে পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই তখন নবদ্বীপ বা নদীয়ানগর নাম দিয়া তাহাই প্রচার করিতে লাগিলেন। আবার ক্রমে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইলে বাবলাআড়ির অদূরে রামচন্দ্রপুরে গঙ্গার ধারা প্রাপ্ত হইয়া দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ ঐ স্থানকে উন্নত করিলেন। সেই জন্যই "Near Nadiya" অর্থাৎ নদীয়ার সন্নিকট কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাগ্য-[illegible] অত্যল্পকালের মধ্যেই দেওয়ানজী প্রতিষ্ঠিত রামসীতার মন্দির গঙ্গা দেবীর কৃপায় অতল জলে গর্ভস্থ ভূতলে শায়ী হইলেন। পূর্ব্ব পরিত্যক্ত বাবলাআড়িও ধ্বংশ হইল। সুতরাং বাবলাআড়ি, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি ঐ মধ্যবর্ত্তীকালের নবদ্বীপনগরবাসীগণ নূতন নূতন স্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। বর্ত্তমান কুলিয়া নগরস্থিত নবদ্বীপ জনপূর্ণ হইতে লাগিল এবং আর একটী ভূমিতে পুরাণগঞ্জও স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পৌত্র লালাবাবু বর্দ্ধমান কলেক্টারের সেরেস্তাদার পদ পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা বন্দবস্তের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেটী ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ। এদিকে রামচন্দ্রপুরের ভূমি সকল [illegible] কিশবৎ রামচন্দ্রপুর দেওয়ানজী করিয়া লইয়াছিলেন এবং যাহার

উঠিল। মন্দির গঙ্গাগর্ভে যাওয়ায় লালাবাবু রামচন্দ্রপুরস্থিত অন্যান্য ভূমি-গুলির রক্ষার আর কোনরূপ যত্ন করিলেন না। দুইবার তিনবার নিলামে উঠিয়া বিক্রীত না হইলে অগত্যা কলেক্টর সাহেব অন্য উপায় না দেখিয়া রামচন্দ্রপুরকে কিশমৎ ছাড়াইয়া প্রথমে উহাকে নিশ্চিন্তপুরের সহিত যোগ করিবার যত্ন করেন কিন্তু তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া অগত্যা শেষে উহাকে পরগণে বাগুয়ানের সামিল করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত গভর্ণমেণ্টের বোর্ডের কাগজ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত ব্রজ মোহন দাসের কল্পিত স্বপ্ন হইতে অথবা বাজে গুজব ("Is said to have been) হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাড়িপোতা স্থান কেহই বিশ্বাস করিবেন না। পুনরায় শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসকে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলি যে রামচন্দ্রপুরে শ্রীমন্মহা-প্রভুর জন্ম সম্বন্ধে কোন কথা যদি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মনে হইত তাহা হইলে উক্ত কিশমৎ লালাবাবু প্রাণপণে রক্ষা করিতেন এবং কোন কোন গভর্ণমেণ্টের রেকর্ডের কাগজে উহার কথা উল্লেখ থাকিত। আমরা এত কথা বলিতাম না, কেবল মাত্র কাকে কান লইয়া গেল বলিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস চীৎকার করিলে কানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কাককে দেখিবার ও ধরিবার জন্য যাহারা ব্যস্ত অর্থাৎ একটা মিথ্যা কথা প্রকাশ করিলে যাঁহারা সেই মিথ্যা কথাকে সমর্থন করিতে ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিলাম।

এক্ষণে পাঠকগণ! ভাল করিয়া কলিকাতা রিভিউর নদীয়া নগর সম্বন্ধে কয়েকটী কথা যাহা ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ৬নং ভলুমে ৪২২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে তাহা বিচার করিয়া দেখুন:—"The caprices of the river have not left a fragment of any building. In Lakshman's time it flowed at the west of the present town near Jahanagar, and old Nadia which was swept away by the river, lay to the

north of the existing Nadia" অর্থাৎ নদীর প্রকোপ কোন বাড়ীর কোন অংশই রক্ষা করে নাই। লক্ষ্মণের সময়ে বর্ত্তমান নগরের পশ্চিম দিয়া ব্রাহ্মণগাছির নিকটে উহা প্রবাহিত হইত এবং পুরাতন নদীয়া যাহা নদী কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরভাগে ছিল। ইহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে এই উদ্ধৃত অংশের লেখকের অনুসন্ধান অতীব অল্প। তিনি বলিয়াছেন নদীতে পুরাতন সহর একেবারে গৃহ শূন্য করিয়াছে। সেকথা আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ প্রাচীন নবদ্বীপের মধ্যে বল্লালঢিপি, কাজির বাড়ী প্রভৃতি স্থান গঙ্গা কিছুই করেন নাই এবং সেখানে পুরাতন গৃহের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। লক্ষ্মণের সময়ে বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপের পশ্চিমে ছাড়ি গঙ্গার ধারায় গঙ্গা প্রবাহিত হইত-একথাও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। উহা হণ্টার সাহেব শতাবধি বর্ষ পূর্ব্বে প্রবাহিত ছিল বলিয়াছেন। আরও দেখিতে পাওয়া যায় লক্ষ্মণের সময়ে বল্লালঢিপির নিম্নে পূর্ব্ব উত্তর দিকে যে সকল গঙ্গার ছাড় পাওয়া যায় তথায় গঙ্গা প্রবাহিত ছিল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে গঙ্গাকে বিদ্যানগর হইতে গঙ্গানগর হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে দেখা যায়। তাহার কিছুকাল পরে গুড়গুড়ের খাল হইয়া বল্লালঢিপির নীচ দিয়া জলকর দমদমা হইয়া গঙ্গা প্রবাহিত হন ও সেই সময়ে প্রাচীন নবদ্বীপ ভাঙ্গিয়া দেন। এই অতি প্রাচীন নবদ্বীপ বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপের পূর্ব্ব উত্তর কোণে অবস্থিত। এমতে বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরভাগে যে পুরাতন নবদ্বীপ গঙ্গা ভাঙ্গিয়া দেন সেকথা উপরিউক্ত অবস্থা বিচার করিলে বাবলাআড়িতে নব প্রতিষ্ঠিত নদীয়া নগরকে বুঝায় এবং নূতন কুলিয়ায় নবদ্বীপ পত্তন হইলে ঐ মধ্যবর্ত্তীকালের রুদ্রপাড়া বাবলাআড়ি নবদ্বীপকে পুরাতন নদীয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এমতে আমরা এই সকল লেখকের উপর

ঐ লেখক যে কতদূর অজ্ঞ তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়ছত্র পাঠ করিলে পাঠকগণ আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবেন। Caprices of the river প্রভৃতি কথা লিখিয়া তাহার নিম্নে তিনি এইরূপ অসঙ্গত বাক্যে কয়েকটী [illegible] লিখিয়াছেন :—"Chaitanya was born in Nudiya A. D. 1346, his father was a Baidik Brahman at 44 years of age he was persuaded by Adwaita to beceme a mendicant, to forsake his wife and go to Benares ; he then formed a sect, teaching them to renounce a secular life, to eat with all those who are Vaishnavas, he allowed widows to marry ; the Ghosains are his successors ; এই বাক্যগুলি সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিরুদ্ধ বাক্যও এতই জঘন্য যে আমরা উহাকে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া আমাদিগের লেখনীকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের নিকট ঐ প্রবন্ধ প্রমাণ স্থির হইয়াছে। সকলেই জানেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে অবতীর্ণ হন অর্থাৎ ইংরাজী যেটী (1486 A. D.) ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ। তিনি ২[illegible] বৎসর কাল গৃহে ছিলেন, [illegible] বৎসর থাকেন নাই, তিনি বারাণসীতে গিয়া বাস করেন নাই এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করান নাই। এতগুলি মিথ্যাবাক্য যে ব্যক্তি একটী প্রবন্ধে লিখিতে পারেন শ্রীব্রজমোহন দাস ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কি করিয়া মান্য করিয়া তাঁহার লেখাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ব্রজ মোহন দাস অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া যেমন বামনপুকুরকে সীমন্তী দেবীর স্থান স্থির করিয়া সীমুলীয়া করিতে চাহেন সেইরূপ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ১৩২৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায় "শ্রীশ্রীগৌর সুন্দর, নদীয়া নগর সংস্কারের প্রস্তাব" প্রবন্ধে [illegible] পৃষ্ঠায় লিখিলেন যে বর্ত্তমান নদীয়া নগরের উত্তর [illegible]

পশ্চিমস্থ "জান্নগরের" নিকট দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন এ সম্বন্ধে একটী ইংরাজী প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"The caprices etc. .... Nadia" এই সকল অসঙ্গত প্রমাণ লইয়া তাঁহার যুক্তি ও বিচার। তাঁহার কিছুতেই চক্ষু ফুটে না। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "Little knowledge is dangerours. Empty vessels sound much" এবং আমাদের দেশেও লোকে কথায় কথায় বলে "শফরী ফরফরায়তে"। প্রাচীন নবদ্বীপ বিষয়ে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের গভীর গবেষণা থাকিলে ঐরূপ ভুয়ো কথা লইয়া তিনি চেঁচাইতে পারিতেন না। তাহা হইলে আপনা আপনি ঐরূপ ক্রিয়ায় লজ্জা বোধ করিতেন। তিনি পুরাতন নদীয়াকে মধ্যবর্ত্তীকালের বাবলা-আড়ির নূতন নদীয়া মনে করিতে পারেন নাই। তাহা আমাদের দুর্ভাগ্য। হণ্টার সাহেব এ সম্বন্ধে অনেকটা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহার "Statistical Account of Bengal" পুস্তকে বলেন যে:—"The caprices and changes of the river have not left a tree of old Nadia. * * The site of the ancient town is partly "char" land and partly forms the bed at the stream that flows to the north of the present town. অর্থাৎ নদীর প্রকোপে ও পরিবর্ত্তনে পুরাতন নদীয়ার একটী বৃক্ষ পর্য্যন্ত রাখে নাই। পুরাতন নদীয়ার স্থানটী কতকাংশ এক্ষণে চর ভূমিতে পরিণত এবং অন্য কতকাংশ বর্ত্তমান সহরের উত্তর ভাগে প্রবাহিতা নদীগর্ভে নিহিত। এই কথা গুলি সমস্তই সত্য কারণ এখানে পুরাতন নবদ্বীপ অর্থে বাবলাআড়ীতে যে নবদ্বীপ মধ্যবর্ত্তীকালে বসিয়াছিল তাহাকেই বুঝাইতেছে। সেই বাবলা-আড়িস্থিত সহরের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই এবং তাহার অধিকাংশই হণ্টার সাহেবের সময়ে গঙ্গাগর্ভে ছিল। অতি প্রাচীন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ গঙ্গার দ্বারা ধ্বংস হইলেও তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন এখনো [illegible]

রহিয়াছে। শ্রীমায়াপুরের বৃক্ষগুলি রেণেলের চিত্রে প্রদর্শিত আছে। আবার প্রাচীন মায়াপুর বর্ত্তমান-বামনপুকুরে চাঁদকাজির সমাধির উপরে সুপ্রাচীন গোলোক চাঁপার গাছ আছে। বল্লালঢিপি, বল্লালদীঘি, মহাপ্রভুর বাড়ী, খোলভাঙ্গার ডেঙ্গা, বিশ্রামস্থল প্রভৃতি স্থান গুলি জাজ্বল্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। চক্ষু থাকিলেই দেখিতে পাওয়া যায় কারণ ঐ সকল স্থান এখনো বর্ত্তমান। হণ্টার সাহেবের লিখিত পরবর্ত্তী কথা গুলি বিচার করিলে তিনি যে বাবলা-আড়িকেই পুরাতন নবদ্বীপ বা নদীয়া বলিয়া জানিতেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। "The Bhagirathi" once held a westerly course, and old Nadia was on the same side with Krishnagar, but about the *begining of this century* the stream changed and swept the town away. অর্থাৎ ভাগীরথী এক সময়ে পশ্চিম বাহিনী ছিল এবং পুরাতন নদীয়া (উক্ত বাবলাআড়িস্থিত নদীয়া) কৃষ্ণনগরের দিকে ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দির প্রথমে স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং পুরাতন নগরটীকে (অর্থাৎ উক্ত বাবলাআড়িকেই ধুইয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহাতে দেখিতে পাইবেন যে গঙ্গা বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমাংশ হইতে যে সময়ে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ নির্ম্মিত রামসীতার মন্দির ভাঙ্গেন সেই সময়ে বাবলাআড়িস্থিত নদীয়ানগরকে নষ্ট করেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে বৈষ্ণব সমাজমুকুটমণি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিগত শতাব্দিতে যে সময়ে নবদ্বীপধামের স্থানগুলি বহু যত্নে অনুসন্ধান করিতেছিলেন সেই সময়ে কয়েকজন ব্যক্তি, যাঁহারা বাবলাআড়িস্থিত সুবৃহৎ নদীয়া নগর গঙ্গা নদীর দ্বারা ধ্বংস হইতে দেখিয়াছিলেন, জীবিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত নবদ্বীপ মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক বৃদ্ধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া গ্রামে গ্রামে গিয়া নূতন তথ্যানুসন্ধানে দৃঢ়রূপে প্রবৃত্ত হন। যেমন সীতা অন্বেষণে রামচন্দ্র "প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল সর্ব্বত্র দেখেন

(ক্রমশঃ)

সন ১৩২৪ সালের

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১

জমার হিসাব—

গতবর্ষের বাকী জমা	১৭৮।৵১০
শ্রীমায়াপুর গ্রন্থাগারের বাকী টাকা মজুত	২৭২ ৻১৫
১৩১৮ সালে মন্দির সংস্কারে ও গৃহবৃদ্ধিকল্পে রক্ষিত	২৫০৲
১৩১৯ সালে ঐ বাবদ রক্ষিত	২০০৲
বিগত বর্ষে অর্থাৎ ১৩২৩ সালে এমারত সংস্কারে ও বৃদ্ধিকল্পে রক্ষিত	১৩৩৵১২॥
উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয়	৩৸৵০
শ্রীযুত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর	৩০০৲
✓ লক্ষ্মীমণি দাসী	৩০৲
শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম, এ, বি, এল	২০৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র	২০৲
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৲
শ্রীমতী নৃপেন্দ্র বালা চৌধুরাণী	১৫৲
শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী	১০৲
শ্রীযুক্ত বিরজাপ্রসাদ দত্ত	১০৲
" রাধামাধব নারায়ণ হিকিম	১০৲
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত	১০৲

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী (চাতরা)	১০৲
শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ	৭৲
,, বনমালীদাস ভক্তানন্দ	৭৲
,, অন্নদাপ্রসাদ নারায়ণ বাবু	৬৲
,, অমর নাথ বসু	ঐ
,, অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু	ঐ
,, কুঞ্জবিহারী পাইন ভক্তসুহৃৎ	ঐ
,, চারুচন্দ্র মিত্র	ঐ
,, তারিণী চরণ সমাদ্দার (গোলোকগত)	ঐ
,, নকুলেশ্বর রায়	ঐ
,, ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ	ঐ
,, বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম	ঐ
,, শৈলজাপ্রসাদ দত্ত, এল, এম ই	ঐ
,, ডাক্তার সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মজুমদার, এল, এম এস	ঐ
,, হরিদাস চক্রবর্ত্তী	ঐ
,, হীরালাল বিশ্বাস ভক্তিভূষণ	ঐ
শ্রীমতী অমৃতকুমারী দাসী	ঐ
শ্রীযুক্ত ভক্তিবিলাস মহাশয়ের আত্মীয়	৫৲
,, কুঞ্জবিহারী দে বি, এল	৫৲
,, কুমুদকান্ত ভৌমিক	ঐ
,, গয়ারাম ঘোষ	[illegible]
,, গুরুপ্রসাদ আচার্য্য	ঐ
,, নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন	ঐ
,, ছুনিয়ালাল মল্লিক	ঐ

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সাউ	৫৲
„ বিহারীলাল মজুমদার	ঐ
„ শচীন্দ্র নাথ নায়ক	ঐ
„ সখীচরণ রায়	ঐ
„ স্বপ্নেশ্বর ভোগ	ঐ
শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র	ঐ
„ নৃপেন্দ্রবালা চৌধুরাণীর বধুমাতা	ঐ
„ সৌদামিনী ঘোষ	ঐ
শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন	৪৲
„ গোষ্ঠবিহারী আঢ্য	৪৲
„ নৃসিংহচরণ অধিকারী	ঐ
„ ভুজঙ্গ ভূষণ মিত্র	ঐ
„ রাখালচন্দ্র ঘোষ	ঐ
শ্রীমতী ইন্দুবালা ঘোষ	ঐ
„ সৌদামিনী ঘোষ	ঐ
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী	৩৲
„ ক্ষেত্রমোহন [illegible]	৩৲
„ পার্ব্বতীচরণ দাস	৩৲
„ পুলিন বিহারী মিত্র	ঐ
„ হরিপদ সেন বি, এ,	ঐ
„ সীতানাথ শিকদার	ঐ
শ্রীযুক্ত অক্ষয় ভূষণ গাঙ্গুলী	২৲
„ অচ্যুতানন্দের মাতা	২৲
„ অনন্তচরণ দাস	২৲

শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মাইতি	২৲
,, কমল লোচন সাহু	ঐ
,, কৃষ্ণবিনোদ রায়	ঐ
,, গোলোক নাথ নায়ক	ঐ
,, চন্দ্রমোহন প্রধান	ঐ
,, জনার্দ্দন ঘোষ	ঐ
,, জানকী নাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ
,, ত্রৈলোক্য নাথ রায় সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য	ঐ
,, দাশরথি ঘোষ	ঐ
,, ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
,, নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	ঐ
,, নিত্যসখা মুখোপাধ্যায়	ঐ
,, নিত্যানন্দ দাস	ঐ
,, নৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায়	ঐ
,, পঞ্চানন হালদার	ঐ
,, প্রিয়নাথ সেন	ঐ
,, যদুনাথ ঘোষ	ঐ
,, যোগীন্দ্র কুমার বসু ভক্তিপ্রদীপ, বি, এ	ঐ
,, যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ	ঐ
,, রজনী কান্ত ব্রহ্ম	ঐ
,, রবীন্দ্র নাথ দত্ত	ঐ
,, তাঁহার মাতা	ঐ
,, রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ
,, রাধানাথ ঘোষ	ঐ

শ্রীযুক্ত রামকানাই সাহা	২৲
,, রামগোপাল দত্ত এম, এ	ঐ
,, রামদয়াল আঢ্য	ঐ
,, রাস বিহারী সাহা	ঐ
,, ললিতমোহন সাহা	ঐ
,, বিষ্ণুদাস কর	ঐ
,, ব্রজেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র	ঐ
,, হারাধন সর্দ্দার	ঐ
,, হীরালাল গোস্বামী	ঐ
,, হেমচন্দ্র মিত্র	ঐ
,, শ্রীপতি চরণ রায়	ঐ
,, সূর্য্যকুমার বসু	ঐ
শ্রীমতী কুসুম কুমারী দেবী	ঐ
,, প্রমোদিনী ঘোষ	ঐ
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে	১॥০
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী হালদার	১।০
শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ	১৲
,, অতুল কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী	ঐ
,, অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ
,, অভিরাম অধিকারী	ঐ
,, অমরেন্দ্র নাথ সোম	ঐ
,, অযোধ্যানাথ রায়	ঐ
,, অরবিন্দ দত্তের মাতা	ঐ

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মৌলিক ১৲
„ ইন্দ্র কুমার সাহা ঐ
„ ইন্দ্র ভূষণ রায় ঐ
„ উমাপ্রসাদ মিত্র ঐ
„ উমেশ চন্দ্র রায় ঐ
„ একাদশী সাহু ঐ
„ কাঙ্গালী চরণ সাউ ঐ
„ কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায় ঐ
„ কুঞ্জলাল সেন গুপ্ত ঐ
„ কুমার প্রসন্ন ঘোষ মজুমদার ঐ
„ কুড়ান [illegible] পাত্র ঐ
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ঐ
„ কৈলাসচন্দ্র দে ঐ
„ ক্ষেত্র মোহন দাস ঐ
„ গগনের মাতা ঐ
„ গদাধর মহান্তি ঐ
„ গিরীন্দ্র নাথ রায় ঐ
„ গোপাল চন্দ্র দাস ঐ
„ গোপীনাথ সাউ ঐ
„ গোপীনাথ সাহা ঐ
„ গোলোকনাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিগিরি ঐ
„ গোষ্ঠবিহারী দে ঐ
„ চন্দ্রকান্ত দাস ঐ
„ তারিণীচরণ ভক্তিভূষণ ঐ

শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্র চন্দ্র দাস	ঐ
,, দেবেন্দ্র দাসের মাতা	ঐ
,, দেবেনের মাতা	ঐ
,, দেবেন্দ্র নাথ গুহ	ঐ
,, দ্বারকানাথ কর্ম্মকার	ঐ
,, নটবর বাবুর মাতা	ঐ
,, ঐ পিসিমাতা	ঐ
,, নটবর দাস অধিকারী	ঐ
,, ননীগোপাল রায়	ঐ
,, নিত্যানন্দ মাইতি	ঐ
,, নিত্যানন্দ মাইতি ?	ঐ
,, নৃসিংহ চরণ অধিকারী	ঐ
,, পঞ্চানন সাহা	ঐ
,, পরমেশ্বর সাহা	ঐ
,, পীতাম্বর দাস	ঐ
,, পূর্ণচন্দ্র দত্ত	ঐ
,, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	ঐ
,, প্রকাশচন্দ্র দত্তের মাতা	ঐ
,, প্রভাস চন্দ্র ঘোষ	১৲
,, প্রমথ নাথ ঘোষ	১৲
,, প্রমোদ কুমার গুহ ঠাকুরতা	১৲
,, প্রমোদ গোপাল দাস মহাপাত্র	১৲
,, ভগীরথ সেন	১৲
,, ভাগবত চন্দ্র পাল	১৲

শ্রীযুক্ত ভিখারীচরণ দাস	১৲
" মতিলাল নন্দী	১৲
" মথুর মোহন মান্না	১৲
" মধুসূদন ভুঞা	১৲
" মণীন্দ্র নাথ দত্ত	১৲
" মহেন্দ্র নাথ সরকার	১৲
" মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়	১৲
" মুক্তারাম ঘোষ	১৲
" মুচিরাম পাত্র	১৲
" মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্রী	১৲
" যতীন্দ্র নাথ সামন্ত	১৲
" রঘুনাথ পাল	১৲
" রঘুনাথ দাস	১৲
" রজনী কান্ত সাহু	১৲
" রসিকলাল দত্ত	১৲
" রাধাবল্লভ সাহা	১৲
" রাধিকা প্রসাদ শেঠ	১৲
" রামনারায়ণ সিংহ	১৲
" রামানন্দ আঢ্য	১৲
" রেবতীমোহন গোস্বামী	১৲
" ললিত গোপাল দাস মহাপাত্র	১৲
" বঙ্কবিহারী দাস	১৲
" বঙ্কবিহারী কর্ম্মকার	১৲
" বলাই চাঁদ দাস	১৲

শ্রীযুক্ত বিনোদগোপাল দাস মহাপাত্র ১৲
" বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় ১৲
" বিপিন বিহারী দাস ১৲
" বিপিন বিহারী সদান্দার ১৲
" বিহারী লাল কুণ্ডু ১৲
" বীরেন্দ্র নাথ মণ্ডল সেনাপতি ১৲
" বৈকুণ্ঠ নাথ বাচস্পতি ১৲
" বৈকুণ্ঠ নাথ সেন গুপ্ত ১৲
" ব্রজমোহন দাস ১৲
" হরপ্রসাদ জানা ১৲
" হরলাল সাহা ১৲
" ঐ স্ত্রী ১৲
" হরিচরণ দাস ১৲
" হরিদাস অধিকারী ১৲
" হরিমোহন রায় চৌধুরী ১৲
" হীরালাল ঘোষ ১৲
" হেম চন্দ্র ঘোষ ১৲
" হেম চন্দ্র ভড়ের স্ত্রী ১৲
" শরচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ঐ
" শশধর দত্ত সরকার ঐ
" শশীভূষণ প্রামাণিক ঐ
" শশীভূষণ সরকার ঐ
" শশীভূষণ সাহু ঐ

শ্রীযুক্ত শিবনাথ রায় চৌধুরী	১\
" শিশুপাল দত্ত	ঐ
" শীতলচন্দ্র সরকার	ঐ
" শ্যামদাস ব্রহ্মচারী	ঐ
" শ্যামসুন্দর সরকার	ঐ
" শ্রীধরচরণ সাহু	ঐ
" শ্রীনাথ দাস	ঐ
" সতীশচন্দ্র রায়	ঐ
" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
" সত্যেন্দ্রনাথ বসু	ঐ
" সনাতন দাস	ঐ
" সীতানাথ পোদ্দার	১\
" সুরেন্দ্র বাবুর মাতা	১\
" সুরেন্দ্রনাথ দে	১\
" সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১\
" সূর্য্যকুমার মিত্র	১\
" সৌমেন্দ্রনাথ দত্ত	১\
শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী	১\
" কুসুম কুমারী বসু	১\
" গরবিণী দেবী	১\
" গঙ্গামণি চৌধুরাণী	১\
" দাক্ষায়ণী দাসী	১\
" দ্যুতিকা দেবী	১\
" পটলীর মাতা	১\

শ্রীমতী প্রিয়তমা বসু	১৲
,, মতি	১৲
,, মৃণালিনী দেবী	১৲
,, মোক্ষদা	১৲
,, রাজলক্ষ্মী বসু	১৲
,, বিনোদিনী দাসী	১৲
,, বিরাজ মোহিনী মজুমদার	১৲
,, ঐ সঙ্গের লোক	১৲
,, সতু দাসী	১৲
,, সরোজিনী বক্সী	১৲
,, সুখদাসুন্দরী বসু	১৲
,, স্বর্ণলতা	১৲
,, হেমন্ত কুমারী ঘোষ	২৲
,, জনৈক স্ত্রীলোক	১৲
[illegible] টাকার অনধিক প্রণামী	৫০/১৭৷৹
১৯শ বর্ষের সজ্জন তোষণী পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা আদায়	১২৬৲
২০শ বর্ষের ঐ বাবদ আদায়	১১৯৲
	২৩০৮৷৴১৫

খরচের হিসাব—

সেরাফ ও নহবৎ খানা ইত্যাদিতে	৩৫।৴১৫
বাসন ও অঙ্গরাগাদিতে	২৬৶১০
গান কীর্ত্তনাদিতে	১৫৭৷৶০
ভোগরাগাদিতে	২৫৯৷২৷

আলোক সজ্জা, পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয়	১১০৷৵২৷
অধ্যাপক সম্মান, ডাক ও মুদ্রাঙ্কণাদিতে	৩৭।৵১৭
জমীর খাজনা	৷১৫
শ্রীমূর্ত্তিদিগের দৈনিক সেবা	৩০০৲
সজ্জন তোষণী পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়	
১৯শ বর্ষের দরুণ কাগজ খরিদ	২০৬।৵০
৩১।০ ফরমা ৫৲ হিঃ ছাপাই খরচ	১৫৬।০
ঐ বাঁধাই খরচ	২০৷৶৫
সভ্য ও গ্রাহকগণের নিকট পাঠাইতে ডাক ইত্যাদি খরচ	৯৪৸০
২০শ বর্ষের দরুণ কাগজ	১৬২৲
২৭৷০ ফরমা ৬৲ হিসাবে ছাপাই খরচ	১৬৫৲
ঐ বাঁধাই খরচ	১২।১৫
সভ্য ও গ্রাহকগণের নিকট পাঠাইতে ডাক ইত্যাদি খরচ	৭২৷০
এমারত সংস্কারে ও বৃদ্ধিকল্পে রক্ষিত	২৮০৵১৫
মজুত	২১১৲
	২৩০৮৷৵১৫

প্রকাশ থাকে যে আরও কতিপয় জমা খরচ হিসাব এখন পর্য্যন্ত হস্তগত না হওয়ায় এই হিসাবে সংযুক্ত হইতে পারে নাই। আগামী বর্ষের হিসাবে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীরাধিকা প্রসাদ দত্ত সহকারী সম্পাদক
শ্রীমণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃৎ হিসাব রক্ষক
শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ
শ্রীবসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম আয়ব্যয়পরীক্ষকদ্বয়
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরসরাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮৩ পৃষ্ঠার পর)

পূরবে যমুনাতীরে করেছিনু যেতে মানা,
বলেছিনু মোরা সেথা কালিয়া পেতেছে থানা ;
পড়িবি বিষম ফেরে যাস্‌নে যাস্‌নে রাই,
তাহার সমান শঠ ত্রিভুবনে আর নাই।
অমল শারদ শশী কৃষ্ণের বদন খানি,
নারী বধিবার ফাঁদ অপরূপ হেন মানি।
তাহে মৃদুস্মিত চারু সুভঙ্গিম বক্রেক্ষণ,
দেখিলে কি কভু স্থির রহে রমণীর মন ?
যে দিন সম্মুখে তার পড়িবি লো কমলিনি,
ঘটিবে অনর্থ ঘোর হবি কুলকলঙ্কিণী।
তখন যে বলেছিলে বড় গরবের ভরে,
যমুনার জলে যাব হেরিব মুরলী ধরে
হ'তে হয় কলঙ্কিণী না হয় হইব তাই,
তোরা এত জ্বলা দিস্ কেন মিছা, কি বালাই !
পূরেছে তোমার সাধ, রমণিমানসহর
নবীননীরদশ্যাম নন্দকুলসুধাকর
হেরিয়াছ প্রাণ ভরি তপনতনয়াতীরে,
এখন কাঁদগো রাধে, তিতি নয়নের নীরে।
আপনি সোহাগভরে পরশরতন মানি,
তীব্রজ্বালা অগ্নিমুখে স'পিয়াছ হাতখানি ;

বিচিত্র প্রণয়হার আঁখিলোভা মনোহর,
পরেছ আদর করি নিজ হাতে কণ্ঠোপর;
আগে ত জানিতে সখি প্রণয়ের গুপ্ত বিষ
অঙ্গার করিবে হিয়া পোড়াইয়া অহর্নিশ।
জানিয়া শুনিয়া যেই নিজ হাতে বিষ খায়,
বল দেখি শশিমুখি, আছে তার কি উপায়?
যেই দিন হ'তে সখি, জীবন-যৌবন-মন
শ্যামে অনুরাগভরে করিয়াছ উৎসর্জন
সেই দিনে পুষিয়াছ হৃদয়ে বিষম জ্বালা,
সেই দিনে করিয়াছ আঁখিনীর কণ্ঠমালা।
শ্যামের উদ্ভট প্রেম এই তার চির রীতি,
"হায় হায় প্রাণ যায়" এই রব নিতি নিতি।
অন্য পীরিতির ক্রম খ্যাত সর্ব্ব চরাচর,
শান্ত হয় প্রেমতৃষা প্রেমাস্পদে পেলে পর।
কিন্তু হায় যার পায় করিয়াছ আত্মদান,
কোটিবার হেরিলেও সুধাময় সে বয়ান,
তথাপি তাপিত প্রাণ ক্ষণতরে জুড়াবেনা,
সান্নিপাতি প্রেমতৃষা তিল আধ মিটিবেনা;
বুকের ভিতরে বুক তাহার ভিতরে বুক
কোটিকল্প যুগ সেথা রাখি না পাইবে সুখ।
হায়, সখি, কি কুক্ষণে মোদের বচন ঠেলি
কালো যমুনার জলে সাঁঝের বেলায় গেলি।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি তবে চারুচন্দ্রাননা
অধোমুখে নীরবিল্লা মুছি তপ্ত অশ্রুকণা।

নীরবে সঙ্গিনিগণ কাঁদিলেন বেদনায়,
নিশীথ-সমীর ক্ষোভে ব'লে গেল "হায় হায়!"
কমল নয়ন তুলি ইন্দীবরমুখী রাই
বলিতে লাগিলা তবে সখিগণমুখ চাই।

রাধার মরম-ব্যথা,
সহচরিগণ, শুন দিয়া মন,
নিগূঢ় গোপন কথা।
হ'য়ে কুলবতী কেন,
ধরম-করম, সরম-সম্ভ্রম,
দলিনু দুপায় হেন।
সতীত্ব পরম ধন,
কোন্ গরবিনী কুলের কামিনী
ছাড়িতে করে লো মন?
কুলটা-কলঙ্ক-হার,
লোক-লাজ-ভয়, ত্যজি সমুদয়,
পরিতে বাসনা কার?
তোরা ত সুহৃদ বটে,
তোদের বারণ, করিয়া হেলন,
কেনবা যমুনাতটে
পরম-পুরুষের পায়
জীবন যৌবন করিতে অর্পণ
গেছিনু ছুটিয়া হায়!
একদা আধেক রাতে
ভাঙিল স্বপন; উঠিনু তখন,

বসিনু কপোল হাতে।
হৃদয়ে কি যেন নাই ;
কি যেন লো ছিল, কোথা লুকাইল,
ভাবিয়া কিছু না পাই।
ক্রমশঃ বাড়িল ধীরে
অজ্ঞাত-স্বভাব কি এক অভাব ;
ভাসিনু নয়ন-নীরে।
সংসার গরল-ভরা ;
দেখিলাম হায়, গরল-বন্যায়
ভাসিয়া চ'লেছে ধরা।
পরাণ মাগিছে সুধা ;
সংসার গরল ঢালি অবিরল
সাধিছে মিটাতে ক্ষুধা।
হায় লো স্বজনিগণ,
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ঝাঁপিলাম দু'নয়ন।
অঝোরে বহিল ধারা ;
হৃদয়,মাঝার মহা হাহাকার
করিল আপনা-হারা।
তুলি আঁখি কতক্ষণে,
[illegible] চন্দ্রকর, স্নিগ্ধ মনোহর,
দেখিলাম বাতায়নে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমরনাথ মিত্র, বালেশ্বর।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।
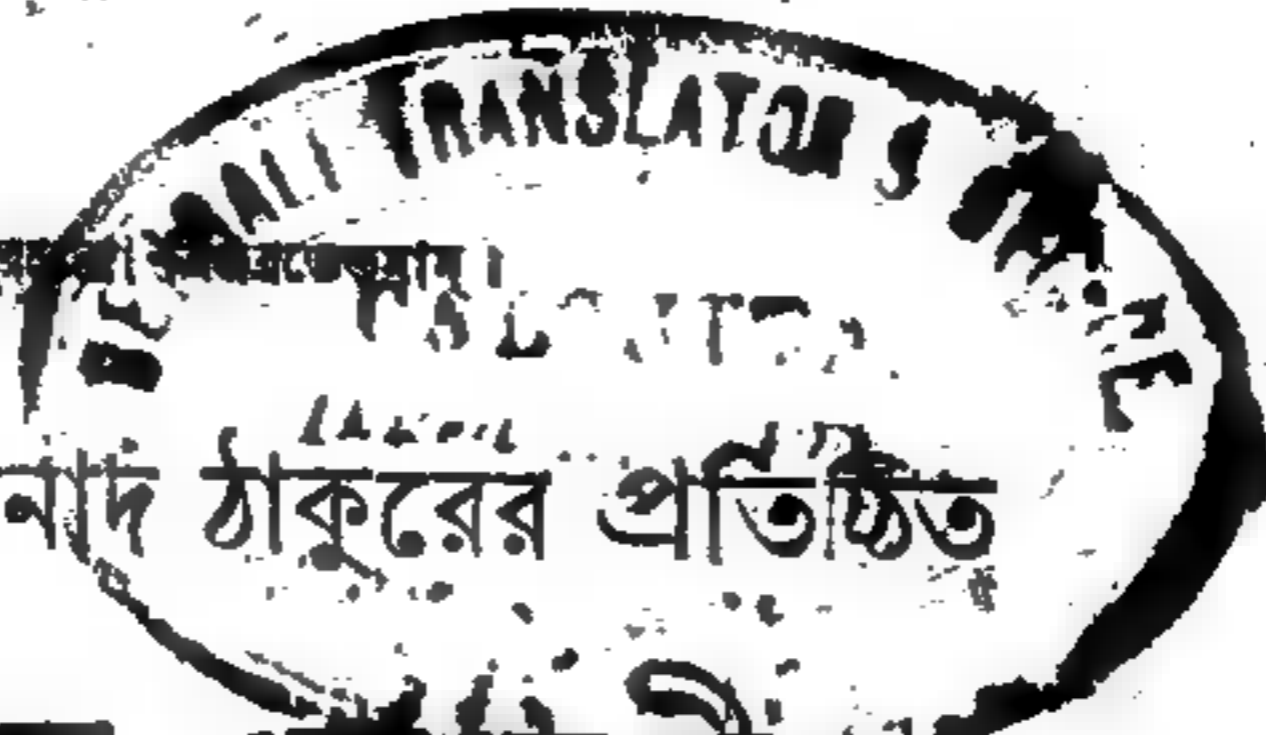
২১শ বর্ষ } পদ্মনাভ ৪৩২ { ৭ম, সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—স্থির।

আত্মার ধর্ম্ম অচঞ্চল। মন ও দেহের ধর্ম্ম পরিণামশীল। অনিত্য পরিণামশীল বস্তু কখনই স্থির নহে। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। দেহ নিত্য নহে, মনও অনিত্য বস্তু হইতে স্বীয় অনুশীলনীয় বৃত্তি সংগ্রহ করে সুতরাং তাহারা উভয়েই অস্থির।

তাৎকালিক বৃত্তির তাড়নায় দেহ ও মন নানাপ্রকার প্রারম্ভের আবাহন করে। চাঞ্চল্য রহিত হইলে নিত্যধর্ম্ম স্থিরতা আত্মায় উপলব্ধি হয়। ভগবদ্ভক্ত পরিণামশীল অসৎ বস্তুতে প্রবৃত্ত হন না। ভগবৎ সেবায় চিত্তবৃত্তি

মনোরথ অস্থির বস্তুর সেবায় ধাবিত হয় তৎকালাবধি তাহার নিত্যত্বের বা স্থিরতার সম্ভাবনা নাই। হরিসেবাপর সজ্জন সকল সময়েই স্থির। স্থির বস্তু ভগবান্ স্থির প্রকৃতি সজ্জনের অনুকূল অনুশীলনের বস্তু।

পতঞ্জলী ঋষির যোগদর্শন আলোচনা করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন কৃত্রিম উপায় দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে। আবার ঈশ্বর প্রণিধান ফলে চিত্ত স্থির হয়। শমদমাদির অভ্যাস ফলে যে স্থিরতার উদ্দেশ করা হয় তাহা পরিণামশীল ও অস্থিরতার পূর্ব্ববৃত্তি। বাস্তবিক স্থিরতা, নিত্য বস্তু ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইলে অন্য অনিত্য বৃত্তির যোগে, সম্ভাবনা হয় না।

অন্যাভিলাষী কর্ম্মী বা জ্ঞানী কেহই স্থির নহেন। তাহারা নিজ নিজ অভাবে সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া সুস্থির হইবার জন্য বিভিন্ন কাল্পনিক অনিত্য অস্থিরতার আবাহন করেন মাত্র। আপনাদিগকে অভাবগ্রস্ত দুঃখী জ্ঞানে স্ব স্ব বাঞ্ছিত বস্তু লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়ান। বিশেষতঃ সাধন ও সাধ্যে বৈষম্য থাকিলে অস্থিরতাই শেষ ফল হয় অর্থাৎ উপায় উপেয়ের পার্থক্য নিত্যত্বের ব্যাঘাৎ করে।

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীরঘুনাথ দাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন স্থির হইয়া ঘরে যাও না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল। সকল কার্য্যেই স্থিরতার প্রয়োজন আছে। ধৈর্য্য বিশিষ্ট না হইলে ভক্তি সুষ্ঠুতা লাভ করে না। অন্যান্য ধর্ম্মে অনিত্য ও অস্থিরতা আছে। সজ্জনগণ তাহাতে প্রমত্ত নহেন। সজ্জনগণ সকল অনুষ্ঠানেই ধীর। সজ্জনগণকেই একমাত্র বিশ্বাস করা যায়। তাঁহাদের দৃঢ়তাই জগতের আদর্শ।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৩।

বিষ্ণু ৪৩৩ চৈত্র ১৩২৫ মার্চ্চ ১৯১৯

১ বিষ্ণু ৩ চৈত্র ১৭ মার্চ্চ সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।১৩ অস্ত ৬।৫ কৃষ্ণ প্রতিপৎ রাত্রি ১০।২৫ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ১১।৪৭

২ বিষ্ণু ৪ চৈত্র ১৮ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উ ৬।১২ অ ৬।৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রাঃ ১১।১৪ হস্তানক্ষত্র ১।৫৮

৩ বিষ্ণু ৫ চৈত্র ১৯ মার্চ্চ বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৬।১১ অ ৬।৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ২।১৫ চিত্রানক্ষত্র ৪।২৭

[illegible] বিষ্ণু ৬ চৈত্র ২০ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৬।১০ অ ৬।৬ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৪।২২ স্বাতী ৭।৩

[illegible] বিষ্ণু ৭ চৈত্র ২১ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।৯ অ ৬।৬ কৃষ্ণ পঞ্চমী দিবারাত্র বিশাখা রা ৯।৩৭

৬ বিষ্ণু ৮ চৈত্র ২২ মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।৮ [illegible] ৬।৭ কৃষ্ণ পঞ্চমী প্রাতে ৬।১৯ অনুরাধা রা ১১।৫৯

৭ বিষ্ণু ৯ চৈত্র ২৩ মার্চ্চ রবিবার বাসুদেববার উ ৬।৭ অ ৬।৭ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৮।৪ জ্যেষ্ঠা ২।২

৮ বিষ্ণু ১০ চৈত্র ২৪ মার্চ্চ সোমবার সঙ্কর্ষণবার উ ৬।৬ অ ৬।৭ কৃষ্ণ সপ্তমী ৯।২৫ মূলা রা ৩।৩৫

[illegible] বিষ্ণু ১১ চৈত্র ২৫ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উ ৬।৫ অ ৬।৮ [illegible] অষ্টমী ১০।২০ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৪।৪৩

১০ বিষ্ণু ১২ চৈত্র ২৬ মার্চ্চ বুধবার অনিরুদ্ধবার উ ৬।৪ অ ৬।৮ কৃষ্ণ নবমী ১০।৪৪ উত্তরাষাঢ়া রা ৫।২১

১১ বিষ্ণু ১৩ চৈত্র ২৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উ ৬।৩ অ ৬।৯ কৃষ্ণ দশমী ১০।৩৬ শ্রবণা রা ৫।৩০

১২ বিষ্ণু ১৪ চৈত্র ২৮ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উ ৬।২ অ ৬।৯ কৃষ্ণ একাদশী ৯।৫৯ ধনিষ্ঠা রা ৫।১০ একাদশীর উপবাস।

১৩ বিষ্ণু ১৫ চৈত্র ২৯ মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উ ৬।১ অ ৬।৯ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৮।৫৫ শতভিষা রা ৪।২৮ শ্রীমহাপ্রভুর বরাহনগরে আগমনোৎসব ঠাকুর গোবিন্দ ঘোষের তিরোভাব।

১৪ বিষ্ণু ১৬ চৈত্র ৩০ মার্চ্চ রবিবার বাসুদেববার উ ৬।০ অ ৬।১০ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৭।২৫ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৫।৩৮ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৩।২৩

১৫ বিষ্ণু ১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।০ অ ৬।১০ অমাবস্যা রা ৩।৩৪ উত্তরভাদ্রপদ রা ২।৫

এপ্রিল ১৯১৯

১৬ বিষ্ণু ১৮ চৈত্র ১ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৮ অ ৬।১০ গৌর প্রতিপৎ রা ১।১৮ রেবতী রা ১২।৩৪

১৭ বিষ্ণু ১৯ চৈত্র ২ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৭ অ ৬।১১ গৌর দ্বিতীয়া রা ১০।৫৫ অশ্বিনী রা ১০।৫৭

১৮ বিষ্ণু ২০ চৈত্র ৩ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫৬ অ ৬।১১ গৌর তৃতীয়া রা ৮।৩০ ভরণীনক্ষত্র রা ৯।১৭

১৯ বিষ্ণু ২১ চৈত্র ৪ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৫ অ ৬।১২ গৌর চতুর্থী সন্ধ্যা ৬।৭ কৃত্তিকা রা ৭।৪০

২০ বিষ্ণু ২২ চৈত্র ৫ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৪ অ ৬।১২ গৌর পঞ্চমী ২।৫২ রোহিণী সন্ধ্যা ৬।১১ শ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব।

২১ বিষ্ণু ২৩ চৈত্র ৬ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৫৩ অ ৬।১২ গৌর ষষ্ঠী ১।৫০ মৃগশিরা ৪।৫৬

২২ বিষ্ণু ২৪ চৈত্র ৭ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫২ অ ৬।১৩ গৌর সপ্তমী ১২।৩ আর্দ্রা ৩।৫৩

২৩ বিষ্ণু ২৫ চৈত্র ৮ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫১ অ ৬।১৩ গৌর অষ্টমী ১০।৩৮ পুনর্বসু ৩।১৮

২৪ বিষ্ণু ২৬ চৈত্র ৯ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫০ অ ৬।১৪ গৌর নবমী ৯।৩৭ পুষ্যা ৩।৩ শ্রীরামনবমী।

২৫ বিষ্ণু ২৭ চৈত্র ১০ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৯ অ ৬।১৪ গৌর দশমী ৯।৪ অশ্লেষা ৩।১৮

২৬ বিষ্ণু ২৮ চৈত্র ১১ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৮ অ ৬।১৪ গৌর একাদশী ৯।১ মঘা ৪।২ একাদশীর উপবাস।

২৭ বিষ্ণু ২৯ চৈত্র ১২ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৭ অ ৬।১৫ গৌর দ্বাদশী ৯।২৯ পূর্ব্বফল্গুনী ৫।১৭

২৮ বিষ্ণু ৩০ চৈত্র ১৩ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৪৬ অ ৬।১৫ গৌর ত্রয়োদশী ১০।২৮ উত্তর ফল্গুনী সন্ধ্যা ৬।৫৮

বৈশাখ ১৩২৬

২৯ বিষ্ণু ১ বৈশাখ ১৪ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৬ অ ৬।১৬ গৌর চতুর্দ্দশী ১১।৫২ হস্তা ৯।৬

৩০ বিষ্ণু ২ বৈশাখ ১৫ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৫ অ ৬।১৭ পূর্ণিমা ১।৫৮ চিত্রা ১১।৩১ ঠাকুর শ্রীবংশীবদনের আবির্ভাব।

মধুসূদন ৪৩৩

১ মধুসূদন ৩ বৈশাখ ১৬ এপ্রিল বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৪ অ ৬।১৭। কৃষ্ণ প্রতিপদ ৩।৩৭ স্বাতী ২।১৭

২ মধুসূদন ৪ বৈশাখ ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৩ অ ৬।১৮ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৫:৪২ বিশাখা রা ৪,৪২

৩ মধুসূদন ৫ বৈশাখ ১৮ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪২ অ ৬.১৮ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৭ ৩১ অনুরাধা দিবারাত্র গুড্‌ফ্রাইডে

৪ মধুসূদন ৬ বৈশাখ ১৯ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫:৪১ অ ৬।১৯ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৯।২২ অনুরাধা ৭,৭ ইষ্টার স্যাটরডে

৫মধুসূদন ৭ বৈশাখ ২০ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৪০ অ ৬।১৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১০:৪১ জ্যেষ্ঠা ৯ ১৪

৬ মধুসূদন ৮ বৈশাখ ২১ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৯ অ ৬।১৯ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ১১।৩৪ মূলা ১০:৫৬ ইষ্টার মণ্ডে

৭ মধুসূদন ৯ বৈশাখ ২২ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৯ অ ৬।২০ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ১১।৫৬ পূর্বাষাঢ়া ১২ ১১ ঠাকুর অভিরামের তিরোভাব।

৮ মধুসূদন ১০ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৮ অ ৬।২০ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ১১।৪৭ উত্তরাষাঢ়া ১২।৫৬

৯ মধুসূদন ১১ বৈশাখ ২৪ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৭ অ ৬ ২১ কৃষ্ণ নবমী রা ১১ ৮ শ্রবণা ১ ১২

১০ মধুসূদন ১২ বৈশাখ ২৫ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৬ অ ৬,২১ কৃষ্ণ দশমী রা ১০।৩ ধনিষ্ঠা ১২।৫৮

১১ মধুসূদন ১৩ বৈশাখ ২৬ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৬ অ ৬।২১ কৃষ্ণ একাদশী রা ৮.৩৩ শতভিষা ১২।২১ একাদশীর উপবাস।

১২ মধুসূদন ১৪ বৈশাখ ২৭ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৩৫ অ ৬,২২ কৃষ্ণ দ্বাদশী সন্ধ্যা ৬.৪২ পূর্বভাদ্রপদ ১১।২১

১৩ মধুসূদন ১৫ বৈশাখ ২৮ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৪ অ ৬।২২ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৪,৩৭ উত্তরভাদ্রপদ ১০।৩ -

১৪ মধুসূদন ১৬ বৈশাখ ২৯ এপ্রিল [illegible] প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৩ অ ৬।২২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ২।১৯ রেবতী ৮।৩৭

১৫ মধুসূদন ১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩২ অ ৬।২৩ অমাবস্যা ১১।৫৩ অশ্বিনী ৭।১ ভরণী রাত্রি শেষ ৫।২২

মে ১৯১৯

১৬ মধুসূদন ১৮ বৈশাখ ১ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩২ অ ৬।২৩ গৌর প্রতিপদ ৯।২৬ কৃত্তিকা ৩।৪৫

১৭ মধুসূদন ১৯ বৈশাখ ২ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩১ অ ৬।২৩ গৌর দ্বিতীয়া ৭।২ পরে তৃতীয়া রাত্রি ৪।৪১ রোহিণী ২।১৪ শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা। শ্রীবদরি নারায়ণের দ্বারোদ্ঘাটন।

১৮ মধুসূদন ২০ বৈশাখ ৩ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩০ অ ৬।২৪ গৌর চতুর্থী রাত্রি ২।৪১ মৃগশিরা রা ১২।৫৬

১৯ মধুসূদন ২১ বৈশাখ ৪ মে রবি বাসুদেব উ ৫।৩০ অ ৬।২৪ গৌর পঞ্চমী রা ১২।৫৩ আর্দ্রা রা ১১।৫৩

২০ মধুসূদন ২২ বৈশাখ ৫ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৯ অ ৬।২৪ গৌর ষষ্ঠী রা ১১।২৫ পুনর্ব্বসু রা ১১।৯

২১ মধুসূদন ২৩ বৈশাখ ৬ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৯ অ ৬।২৫ গৌর সপ্তমী রা ১০।২৩ পুষ্যা রা ১০।৪৯

২২ মধুসূদন ২৪ বৈশাখ ৭ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৮ অ ৬।২৫ গৌর অষ্টমী রা ৯।৪৮ অশ্লেষা রা ১০।৫৮

২৩ মধুসূদন ২৫ বৈশাখ ৮ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৭ অ ৬।২৬ গৌর নবমী রা ৯।৫৩ মঘা রা ১১।৩৬ শ্রীসীতানবমী ব্রত। শ্রীজাহ্নবা মাতার আবির্ভাব। শ্রীমধু পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৪ মধুসূদন ২৬ বৈশাখ ■ মে ■■ গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৭ অ ৬।২৬ গৌর দশমী রা ১০।৮ পূর্ব্বফল্গুনী রা ১২।৪৪

২৫ মধুসূদন ২৭ বৈশাখ ১০ ■ শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৬ ■ ৬।২৭ গৌর একাদশী রা ১১।৫ উত্তর ফল্গুনী রা ২।১৭

২৬ মধুসূদন ২৮ বৈশাখ ১১ মে রবি বাসুদেব ■ ৫।২৬ অ ৬।২৭ গৌর একাদশী রা ১২।২৭ হস্তা রা ৪।২০ পক্ষবর্দ্ধিনী মহদ্বাদশীর উপবাস।

২৭ মধুসূদন ২৯ বৈশাখ ১২ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৫ ■ ৬।২৮ গৌর ত্রয়োদশী রা ২।১২ চিত্রা দিবা রাত্রি

২৮ মধুসূদন ৩০ বৈশাখ ১৩ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৪ অ ৬।২৮ গৌর চতুর্দ্দশী রা: ৪।৯ চিত্রা প্রাতে ৬।৪১ শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত।

২৯ মধুসূদন ৩১ বৈশাখ ১৪ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৪ অ ৬।২৯ পূর্ণিমা দিবা রাত্রি স্বাতী ৯।১৬ শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

৩০ মধুসূদন ১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৩ পূর্ণিমা ৬।১১ প্রাতঃ বিশাখা ১১।৫২ ঠাকুর পরমেশ্বরী দাসের তিরোভাব।

ত্রিবিক্রম ৪৩৩

১ ত্রিবিক্রম ২ জ্যৈষ্ঠ ১৬ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৩ ■ ৬।৩০ ■■ প্রতিপদ ৮।৭ অনুরাধা ২।২১

২ ত্রিবিক্রম ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২২ অ ৬।৩০ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৯।৪৮ জ্যেষ্ঠা ৪।৩৩

■ ত্রিবিক্রম ■ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মে রবি বাসুদেব উ ৫।২২ ■ ৬।৩১ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১১।১৭ মূলা সন্ধ্যা ৬।২৩

[illegible] ত্রিবিক্রম ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৯ [illegible] সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২১ অ ৬।৩১ কৃষ্ণ চতুর্থী ১১।৫৯ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৭।৪৪

[illegible] ত্রিবিক্রম ৬ জ্যৈষ্ঠ ২০ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২১ অ ৬।৩২ [illegible] পঞ্চমী ১২।২০ উত্তরাষাঢ়া রা ৮।৩৫ শ্রীরায় রামানন্দের তিরোভাব।

৬ ত্রিবিক্রম ৭ জ্যৈষ্ঠ ২১ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২০ অ ৬।৩২ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১২।১১ শ্রবণা রা ৯।০

[illegible] ত্রিবিক্রম ৮ জ্যৈষ্ঠ ২২ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২০ [illegible] ৬।৩৩ কৃষ্ণ সপ্তমী ১১।৩১ ধনিষ্ঠা রা ৮।৫২

৮ ত্রিবিক্রম ৯ জ্যৈষ্ঠ ২৩ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৯ [illegible] ৬।৩৩ কৃষ্ণ অষ্টমী ১০।২৫ শতভিষা রা ৮।২০

৯ ত্রিবিক্রম ১০ জ্যৈষ্ঠ ২৪ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ নবমী ৮।৫৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৭।২৬

১০ ত্রিবিক্রম ১১ জ্যৈষ্ঠ ২৫ মে রবি কৃষ্ণ দশমী ৭।৪ পরে একাদশী রাঃ শেষ ৪।৫৮ উত্তরভাদ্রপদ সন্ধ্যা৬।১৩ ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের তিরোভাব।

১১ ত্রিবিক্রম ১২ জ্যৈষ্ঠ ২৬ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ২।৪০ রেবতী ৪।৪৭ একাদশীর উপবাস।

১২ ত্রিবিক্রম ১৩ জ্যৈষ্ঠ ২৭ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১২।১৫ অশ্বিনী ৩।১৩

১৩ ত্রিবিক্রম ১৪ জ্যৈষ্ঠ ২৮ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৯।৪৬ ভরণী ১।৩৪

১৪ ত্রিবিক্রম ১৫ জ্যৈষ্ঠ ২৯ মে বৃহস্পতি অ ৬।৩৫ অমাবস্যা রা ৭।২০ কৃত্তিকা ১১।৫৪ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

১৫ ত্রিবিক্রম ১৬ জ্যৈষ্ঠ ৩০ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৬ গৌর প্রতিপদ অপরাহ্ণ ৫।২ রোহিণী ১০।২৩

১৬ ত্রিবিক্রম ১৭ জ্যৈষ্ঠ ৩১ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৬ গৌর দ্বিতীয়া ২।৫৬ মৃগশিরা ৯।২

জুন ১৯১৯

১৭ ত্রিবিক্রম ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৩৬ গৌর তৃতীয়া ১।৬ আর্দ্রা ৭।৫৪

১৮ ত্রিবিক্রম ১৯ জ্যৈষ্ঠ ২ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ গৌর চতুর্থী ১১।৩৬ পুনর্ব্বসু ৭।৭

১৯ ত্রিবিক্রম ২০ জ্যৈষ্ঠ ৩ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ গৌর পঞ্চমী ১০।৩১ পুষ্যা ৬।৪২ শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব।

২০ ত্রিবিক্রম ২১ জ্যৈষ্ঠ ৪ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ গৌর ষষ্ঠী ৯।৫৩ অশ্লেষা ৬।৪৪

২১ ত্রিবিক্রম ২২ জ্যৈষ্ঠ ৫ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ গৌর সপ্তমী ৯।৪৩ মঘা ৭।১৬

২২ ত্রিবিক্রম ২৩ জ্যৈষ্ঠ ৬ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ গৌর অষ্টমী ১০।৭ পূর্ব্বফল্গুনী ৮।১৭

২৩ ত্রিবিক্রম ২৪ জ্যৈষ্ঠ ৭ জুন শনি উ ৫।১৭ অ ৬।৩৯ গৌর নবমী ১১।১ উত্তর ফল্গুনী ৯।৪৫ শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব।

২৪ ত্রিবিক্রম ২৫ জ্যৈষ্ঠ ৮ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৭ অ ৬।৩৯ গৌর দশমী ১২।২০ হস্তা ১২।৪২ নিত্যানন্দসুতা গঙ্গার আবির্ভাব।

২৫ ত্রিবিক্রম ২৬ জ্যৈষ্ঠ ৯ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৭ অ ৬।৩৯ গৌর একাদশী ২।২ চিত্রা ২।১ একাদশীর উপবাস।

২৬ ত্রিবিক্রম ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১০ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৭ অ ৬।৪০ গৌর দ্বাদশী ৩।৫৯ স্বাতী ৪।৩৭

২৭ ত্রিবিক্রম ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১১ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৭ অ ৬।৪০ গৌর ত্রয়োদশী অপরাহ্ণ ৬।০ বিশাখা ■ ৭।১১ শ্রীদাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব

২৮ ত্রিবিক্রম ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী ■ ৫।১৭ অ ৬।৪০ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৭।৫৬ অনুরাধা রা ৯.৪২

২৯ ত্রিবিক্রম ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৭ ■ ৬।৪১ পূর্ণিমা রা ৯।৩৮ জ্যেষ্ঠা রা ১২।০ শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ■ শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

বামন ৪৩৩

■ বামন ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৭ অ ৬।৪১ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ১০।৫৬ মূলা রা ১।৩৬ শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের তিরোভাব।

২ বামন ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৬ অ ৬।৪২ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১১।৫০ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৩।২১

আষাঢ় ১৩২৬

৩ বামন ১ আষাঢ় ১৬ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৭ অ ৬।৪২ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ১২।১২ উত্তরাষাঢ়া রা ৪।২০

৪ বামন ২ আষাঢ় ১৭ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৭ অ ৬।৪৩ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ১২।৪ শ্রবণা রা ৪।৫০ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

৫ বামন ৩ আষাঢ় ১৮ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৭ অ ৬।৪৩ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১১।২৬ ধনিষ্ঠা রা ৫।৫০

৬ বামন ■ আষাঢ় ১৯ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৭ ■ ৬।৪৪ ■ ষষ্ঠী রা ১০।২০ শতভিষা রা ৪।২৪

৭ বামন ■ আষাঢ় ২০ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৭ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৮।৫১ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা: ৩।৩৪

৮ বামন ৬ আষাঢ় ২১ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৭ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ অষ্টমী সন্ধ্যা ৭।• উত্তরভাদ্রপদ রা ২।২৫

৯ বামন ৭ আষাঢ় ২২ জুন রবি বাসুদেব ■ ৫।১৭ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ নবমী ৪।৫৩ রেবতী রা ১।২

১০ বামন ৮ আষাঢ় ২৩ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৭ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ দশমী ২।৩৫ অশ্বিনী রা১১।৩১ শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১১ বামন ৯ আষাঢ় ২৪ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৪৬ ■■ একাদশী ১২।৯ ভরণী রা ৯।৫২ একদশীর উপবাস

১২ বামন ১• আষাঢ় ২৫ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ ■ ৬।৪৬ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৯।৪২ কৃত্তিকা রা ৮।১৩

১৩ বামন ১১ আষাঢ় ২৬ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৯ ■ ৬।৪৬ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৭।১৫ পরে চতুর্দ্দশী রা: ৪।৫৬

১৪ বামন ১২ আষাঢ় ২৭ জুন শুক্র অমাবস্যা রা ২।৪৮ মৃগশিরা অপরাহ্ন৫।১৪ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির অপ্রকট কালিকাপুরে উৎসব। শ্রীনবদ্বীপ গোদ্রুমে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।

১৫ বামন ১৩ আষাঢ় ২৮ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২০ অ ৬।৪৬ গৌর প্রতিপদ রা ১২।৫৬ আর্দ্রা ৪।৩

১৬ বামন ১৪ আষাঢ় ২৯ জুন রবি গৌর দ্বিতীয়া রা ১১।২৫ পুনর্ব্বসু ৩।১• শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। দামোদর স্বরূপ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৭ বামন ১৫ আষাঢ় ৩• জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২১ অ ৬।৪৬ গৌর তৃতীয়া রা ১•।১৭ পুষ্যা ২।৪১ ইদলফেতর।

জুলাই ১৯১৯

১৮ বামন ১৬ আষাঢ় ১ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২১ অ ৬।৪৬ গৌর চতুর্থী রা ৯।৩৭ অশ্লেষা ২।৩৬

১৯ বামন ১৭ আষাঢ় ২ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২২ অ ৬।৪৬ গৌর পঞ্চমী রা ৯।২৬ মঘা ৩।৩ লক্ষ্মীবিজয় হোরাপঞ্চমী।

২০ বামন ১৮ আষাঢ় ৩ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২২ অ ৬।৪৬ গৌর ষষ্ঠী রা ৯।৪৬ পূর্ব্ব ফল্গুনী ৩।৫৭

২১ বামন ১৯ আষাঢ় ৪ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২২ অ ৬।৪৬ গৌর সপ্তমী রা ১০।৩৭ উত্তর ফল্গুনী অপরাহ্ণ ৫।১৯

২২ বামন ২০ আষাঢ় ৫ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ গৌর অষ্টমী রা ১১।৫৪ হস্তা রা ৭।১১

২৩ বামন ২১ আষাঢ় ৬ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ গৌর নবমী রাত্রি ১।৩৪ চিত্রা ৯।২৬

২৪ বামন ২২ আষাঢ় ৭ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ গৌর দশমী রা ৩।২৯ স্বাতী রা ১১।৫৬

২৫ বামন ২৩ আষাঢ় ৮ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৪ অ ৬।৪৬ গৌর একাদশী দিবারাত্রি বিশাখা রা ২।৩৩

২৬ বামন ২৪ আষাঢ় ৯ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৪ অ ৬।৪৫ গৌর একাদশী প্রাতঃ ৫।৩০ অনুরাধা রা ৫।৭ উন্মীলনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

২৭ বামন ২৫ আষাঢ় ১০ জুলাই বৃহস্পতি উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ গৌর দ্বাদশী ৭।২৭ জ্যেষ্ঠা দিবারাত্রি। হরিশয়ন মতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।

২৮ বামন ২৬ আষাঢ় ১১ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ গৌর ত্রয়োদশী ৯।১০ জ্যেষ্ঠা ৭।২৯

২৯ বামন ২৭ আষাঢ় ১২ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ গৌর চতুর্দ্দশী ১০।৩০ মূলা ৯।৩০

৩০ বামন ২৮ আষাঢ় ১৩ জুলাই রবি উ ৫।২৬ পূর্ণিমা ১১।২৬ পূর্ব্বাষাঢ়া ১১।২ শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব। কৃষ্ণের নবমেঘোৎসব।

শ্রীধর ৪৩৩

১ শ্রীধর ২৯ আষাঢ় ১৪ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ প্রতিপদ ১১।৫০ উত্তরাষাঢ়া ১২।৮ চান্দ্রমতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর তিরোভাব।

২ শ্রীধর ৩০ আষাঢ় ১৫ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১১।৪৩ শ্রবণা ১২।৪৪

৩ শ্রীধর ৩১ আষাঢ় ১৬ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১১।৭ ধনিষ্ঠা ১২।৫১

শ্রাবণ ১৩২৬

৪ শ্রীধর ১ শ্রাবণ ১৭ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ চতুর্থী ১০।৪ শতভিষা ১২।৩০

[illegible] শ্রীধর ২ শ্রাবণ ১৮ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী [illegible] ৫।২৭ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৮।৩৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১১।৪৬ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

[illegible] শ্রীধর ৩ শ্রাবণ ১৯ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৭ [illegible] ৬।৪৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৬।৪৬ পরে সপ্তমী রা ৪।৪০ উত্তরভাদ্রপদ ১০।৪০

৭ শ্রীধর ৪ শ্রাবণ ২০ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ [illegible]

[illegible] শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

৮ শ্রীধর ৫ শ্রাবণ ২১ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৮ [illegible] ৬।৪৪ কৃষ্ণ নবমী রা ১১।৫৬ অশ্বিনী ৭।৫০

৯ শ্রীধর ৬ শ্রাবণ ২২ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ দশমী রা ৯।২৭ ভরণী ৬।১৩ পরে কৃত্তিকা রা ৪।৩৩

১০ শ্রীধর ৭ শ্রাবণ ২৩ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ একাদশী সন্ধ্যা ৭।০ রোহিণী রা ২।৫৭ একাদশীর উপবাস।

১১ শ্রীধর ৮ শ্রাবণ ২৪ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৯ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৪।৪০ মৃগশিরা রা ১।২৯

১২ শ্রীধর ৯ শ্রাবণ ২৫ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৯ অ ৬।৪৩ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ২।৩১ আর্দ্রা রা ১২।১৩

১৩ শ্রীধর ১০ শ্রাবণ ২৬ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৯ অ ৬।৪৩ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১২।৩৮ পুনর্ব্বসু রা ১১।১৭

১৪ শ্রীধর ১১ শ্রাবণ ২৭ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।৩০ [illegible] ৬।৪২ অমাবস্যা ১১।৫ পুষ্যা ১০।৪২

১৫ শ্রীধর ১২ শ্রাবণ ২৮ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩০ অ ৬।৪২ গৌর প্রতিপদ ৯।৫৬ অশ্লেষা রা ১০।৩০

১৬ শ্রীধর ১৩ শ্রাবণ ২৯ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩১ অ ৬।৪১ গৌর দ্বিতীয়া ৯।১৪ মঘা রা ১০।৪৮

১৭ শ্রীধর ১৪ শ্রাবণ ৩০ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩১ অ ৬।৪১ গৌর তৃতীয়া ৯।১ পূর্ব্বফল্গুনী রা ১১।৩৬

১৮ শ্রীধর ১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩২

আগষ্ট ১৯১৯

১৯ শ্রীধর ১৬ শ্রাবণ ১ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩২ অ ৬।৪০ গৌর পঞ্চমী ১০।৯ হস্তা রা ২।৩৮

২০ শ্রীধর ১৭ শ্রাবণ ২ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৩ অ ৬।৩৯ গৌর ষষ্ঠী ১১।২৪ চিত্রা রা ৪।৪৭

২১ শ্রীধর ১৮ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৩৩ অ ৬।৩৯ গৌর সপ্তমী ১।৪ স্বাতী দিবারাত্রি

২২ শ্রীধর ১৯ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৪ অ ৬।৩৮ গৌর অষ্টমী ২।৫৮ স্বাতী ৭।১৫

২৩ শ্রীধর ২০ শ্রাবণ [illegible] আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৪ [illegible] ৬।৩৭ গৌর নবমী ৫।০ বিশাখা ৯।৫১

২৪ শ্রীধর ২১ শ্রাবণ ৬ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৫ অ ৬।৩৭ গৌর দশমী সন্ধ্যা ৬।৫৮ অনুরাধা ১২।২৭

২৫ শ্রীধর ২২ শ্রাবণ ৭ আগষ্ট বৃহস্পতি গৌর একাদশী রা ৮।৪২ জ্যেষ্ঠা ২।৫১ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রারম্ভ। একাদশীর উপবাস।

২৬ শ্রীধর ২৩ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী গৌর দ্বাদশী রা ১০।৫ উ ৫।৩৬ অ ৬।৩৬ মূলা অপরাহ্ণ ৪।৫৮ শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ও গোবিন্দ দাসের তিরোভাব।

২৭ শ্রীধর ২৪ শ্রাবণ ৯ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৬ অ ৬।৩৫ গৌর ত্রয়োদশী রা ১১।২ পূর্ব্বাষাঢ়া সন্ধ্যা ৬।৩৭

২৮ শ্রীধর ২৫ শ্রাবণ ১০ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৩৬ অ ৬।৩৪ গৌর চতুর্দ্দশী রা ১১।২৯ উত্তরাষাঢ়া রা ৭।৪৯

২৯ শ্রীধর ২৬ শ্রাবণ ১১ আগষ্ট সোম উ ৫।৩৭ পূর্ণিমা রা ১১।২৭ শ্রবণা রা ৮।৩২ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব। হিন্দোল ঝুলন যাত্রাশেষ।

হৃষীকেশ ৪৩৩

১ হৃষীকেশ ২৭ শ্রাবণ ১২ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৭ অ ৬।৩৩ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ১০।৫৪ ধনিষ্ঠা রা ৮।৪৬

২ হৃষীকেশ ২৮ শ্রাবণ ১৩ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৮ অ ৬।৩২ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ৯।৫২ শতভিষা রা ৮ ৩০

৩ হৃষীকেশ ২৯ শ্রাবণ ১৪ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৮ অ ৬।৩২ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৮।২৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৭।৫১

৪ হৃষীকেশ ৩০ শ্রাবণ ১৫ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৮ অ ৬।৩১ কৃষ্ণ চতুর্থী সন্ধ্যা ৬।৩৮ উত্তরভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৬।৪৯

৫ হৃষীকেশ ৩১ শ্রাবণ ১৬ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৯ অ ৮।৩১ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৪।৩৫ রেবতী অপরাহ্ণ ৫ ৩৩

৬ হৃষীকেশ ৩২ শ্রাবণ ১৭ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৩৯ অ ৬।৩০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ২।১৯ অশ্বিনী ৪।৪

ভাদ্র ১৩২৬

৭ হৃষীকেশ ১ ভাদ্র ১৮ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৯ অ ৬।২৯ কৃষ্ণ সপ্তমী ১১।৫৪ ভরণী ২।২৭ লৌকিক মতে শ্রীজন্মাষ্টমী। জন্মাষ্টমীর বন্দ ।

৮ হৃষীকেশ ২ ভাদ্র ১৯ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪০ অ ৬।২৮ কৃষ্ণাষ্টমী ৯।২৬ কৃত্তিকা ১২ ৪৭ পরমার্থী মতে শ্রীজন্মাষ্টমীর উপবাস।

৯ হৃষীকেশ ৩ ভাদ্র ২০ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪০ অ ৬।২৭ কৃষ্ণ নবমী ৬।৫৯ পরে দশমী রা ৪।৪০ পারণ ৯।৫৬ মধ্যে।

১০ হৃষীকেশ ৪ ভাদ্র ২১ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪০ [illegible] ৬।২৬ কৃষ্ণ একাদশী রা ২।৩১ মৃগশিরা ৯।৩৯ অরুণোদয় বিদ্ধা।

১১ হৃষীকেশ ৫ ভাদ্র ২২ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪০ [illegible] ৬।২৬

১২ হৃষীকেশ ৬ ভাদ্র ২৩ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪০ অ ৬।২৫ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১১।৩ পুনর্ব্বসু ৭।১৯

১৩ হৃষীকেশ ৭ ভাদ্র ২৪ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৪০ অ ৬।২৪ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৯।৫৪ পুষ্যা ৬:৩৮

১৪ হৃষীকেশ ৮ ভাদ্র ২৫ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪১ অ ৬।২৩ অমাবস্যা রা ৯।১১ অশ্লেষা প্রাত ৬।২০

১৫ হৃষীকেশ ৯ ভাদ্র ২৬ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪১ অ ৬।২২ গৌর প্রতিপদ রা ৮।৫৮ মঘা ৬।৩১

১৬ হৃষীকেশ ১০ ভাদ্র ২৭ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪১ অ ৬।২১ গৌর দ্বিতীয়া রা ৯।১৬ পূর্ব্বফল্গুনী ৭।১২

১৭ হৃষীকেশ ১১ ভাদ্র ২৮ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪২ অ ৬।২০ গৌর তৃতীয়া রা ১০।৫ উত্তর ফল্গুনী ৮।২১

১৮ হৃষীকেশ ১২ ভাদ্র ২৯ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪২ অ ৬।১৯ গৌর চতুর্থী রা ১১।২১ হস্তা ৯।৫৮

১৯ হৃষীকেশ ১৩ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৩ অ ৬।১৯ গৌর পঞ্চমী রা ১।০ চিত্রা ১২।২। শ্রীঅদ্বৈত পত্নী সীতার আবির্ভাব।

২০ হৃষীকেশ ১৪ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৪৩ অ ৬।১৮ গৌর ষষ্ঠী রা ২।৫৩ স্বাতী ২।২৬

সেপ্টেম্বর ১৯১৯

২১ হৃষীকেশ ১৫ ভাদ্র ১ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৩ অ ৬।১৭ গৌর সপ্তমী রা ৪।৫৯ বিশাখা অপরাহ্ণ ৫।০

২২ হৃষীকেশ ১৬ ভাদ্র ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৪ অ ৬।১৬

২৩ হৃষীকেশ ১৭ ভাদ্র ৩ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৪ অ ৬।১৫ গৌর অষ্টমী প্রাত ৬।৫৯ জ্যেষ্ঠা রা ১০।৫

২৪ হৃষীকেশ ১৮ ভাদ্র ৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৫ অ ৬।১৪ গৌর নবমী ৮।৪৫ মূলা রা ১২।১৫। সৌরমতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মদিন।

২৫ হৃষীকেশ ১৯ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৫ অ ৬।১৩ গৌর দশমী ১০।১১ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ২।৩

২৬ হৃষীকেশ ২০ ভাদ্র ৬ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৫ অ ৬।১২ গৌর একাদশী ১১।১১ উত্তরাষাঢ়া রা ৩।২২

২৭ হৃষীকেশ ২১ ভাদ্র ৭ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৪৬ অ ৬।১১ গৌর দ্বাদশী ১১।৪০ শ্রবণা রা ৪।১০। বিজয়া মহাদ্বাদশীর উপবাস।

২৮ হৃষীকেশ ২২ ভাদ্র ৮ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৬ অ ৬।১০ গৌর ত্রয়োদশী ১১।৩৯ ধনিষ্ঠা রা ৪।৩১। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব

২৯ হৃষীকেশ ২৩ ভাদ্র ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৭ অ ৬।৯ গৌর চতুর্দ্দশী ১১।৯ শতভিষা রা ৪।২০। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। অনন্ত চতুর্দ্দশী।

৩০ হৃষীকেশ ২৪ ভাদ্র ১০ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৭ অ ৬।৮ পূর্ণিমা ১০।১০ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৩।৪৬

পদ্মনাভ ৪৩৩

১ পদ্মনাভ ২৫ ভাদ্র ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৭ অ ৬।৭ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৮।৪৬ উত্তরভাদ্রপদ রা ২।৪৯

২ পদ্মনাভ ২৬ ভাদ্র ১২ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৮ অ ৬।৬ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৭।১ পরে তৃতীয়া রা ৪।৫৯

■ পদ্মনাভ ২৭ ভাদ্র ১৩ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৮ ■ ৬।৫ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ২।৪৪ অশ্বিনী ১২।৮

৪ পদ্মনাভ ২৮ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৪৮ অ ৬।৪ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১২।২১ ভরণী রা ১০।৩২

■ পদ্মনাভ ২৯ ভাদ্র ১৫ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৯ অ ৬।৩ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ৯।৫৫ কৃত্তিকা রা ৮।৫২

৬ পদ্মনাভ ৩০ ভাদ্র ১৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৯ অ ৬।২ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৭।৩০ রোহিণী রা ৭।১৩

৭ পদ্মনাভ ৩১ ভাদ্র ১৭ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৯ অ ৬।১ কৃষ্ণাষ্টমী অপরাহ্ণ ৫।১১ মৃগশিরা সন্ধ্যা ৫।৪১

আশ্বিন ১৩২৬

৮ পদ্মনাভ ১ আশ্বিন ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫০ অ ৬।০ কৃষ্ণ নবমী ৩।৩ আর্দ্রা ৪।২১

৯ পদ্মনাভ ২ আশ্বিন ১৯ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫০ অ ৫।৫৯ কৃষ্ণ দশমী ১।১১ পুনর্ব্বসু ৩।১৪

১০ পদ্মনাভ ৩ আশ্বিন ২০ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৪।৫০ অ ৫।৫৮ কৃষ্ণ একাদশী ১১।৩৮ পুষ্যা ২।২৮ একাদশীর উপবাস

১১ পদ্মনাভ ■ আশ্বিন ২১ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৫১ ■ ৫।৫৭ কৃষ্ণ দ্বাদশী ১০।২৯ অশ্লেষা ২।৪

১২ পদ্মনাভ ■ আশ্বিন ২২ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫১ ■ ৫।৫৬ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৯।৪৬ মঘা ২।৮

১৩ পদ্মনাভ ৬ আশ্বিন ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫১ অ ৫।৫৫ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৯।৩৪ পূর্ব্বফল্গুনী ২।৪২ মহালয়া

১৪ পদ্মনাভ ৭ আশ্বিন ২৪ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫১ অ ৫।৫৪ অমাবস্যা ৯।৫৩ উত্তরফল্গুনী ৩।৪৫

১৫ পদ্মনাভ ৮ আশ্বিন ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫২ অ ৫.৫৩ গৌরপ্রতিপদ ১০।৪৪ হস্তা অপরাহ্ন ৫।১৪

১৬ পদ্মনাভ ৯ আশ্বিন ২৬ সেপটেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫২ অ ৫।৫২ গৌর দ্বিতীয়া ১২।১ চিত্রা রা ৭।১৩

১৭ পদ্মনাভ ১০ আশ্বিন ২৭ সেপটেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫২ অ ৫।৫১ গৌর তৃতীয়া ১।৪২ স্বাতী রা ৯।৩২

১৮ পদ্মনাভ ১১ আশ্বিন ২৮ সেপটেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৫৩ অ ৫।৫০ গৌর চতুর্থী ৩।৪০ বিশাখা রা ১২।৫

১৯ পদ্মনাভ ১২ আশ্বিন ২৯ সেপটেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৯ গৌর পঞ্চমী সন্ধ্যা ৫।৪৫ অনুরাধা রা ২।৪২

২০ পদ্মনাভ ১৩ আশ্বিন ৩০ সেপটেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৮ গৌর ষষ্ঠী রা ৭।৪৭ জ্যেষ্ঠা রা শেষ ৫।১২

অক্টোবর ১৯১৯

২১ পদ্মনাভ ১৪ আশ্বিন ১ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৭ গৌর সপ্তমী রা ৯।৩৬ মূলা দিবারাত্রি দুর্গাপূজাবকাশ।

২২ পদ্মনাভ ১৫ আশ্বিন ২ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫৫ অ ৫।৪৬ গৌর অষ্টমী রা ১১।৪ মূলা ৭।২৭ দুর্গাপূজাবকাশ

২৩ পদ্মনাভ ১৬ আশ্বিন ৩ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৫ অ ৫।৪৫ গৌর নবমী রা ১২।৬ পূর্ব্বাষাঢ়া ৯।২০ দুর্গাপূজাবকাশ।

২৪ পদ্মনাভ ১৭ আশ্বিন ৪ অক্টোবর শনি গৌর দশমী রা ১২।৩৮ উত্তরাষাঢ়া ১০।৪৩ শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব দুর্গাপূজাবকাশ

২৫ পদ্মনাভ ১৮ আশ্বিন ৫ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৫।৫৬ অ ৫।৪৪ গৌর একাদশী রা ১২।৩৯ শ্রবণা ১১।৩৯ একাদশীর উপবাস।

২৬ পদ্মনাভ ১৯ আশ্বিন ৬ অক্টোবর সোম গৌর দ্বাদশী রা ১২।০ ধনিষ্ঠা ১২।৭ উর্জাব্রতারম্ভ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভট্ট গোস্বামীর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব। পার্শ্বপরিবর্ত্তন।

২৭ পদ্মনাভ ২০ আশ্বিন ৭ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৭ অ ৫।৪২ গৌর ত্রয়োদশী রা ১১।১৩ শতভিষা ১২।৪

২৮ পদ্মনাভ ২১ আশ্বিন ৮ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৭ অ ৫।৪১ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৯।৫১ পূর্ব্বভাদ্রপদ

২৯ পদ্মনাভ ২২ আশ্বিন ৯ অক্টোবর বৃহস্পতি লক্ষ্মীপূজার বন্ধ। অ ৫।৪০ পূর্ণিমা রা ৮।৮ উত্তরভাদ্রপদ ১০।৪৩ শ্রীমুরারীগুপ্তের তিরোভাব।

দামোদর ৪৩৩

১ দামোদর ২৩ আশ্বিন ১০ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৮ অ ৫।৩৯ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ৬।৮ রেবতী ৯।২১ লক্ষ্মী পূজাবকাশ।

২ দামোদর ২৪ আশ্বিন ১১ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৮ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৩।৫৫ অশ্বিনী ৮।৮

৩ দামোদর ২৫ আশ্বিন ১২ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৭ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১।৩৪ ভরণী প্রাতঃ ৬।৩৫ পরে কৃত্তিকা রা ৪।৫৪

৪ দামোদর ২৬ আশ্বিন ১৩ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৬ কৃষ্ণ চতুর্থী ১১।১০ রোহিণী রা ৩।১৩

৫ দামোদর ২৭ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।০ অ ৫।৩৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৮।৪৬ মৃগশিরা রা ১।৪০ শ্রীঠাকুর নরোত্তমের তিরোভাব

৬ দামোদর ২৮ আশ্বিন ১৫ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।০ অ ৫।৩৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী প্রাতঃ ৬।৩০ পরে সপ্তমী রা ৪।২৪ আর্দ্রা রা ১২।১৭

৭ দামোদর ২৯ আশ্বিন ১৬ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।০ অ ৫।৩৩ কৃষ্ণাষ্টমী রা ২।৩৭ পুনর্ব্বসু রা ১১।৫

৮ দামোদর ৩০ আশ্বিন ১৭ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১ অ৫।৩২ কৃষ্ণ নবমী রা ১।৩ পুষ্যা রা ১০।১৪

কার্ত্তিক ১৩২৬

৯ দামোদর ১ কার্ত্তিক ১৮ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১ অ ৫।৩১ কৃষ্ণ দশমী রা ১১।৫৬ অশ্লেষা রা ৯।৪৫

১০ দামোদর ২ কার্ত্তিক ১৯ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৬।২ অ ৫।৩০ কৃষ্ণ একাদশী রা ১১।১৬ মঘা রা ৯।৪২ একাদশীর উপবাস।

১১ দামোদর ৩ কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর সোম উ ৬।২ অ৫।২৯কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১১।৬ পূর্ব্বফল্গুনী রা ১০।১০ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

১২ দামোদর ৪ কার্ত্তিক ২১ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২ অ ৫।২৮ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১২।২৭ উত্তরফল্গুনী রা ১১।৬

১৩ দামোদর ৫ কার্ত্তিক ২২ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩ অ ৫।২৭ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ১২।২০ হস্তা রা ১২।২৯

১৪ দামোদর ৬ কার্ত্তিক ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩ অ ৫।২৬ অমাবস্যা রা ১।৪০ চিত্রা রা ২।২৩ কালীপূজাবকাশ

১৫ দামোদর ৭ কার্ত্তিক ২৪ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪ অ ৫।২৫ গৌর প্রতিপদ রা ৩।২৪ স্বাতী রা ৪।৩৮ কালীপূজাবন্ধ।

১৬ দামোদর ৮ কার্ত্তিক ২৫ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী গৌর দ্বিতীয়া রা ৫।২৪বিশাখা দিবারাত্রি শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৭ দামোদর ৯ কার্ত্তিক ২৬ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৬।৫ অ ৫।২৩ গৌরতৃতীয়া দিবারাত্রিবিশাখা ৭।২

১৮ দামোদর ১০ কার্ত্তিক ২৭ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ ৬।৫ ৫।২৩ গৌর তৃতীয়া ৭।৩২ অনুরাধা ৯।৪৬

১৯ দামোদর ১১ কার্ত্তিক ২৮ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৬ অ ৫।২২ গৌর চতুর্থী ৯।৩৬ জ্যেষ্ঠা ১২।১৮

২০ দামোদর ১২ কার্ত্তিক ২৯ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ৬।৬ অ ৫।২২ গৌর পঞ্চমী ১১।২৭ মূলা ২।৩৮

২১ দামোদর ১৩ কার্ত্তিক ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী ৬।৭ অ ৫।২১ গৌরষষ্ঠী ১২।৫৩ পূর্ব্বাষাঢ়া ৪।৩৬

২২ দামোদর ১৪ কার্ত্তিক ৩১ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী ৬।৭ ৫।২১ গৌর সপ্তমী ২।০ উত্তরাষাঢ়া রা ৬।৫

নবেম্বর ১৯১৯

২৩ দামোদর ১৫ কার্ত্তিক ১লা নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী ৬।৮ অ ৫।২০ গৌরাষ্টমী ২।৩২ শ্রবণা রা ৭।৯ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের শ্রীগদাধর দাসের ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব

২৪ দামোদর ১৬ কার্ত্তিক ২ নভেম্বর রবি বাসুদেব ৬।৯ অ ৫।১৯ গৌর নবমী ২।৩৫ ধনিষ্ঠা রা ৭।৪২

২৫ দামোদর ১৭ কার্ত্তিক ৩ নভেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৯ অ ৫।১৯ গৌর দশমী ২।৭ শতভিষা রা ৭।৪৬

২৬ দামোদর ১৮ কার্ত্তিক ৪ নভেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন ৬।১০ অ ৫।১৮ গৌর একাদশী ১।১১ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৭।২৩ নবদ্বীপ কুলিয়ায় পরমহংস বাবাজীর অপ্রকট মহোৎসব। একাদশীর উপবাস

২৭ দামোদর ১৯ কার্ত্তিক ৫ নভেম্বর বুধ উ৬।১০ ৫।১৮ গৌরদ্বাদশী

২৮ দামোদর ২০ কার্ত্তিক ৬ নভেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১২ অ ৫।১৭ গৌর ত্রয়োদশী ১০।৭ রেবতী সন্ধ্যা ৫।২৯

২৯ দামোদর ২১ কার্ত্তিক ৭ নভেম্বর শুক্র গৌর চতুর্দ্দশী ৮।৯ পরে পূর্ণিমা শেষ রা ৫।৫৭ অশ্বিনী ৪।৯ উর্জ্জাব্রত শেষ। শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব। চান্দ্রমতে চাতুর্ম্মাস্যব্রত সমাপন।

কেশব ৪৩৩

১ কেশব ২২ কার্ত্তিক ৮ নভেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১২ অ ৫।১৬ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ৩।৩৮ ভরণী ২।৩৮ শ্রীসুন্দরানন্দঠাকুরের তিরোভাব

২ কেশব ২৩ কার্ত্তিক ৯ নভেম্বর রবিবার বাসুদেব উ ৬।১৩ অ ৫।১৬ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১।১৫ কৃত্তিকা ১২।৫৮

৩ কেশব ২৪ কার্ত্তিক ১০ নভেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১৩ ■ ৫।১৬ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ১০।৫৪ রোহিণী ১১।১৯

৪ কেশব ২৫ কার্ত্তিক ১১ নভেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।১৪ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৮।৪০ মৃগশিরা ৯।৪৪

৫ কেশব ২৬ কার্ত্তিক ১২ নভেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১৫ অ ৫।১৫ ■ পঞ্চমী রা ৬।৩৭ আর্দ্রা ৮।১৭

■ কেশব ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১৫ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৪।৫০ পুনর্ব্বসু ৭।৩ পরে পুষ্যা শেষ রা ৬।৬

৭ কেশব ২৮ কার্ত্তিক ১৪ নভেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১৬ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ সপ্তমী ৩।২২ অশ্লেষা রা ৫।৩২

৮ কেশব ২৯ কার্ত্তিক ১৫ নভেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১৭ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ অষ্টমী ২।১৯ মঘা রা ৫।২২

৯ কেশব ৩০ কার্ত্তিক ১৬ নভেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।১৭ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ নবমী ১।৪৩ পূর্ব্ব ফল্গুনী শেষ রা ৫।৪৩

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

১০ কেশব ১ অগ্রহায়ণ ১৭ নভেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১৮ [illegible] ৫।১৩ [illegible] দশমী ১।৩৭ উত্তর ফল্গুনী দিবারাত্রি

১১ কেশব ২ অগ্রহায়ণ ১৮ নভেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন [illegible] ৬।২০ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ একাদশী ২।১ উত্তর ফল্গুনী প্রা ৬।৩৪ একাদশীর উপবাস।

১২ কেশব ৩ অগ্রহায়ণ ১৯ নভেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ [illegible] ৬।২০ [illegible] ৫।১৩ [illegible] দ্বাদশী ২।৫৮ হস্তা ৭।৫৪ শ্রীকালীকৃষ্ণ দাসের তিরোভাব

১৩ কেশব ৪ অগ্রহায়ণ ২০ নভেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২১ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৪।২১ চিত্রা ৯।৪২ শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব

১৪ কেশব ৫ অগ্রহায়ণ ২১ নভেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২২ অ ৫।১২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৬।৮ স্বাতী ১১।৫৪

১৫ কেশব ৬ অগ্রহায়ণ ২২ নভেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী [illegible] ৬।২৩ অ ৫।১২ অমাবস্যা রা ৮।১২ বিশাখা ২।২২

১৬ কেশব ৭ অগ্রহায়ণ ২৩ নভেম্বর রবি বাসুদেব [illegible] ৬।২৪ অ ৫।১২ গৌর প্রতিপদ রা ১০।২২ অনুরাধা সন্ধ্যা ৪।৫৯

১৭ কেশব ৮ অগ্রহায়ণ ২৪ নভেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২৫ অ ৫।১২ গৌর দ্বিতীয়া রা ১২।২৮ জ্যেষ্ঠা রা ৭।৩৪

১৮ কেশব ৯ অগ্রহায়ণ ২৫ নভেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২৬ [illegible] ৫।১২ গৌর তৃতীয়া রা ২।২১ মূলা রা ৯।৫৮

১৯ কেশব [illegible] অগ্রহায়ণ ২৬ নভেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২৭ অ ৫।১২ গৌর চতুর্থী রা ৩।৫১ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১২।১২ শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর আবির্ভাব।

২০ কেশব ১১ অগ্রহায়ণ ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২৮ [illegible] ৫।১২ গৌর পঞ্চমী রা ৪।৫৫ উত্তরাষাঢ়া রা ১।৩৯

২১ কেশব ১২ অগ্রহায়ণ ২৮ নভেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী [illegible] ৬।২৮ অ ৫।১২ গৌর ষষ্ঠী রা ৫।২৮ শ্রবণা রা ২।৪৮

২২ কেশব ১৩ অগ্রহায়ণ ২৯ নভেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২৯ অ ৫।১২ গৌর সপ্তমী শেষ রা ৫।৩০ ধনিষ্ঠা রা ৩।২৮

২৩ কেশব ১৪ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।২৯ অ ৫।১২ গৌর অষ্টমী রা ৫।৩ শতভিষা রা ৩।৩৯

ডিসেম্বর ১৯১৯

২৪ কেশব ১৫ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ [illegible] ৬।৩০ অ ৫।১২ গৌর নবমী ৪।৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৩।২১

২৫ কেশব ১৬ অগ্রহায়ণ ২ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩০ [illegible] ৫।১৩ গৌর দশমী রা ২।৪৬ উত্তরভাদ্রপদ [illegible] ২।৪০

২৬ কেশব ১৭ অগ্রহায়ণ ৩ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩১ [illegible] ৫।১৩ গৌর একাদশী রা ১।৪ রেবতী রা ১।৩৭ একাদশীর উপবাস।

২৭ কেশব ১৮ অগ্রহায়ণ [illegible] ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩১ অ ৫।১৩ গৌর দ্বাদশী রা ১১ [illegible] অশ্বিনী রা ১২।২০

২৮ কেশব ১৯ অগ্রহায়ণ ৫ ডিসেম্বর [illegible] গর্ভোদশায়ী [illegible] ৬।৩২ অ ৫।১৩ গৌর ত্রয়োদশী রা ৮।৫৫ ভরণী রা ১০।৫০

২৯ কেশব ২০ অগ্রহায়ণ ৬ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী [illegible] ৬।৩৩ অ ৫।১৩ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৬।৩৬ কৃত্তিকা রা ৯।১৩

৩০ কেশব ২১ অগ্রহায়ণ [illegible] ডিসেম্বর রবি বাসুদেব [illegible] ৬।৩৩ অ ৫।১৩ পূর্ণিমা ৪।১৫ রোহিণী রা ৭।৩৪

নারায়ণ ৪৩৩

১ নারায়ণ ২২ অগ্রহায়ণ ৮ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৪ [illegible] ৫।১৩ কৃষ্ণ প্রতিপদ ১।৫৩ মৃগশিরা সন্ধ্যা ৫।৫৭

২ নারায়ণ ২৩ অগ্রহায়ণ ৯ ডিসেম্বর [illegible] প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৪ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১১।৪৪ আর্দ্রা ৪।২৮

৩ নারায়ণ ২৪ অগ্রহায়ণ ১০ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৯।৪৩ পুনর্ব্বসু ৩।১৭

[illegible] নারায়ণ ২৫ অগ্রহায়ণ ১১ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩৬ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ চতুর্থী ৭।৫৮ পরে পঞ্চমী শেষ রা ৬।৩১

৫ নারায়ণ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৬ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী শেষ রা ৫।৩৩ অশ্লেষা ১।৩২

৬ নারায়ণ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৭ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ সপ্তমী শেষ রা ৫।১ মঘা ১।১৭

৭ নারায়ণ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৩৮ [illegible] ৫।১৪ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৪।৫৮ পূর্ব্বফল্গুনী ১।৩১

৮ নারায়ণ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৫ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৮ [illegible] ৫।১৪ কৃষ্ণ নবমী শেষ রা ৫।২৬ উত্তর ফল্গুনী ২।১৪

৯ নারায়ণ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৬ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৯ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ দশমী শেষ রা ৬।২৬ হস্তা ৩।২৭

পৌষ ১৩২৬

১০ নারায়ণ ১ পৌষ ১৭ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩৯ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ একাদশী দিবারাত্র চিত্রা সন্ধ্যা ৫।৭

১১ নারায়ণ ২ পৌষ ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪০ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ একাদশী ৭।৫৩ স্বাতী রা ৭।১৪ একাদশীর উপবাস।

১২ নারায়ণ ৩ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর [illegible] গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪১ [illegible] ৫।১৫ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৯।৪৩ বিশাখা রা ৯।৩৯ শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব

১৩ নারায়ণ ৪ পৌষ ২০ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪১ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ১১।৪৭ অনুরাধা রা ১২।১৪ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১৪ নারায়ণ ৫ পৌষ ২১ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৪২ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১।৫৮ জ্যেষ্ঠা রা ২।৫১

১৫ নারায়ণ ৬ পৌষ ২২ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৩ অ ৫।১৬ অমাবস্যা ৪,৪ মূলা শেষ রা ৫।১৮

১৬ নারায়ণ ৭ পৌষ ২৩ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৩ অ ৫।১৬ গৌর প্রতিপদ রা ৫।৫৬ পূর্ব্বাষাঢ়া দিবারাত্রি

১৭ নারায়ণ ৮ পৌষ ২৪ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৪ অ ৫।১৬ গৌর দ্বিতীয়া রা ৭।২৫ পূর্ব্বাষাঢ়া ৭।২৮ বড়দিনের বন্ধ

১৮ নারায়ণ ৯ পৌষ ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতি গৌর তৃতীয়া রা ৮।২৮ উত্তরাষাঢ়া ৯ ১৩ শ্রীজীব গোস্বামীর তিরোভাব। বড় দিনের বন্ধ

১৯ নারায়ণ ১০ পৌষ ২৬ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৫ অ ৫।১৭ গৌর চতুর্থী রা ৮।৫৯ শ্রবণা ১০।৩০ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরায়ণ বা শাল্যো-দনী যাত্রা। বড় দিনের বন্ধ

২০ নারায়ণ ১১ পৌষ ২৭ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৫ অ ৫।১৮ গৌর পঞ্চমী রা ৮।৫৯ ধনিষ্ঠা ১১।১৭। বড় দিনের বন্ধ

২১ নারায়ণ ১২ পৌষ ২৮ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬,৪৬ অ ৫।১৯ গৌর ষষ্ঠী রা ৮,৩০ শতভিষা ১১।৩৫

২২ নারায়ণ ১৩ পৌষ ২৯ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৫ অ ৫।১৯ গৌর সপ্তমী রা ৭।৩২ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১১।২২

২৩ নারায়ণ ১৪ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৫ অ ৫।২০ গৌর অষ্টমী রা ৬।১০ উত্তরভাদ্রপদ ১০।৪৭

২৪ নারায়ণ ১৫ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৬ অ ৫।২১ গৌর নবমী ৪।২৭ রেবতী ৯।৪৭ বর্ষ শেষ বন্ধ

জানুয়ারী ১৯২০

২৫ নারায়ণ ১৬ পৌষ ১ জানুয়ারী বৃহস্পতি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৬ অ ৫।২১ গৌর দশমী ২।২৮ অশ্বিনী ৮।৩৪ বর্ষারম্ভবন্ধ।

২৬ নারায়ণ ১৭ পৌষ ২ জানুয়ারী শুক্র অ ৫।২২ গৌর একাদশী ১২।১৭ ভরণী প্রাঃ ৭।৬ পরে কৃত্তিকা শেষ রা ৫।৩০ একাদশীর উপবাস।

২৭ নারায়ণ ১৮ পৌষ ৩ জানুয়ারী শনি উ ৬।৪৬ অ ৫।২৩ গৌর দ্বাদশী ৯।৫৮ রোহিণী রা ৩।৫১ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৮ নারায়ণ ১৯ পৌষ ৪ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৬ অ ৫।২৩ গৌর ত্রয়োদশী ৭।৩৭ পরে চতুর্দশী শেষ রা ৫।১৮

২৯ নারায়ণ ২০ পৌষ ৫ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৭ অ ৫।২৪ পূর্ণিমা রা ৩।৮ আর্দ্রা রা ১২।৪২

মাধব ৪৩৩

১ মাধব ২১ পৌষ ৬ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৭ অ ৫।২৫ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ১।৯ পুনর্ব্বসু রা ১১।২৪ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা

২ মাধব ২২ পৌষ ৭ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৭ অ ৫।২৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১১।২৬ পুষ্যা রা ১০।১৭

৩ মাধব ২৩ পৌষ ৮ জানুয়ারী বৃহস্পতি উ ৬।৪৭ অ ৫।২৬ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ১০।৪ অশ্লেষা রা ৯।৩৩ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৪ মাধব ২৪ পৌষ ৯ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।২৬ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৯।১২ মঘা রা ৯।১২

৫ মাধব ২৫ পৌষ ১০ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী [illegible] ৬।৪৭ অ ৫।২৭ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ৮।৩৬ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৯।১৯

[illegible] মাধব ২৬ পৌষ ১১ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৭ অ ৫।২৮ [illegible] ষষ্ঠী রা ৮।৩৭ উত্তর ফল্গুনী রা ৯।৫৪

৭ মাধব ২৭ পৌষ ১২ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৭ অ ৫।২৮ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৯।৫১ হস্তা রা ১১।১

৮ মাধব ২৮ পৌষ ১৩ জানুয়ারী মঙ্গল প্রত্যুম্ন উ ৬।৪৭ অ ৫।২৮ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ১০।১১ চিত্রা রা ১২।৩২

৯ মাধব ২৯ পৌষ ১৪ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৮ অ ৫।২৯ কৃষ্ণ নবমী রা ১১।৩৯ স্বাতী রা ২।৬৩

মাঘ ১৩২৬

১০ মাধব ১ মাঘ ১৫ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬ ৪৮ অ ৫।৩০ কৃষ্ণ দশমী রা ১।৩০ বিশাখা রা ৪।৪৫

১১ মাধব ২ মাঘ ১৬ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।৩০ কৃষ্ণ একাদশী রা ৩।৩৬ অনুরাধা দিবারাত্রি একাদশীর উপবাস

১২ মাধব ৩ মাঘ ১৭ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৮ [illegible] ৫।৩১ কৃষ্ণ দ্বাদশী শেষ রা ৫।৪৭ অনুরাধা ৭।২৯

১৩ মাধব ৪ মাঘ ১৮ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬ ৪৮ অ ৫।৩১ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী দিবা রাত্রি জ্যেষ্ঠা ১০।৬

১৪ মাধব [illegible] মাঘ ১৯ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৮ [illegible] ৫।৩২ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৭।৫১ মূলা ১২।৩৬

১৫ মাধব ৬ মাঘ ২০ জানুয়ারী মঙ্গল প্রত্যুম্ন উ ৬।৪৮ অ ৫।৩২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৯।৪১ পূর্ব্বাষাঢ়া ২।৫০ শ্রীজয়দেবের, শ্রীলোচন ঠাকুরের ও শ্রীউদ্ধা-

১৬ মাধব ৭ মাঘ ২১ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৩ অমা-বস্তা ১১।৭ উত্তরাষাঢ়া ৪।৪২

১৭ মাধব ৮ মাঘ ২২ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৪ গৌর প্রতিপদ ১২।৭ শ্রবণা রা ৬।৪

১৮ মাধব ৯ মাঘ ২৩ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৪ গৌর দ্বিতীয়া ১২।৩৬ ধনিষ্ঠা ৬।৫৯

১৯ মাধব ১০ মাঘ ২৪ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৫ গৌর তৃতীয়া ১২।৩৪ শতভিষা রা ৭।২৪

২০ মাধব ১১ মাঘ ২৫ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৬ গৌর চতুর্থী ১২।৩০ পূর্ব্ব ভাদ্রপদ রা ৭।১৯

২১ মাধব ১২ মাঘ ২৬ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৭ অ ৫ ৩৬ গৌর পঞ্চমী ১১।০ উত্তর ভাদ্রপদ রা ৬ ৪৯ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব। শ্রীমায়াপুরে উৎসব। সরস্বতী পূজার বন্ধ

২২ মাধব ১৩ মাঘ ২৭ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৭ গৌর ষষ্ঠী ৯।৩৫ রেবতী সন্ধ্যা ৫।৫৬

২৩ মাধব ১৪ মাঘ ২৮ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬ ৪৭ অ ৫।৩৮ গৌর সপ্তমী ৭।৫০ পরে অষ্টমী রা ৫।৫০ অশ্বিনী ৪।৪৪ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব

২৪ মাধব ১৫ মাঘ ২৯ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৬ অ ৫।৩৯ গৌর নবমী রা ৩.৩৭ ভরণী ৩।১৯ শ্রীমধ্বাচার্য্যের তিরোভাব

২৫ মাধব ১৬ মাঘ ৩০ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৬ অ ৫।৪০ গৌর দশমী রা ১।১৭ কৃত্তিকা ১।৪৪

২৬ মাধব ১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৬ অ ৫।৪০ গৌর একাদশী রা ১০।৫৬ রোহিণী ১২।৫ একাদশীর উপবাস।

ফেব্রুয়ারী ১৯২০

২৭ মাধব ১৮ মাঘ ১ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৫ অ ৫।৪১ গৌর দ্বাদশী রা ৮।৩৭ মৃগশিরা ১০।২৫ বরাহ দ্বাদশীর উপবাস।

২৮ মাধব ১৯ মাঘ ২ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৫ অ ৫।৪২ গৌর ত্রয়োদশী রা ৬।২৭ আর্দ্রা ৮।৫২ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব। কুলিয়া নবদ্বীপে বসন্ত গানোৎসব

২৯ মাধব ২০ মাঘ ৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৪ অ ৫।৪৩ গৌর চতুর্দ্দশী ৪।২৮ পুনর্ব্বসু ৭।৩০ পরে পুষ্যা শেষ রা ৬।২১

৩০ মাধব ২১ মাঘ ৪ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৪ অ ৫।৪৩ পূর্ণিমা ২।৪৫ অশ্লেষা রা ৫।৩১ শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব।

গোবিন্দ ৪৩৩

১ গোবিন্দ ২২ মাঘ ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৪ কৃষ্ণ প্রতিপদ ১ ২৪ মঘা রা ৫।৪

২ গোবিন্দ ২৩ মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১২।২৭ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৫ ৩

৩ গোবিন্দ ২৪ মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪২ অ ৫।৪৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১১।৫৯ উত্তরফল্গুনী রা ৫।৩১

■ গোবিন্দ ২৫ মাঘ ৮ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪২ অ ৫।৪৬ কৃষ্ণ চতুর্থী ১২।০ হস্তা শেষ রা ৬ ৩১

৫ গোবিন্দ ২৬ মাঘ ৯ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬.৪১ অ ৫।৪৬ কৃষ্ণ পঞ্চমী ১২।৩৩ চিত্রা দিবারাত্রি

৬ গোবিন্দ ২৭ মাঘ ১০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪১ অ ৫।৪৭ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১।৩৬ চিত্রা ৭।৫৫

৭ গোবিন্দ ২৮ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪০ অ ৫।৪৭ কৃষ্ণ সপ্তমী ৩।৫ স্বাতী ৯।৫০

৮ গোবিন্দ ২৯ মাঘ ১২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪০ অ ৫।৪৮ কৃষ্ণ অষ্টমী ৪।৫৭ বিশাখা ১২।৮

ফাল্গুন ১৩২৬

৯ গোবিন্দ ১ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৯ অ ৫।৪৯ কৃষ্ণ নবমী রা ৭।২ অনুরাধা ২।৩৯

১০ গোবিন্দ ২ ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৯ অ ৫।৪৯ কৃষ্ণ দশমী রা ৯।১১ জ্যেষ্ঠা অপরাহ্ন ৫।১৬

১১ গোবিন্দ ৩ ফাল্গুন ১৫ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৩৮ অ ৫।৫০ কৃষ্ণ একাদশী রা ১১।১৪ মূলা রা ৭।৪৭ একাদশীর উপবাস।

১২ গোবিন্দ ৪ ফাল্গুন ১৬ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৭ অ ৫।৫০ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১।০ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১০।১৬

১৩ গোবিন্দ ৫ ফাল্গুন ১৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৭ অ ৫।৫১ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ২।২৩ উত্তরাষাঢ়া রা ১২।৩

১৪ গোবিন্দ ৬ ফাল্গুন ১৮ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩৬ অ ৫।৫২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৩।২০ শ্রবণা রা ১।৩০

১৫ গোবিন্দ ৭ ফাল্গুন ১৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩৬ অ ৫।৫২ অমাবস্যা রা ৩।৪৪ ধনিষ্ঠা রা ২।৩২

১৬ গোবিন্দ ৮ ফাল্গুন ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৫ অ ৫।৫৩ গৌর প্রতিপদ রা ৩।৩৮ শতভিষা রা ৩।৩

১৭ গোবিন্দ ৯ ফাল্গুন ২১ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৫ অ ৫।৫৩ গৌর দ্বিতীয়া রা ৩।২ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৩।৫।

১৮ গোবিন্দ ১০ ফাল্গুন ২২ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৩৪ অ ৫।৫৪ গৌর তৃতীয়া রা ১।৫৮ উত্তরভাদ্রপদ রা ২।৪০

১৯ গোবিন্দ ১১ ফাল্গুন ২৩ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৩ অ ৫।৫৪ গৌর চতুর্থী রা ১২।৩০ রেবতী রা ১।৫২

২০ গোবিন্দ ১২ ফাল্গুন ২৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩২ অ ৫।৫৫ গৌর পঞ্চমী রা ১০।৪২ অশ্বিনী রা ১২।৪৪। শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

২১ গোবিন্দ ১৩ ফাল্গুন ২৫ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩১ অ ৫।৫৫ গৌর ষষ্ঠী রা ৮।৩৯ ভরণী রা ১১।২২

২২ গোবিন্দ ১৪ ফাল্গুন ২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩০ অ ৫।৫৬ গৌর সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।২৪ কৃত্তিকা রা ৯।৫০

২৩ গোবিন্দ ১৫ ফাল্গুন ২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩০ অ ৫।৫৭ গৌর অষ্টমী ৪।৩ রোহিণী রা ৮।১১

২৪ গোবিন্দ ১৬ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২৯ অ ৫।৫৭ গৌর নবমী ১।৪০ মৃগশিরা সন্ধ্যা ৬।৩১

২৫ গোবিন্দ ১৭ ফাল্গুন ২৯ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।২৮ অ ৫।৫৮ গৌর দশমী ১১।২০ আর্দ্রা ৪।৫৫

মার্চ্চ ১৯২০

২৬ গোবিন্দ ১৮ ফাল্গুন ১ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২৭ অ ৫।৫৮ গৌর একাদশী ৯।৮ পুনর্ব্বসু ৩।২৯ একাদশীর উপবাস

২৭ গোবিন্দ ১৯ ফাল্গুন ২ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২৬ অ ৫।৫৯ গৌর দ্বাদশী ৭।৯ পরে ত্রয়োদশী রা ৫।২৭ পুষ্যা ২।১৬ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর

২৮ গোবিন্দ ২০ ফাল্গুন ৩ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২৫ অ ৫।৫৯ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৪।৫ অশ্লেষা ১।২০

২৯ গোবিন্দ ২১ ফাল্গুন [illegible] মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২৪ [illegible] ৬।০ পূর্ণিমা রা ৩।৮ মঘা ১১।৪৭ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। শ্রীশ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীযোগপীঠে গৌরজন্মভিটায় শ্রীমহাপ্রভুর জন্মমহামহোৎসব। পূর্ণিমান্তে শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৪ আরম্ভ। দোলের বন্ধ।

॥ শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা সমাপ্ত ॥

——::•::——

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২১শ বর্ষ } দামোদর ও কেশব ৪৩৩ { ৮ম, ৯ম সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—বিজিত ষড়্গুণ।

ষড়্গুণ বলিতে ক্ষুধা, পিপাসা, লোভ, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা এই [illegible] বিরোধী গুণই ষড়্গুণ।

এই ছয়টী গুণ অনাত্মার ধর্ম্ম। অনাত্মা বলিতে দেহ ও মনকে বুঝায়। চেতনবৃত্তি বা আত্মবৃত্তি যেকালে জড় বা অনাত্মার অনুশীলনে প্রভুত্ব করে সেইকালে তাদৃশ চেতনকে মন বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। মন জড়বস্তুতে অস্মিতার সহায়তায় মমত্বারোপ করে। প্রকৃতির রাজ্যে তিনটী গুণের বিক্রম দেখা যায়। গুণসমূহ হইতে সকল অনিত্য

কর্ম্মের উদয় হয়। চেতনবৃত্তি গুণের দ্বারা চালিত হইলে কর্ম্মফলের ভোক্তা হন। যেকালে মন কর্ম্মফলের বাধ্য থাকেন তখন তাহাকে ষড় গুণ জিত বলা যায়। ফলভোগ রাহিত্যে বা কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিলে তিনি সাধু হইতে পারেন। সেকালে তাহার জড়ভোগস্পৃহা আদৌ থাকেনা। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ ছয়গুণের অধীন নহেন। ঐ আগন্তুক গুণগুলি অনাত্ম বস্তুর উপর বিক্রম প্রকাশ করে। সজ্জনের উপর ষড় গুণের আধিপত্য নাই।

সজ্জন অন্তকর্ম্মফলভোগী মানবের ন্যায় জড় দর্শনে একই রকম পরিদৃষ্ট হন কিন্তু তিনি আত্মবিৎ কৃষ্ণাশ্রয়াবুদ্ধি দ্বারা ভোগে অসংস্পৃষ্ট। তাঁহার বৃত্তি নিত্য হরিসেবাময়ী। কর্ম্মী বা জ্ঞানী উভয়কেই ষড় গুণের বাধ্য হইতে হয় কিন্তু সজ্জন কখনও ষড় গুণের বাধ্য নন। সজ্জন জানেন যে আত্মা নিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট, আগন্তুক অনিত্য ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেহ ও মনকে যে গুণ সমূহ বিকার উৎপন্ন করায় তাহা সজ্জনের বুদ্ধি স্পর্শ করে না, তিনি ঐ ছয় গুণ হইতে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকেন।

যেখানে সজ্জন পরিচয়ে কাম ক্রোধাদির বিকট নৃত্য দেখা যায় সেখানে দ্রষ্টৃ সাধারণের দৃষ্টিতে দৃশ্যের প্রতি সজ্জন বিষয়িণী শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। আবার তাদৃশ হিংসা দ্বেষের তাণ্ডব নৃত্যের ছলনায় ভক্তদ্বেষী জনে সজ্জনের তাদৃশ ব্যবহার বিজিতষড় গুণ সজ্জনের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত কারক নহে। গুণগুলি দেহ ও মনের বিকার উৎপন্ন করে বলিয়া আত্মবিৎ সজ্জনের সম্পত্তি নহে। জ্ঞানীর শান্ত অবস্থায় ঐ গুণষট্‌ক অব্যক্ত থাকিলেও পুনঃ পুনঃ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রাকৃত বিকৃতি উৎপন্ন করে। সজ্জন কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া কোন বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তজ্জন্যই পরমহংসের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বা পারমহংস্য সংহিতা সজ্জন

নির্ম্মৎসরগণের বা বিজিত ষড়্‌গুণের ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। সজ্জন বিজিত ষড়্‌গুণ একথা জানা হইলেই বদ্ধজীবও সজ্জন হইতে পারেন। যেকালে তিনি সজ্জনের ধারণা সংকীর্ণ বুদ্ধিতে বিচার করেন তৎকালাবধি বিজিত ষড়্‌গুণ কি অবস্থা তিনি বুঝিতে সমর্থ হন না। বিজিত ষড়্‌গুণ সজ্জনগণের অমল পাদপদ্ম দেখিবার যোগ্যতা হইলে জীবও সজ্জন হন।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভা।

ভক্তিশাস্ত্র প্রবেশিকার প্রশ্নপত্র।

কাল ১০ দণ্ড। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২।

১। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রীবৃন্দাবন দাস। ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপ বিবরণ লিখিতে হইবে।

২। ভক্তি কয় প্রকার, ভক্তের অধিকার কয় প্রকার, ভক্ত্যঙ্গ কয় প্রকার ও তাহাদের সংক্ষেপ পরিচয়। ১৫

৩। আভিজাত্য, বিত্ত, প্রতিষ্ঠা, মর্য্যাদা, ব্রত, সৎকর্ম্ম, ত্যাগ প্রভৃতি ঐহিক ফল কৃষ্ণভক্তির বাধক কি প্রকারে? উহারাই কিরূপে অনুকূল হয়?

৪। বেদের সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন সংক্ষেপে সরল ভাষায় বর্ণন করিতে হইবে। ১৫

৫। দশ সংস্কার কাহাকে বলে। বৈষ্ণবের বিংশ সংস্কার কি কি? বৈষ্ণবগণ ত্রিদণ্ড কেন গ্রহণ করেন? ১৫

৬। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত জগতের অন্যান্য ধর্ম্মের পার্থক্য। ১৫

৭। (১) অন্নজল ও মহাপ্রসাদ চরণামৃত (২) অন্য গ্রাম নগর ও বৃন্দাবন নবদ্বীপ (৩) বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্য (৪) গুরু ও অপর মনুষ্য (৫) শিলা ও শালগ্রাম (৬) নামমন্ত্র ও অন্যশব্দ (৭) গৌরহরি ও ধর্ম্মপ্রচারক (৮) ত্যাগ ও ভোগ (৯) বৈষ্ণব ও ছত্রিশ জাতি (১০) বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও শিবাদি দেবতা। ২০

পরস্পরের তারতম্য আলোচ্য।

আচার্য্য পরীক্ষায় ভক্তিশাস্ত্র প্রশ্নপত্র।

পূর্ণ সংখ্যা ১০০। কাল ১০ দণ্ড। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২।

১। শাস্ত্র নামোল্লেখে ভক্তির বিভিন্ন সংজ্ঞা লিখুন। কর্ম্ম ও জ্ঞান সহ ভক্তির পার্থক্য কোথায়?

২। চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ কি কি? সাধন, ভাব ও প্রেম ভক্তির পরস্পর পার্থক্য কি?

৩। রতি ও রস কাহাকে বলে। রস কয় প্রকার? জড়রস ও চিদ্রসে বিষয় ও আশ্রয়ের কিরূপ পরস্পর বৈপরীত্য তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিন।

৪। ফল্গু বৈরাগ্য ও যুক্ত বৈরাগ্যের সংজ্ঞা লিখিয়া বুঝাইয়া দিন।

৫। বৈধ ও রাগানুগামার্গের পার্থক্য কি? বিভাব ও অনুভাব কাহাকে বলে?

৬। নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ লিখুন :—

(১) দীক্ষা (২) সবন (৩) প্রসাদ (৪) শৌক্র (৫) প্রেমবৈচিত্ত্য (৬) জীবন্মুক্ত (৭) গুরু (৮) সেবাপরাধ (৯) ভজন (১০) অর্চ্চা।

যে কোন ৫টী প্রশ্নের উত্তর লিখুন। প্রতি প্রশ্নে সম সংখ্যা।

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র।

(১) "প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর" অবলম্বন পূর্ব্বক একটী প্রবন্ধ লিখুন।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১২।

সম্প্রদায় বৈভব—প্রথম প্রশ্নপত্র।

পূর্ণ সংখ্যা শত, কাল ১০ দণ্ড।

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্বারা কি কি উদ্দিষ্ট হয়। সংখ্যা ও নাম উল্লেখ পূর্ব্বক ঐ শব্দগুলির সার্থকতা নির্দ্দেশ করুন্ :—

(১) নবদ্বীপ। (২) দ্বাদশ গোপাল। (৩) নামাপরাধ। (৪) দ্বাদশ বিষ্ণুমাস (৫) প্রভুর তিন রঘুনাথ। (৬) পঞ্চাশৎ জীব গুণ (৭) চতুর্দ্দশ ভুবন (৮) রিপুষট্‌ক। (৯) অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার। (১০) দশোপনিষৎ (১১) অষ্টাদশ পুরাণ। (১২) ষড়দর্শন। (১৩) নব রসিক। (১৪) দশ নামী সন্ন্যাসী। (১৫) চতুঃষষ্টি গুণ। (১৬) চতুঃশ্লোকী ভাগবত।

২। নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের প্রকট কাল উল্লেখ করিয়া সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন।

(১) প্রকাশানন্দ (২) প্রবোধানন্দ (৩) জয়দেব (৪) কবিকর্ণপুর (৫) বিল্বমঙ্গল (৬) জীবগোস্বামী (৭) নরোত্তম ঠাকুর (৮) অতিবাড়ী জগন্নাথ (৯) ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (১০) ঠাকুর হরিদাস।

৩। (ক) চতুঃসম্প্রদায়ের নাম ■ প্রত্যেকের আদি পুরুষ। (খ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আচার্য্য পরম্পরা। (গ) বৈষ্ণব সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের বেদান্ত ভাষ্যের নাম। (ঘ) ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গ্রন্থাবলীর নাম (ঙ) জীবের রচিত গ্রন্থ। (চ) গোপালভট্টের প্রণীত গ্রন্থ। (ছ) সনাতনের রচিত গ্রন্থ। (জ) রূপের গ্রন্থাবলী (ঝ) কর্ণপুররচিত গ্রন্থ।

৪। নিম্নলিখিত শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থের ও স্বরূপের মধ্যে পরস্পরের প্রভেদ ও বিশেষত্ব কি বুঝাইয়া দিন (ক) গোস্বামী ■ গৃহব্রত (খ) শ্রীনাম নামাভাস ও নামাপরাধ (গ) বৈষ্ণব ও শাক্ত (ঘ) বিবর্ত্ত ও পরিণামবাদ (ঙ) ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্য (চ) স্মার্ত্ত ও পরমার্থী (ছ) শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ (জ) ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব (ঝ) কৃষ্ণ ও মায়া।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ কি?

শৌক্র, সাবিত্র্য, দৈক্ষ, পরমহংস, মধ্যমাধিকারী, গ্রাম্যকথা, মহামহাপ্রসাদ স্ত্রীসঙ্গী, রূপানুগ।

৬। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় কি জন্য বিখ্যাত?

মায়াপুর, পানিহাটী, গোদ্রুম, কুলিয়া, খানাকুল, উড়ুপী, রামকেলি, বিদ্যানগর, গাঠোলী, ভোগবর্দ্ধন।

সম্প্রদায় বৈভব—দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র।

পূর্ণসংখ্যা—১০০। প্রত্যেক প্রশ্ন সমসংখ্যা।

কাল—চৈত্র সংক্রান্তি পর্য্যন্ত।

১। চতুঃসম্প্রদায়ের মতের সহিত গৌরসুন্দরের মতের পার্থক্য।

২। রূপানুগ বৈষ্ণবের ভজন পন্থার উপায় কি ?

৩। স্মার্ত্ত জাতি গোস্বামী সহজিয়া বাউল প্রভৃতির হেয়ত্ব।

৪। বৈষ্ণবস্মৃতি ও রঘুনন্দনের অবৈষ্ণব লৌকিক স্মৃতি।

পঞ্চরাত্র—প্রশ্নপত্র।

কাল [illegible] দণ্ড। পূর্ণ সংখ্যা শত। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২

১। দীক্ষা কাহাকে বলে ? দীক্ষা কয় প্রকার ? দীক্ষায় কাহার অধিকার আছে ? দীক্ষা গৃহীত হইলে দ্বিজত্ব লাভ হয় তাহার প্রমাণ কি ? দ্বিজত্ব শব্দের অর্থ কি ? দীক্ষিত ব্যক্তিকে তাহার শৌক্র বর্ণ দ্বারা অদীক্ষিত অবস্থার জাতি জানিলে কি দোষ হয় ?

২। জন্ম কয় প্রকার। বর্ণ কয় প্রকার ? কোন্ কোন্ জন্মে কোন্ কোন্ বর্ণ হইতে পারে ? এ সকল কথা কোন্ কোন্ শাস্ত্রে আছে ?

৩। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম [illegible] পরমহংসের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৪। নৈবেদ্য কাহাকে বলে ? বিষ্ণু নৈবেদ্যের দ্বারা কি কি কার্য্য হয় ? নৈবেদ্যের অসম্মান করিলে কি ফল হয় ? মহাপ্রসাদ স্পর্শ দোষে

৫। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অষ্টমহাদ্বাদশীর উপবাস করিতে হয়। অরুণোদয় বিদ্ধা কাহাকে বলে?

৬। দ্বিজগণের দশ সংস্কার কাহাকে বলে? গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের পঞ্চ সংস্কার কি? বিরক্ত বৈষ্ণবগণের দশ সংস্কার কি?

৭। দীক্ষিত বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধবিধি কিরূপ?

৮। দীক্ষিত বৈষ্ণবের অন্য দেবার্চ্চনায় কিরূপ অধিকার আছে।

৯। যতির দণ্ড কয় প্রকার? ত্রিদণ্ডি যতিকে নমস্কার না করিলে কি অপরাধ হয় এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি? গলদেশে তুলসী মালা ধারণ না করিলে কি দোষ?

১০। ভগবদ্ধর্ম্ম কি কি?

১১। নামাপরাধ কি কি? অপরাধ প্রশমনের উপায় কি?

১২। নিম্নলিখিত শব্দে কি বুঝায়?

(১) সপ্তমী বিদ্ধ জন্মাষ্টমী (২) অরুণোদয় বিদ্ধ একাদশী (৩) সাবিত্র্য ব্রহ্মচর্য্য (৪) হবিষ্যান্ন (৫) দ্বাদশ তিলক (৬) পীঠপূজা (৭) চাতুর্ম্মাস্য (৮) পার্শ্বপরিবর্ত্তন (৯) হবিষ্য (১০) প্রতিমা

প্রতি প্রশ্নে সম সংখ্যা। যে কোন দশটী প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে।

পঞ্চরাত্র—দ্বিতীয় পত্র।

কাল—চৈত্র সংক্রান্তি পর্য্যন্ত।

১। ঐকান্তিকী হরিভক্তি ▪ শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধি।

২। কৃষ্ণপ্রেমা ব্যতীত শাস্ত্রের ও বৈষ্ণবগুরুর ▪ ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।

রায় হইয়া ব্যাকুল।" সেইরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাভূমির উদ্ধারার্থে ব্যাকুল হইয়া এমন গ্রাম নাই, এমন মাঠ নাই, এমন নদীর ছাড় নাই, এক কথায় এমন স্থান নাই যেখানে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়া অনুসন্ধান করেন নাই। সর্ব্বত্রই তিনি গভর্ণমেণ্টের রেকর্ড ও ম্যাপ মিলাইয়া লন। প্রাচীন গ্রন্থগুলির বর্ণিত কথা গুলি মিলাইয়া লন, তৎপরে স্থানীয় লোকদিগকে এজাহার করিয়া বুঝিয়া লন এবং সিদ্ধ মহাজনগণের বাক্য শ্রবণ করেন ও পরিশেষে ভগবৎকৃপানুভূতি লাভ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা দিব্য চক্ষের উপর রাখিয়া কার্য্য করেন। তখনও নব্বুই ও শতবর্ষ বয়স্ক দুই চারিজন ব্যক্তি জীবিত ছিলেন এবং তাঁহারাও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে যাহা বাবলাআড়ির চড়াতে ছিল সেই মধ্যবর্ত্তীকালের পুরাতন নদীয়া হইতে বাল্যকালে উঠিয়া আসিয়াছেন বলিয়া অবগত করান ও সেই সেই স্থান দেখাইয়া দেন। সেই কারণে তিনি বিগত শতাব্দিতে যতটা জানিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস কিছুতেই জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইবেন না আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস পুরাতন নবদ্বীপ নাম শুনিলেই একেবারে স্ফীত হইয়া বুদ্ধিহারা হন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের অতি প্রাচীন নবদ্বীপের কথা একেবারে ভুলিয়া যান। বাবলাআড়ির চড়ায় যে নবদ্বীপ নগর ছিল তাহাই বর্ত্তমানকালের কুলিয়া নবদ্বীপের সহিত বিচার করিলে মধ্যবর্ত্তীকালের পুরাতন নবদ্বীপ বলিয়া জানিতে হইবে এবং সেখানে কিংবা রামচন্দ্রপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা কোনকালে ছিল না ও হইতে পারে না বুঝিতে হইবে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে আমরা মূর্খ অর্ব্বাচীন বলিতে প্রস্তুত নহি। তিনি সম্মানিত কায়স্থবংশ জাত। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটায় নিজ আবাস অর্থাৎ বসৎবাটী স্থাপন করিতে সাহস পাইতেন না ও তাৎকালিক সমাজ ও তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে

দিত না। তিনি ঐ স্থানকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাস্তুভিটা জানিলে উহা অবশ্যই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হস্তে ন্যস্ত করিতেন। স্বয়ং কখনই পুত্র কলত্র লইয়া ভগবানের জন্মভূমিতে বাস করিয়া ধর্ম্ম বিরহিত শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন না। তিনি শ্রীমায়াপুরে ও খোলভাঙ্গা ডেঙ্গায় সে সকল বন্দবস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমায়াপুরের নাম ও খোলভাঙ্গার ডেঙ্গা শব্দ তাঁহার সময়ের হুদ্দাবন্দি কাগজে লিখিত আছে। প্রবলপ্রতাপান্বিত চাঁদকাজি কীর্ত্তনের খোল যেখানে ভাঙ্গিয়া দেন সেইটাই খোলভাঙ্গার ডেঙ্গা। দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠকে পাঁচথুপি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র করিয়াছিলেন এবং খোলভাঙ্গার ডেঙ্গায় বৈরাগী বসাইয়া বৈরাগীর ডেঙ্গা নাম দিয়াছিলেন একথা শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার প্রথম বিবরণ পত্রে লিখিত আছে। এই খোলভাঙ্গার ডেঙ্গায় তাঁহার যখন অত শ্রদ্ধা ছিল তখন তিনি কায়স্থ সন্তান হইয়া কোন সাহসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা যোগপীঠের বুকের উপর বসিয়া পুত্র কলত্র সহ বসবাস করিবেন। বরং তাঁহার খুল্লতাত পিতৃস্থানীয় বাল্যাবস্থার পালক গৌরাঙ্গ সিংহের জন্মভূমি রক্ষা করিয়া আপনি নবদ্বীপ বাস করিয়া তথায় তাঁহার গৃহ দেবতা বসাইয়াছিলেন ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। একথা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস ও তাঁহার পক্ষীয় ব্যক্তি গণের অগ্রে চিন্তাকরা উচিত ছিল। আজকাল সকলেই "হামবড়া"। মহতের অপমান করাই যেন একটা পৌরুষত্ব দাড়াইয়াছে। সেই জন্য অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া অক্লেশে দেবের দুর্ল্লভ, ব্রহ্মাবিষ্ণুহরপ্রিয় যোগপীঠে পুত্র কলত্র সহ দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহকে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে। কি ভয়ানক কথা! ইহাতে কত শুদ্ধ ভক্তের মনে ব্যথা দিতেছে। পূর্ণ কলি বিকশিত না হইলে এরূপ চেষ্টা সাধারণতঃ হয় না। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের জানা কর্ত্তব্য যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একজন প্রতিভা যুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভয় করিতেন।

এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এবং তাহার প্রীতি উৎপাদন করাইবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ সর্ব্বদাই পত্রে লিখিতেন "দরবার অসাধ্য পুত্র অবাধ্য। কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ"। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গ পূজা মানিতেন না। তাহাতে গঙ্গাগোবিন্দের ভয় করিবার কারণ ছিল না বরং তিনি রামচন্দ্রপুরে রামসীতা ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করিয়া শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন এবং রামচন্দ্রপুরকে শ্রীমায়াপুর অথবা শ্রীগৌরাঙ্গপুর নাম দিতেন এবং স্বয়ং কুলিয়ায় বাস করিতে পারিতেন। তিনি যদি গৌরাঙ্গ পূজার বিরোধী হইতেন তাহা হইলে গৌরাঙ্গের জন্মভিটার মূল্য তাহার নিকট অতি সামান্য আমরা সে কথা বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ তিনি বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম করিবার জন্য নবদ্বীপের পৈতৃক ভিটায় গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস যে দেওয়ানজী ভক্ত ছিলেন এবং পাছে অপরাধ হয় তজ্জন্য তৎকালিক পরিত্যক্ত নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বসাইয়া খোল ভাঙ্গার ডেঙ্গার পার্শ্বে বৈরাগী ডেঙ্গা নাম দিয়া ছিলেন এবং স্বয়ং তাৎকালিক সহর নদীয়া রামচন্দ্রপুরে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন এবং কুলিয়াকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়ভূমি জানিয়া সেখানে পাছে কোন রূপ অপরাধ হয় তজ্জন্য শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী প্রভৃতিকে বাস করাইয়াছিলেন। যদি শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের কথায় সায় দিয়া দেওয়ানজীকে খর্ব্ব করিয়া বর্ণন করা হয় তাহা হইলে ও সেদিকে ও দাসজীর স্থান নাই। কারণ তাহাতে কান্দিরাজ বংশে বৃথা কলঙ্ক আরোপিত হয়। এমতে বিচার পূর্ব্বক দেখিতে পাওয়া যায় যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঘুণাক্ষরে ও জানিতেন না যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গৃহ ও গৃহদেবতার মন্দির তাঁহার বসবাসের পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুর বলিয়া প্রচারিত ছিল। তাহা যদি হইত তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্রীত ভূমি রামচন্দ্রপুর নামের পরিবর্ত্তে শ্রীমায়াপুর দিতেন। এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ গোলযোগ অবশ্যই তিনি দেখিয়াছিলেন ও এখনো

তাহা রহিয়াছে। রামচন্দ্রপুর বাহির দ্বীপের জমীর অন্তর্ভূত ও শ্রীমায়াপুর বল্লালদিঘি প্রভৃতি স্থান গুলি ভিতর দ্বীপের অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপের জমীর অন্তর্ভূত। এ সম্বন্ধে বাগুয়ান পরগণার বামনপুকুর ও বল্লালদিঘির জমীদার গণের পুরাতন চিঠা ও কাগজাদি দেখুন। সন্দেহ মিটিবে। গভর্ণমেণ্ট জুরিসডিকসন্ লিষ্ট যাহা বিক্রয় হয় তাহাও দেখুন তাহাতে বউওারি কমিশ-নেরের লিষ্টে ৪৯নং বল্লালদিঘি, ৫০ নং মৌজায় বামনপুকুরিয়া, জলকর দমদমা ও দ্বীপের মাঠ লেখা দেখুন। ৫১ নং গঙ্গানগর, ৫২ নং ভারুইডাঙ্গা ৫৩নং টোটার মাঠ, ৫৪নং রুদ্রপুর, চরনিদয়া ও জলকর শিবের ডোবা লেখা আছে। এ সকল কথা উপেক্ষা করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। চারিদিক না দেখিয়া কার্য্য করিলে ঐরূপ অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। তিনি চিরপূজনীয় সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ দিগকে ও অপ্রতিহত প্রতিভাময় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয়কে দুরভিসন্ধিমূলে ভ্রান্ত বলিয়া আপনার লেখনীকে কলুষিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তাঁহার যদি কিছু মাত্র সম্মান থাকিত তাহা হইলে ঐরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিতেন না। সেইজন্য অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার লেখা প্রতিবাদের অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া উত্তর দিতে নারাজ। কিন্তু তাহাতেও প্রকৃত অবস্থাকে লুকাইয়া রাখা ঠিক নহে এবং সত্য কথা প্রকাশ করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের জীবনের কত সময় দুই পক্ষের এজাহার (evidence) গ্রহণ করিয়া ন্যায় মত রায় দিতে কাটিয়া গিয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্ব সমক্ষে সর্ব্বদেশে একজন ন্যায় পরায়ণ ধার্ম্মিক সুবিচারক বলিয়া জনসমাজে আদৃত ছিলেন। বড় বড় কৌন্সিলি উকীল ও মোক্তারগণ তাঁহার বিচারে কখন ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই; তিনি ও পক্ষান্তরে কখন ও অধর্ম্ম করিতেন না। তিনি ভগবানের কৃপাপাত্র ছিলেন এবং সকল বিষয়ে জড়ীয় দৃষ্টি ব্যতীত তাঁহার আর একটি দৃষ্টি ছিল। সে দৃষ্টির কথা আমরা উল্লেখ

না করিয়া বলি যে তিনি যে সকল জড়ীয় সাক্ষ্য ও প্রমাণ লইয়া শ্রীমায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন সেই সকল পুনরায় সংগ্রহ করিতে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের ভাগ্যে ঘটিবে কি না শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই জানেন এবং যদি ঘটে তবে দাসজী তাহা পাইয়া তাঁহার ন্যায় সুবিচার করিতে সমর্থ হইবেন কি না সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে বৃটিস গভর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসকে কার্য্য চালাইবার ভেক না লইতে দিয়া বিচারাসনে অগ্রেই বসাইয়া দিতেন এবং তাঁহাকে শ্রীহট্ট হইতে যত্ন করিয়া বিদায় লইতে হইত না। তিনি আজ পর্য্যন্তও নদীয়া কলেক্টারী আফিসে রক্ষিত থাকবস্তি কাগজের বোধহয় আকৃতিও দেখেন নাই অথবা তাঁহার যত্ন সত্ত্বেও দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। আমরা পেন্সন প্রাপ্ত সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র যিনি সম্প্রতি ৬ নং বাঞ্ছারাম অক্রুর গলিতে বাস করিতেছেন, তাঁহার মুখে ১৩২৩ সালের শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে শুনিয়াছি যে শ্রীমায়াপুরের কাগজপত্র গভর্ণমেণ্ট রেকর্ড হইতে খুজিয়া বাহির করিবার জন্য শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর তাৎকালিক রেকর্ডকিপার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর ভার ন্যস্ত করেন। তিনি বহুদিবস ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেইজন্য কেরানীর দ্বারা ঐ কার্য্য অসম্ভব জানিয়া উক্ত সবডেপুটী হেম বাবুকে ঐ কার্য্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। হেমবাবুর এজলাস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৃহৎ এজলাসের পার্শ্বে একটী ছোট ঘরে ছিল। হেম বাবু সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মাসাবধিকাল পরিশ্রমের পর কয়েকটী কাগজ খুজিয়া পাইলেন। তন্মধ্যে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেনেল সাহেবের সার্ভের নথি ছিল। সেই নথির মধ্যে শ্রীমায়াপুর পল্লীর সমস্ত কথা যাহা লিখা ছিল তাহা এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের কুইনকুইনিয়াল সেটেলমেণ্টের রেকর্ড হইতে শ্রীমায়াপুরের নাম ও স্থান বাহির

করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখান। ঐ সঙ্গে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের হৃদ্দাবন্দি কাগজেও শ্রীমায়াপুরের ও খোলভাঙ্গার ডেঙ্গা প্রভৃতির কথা যাহা লেখা ছিল তাহা সমস্তই প্রকাশ পায়। এই সকল প্রমাণ পাইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। হেম বাবুও স্বয়ং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জিলায় কানুনগোর পদে থাকিয়া বল্লালদীঘি, চরবল্লালদীঘি প্রভৃতি গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর মধ্যস্থিত স্থানগুলি স্বয়ং মাপ জরীপ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি রেনেল সাহেবের সার্ভের নথি ও কমিটি অফ্ সারকিটের সেটেলমেণ্ট রেকর্ড (যাহাকে লোকে সচরাচর কুইনকুইনিয়াল সেটেলমেণ্ট বলে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম পাঁচশালার বন্দবস্ত) কাগজ কিরূপ তাহা কিছু কিছু অবগত ছিলেন এবং তাহাতেই শ্রীমায়াপুরের স্থান প্রভৃতি অতি সত্বরেই খুজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হন। যদি কাহারো এ কথাতে সন্দেহ থাকে তবে তিনি হেমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন। হেমবাবু আরো বলিয়াছেন যে আবশ্যক হইলে এবং গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইলে তিনি পুনরায় পরিশ্রম করিয়া সেই কাগজগুলি খুজিয়া বাহির করিতে পারেন। হেমবাবু একজন বিশেষ সম্মানিত উচ্চবংশীয় চরিত্রবান লোক এবং এককালে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করিয়া সত্য মিথ্যার বিচার করিতেন। তিনি শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের ন্যায় সামাজিক নহেন। তিনি প্রাচীন ও বহুদর্শী ও ন্যায় পরায়ণ এবং শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের বালচাপল্যে দুঃখিত।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার প্রথম বর্ষের বিবরণ পত্রে ১৭ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই যে এ কথা লেখা আছে। "ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গাধিকার সময়ে যে সার্ভে ম্যাপ আছে তাহাতে ঐ স্থানকে (অর্থাৎ বল্লালদীঘির দক্ষিণে যোগপীঠকে) শ্রীমায়াপুর বলিয়া লেখা আছে। সেই ম্যাপ কৃষ্ণনগরের তাৎকালিক উকীল মহাশয়েরা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীমায়াপুরকে

সামান্য লোকে মেয়াপুর করিয়াছে। এই মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের মূল ভূমি, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করা উচিত নহে।" ঐ উকীল মহাশয়দিগের মধ্যে শ্রীযুক্তা নবনলিনী দেবীর জনক ৺ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবশ্যই ছিলেন এবং তিনি অবশ্য স্বচক্ষে বল্লালদীঘির দক্ষিণাংশে শ্রীমায়াপুরের নাম উক্ত ম্যাপে দেখিয়াছিলেন। ১৩০০ সালের ২রা মাঘ রবিবার অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের প্রাঙ্গণে যে বৃহৎ সভা হইয়া শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে সভার শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলমূর্ত্তি সেবা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয় তাহাতে আমরা শ্রীযুক্তা নবনলিনী দেবীর জনক ৺ তারাপদ বাবুকে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম এবং তিনি সেই দিবসেই উক্ত সভার কার্য্য সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। এমতে শ্রীযুক্তা নবনলিনী দেবীর জননীর নাম দিয়া দাসজী যে একটী গল্প উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা আমাদের বিশ্বাস যোগ্য নহে। কারণ তারাপদ বাবু তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে প্রতিষ্ঠিত যুগল মূর্ত্তির সেবার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনিই যত্ন করিয়া দাসজীর পক্ষসমর্থনকারী শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম গোস্বামীর নিকট হইতে শ্রীমায়াপুরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধামাধব যুগলমূর্ত্তির উদ্ধারের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং একদিনের জন্যও তিনি শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের কথিত গল্পটী শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার কোন অধিবেশন অথবা ঐ সভার কোন সম্পাদক বা কার্য্য কারককে বলেন নাই।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস লিখিয়াছেন যে তারাপদ বাবুর স্ত্রী একদা স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন যে যেন কোন গৌর বর্ণ ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিতেছেন বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর দিকস্থ মাঠে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী চড়ার নিম্নে একটী মন্দির প্রোথিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম স্থানেই উহা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তুমি যে কোন প্রকারে উহা প্রকাশ করিবার উপায় করিয়া শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ সেবার ব্যবস্থা কর। এই সকল গল্প সৃষ্টি করিয়া ছেলে ও

স্ত্রীলোক ভুলান যায়। ঐ রূপ গল্প তৈয়ার করিয়া যাহারা আখড়া বাধিতে যান বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করেন না। আমরা তারাপদ বাবুকে ভালরূপে জানিতাম। তিনি ও ঐ রূপ গল্পের প্রশ্রয় দিতেন না। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস ঐ ধরণের কয়েকটী গল্প রচনা করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় সত্য বলিয়া প্রকাশ করিলে সে গুলি প্রতি-বাদের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহাকে লজ্জা পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু সে লজ্জায় তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই মনে করিয়া দর্পণে তাঁহার চিত্র দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত গৃহ-দেবতার মন্দির যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বুঝাইতে গিয়া অনেক গুলি অপ্রাসঙ্গিক ও অযথা কথা বলিয়াছেন, এমন কি তাঁহার সকল প্রমাণ তাঁহার বিরুদ্ধেই গিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি [illegible] তোতারাম দাস বাবাজীকে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গুরু প্রমাণ করিতে গিয়াছিলেন। তাহা শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ সিংহ মহাশয় অস্বীকার করিয়াছেন। সে কথা দর্পণের ৭১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। এই শ্রীল তোতা রাম দাস বাবাজীর কথা লিখিতে গিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস ঐ [illegible] মহাশয়ের নাম যেখানে যেখানে লিখিয়াছেন, সেই সেই স্থানে একটী করিয়া অবৈষ্ণবোচিত মৃত কর্ম্মীর উপাধি ৺ অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করেন অথচ বৈষ্ণব দিগের নামের অগ্রে দ্বিধা না করিয়া কেবলাদ্বৈত পন্থীর ন্যায় ৺ লিখিয়া তাঁহাদিগকে গৃহস্থ কর্ম্মি বলিয়া সম্মান করিতে গিয়া নির্ম্মল বৈষ্ণবদিগের প্রতি অপরাধ বৃদ্ধি করিতেছেন। গৃহস্থ পণ্ডিতেরা না জানিয়া ঐ রূপ ব্যবহার করিলে তত দোষ হয় না যত শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস আপনাকে বাবাজী বলিয়া পরিচয় দিয়া করিয়াছেন। আজকাল কাল দিনে সকলেই

একটু শিক্ষালাভ করিলে কলম ধরেন কিন্তু কোথায় কি শব্দ ব্যবহার করিতে হয় তাহা শিক্ষা করেন না। এ দিকে শিক্ষিত বলিয়া আপনাকে মনে করিয়া আপনার অপদার্থতা প্রদর্শন করেন। যদি শিক্ষিত ও গৃহস্থ সমাজের ব্যক্তি গণের গর্ব্বে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস গর্ব্বিত থাকেন তবে কেন শুদ্ধ বৈরাগী ও ত্যাগীদিগের আচারে বৃথা কলঙ্ক আনয়ন করেন। বৈষ্ণবেরা যে রূপে বিরক্ত দিগকে সম্ভাষণ করেন সেই রূপ আচার তিনিই বা না করেন কেন? কেবল ব্রজের রজে সর্ব্বত্যাগ করিয়া গড়াগড়ি দিয়া থাকি বলিয়া মুখে আস্ফালন করিয়া কার্য্যে কলম ধরিয়া পণ্ডিতি করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অপযশ অর্জ্জনের মানসে মায়াবাদ প্রচার করাই কি তাঁহার ধর্ম্ম। নচেৎ শুদ্ধ ভক্তগণের নামের পূর্ব্বে ৺ বসাইয়া তাঁহাদিগকে মায়াবাদী বলিয়া অযথা অপমান করিতেন না। এই রূপ বৈষ্ণব অপরাধ ভাল নহে। কেবল মাত্র তাহাই নহে আবার কতকগুলি লোককেও সেই অবৈষ্ণব মায়াবাদ পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া বাড়ী বাড়ী দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সকল-কেই অন্যায় শিক্ষা দিতেছেন। এ সকল কলির মাহাত্ম্য নচেৎ এরূপ হইবে কেন? রাধাবল্লভ বাবুর ১৫ই আশ্বিনের যে পত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বলা আছে যে "শুনিয়াছি দেওয়ানজীও অনেক অনুসন্ধানে ঠিক জন্মস্থান স্থির করিতে পারেন নাই।" তবে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের জনশ্রুতি or "is said to have been" কোথায় রহিল। তবে কেন তিনি না বলিলেন কেহ কেহ বলেন কিংবা কাহারো কাহারো মুখে শুনা যায়। ইহাতে তাহার ভিত্তিশূন্য প্রমাণের যেটুকু লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা অপসারিত হইল। তাহার প্রামাণিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোথায়? তাঁহার কথার সাপক্ষে কোন প্রমাণই কখনই কান্দিরাজ জমীদারদিগের দপ্তরে পাওয়া যায় না। কোন দলিল দস্তাবেজে পাওয়া যায় না। গভর্ণমেন্টের কোন সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কাগজে পাওয়া যায় না। মূলকথা কোনরূপ জড়ীয়

প্রমাণে রামচন্দ্রপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান স্থির করিতে পারা যায় না। কেবল মাত্র ৭৪ সালের কাল্পনিক আখ্যায়িকাবলে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস শুনিয়াছেন যে ঐ রামচন্দ্রপুর গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ তাঁহার গৃহদেবতার একটী মন্দির করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস কি জানেন না যে গঙ্গাগোবিন্দের পালক পিতৃস্থানীয় পিতৃব্য স্বনামখ্যাত মুর্শীদাবাদ নবাব সরকারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ গৌরাঙ্গ সিংহ এবং তিনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে ভক্তবর হরেকৃষ্ণ সিংহ গঙ্গাতীরে রামচন্দ্রপুরে বাস করিলে উক্ত গৌরাঙ্গ সিংহ মহাশয় ঐ রামচন্দ্রপুরস্থিত হরেকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহাই অনেকটা সত্য বলিয়া সম্ভবপর এবং ঐ রামচন্দ্রপুর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার পিতৃব্য গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া কোন কোন ব্যক্তির নিকট মুখে প্রচার করিলে তাহাই ভুলক্রমে কেহ কেহ উহা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস পণ্ডিতপ্রবর বিজ্ঞ প্রাচীন মহামহোপাধ্যায় কবিকুমুদ কলানিধি শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম লইয়া তাঁহার দোহাই দিয়া তাঁহাকেও অপযশের ভাগী করিতেছেন। আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত কথোপকথনে জানিয়াছি যে তিনি শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের অসার কথায় যোগদান করেন না, কেবল তিনি তাঁহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় (সম্ভবতঃ গৌরাঙ্গ সিংহকে ভুল করিয়া গৌরাঙ্গদেব মনে করিয়া) শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি লোকমুখে শুনিয়াছি বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস যেমন ৭৪ সালের প্রবন্ধ পাঠকের মুখে শুনিয়াছেন তিনিও সেইরূপই শুনিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ কথা কোন বিশেষ প্রমাণাদি দ্বারা দৃঢ় হইতে পারে না এবং উহার ভিত্তিযুক্ত প্রমাণাদি নাই; পক্ষান্তরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই

তাঁহার মত। এস্থলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বহস্তে লিখিত একখানি পত্রের নকল উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ পাঠ করিয়া বুঝিবেন যে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের নবদ্বীপ দর্পণে কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে এবং এই পত্রখানিতে কি কথা লেখা আছে।

শ্রীশ্রীহরিঃ ১০ই ভাদ্র নবদ্বীপ। শুভানুধ্যায়ি শ্রীঅজিতনাথ শর্ম্মণঃ সাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনং। পত্র পাইয়া সম্বাদ অবগত হইলাম। আমি এতাবৎ-কাল পীড়িত হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসার অধীনে ছিলাম। লাটসাহেব ২রা আগষ্ট নবদ্বীপ আসিবেন এবং আমার টোল দেখিতে আমার বাটী আসিবেন। সুতরাং দুর্ব্বল অবস্থাতেও গতকল্য নবদ্বীপ আসিয়াছি। * * *। দ্বিতীয় কথা আমি স্বর্গীয় কেদার বাবুর মতের বিরুদ্ধ কোন মত প্রকাশ করি নাই। বৃন্দাবনবাসী ব্রজমোহন দাস নামক একজন বৈষ্ণব অনেক পরিশ্রম করিয়া নবদ্বীপের লুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থান সকল প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রথমতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা আমাকে দেখান। তাহাতে আমি অনেক প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার যে যে স্থানে ভূল ধারণা ছিল তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ কেদার বাবুর মুখে এবং তাঁহার পুস্তকে যাহা দেখিয়াছি তাহাই আমার মত। এ সকল কথা ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথকুণ্ডের নিকট হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি বলিলেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন তাহা আপনি দেখিয়াছেন কি না? আমি বলিলাম প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ মন্দির গঙ্গা গর্ভ হইতে জল স্রোতে উত্থিত হয় তাহা আমি দেখিয়াছি। বাবাজী বলিলেন সেই স্থানেই শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান। আমি বলিলাম প্রাচীন লোক মুখে আমিও ঐরূপ শুনিয়াছি। ব্রজমোহন দাস বাবাজী এই কথার উপর নির্ভর করিয়া আমার নাম বোধ হয় খবরের কাগজে

ছাপাইয়া দিয়া থাকিবেন। অন্যান্য সাক্ষাৎকারে কহিব। শ্রীঅজিত নাথ শর্ম্মণঃ। নবদ্বীপ।

উপরি উদ্ধৃত পত্র খানি পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের কথার উপর কতদূর বিশ্বাস এবং যদি তাঁহার কোন রূপ মিথ্যা অপযশ আসে সেই জন্য তিনি ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের নাম লিখিয়া তাঁহার কথার দৃঢ়তা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিনানুমতিতে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস তাঁহার নাম দিয়া যে কথা ছাপাইয়াছেন তাহা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। মহারাজ নন্দকুমারকে ঐরূপ একটা নাম স্বাক্ষরের জন্য হেষ্টিংস সাহেব বলোকি দাসের সহায়তায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারে ফাঁসী দিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় অবশ্য নিজ ঔদার্য্য গুণে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসকে ক্ষমা করিবেন কিন্তু ঐরূপ কার্য্যের জন্য উক্ত দাসজী বৈষ্ণব নামকে অপরের চক্ষে বিনা দোষে ঘৃণিত করিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন যে প্রমাণাদি সহ বহু কষ্ট করিয়া তিনি কয়েকটী স্থান স্থির করিয়াছেন। প্রমাণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা দুই একটা কল্পিত গল্প গুজব। সত্য সত্য কোন রেকর্ড প্রমাণ অথবা কোন সিদ্ধ বৈষ্ণবের অনুভূতি তাঁহার পুস্তকের কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ স্বপক্ষে কয়েকটা লোক দাঁড় করাইয়া তাঁহাদিগের দ্বারা কয়েকটী অসার কথা লিখাইয়া কয়েক খানি কাগজে প্রকাশ করা এবং সেই গুলিকে পুনরায় দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা। সেই জন্য তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী কথাকে শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেছেন। তাহাতে লেখা আছে যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটা সাব্যস্ত করিয়াছেন তাহাকে লোকে মায়াপুর না বলিয়া মিয়াপুর বলিত ও স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী

৺ মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। কেদার বাবু তখন কৃষ্ণনগরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্নের পরামর্শে সভা হইতে সে সময়ে কোন বাদ করা হয় নাই। এই কয়েকটী কথা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উক্ত গুপ্ত সভা, বিপক্ষে কোন প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই এবং কৃষ্ণনগরের উকীল মহাশয়েরা যে ম্যাপে শ্রীমায়াপুর কথাটী পড়িয়াছিলেন তাহা পর্য্যন্ত উক্ত হুগলীর মোক্তার রাঢ়ী মহাশয় দেখেন নাই। কেবল কতক গুলি লোককে ভ্রান্তপথে আনিবার জন্য ঐ গুপ্তসভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল। তাহাই কাগজে ছাপাইয়া অদ্য শ্রীমায়াপুরকে মেরাপুর করিবার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের নিস্ফল উদ্যোগ ও চেষ্টা। পরলোকগত মদন গোপাল গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্ত্র সম্বন্ধে ভক্তগণের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগতকে বুঝাইয়া দেন যে উহা অশাস্ত্রীয় বিধান। আরও উক্ত গোস্বামী মহাশয় মন্ত্র দিয়া ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন তাহা ভক্তগণের অনুমোদিত নহে প্রকাশ করায় উক্ত গোস্বামী মহাশয় ভিতরে ভিতরে তাঁহার শুদ্ধাভক্তি অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু গুপ্ত সভা পর্য্যন্তই সার। মূষিকগণের দ্বারা বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটকালের মধ্যে ঘটে নাই। এক্ষণে তিনি স্বয়ং উত্তর দিতে আসিবেন না জানিয়া কয়েকটী ক্ষুদ্রান্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। সেইজন্য নবদ্বীপদর্পণে সরল প্রকৃতি সম্পন্ন সাম্প্রদায়িক বিরক্ত বৈষ্ণব সম্বোধনে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসকে থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে নামাইয়াছেন। ৺ কান্তি রাঢ়ী মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে যে পুস্তক লেখেন তাহার নাম "নবদ্বীপ মহিমা" দিয়াছিলেন। সেই পুস্তকখানি পাঠ করুন। তাহাতে দেখিতে পাইবেন ঐ গুপ্তসভার 'মিয়াপুরকে' তিনি শ্রীমায়াপুর বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েকটী দুষ্ট ব্যক্তির খাতিরে পড়িয়া পরে ঐ মত বদলাইয়া

নবদ্বীপতত্ত্ব নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের এই নবদ্বীপ দর্পণের ন্যায় অযথা প্রমাণশূন্য কতকগুলি কথা প্রকাশ করেন। তিনি ভাবেন যে ঐরূপ একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে বোধহয় তিনি একজন সাহিত্যিক "কেউ কেটা" ব্যক্তির মধ্যে গণ্য হইয়া নাম কিনিতে পারিবেন। সেইজন্যই এই সকল গুপ্ত অভিসন্ধি ও গুপ্ত সভার মধ্যে তিনি পরে মিশ্রিত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার অনুসন্ধান গল্প গুজবের উপর নির্ভর করিত বলিয়া কেহই তাঁহার পরবর্ত্তী অবস্থার সময়ে যে সকল কথা তিনি বলিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। একথা দর্পণে লেখা আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে সে সময় নদীয়া কলেক্টারিতে রক্ষিত কাগজ পত্রাদি শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সাহায্যে দেখিতে পারিতেন কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও সে চেষ্টা করেন নাই, কেবল ভিতরে ভিতরে দুষ্ট লোকের পরামর্শে আপনার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর প্রকাশের যাহাতে বিঘ্ন ঘটে তাহার জন্য আপনার পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে মনুষ্যত্ব বা পৌরুষত্ব নাই। তিনি যদি সত্যসত্যই রেকর্ডে কিছু বিপক্ষ কথা পাইতেন তাহা হইলে তিনিও ছাড়িতেন না ও জগতে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিত এবং দর্পণে লিখিত মত অগ্রাহ্য করিত না। এ সকলই শ্রীগৌরচন্দ্রের ইচ্ছা।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের কথা যাহাতে লোকে বিশ্বাস করে তজ্জন্য তিনি শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয়ের ১৩২৪ সালের ৯ই আশ্বিন তারিখের একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উঠাইয়া বলিয়াছেন যে "শ্রীধাম নবদ্বীপে বর্ত্তমান সময়ে মায়াপুর নামে শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান যাহা প্রকাশ হইয়াছে, ঐ মায়াপুরের পূর্ব্ব নাম মেয়াপুর ছিল। * * কিছুদিন পরে ঐ স্থানে শ্রীমন্দিরাদি পাকা ইষ্টকালয় আরম্ভ হইল। ঐ ইষ্টকালয় শ্রীমন্দিরের ভীত খনন করিতে মুসলমানদিগের "কবরের" অস্থি অনেক বাহির হইয়াছিল।

বর্ত্তমান মায়াপুর কথিত ঠাকুর বাড়ীতে আমি প্রথম হইতে একাধিক্রমে সাত বৎসর বাস করিয়াছিলাম।” শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে প্রথম কয়েক বৎসর সেবাইত নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে নানাকারণে ঐ পদ হইতে অপসারিত হন। তাহাতেই তাঁহার শ্রীমায়াপুরের প্রতি বিদ্বেষ। তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় বারংবার শ্রীমন্মহা-প্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর এখন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে শ্রীপ্রভুর যুগলমূর্ত্তি স্থাপন হইবার কথা হইতেছে ইত্যাদি বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন। তাঁহারেই নির্ম্মিত শ্রীরাধামাধব জীউর শ্রীমূর্ত্তি এখনো শ্রীমায়াপুরে বিরাজ করিতেছেন। ঐ শ্রীমূর্ত্তির জন্য তিনি কড়ায় গণ্ডায় তাঁহার প্রাপ্য অর্থ শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার নিকট হইতে বুঝিয়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু অতবড় একটা গদি হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তাঁহার মনে অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। সেই জন্য অদ্য তিনি শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে দুই একটী কথা কল্পনা করিয়া বলিতে সাহস করিতেছেন। আমরা নিশ্চয় জানি যে তিনি তাঁহার বুকে হাতদিয়া ঐ সকল কথা বলিতে পারিবেন না। বলিতে গেলে তাঁহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিবে, কারণ তিনি শ্রীমায়াপুরকে এক প্রকার নিজের হাতে গড়িয়াছিলেন। তিনি যে কবরের কথা বলিতেছেন তাহা তাঁহার ক্রোধের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং তিনি ভাল করিয়া জানেন যে কবরের কথা দূরে থাকুক যদি কোন মুসলমান ভুল করিয়া শ্রীশ্রীমায়াপুর যোগপীঠে মল মূত্রাদি ত্যাগ করিত তৎক্ষণাৎ রক্তবমি করিয়া সে বিপদাপন্ন হইত ও উক্ত ভূমির রজে গড়াগড়ি দিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অবশেষে উদ্ধার পাইত। সে খানে বহু বর্ষ ব্যাপী অমর তুলসী ক্ষেত্র ছিল ও উক্ত গোস্বামী মহাশয় ঐ তুলসী গাছ গুলি শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের দর্পণে লিখিত জঙ্গল মনে করিতেন না বরং তুলসীর যথোচিত সম্মান দিয়া আসিতেন। ভিত কাটিবার সময়ে যদি কবরের কোন হাড় পাওয়া যাইত তাহা হইলে কোন

ব্যক্তির সাধ্য যে কব্বর তুলিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে তাহা হইলে উক্ত শ্রীযুক্ত তারক ব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয়কে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের সহিত যোগদান করিতে হইত না কারণ কব্বরের অপমান করিলে মুসলমানগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিত। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের কৌশল ধন্য! তিনি স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে গিয়া অমর তুলসী কাননাবৃত শ্রীযোগপীঠের মুসলমানের অস্থি প্রোথন কল্পনা করিয়া অযথা অপমান করিতেছেন এবং শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয়কে আপনার অধর্ম্মোচিত কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেছেন। তাহাতে পদে পদে ভগবানের নিকট আপনাকে অযথা অপরাধী করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম গোস্বামী যে সময়ের কথা বলিতেছেন তৎকালে পূর্ব্ব বঙ্গে বৈনা নিবাসী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ দাস নামক একজন শ্রীধাম নবদ্বীপ ধাম দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কোন কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। আপনি স্বচক্ষে সমস্ত কথা সরজমীনে গিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি নিজ পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে "আমি অতি দুরন্ত, আমার হৃদয় কঠিন, অসরল—অবিশ্বাসে ভরা।" এরূপ ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরে আসিয়া উহা শ্রীগৌরজন্মস্থান কিনা বুঝিয়া লন। লোকে যেমন টাকা লইবার সময় উহা মেকি, কিনা বুঝিবার জন্য বাজাইয়া লয় ঐ ব্যক্তিও তদ্রূপ শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে আসিয়া স্থানের পরিচয় জন্য বাজাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে তাহার শ্রীধাম দর্শন শীর্ষক প্রবন্ধে কি লিখিয়াছিলেন দেখুন।

* ■ অবশেষে কালক্রমে পরিত্যক্ত মায়াপুরাদি স্থানে মুসলমান (মিয়া) গণ বসতি করে, তাহাতে অজ্ঞ লোকে কেহ কেহ মায়াপুরের নাম "মিয়াপুরও" বলিয়া থাকে। ■ লোকের কথায় আসে যায় না। সরকারী কাগজ, কাজীবংশের হাতে পূর্ব্বকালে অতি প্রাচীন যে দলিলাদি আছে, তাহাতে ঐ স্থানকে "মায়াপুর বলিয়া স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। আমরা কাজী

বংশীয় কোন মাহাত্মাকে জিজ্ঞাসাক্রমে তাহা অবগত হইয়াছি। সে যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত মুসলমানগণ বলিতে লাগিল যে এই উচু স্থানটী শুধু পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা ইহাতে চাষ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু যাহাই রোপণ করে, তাহার চারা না উঠিয়া পূর্ব্বে তথায় যে তুলসী কানন ছিল, তাহারই চারা উঠিল। এইরূপে তাহাদের রহব্যয়ের চেষ্টা বিফলে যায়। তখন তাহারা একমত হইয়া তুলসী গাছগুলি তুলিয়া দেয়, কিন্তু দিনকতক যাইতে না যাইতে আবার তুলসী বৃক্ষ !! আবার উৎপাটন ;—পুনর্ব্বার তুলসীর আবির্ভাব !!! তখন তাহাদের জেদ বাড়িয়া উঠিল, ভাবিল যে পতিতাবস্থায় কদাপি ফেলিয়া রাখিবে না। অবশেষে বারম্বার অকৃতকার্য্য হইয়া সঙ্কল্প করিল যে, পতিত স্থানটী যে কোন প্রকারে হউক ব্যবহার করিতে হইবে,—এ স্থানে তাহারা "লোকস্থান" অর্থাৎ গোরস্থান করিবে কিন্তু তাহাতেও প্রভুর কি লীলা, স্থানটী ব্যবহৃত হইল না। গোর দিবার জন্য যখন মৃত্তিকা খনিত হয়, তখন উপর হইতে মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িয়া যায়, গর্ত্তটী ভরিয়া যায়। মুসলমানগণের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল !! তারপর ঐ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে আসিলে কেহ কেহ রক্ত বমি করিয়াছিল ; এবং কেহ কেহ ঐ স্থানটীতে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল। তখন তাহাদের গ্রামের প্রাচীনগণ বলিল "ওখানে কিছু করা ভাল নহে, বৃদ্ধগণ বলিয়াছেন, ওখানে গৌর জন্মিয়াছিলেন। ওস্থান আমাদের ও পীরস্থান, ওখানে কিছু করিবে না।" মুসলমানগণ আরও বলিল যে ঐ স্থানে কখন কখন তাহারা কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া থাকে। আর আমাদিগের একটী নিম্ব বৃক্ষের সতেজ গুড়ি দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, এ গুড়িটীও অমর, অতি প্রাচীনগণ শিশুকালাবধি ইহা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা তেমনই আছে। কাটা গাছটীর গুড়ি হইতে মুকুল উঠিয়াছে দেখিলাম। তাহারা বলিল ;—এই মুকুল

মিযের নীচে জন্মগ্রহণ করেন, যে বৃক্ষটি কাটিয়া অধিকার নেওয়া হইয়াছিল ইহা সেই প্রাচীন বৃক্ষের গুড়ি। শ্রীঅচ্যুতচরণ দাস। (সজ্জন তোষণী [illegible] বর্ষ ১১শ সংখ্যা।) এক্ষণে শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম গোস্বামীর নব কল্পিত কথা ও ১৩০১ সালের অচ্যুতবাবুর কথা মিলাইয়া দেখুন ও বিচার করুন্। আমরা বেশ জানি কবরের হাড় উঠাইয়া মন্দিরের ভিত গাঁথিলে উক্ত গোস্বামী মহাশয়কে আর এক্ষণে জীবদ্দশায় পাওয়া যাইত না। মুসলমানগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিত। ঐরূপ একটা কল্পিত কথা লইয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের প্রমাণ হইয়াছে। তিনি কতই না অসত্য কথা প্রচার করিতে পারেন।

পুনরায় দেখুন দর্পণের ৭৩ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস কি লিখিলেন। হিন্দু রাজার রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ অতি প্রাচীন নব-দ্বীপ শ্রীমায়াপুর বামুনপুখুরিয়া নামক স্থানে তিনটী গ্রাম মুসলমান পল্লীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া (১) কাজিপাড়া (২) মোল্লাপাড়া ও (৩) মিঞাপাড়া বা মিয়া-পুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ব্রজমোহনের মুখে আর কিছুই আটকায় না। মায়াপুরকে মূর্খ লোক মেয়াপুর বলিয়া থাকে। বঙ্গের কোন কোন স্থানের লোকেরা 'দাও'কে দেও বলে এবং য়্যাকে এক উচ্চারণ করে। সেই মায়াপুরকে মেয়াপুর বলিয়া Phylo logy অনুসারে বিশেষ কোন দোষ [illegible] না কিন্তু শ্রীযুক্তব্রজমোহন দাস ঐ মায়াপুরকে ৺ রাঢ়ীর কল্পনা মত মিঞাপাড়া বলিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণের মন ভুলাইতে বসিয়াছেন। আমরা আজ ৩০ বৎসর ধরিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও মায়াপুর শব্দের পরিবর্ত্তে মেয়াপুর ব্যতীত শ্রীযুক্ত ব্রজমোহনের তস্রীবংশু রাঢ়ীয় দলের সৃষ্ট মিঞাপাড়া কথাটী শুনি নাই ও কিরূপে হয় তাহাও ঠিক করিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজ মোহন দাস বলিয়াছেন যে বল্লালদিঘীর নাম গোবিন্দের কড়চা ব্যতীত অন্য

প্রিয়া পত্রিকায় কোন একটী প্রবন্ধে আন্দোলন করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে ঐ কড়চার প্রথমাংশ ও শেষ অংশের বিষয়গুলি লুপ্ত হওয়া পতিকে শ্রীপাট শান্তিপুরের কোন প্রভু সন্তান স্বরচিত কবিতার দ্বারা উহা পূর্ণ করিয়াছেন। এস্থলে বক্তব্য যে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা অবগত আছি যে কয়েকজন ব্যক্তি ঐ রূপ একটা কথা প্রচার করিলে শিশির বাবু উহা গ্রাহ্য করেন নাই বরং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় উক্ত কড়চাটী অত্যন্ত প্রিয় ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিশেষ আদর করিয়া লিখিয়াছেন। হঠাৎ শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস এসকল কথার সত্যতা না জানিয়া মিথ্যা করিয়া শিশির বাবুর ও উক্ত কড়চা গ্রন্থ খানির অযথা অবমাননা করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বলিতে চাহেন যে ১৩২৩ সালে যে সকল প্রবন্ধাদি তিনি কয়েকটী ব্যক্তির সাহায্যে দুই এক খানি খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রে ছাপাইয়া তাহাই প্রমাণ বলিয়া দর্পণে উদ্ধৃত করিলেন লোকে ঐ লেখা গুলিকে বেদ সত্য মানিয়া তাহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও কথা চর্চ্চা করিবার বহু বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিবেন। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত এক মত হইতে পারিলাম না।

ঐ প্রকার মিথ্যা ও অসকল প্রমাণ দিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের অসম্মান করিতে চাহেন এবং তৎপরিবর্ত্তে রামচন্দ্র পুরকে গঙ্গাগর্ভে নিহিত এবং বর্ত্তমান কালে চড়া রূপে পরিণত একটী আকন্দ গাছ বেষ্টিত পতিত ভূমিকে আন্দাজ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি রামচন্দ্রপুর বলিয়া যে স্থানটীকে দেখাইতেছেন তাহা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের সময়ের রামচন্দ্রপুর নহে তাহা আমরা সেই স্থলে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়াছি এবং দেওয়ানজী নির্ম্মিত বৃহৎ শ্রীশ্রীরামসীতা জিউর মন্দির সে স্থানে ছিল না

গু এখনো নাই। তবে সে দিবস কৃষ্ণনগরের বাবলাইব্রেরী গৃহে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস প্রকাশ করেন যে তিনি শীঘ্রই তাহার উক্ত নির্দ্দিষ্ট ভূমি হইতে এক খণ্ড ফলক বাহির করিবেন। একথা শুনিবা মাত্র শ্রীযোগেন্দ্র-চন্দ্র হালদার নামক একব্যক্তি তাহাকে প্রশ্ন করেন যে কি উপায়ে তিনি ঐ ফলকের বিষয়ে অগ্রে অবগত হইয়াছেন। তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে যে স্থানে ফলক প্রোথিত আছে তাহা তিনি অবগত আছেন এবং ইচ্ছা করিলেই ঐ ফলক খানি তুলিয়া উক্ত হালদার মহাশয়কে দেখাইতে পারেন। তাহাতে যোগেন্দ্রচন্দ্র বলেন যে যখন তিনি প্রোথিত ফলকের স্থান অবগত আছেন তখন অবশ্যই তিনি নিজে উহা প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ঐ ফলক সকলের সমক্ষে বাহির করিবেন। আমাদের দেশে একটী সচরাচর প্রচলিত কথা আছে যে ঠাকুর ঘরে কে জিজ্ঞাসিত হইলে যখন আমি কলা খাই নাই উত্তর পাওয়া যায় তখনই উত্তর দাতা যে অগ্রে কলা খাইয়াছেন তাহা প্রমাণ হইতে দেরী লাগে না। সেইরূপ শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী খুব বুদ্ধির সহিত যে ফলকটী রামচন্দ্রপুরের নিকটস্থিত চড়ায় পুঁতিয়া রাখিয়াছেন তাৎসম্বন্ধে তিনি "কলা খাই নাই" উত্তর দাতার ন্যায় অগ্রেই অজ্ঞতা ভান করিয়া ফলক উদ্ধার করিবেন বলিতেছেন। জগতকে আর ইহা অপেক্ষা বেশী কি বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাঁহারা মুর্খ নহেন। সেই ফলক খানি বাহির করিবার জন্য কাশিমবাজার মহারাজের পত্র লইয়া কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুরের নিকট হইতে বোরিং মেসিন সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। পিক্‌উইক পেপার যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা পুরাতন ফলকের সারবত্তার কথা জানেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস দর্পণের ৭৫ পৃষ্ঠায় কিরূপ মুখ দেখাইয়াছেন বিচার করুন্। সঙ্কীর্ত্তন প্রসঙ্গে তাহার একটী চেষ্টা দেখিলে ঘৃণা হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের যে সকল মান্য পাঠ অদ্যাবধি মুদ্রিত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অতুল প্রভুর পুস্তকে লিখিত আছে।

সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়॥

এস্থলে আমরা মাজিদা গ্রামের উল্লেখ পাই না। গাদিগাছার সন্নিকটে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে পারডাঙ্গা ছিল বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলে এই পাঠের প্রকৃত অর্থ হয় এবং তাহাতে গঙ্গা পার হইতে হয় না। সংকীর্ত্তন উক্ত গাদিগাছা হইতে শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠে আসিতে মধ্যে যে শতাব্দী পূর্ব্বে পুরাতনগঞ্জের চড়া দেখা যায় তাহার সংলগ্ন পূর্ব্বদিকের ভূমির উপর দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল এবং ঐ ভূমিকে পারডাঙ্গা বলিত। ঐ পারডাঙ্গা ভাঙ্গিয়া গেলে পারডাঙ্গার নিবাসীগণ গঙ্গার পশ্চিম পারে বসতি করিয়া পারডাঙ্গা অথবা দেবানন্দ পণ্ডিতের পাঠ বলিয়া পাটডাঙ্গা এই দুই আখ্যায় কেহ পার ডাঙ্গা কেহ পাটডাঙ্গা বলিতে থাকেন, এবং এখনো ঐরূপ প্রচার হইয়া আসিতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের কয়েকটি সংস্করণে ও শিশির বাবুর সংস্করণে আমরা উক্ত দুই লাইন পয়ারকে এরূপ দেখিতে পাই

সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়॥

ইহাতে দেখা যায় যে পারডাঙ্গা গাদিগাছা ও মাজিদার মধ্যস্থলে ছিল। তাহা হইলে শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস কি করিয়া পারডাঙ্গাকে বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপের মধ্যে লইয়া গিয়া একবার পূর্ব্বে ও একবার পশ্চিমে আবার পূর্ব্ব এই সাপ খেলানর ন্যায় মহাসঙ্কীর্ত্তনকে লইয়া খেলা করিতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস যে তিনি তাহার নিজের কল্পনাকে বিস্তার করিয়া একটা সাফাই অসত্য রচনা করিয়া লিখিলেন যে শ্রীচৈতন্যভাগবতে লেখা আছে

সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
গাদিগাছা মাজিদা পারডাঙ্গা দিয়া যায়॥

ইহাতে ও দেখা যায় যে তাঁহার কল্পিত রামচন্দ্রপুরের নিকটে পারডাঙ্গাকে আনিতে হইলে ঐরূপ একটা সাফাই গাইতে হয় স্থির করিয়া সত্যের অপলাপ করিতে তিনি প্রবৃত্ত। গাদিগাছা ও পারডাঙ্গার মধ্যে মাজিদা নহে। মাজিদাকে গাদিগাছা ও পারডাঙ্গার মধ্যে বসাইতে গেলে পয়ারের দোষ হয়। পয়ারে ৮ অক্ষর প্রথম ভাগে ও ৬ অক্ষর শেষভাগে হইয়া থাকে। গাদিগাছা পারডাঙ্গা একদিকে করিলে ও মাজদা দিয়া যায় অন্য ভাগে দিলে পয়ার সিদ্ধ হয়। অতএব পয়ার লেখক নিশ্চয়ই পারডাঙ্গাকে মাজদার অগ্রে লিখিয়াছিলেন এবং ব্রজমোহন দাসের নিজ কার্য্য সিদ্ধির জন্য পয়ারের অক্ষর ও কথা পরিবর্ত্তন করায় তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি না করিয়া দর্পণকে কুৎসিত করিয়াছেন।

পুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের আন্তরিক চেষ্টা যে বামনপুকুর যাহা শ্রীমায়াপুরের একটী অংশ তাহাকে তিনি জোর করিয়া সীমুলীয়া প্রতিপন্ন করিবেন। সীমুলীয়া গ্রামটী বর্ত্তমানকালে গুড়গুড়ে খালের উত্তর দিকে যে বালি ভরাটী জমী পড়িয়া আছে তথায় ছিল। একথা বামনপুকুরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস একটু চেষ্টা করিলে একথা অতি অল্প কালের মধ্যে স্থরতলে উপস্থিত হইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটাইয়া নিজের অজ্ঞতা জানিতে পারিবেন। আর উক্ত বামনপুকুর যে মাজিদার দক্ষিণে বামনপুরা গ্রাম হইতে ভিন্ন তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদাশ্রিত সকল ব্যক্তিই অবগত আছেন এবং শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস যদি শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য যাহা ১৮৮৭ সালে লিখিত হইয়াছিল, ভাল করিয়া দেখেন তাহা হইলে বুক ফুলাইয়া দর্পণের ৭৫ পৃষ্ঠায় ঠাকুরের 'পক্ষীয়গণ' বলিয়া একটা বৃথা আস্ফালন করিতেন না। তবে এই কথার প্রসঙ্গে বলিতে পারি যে ঠাকুরের 'পক্ষীয়গণ' সকলেই শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের ন্যায় 'হঠাৎ বাবু' বলিয়া যেমন একটা কথা আছে সেইরূপ 'হঠাৎ ধাম সম্বন্ধে পণ্ডিত' নহেন। তাঁহারা বহুদিবস এই চিন্ময় নবদ্বীপ

ধামে বাস করিতেছেন। যাতায়াত করিতেছেন এবং ধামের লীলা কখন কখন দর্শন করেন।

"অদ্যপি সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

তাহারা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের ন্যায় নাম কিনিবার জন্য ব্যগ্র নহেন। তাঁহারা ঘোড়া টপকাইয়া ঘাস খাইতে যান না। যাঁহারা মহতের অমান্য করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধে অসরল চিত্ত দেখাইতে বসিয়াছেন তাঁহাদিগের সহিত যোগ দেন না।

দর্পণের উক্ত ৭৫-৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস চেষ্টা করিয়াছেন যে বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপকে সপ্তপল্লী কুলিয়ার অংশ না বলিয়া কুলিয়ার সাথে ধোপাদি গ্রাম খানিকে কুলিয়া বলিতে হইবে। তাঁহার এই রূপ একটা অসংযত চেষ্টা যে কতদূর অসত্যের প্রশ্রয় দায়ক তাহা আপনারা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কুলিয়াদহ যাহা আজ কাল লোকে "কেলে দ" বলে সে স্থানের নিকট হইতে সপ্তপল্লী কুলিয়া কোলের গঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ঐ পঞ্চমীর চন্দ্রাকার ভূমিটি কুলিয়া নামে গ্রথিত হইত। তাহারই সাথে ধোপাদি নামে এক খানি গ্রাম ছিল। উক্ত ধোপাদি শব্দ উচ্চারণে অনেকে বিমুখ হওয়ায় ক্রমে উহাকে সপ্তপল্লী কুলিয়া সাথে অবস্থিত বলিয়া সাথ কুলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। নদীয়া জিলার অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যখন একটী মৌজার সহিত গ্রাম ভুক্ত হয় তখন তাহাকে ঐ মৌজার নামের সহিত সাথ আখ্যা দিয়া তাহার নামকরণ হয়। উহা কোন কালে আসল অর্থাৎ প্রকৃত কুলিয়া নহে এবং এখনো ধোপাদি নামে উহাকে স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিলে গভর্ণমেণ্টের রেভিনিউ সার্ভের ম্যাপে Boundary comision ও Jurisdiction List যাহা প্রস্তুত

হইয়াছিল তাহার এক খানি সংগ্রহ করিয়া দেখুন। ইহাতে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া যাইবে এবং শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস যে অন্যায় করিয়া ধোপাদি গ্রামকে অথবা কুলিয়ার সাথে অবস্থিত সাথ কুলিয়া গ্রামকে দেবানন্দের পাট অথবা অপরাধ ভঞ্জনের পাট কুলিয়া বলিয়া প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কুলিয়া বলিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে যে নদীয়া নগর খানি ছিল তাহার অপর পারে বুঝাইবে। "সবে মাত্র গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়"। এই শ্রীচৈতন্য ভাগবত লিখিত বাক্যে তাহা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়। বৃথা চেষ্টা করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর সময়ের নদীয়াকে এক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে টানিয়া আনিয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া অলকানন্দার ধারাকে গঙ্গা ধারা মনে করিয়া তাহার পূর্ব্ব পারে আসিয়া ধোপাদি গ্রামকে কুলিয়া গ্রাম প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া যে কতদূর অজ্ঞতা তাহা ভাবিয়া দেখুন। চৈতন্য মঙ্গল পাঠ করিলেও বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্ব দেশস্থিত কুলিয়া হইতে পার হইয়া বার কোনা ঘাটে উঠিয়া আপনার বাড়ী দেখিলেন। নদীয়ার ঘাট গুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত ছিল মনে করিবার কোন আবশ্যক নাই। কলিকাতার গঙ্গা স্নানের ঘাট গুলি দেখিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। মহাপ্রভুর আপনার ঘাট, মাধাইর ঘাট। বার কোনা ঘাট, নাগরিয়া ঘাট ও গঙ্গা নগরের ঘাট সকল পাশাপাশি ছিল এবং শ্রীমায়াপুর : যোগপীঠে দাড়াইয়া গঙ্গানগরের দরুণ পতিত ভূমিটা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে ঘাট গুলি কেমন ভাবে পরে পরে ছিল। শ্রীমায়াপুর হইতে গঙ্গানগর অদূরে অবস্থিত।

কুলিয়ার অপর নাম কোলদ্বীপ অর্থাৎ কুলিয়া শব্দ কোল শব্দ হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পুরাতন গঞ্জ ও বাবলাআড়ির চড়া সংলগ্ন ভূমিতে

দিতেছেন। আবার কুলিয়ার গঞ্জ "কোলের গঞ্জ কুলিয়ার ফেরি" তেঘোরির কোল, কোল আমাদ কালিনগর অর্থাৎ কুলিয়া নগর, কোবলা গদখালির কোল, কাশিমপুর কোল প্রভৃতি নানাস্থান কোলদ্বীপ সম্পর্কীয় বলিয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরের মধ্যে ও তাহার পার্শ্বস্থিত স্থানগুলিতে দেখাইয়া দিতেছে। এতগুলি "কোল" নামক স্থান পাইয়াও শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস আবার কোলদ্বীপ খুঁজিতে গঙ্গা পার হইয়া ধোপাদি অথবা কুলিয়ার সাথ একখানি গ্রামকে সাথকুলিয়া নাম পাইয়া কোল দ্বীপ স্থির করিতে গিয়াছেন। লোকে কথায় বলে বাঁশ বনে ডোম কাণা। আমাদের শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস নবদ্বীপে আসিয়া অনেক কুলিয়া বা কোল নাম পাইয়া ডোমের ন্যায় কানা হইয়া কুলিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, তাই কষ্টে সৃষ্টে বামনপুকুর বা হাণ্টার সাহেবের লিখিত মায়াপুরের অংশে কাজি সাহেবের সমাধির নিকট হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া হঠাৎ এক সাথকুলিয়া দেখিতে পাইলেন। চক্ষুটী আর একটু বন্ধ করিয়া আর কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে গেলেই কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী কুলিয়া গ্রামে পৌছিয়া তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিতেন। তাহা হইলে উক্ত কাঁচড়াপাড়া সান্নিধ্য কুলিয়ার পাটকে বৃথা গালি বর্ষণ করিতে হইত না। ইহা সকলেরই জানা আছে যে বৃন্দাবনের ন্যায় নবদ্বীপ ও ৮৪ ক্রোশ পরিধি এবং সেই হিসাবে তাহার ব্যাস প্রায় ২৬·৭ ক্রোশ হয়। এবং রামচন্দ্রপুর মধ্যস্থলে থাকায় তথা হইতে ২৮ মাইলে ঐ কুলিয়া অবস্থিত আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে উক্ত "কোলে নামক স্থান ও নদীয়া নগরের দূরত্ব ন্যূনকল্পে ২৮ মাইল হইবে। যদি তিনি মধ্যস্থল হইতে কুলিয়াকে আট মাইল দূরে লইয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে নদীয়ার বৃহৎ বেষ্টনের ধারে অর্থাৎ ২৮ মাইল দূরে যে কুলিয়া পড়ে তাহাই বা কেন তাঁহার মতে কুলিয়া না হইবে? এবং এক্ষণে যখন রামচন্দ্রপুর গঙ্গার পশ্চিম পারে তখন উক্ত কাচড়াপাড়ার কুলিয়া পূর্ব্ব পারে থাকায় "সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায়

কুলিয়ায়” বাক্যই বা তাঁহার নিকট প্রমাণ বলিয়া গণ্য না হইবে কেন ? তিনি সূর্য্যকে পশ্চিমে উদয় করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্বদিক পশ্চিম হওয়া ও পশ্চিম দিক পূর্ব্ব হওয়া তাঁহার পক্ষে কিছু অসম্ভব নহে। তাঁহার মতে যখন ৮ মাইল দৌড়িয়া গঙ্গা পার হইলেই সাথ কুলিয়া পাওয়া যায় তখন ঐ মতে এক্ষণে রামচন্দ্রপুর হইতে ২৮ মাইল দৌড়িয়া গঙ্গা পার হইলেই কাচড়া-পাড়ার কুলিয়া পাওয়া যাইবে। এরূপ বাঁশবনে ডোমকানা হইয়া আত্মবৎ মন্যতে জগৎ কথার সার্থকতা করা গর্হিত কর্ম্ম জানা উচিত এবং উহা বুঝিয়াই তাঁহার কার্য্য করা উচিত ছিল। কুলিয়া শব্দের অগ্রে সাথ যেথানে লেখা আছে তাহা জানিয়াই উহা আসল কুলিয়া হইতে পারে না ইহাও তাঁহার বুদ্ধিতে যোগান উচিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল কুলিয়াতে ৭ দিন থাকিলেই সাথ কুলিয়া হয় না। কেবল প্রভাত বাবু নবদ্বীপের স্থানের ইঙ্গি ইঙ্গি জানেন ইহা লইয়া তর্ক করিয়া আপনাকে প্রভাত বাবু অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান্ বুদ্ধিমান প্রমাণ করিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে কেবলমাত্র অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহার একটী বাক্যেরও প্রমাণ নাই কেবল দুই একজন মাত্র লোকে যাহা বলে সেইটাই প্রমাণ। তাঁহার বুদ্ধিতে যাহাকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিতেছেন তাহা ২০০ বৎসরের অধিক নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপের মধ্যে এখনো কয়েকটী পুরাতন জমীর অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি সেটি দেখিতে পাইয়াও পান না। বল্লাল সেনের ঢিপির নিকট গেলে একটু পুরাতন ভূমি দেখিতে পাইবেন। কাজির সমাধির নিকট গেলে একটু পুরাতন ভূমি দেখিতে পাইবেন, আর বল্লাল দীঘির দক্ষিণাংশে শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠে গেলে একটু পুরাতন ভূমির অংশ দেখিতে পাইবেন। ঐ সকল মাটি এঁটেল মাটি, বালু ভরাটী মাটি নহে। যদি মাটি চিনিবার শক্তি থাকে তাহা হইলেও তিনি বুঝিতে

করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর গণ বলিয়া যে আত্মপরিচয় দেন তাহাতে কলঙ্ক বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি অক্ষয় ও তাহা কখনই গঙ্গা কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে পারে না। যাঁহার পদতল হইতে সহস্র সহস্র গঙ্গা ধারা উৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে সেই গঙ্গা তাঁহার জন্মভূমিকে আত্মসাথ করিতে সাহস করেন না। কেবল যাঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস নাই তাঁহাদিগের মনে ঐরূপ একটা অন্যায় ধারণা জন্মাইয়া কোন কোন অভক্ত ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমিকে চরভূমি করিয়া আকন্দতলায় বসাইতে পারেন এবং তথায় ফলক লিখাইয়া প্রোথিত করিয়া ফলক বাহির করিবার প্রয়াস পাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের বিদ্যাবুদ্ধির আরও পরিচয় তিনি দর্পণের স্থানে স্থানে দিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধিতে খোলভাঙ্গার ডেঙ্গা শ্রীবাস অঙ্গন নহে। এ বুদ্ধি তিনি কোথা হইতে পাইলেন। তাঁহার বিবেচনায় যেখানে কাজি সাহেব খোল ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর তথায় দৌড়িয়া যাওয়া উচিত ছিল। এ কথায় আমরা তাঁহার পরিচয় পাই যে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় অথবা তাঁহার ন্যায় মনে করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে আমরা বুঝি যে যখন কোন কথা উঠিবে তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুকে খবর দিতে হইবে। এরূপ বুদ্ধি একেবারে ভুল। সেখানে কাহার সাধ্য ছিল না যে খোলভাঙ্গার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তৎক্ষণাৎ জানায়। সকলেই জানাইতে ভয় পাইতে ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাহাদিগের পরীক্ষা করিতে ছিলেন। অবশেষে মহাপ্রভু মহা সঙ্কীর্ত্তনের আজ্ঞা দিলেন। অতএব দর্পণের ৪৮ পৃষ্ঠায় শ্রীব্রজমোহন দাস নিজ পরিচয় দিয়াছেন এবং কথায় কথায় মিঞাপাড়া বলিয়া কল্পিত কথা লিখিয়া শ্রীমায়াপুরের প্রতি অপরাধ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস যেমন সাতকুলিয়াকে ভুল করিয়া কুলিয়া বলিতেছেন সেইরূপ আবার বর্ত্তমান বেলপুকুর গ্রামখানিকেও তিনি পুরাতন

বেলপুকুর গ্রাম মনে করিয়া দর্পণে তাহারই বর্ণন করিয়াছেন। হঠাৎ ব্রজধাম হইতে আসিয়া "ভুঁইফোঁড়" হইয়া প্রাচীন লুপ্ততীর্থের গবেষণাকারী বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিলে পদে পদে ভ্রমে পড়িতে হয়। বেলপুকুর গ্রামখানি তারণবাসের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে মেঘার চরে উঠিয়া গিয়াছে এ সম্বন্ধে রেণেলের ম্যাপ দ্রষ্টব্য। মেজার রেণেল সাহেব, বেশী দিনের লোক নহেন। তিনি ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ সার্ভে করিতে আসেন তাঁহার ম্যাপ দেখিলে বুঝিবেন যে তখনও বেলপুকুর মেঘার চরে উঠিয়া যায় নাই। তখনও বেলপুকুর বামনপুকুরের ঠিক উত্তর ভাগে ছিল অর্থাৎ গুড়্গুড়ের দক্ষিণ ভাগে ছিল। এক্ষণে উহা ঐ স্থান হইতে উঠিয়া প্রায় ১½ ক্রোশ উত্তরে গিয়াছে। এ সকল সামান্য সামান্য কথা একটু অনুসন্ধান করিলেই প্রকাশ পায়। কেবল মহতের অপমান করিয়া ভেক লইয়া একটী স্ত্রীলোক ও তাহার দুইটী সাথীকে ভরণ পোষণ করিলে ঐ সকল স্থানের সংবাদ কি করিয়া রাখিতে পারা যায়! কাজে কাজেই হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ শূন্য হইয়া ঢাল নাই তরওয়াল নাই নিধিরাম সর্দার হইয়া দাঁড়াইতে হয়।

দর্পণের ২৯ পৃষ্ঠায় আর একটী ঢংএর কথা পাওয়া যায়। তাহাতে লেখা আছে যে চারিটী গঞ্জ চারিদিকে বসাইয়া প্রাচীন নবদ্বীপ করা হইয়াছে। এ স্থলেও বক্তব্য এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় নদীর গতি বর্ত্তমান অবস্থার ন্যায় ছিল না। উক্ত চারিটী গঞ্জের মধ্যে পাল বাবুদের বাড়ীর ভূমি মহেশ গঞ্জ গ্রামখানি অত্যন্ত আধুনিক। মহেশগঞ্জ বলিয়া গাদিগাছার একটী পাড়া আছে। কোলের গঞ্জ পুরাতন কুলিয়ার সপ্তপল্লীর অন্তর্গত। দেওয়ান গঞ্জ মধ্যকালের নদীয়ার মধ্যে ছিল কিন্তু নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় কাজে কাজেই উহা নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক্ষণে বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপের উত্তর পশ্চিমাংশে বসিয়াছে ও ঐ স্থানে মধ্যবর্ত্তীকালের বাবলাআড়ি ও রামচন্দ্রপুর

অদ্য যে স্থানকে বাবলাআড়ি দেওয়ান গঞ্জ, রামচন্দ্রপুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে সে গুলি নিতান্ত আধুনিক। মধ্যবর্ত্তীকালে অর্থাৎ ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ গুলি বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপের ঠিক উত্তর ভাগে বিস্তৃত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট কালে ঐ স্থানে কাটা খোচা, বাঁশ, জঙ্গল প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ ছিল। বিশারদের জাঙ্গালে যাইতে হইলে গঙ্গাতীরের পথ দিয়া ঐ সকল জঙ্গল অতিক্রম করিয়া জাহ্নুগরের নিকট গঙ্গা পার হইয়া বিদ্যানগর পৌছিতে হইত। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উহার বর্ণনা পাঠ করুন্। পুরাতন গঞ্জ বলিলে বুঝিবেন যে এখন যেটী গঙ্গা জলঙ্গী সঙ্গমে হুলোর মুখ দেখাইতেছে সেই স্থানের ভূমি সমূহ। স্মাইথের ম্যাপ দেখুন। অতএব বৃথা প্রয়াস করিয়া বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপকে চারি গঞ্জে বেষ্টিত করিয়া অন্তর্দ্বীপ করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না বরং তাহা করিতে গেলে প্রাচীন প্রমাণাভাবে বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপের প্রতি ও লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন বৃত্তান্ত বলিয়া যে একটী তালিকা ৩০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতির কয়েকটী প্রমাণ উল্লেখ করা হয় নাই। আর একটী তালিকা দর্পণের ১২ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। সেটিতে শ্রীমায়াপুর গঙ্গা মগ্ন বলিয়া একটী হাস্যোদ্দীপক কথা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহা ১১৫৪ বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসে হইয়াছিল স্থির করিয়াছেন। তাহা ইংরাজীতে ১৭৪৭ খ্রীঃ হয়। ঐ সময়ে রুদ্রপাড়ার মধ্যবর্ত্তী কালের নবদ্বীপ জলমগ্ন হয়; প্রাচীন নবদ্বীপ উহার বহু পূর্ব্বে জলমগ্ন হইয়াছিল। দাস মহাশয় ঐ বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ মালঞ্চপাড়ায় স্থানান্তরিত হয় এইরূপ বাক্য কাহারো নিকট শুনিয়া শ্রীমায়াপুরকে জলমগ্ন করিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধিতে ঐরূপই হইবে কারণ তাহার দূরদৃষ্টির অত্যন্ত অভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছেন ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বের কোন কালকে তিনি মনোমধ্যে আনিতে পারেন না। তাঁহার কেবল মনে

হইতেছে যে ১০০ বৎসর পূর্ব্বে যে নবদ্বীপের অবস্থা ছিল তাহাই বুঝি ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। মধ্যে ২৫০ বৎসর কাটিয়া গেল সে সম্বন্ধে কোন খবর লইবার আবশ্যক নাই। এই দেড় শত বৎসরের মধ্যে নবদ্বীপের কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ১৫০ বৎসরের পূর্ব্ব সুপ্রশস্ত কাল ২৫০ বর্ষে ইহা অপেক্ষা কতগুণ বেশী ধ্বংস ও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব তাহা প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি অবগত আছেন। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট হন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। সেই সময় হইতেই গঙ্গার ধারার পরিবর্ত্তন চারিদিকে দেখা যায়। ইহা মেজর হার্ষ্ট সাহেব তাঁহার রিপোর্ট অন্ নদীয়া রিভার্স এ লিখিয়াছেন। তাহার অল্পদিনের মধ্যে গঙ্গা গৌড় নগর পরিত্যাগ করে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুরাতন নবদ্বীপ উৎসন্ন হইতে থাকে। গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনের সহিত প্রাচীন অধিবাসীগণ এক্ষণে যেখানে পুরাতন গঞ্জ বাবলাআড়ি, দেওয়ান গঞ্জ কুলিয়া প্রভৃতি পরিত্যক্ত চর ভূমি দেখান হয় সে সকল স্থানে নূতন অধিনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহাকে নবদ্বীপ নামে অভিহিত করেন। ঐ সময়ে শ্রীবংশীবদনানন্দ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি সহ কুলিয়া নবদ্বীপের উত্তরাংশে নিজের আলয়ে আনিয়াছিলেন। এখনো সে স্থানটী কুলিয়া দহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কালক্রমে গঙ্গা পুনরায় এই মধ্যবর্ত্তী কালের নূতন নবদ্বীপকে উৎসন্ন করিতে নিরস্ত হয় নাই। ফলে ঐ স্থানবাসীগণ ক্রমে উহার দক্ষিণ অংশে কুলিয়ার অন্য পল্লীগুলিতে বসবাস তুলিয়া লইতে বাধ্য হন। এমন কি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সুবৃহৎ প্রাসাদ অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ জলমগ্ন হইলে উক্ত মহারাজ শিবনিবাসে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। সেই সময়ে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি কুলিয়ার মালঞ্চপাড়া যে দিকে ছিল সে অংশে আনীত হন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস যে সময়ে

মায়াপুরকে গঙ্গা মগ্ন করিয়া ১৭৪৭ খৃঃ লিখিয়াছেন সেই সময় হইতেই কুলিয়ার অন্যান্য পল্লীগুলিও নবদ্বীপ নামপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু তেঘরি কোল, গদখালির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ প্রভৃতি স্থানগুলিতে সহর পত্তন না হওয়ায় ঐ পল্লীগুলির নাম যেরূপ ছিল তাহাই রহিল। উহাদের উত্তরাংশে অধিকাংশ স্থানই নবদ্বীপ নাম ধারণ করিল। পুনরায় ১৭৬৯ খৃঃ নদী অতিশয় জল-প্লাবন হইয়া মধ্যবর্ত্তীকালের নবদ্বীপের আরও অনেক ক্ষতি করিতে লাগিলেন। উত্তর পশ্চিমাংশটা তখনও জননিবাস ছিল। তাহাতেই রামচন্দ্রপুর গ্রামটীও ছিল এবং দেওয়ান্ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ পরে ঐ গ্রামে রামসীতার মন্দির করিয়া তৎসহ গোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ ও মদনমোহন প্রভৃতি গৃহ দেবতা বসাইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন।

দর্পণের ৮২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস বলিয়াছেন যে শ্রীযুত ষষ্ঠীদাস গোস্বামী তাহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটী সুমিষ্ট বাক্য দ্বারা সম্মানিত করেন "ও সব নাটকের অভিনয়ের কোন প্রয়োজন নাই; এই সমস্ত কাগজপত্র ও মানচিত্রাদি তোমার দপ্তরে বাঁধিয়া রাখ, এ সমস্তের সাহায্যে যে লক্ষাধিক টাকা পুরস্কার পাইবে তাহা বুঝিয়াছি। সংযোগী তোমার এতদূর আস্পর্দ্ধা যে তুমি নবদ্বীপের আলোচনা করিতে চাও। নবদ্বীপ হইতে বেটা মানে মানে পলায়ন কর। নতুবা তোর অদৃষ্টে বহু বিড়ম্বনা ঘটিবে।" শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস দর্পণে এই চিত্র চিত্রিত করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন বাক্চী মহাশয় তাঁহার সহায়তা করিয়া উক্ত বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা বুঝি যে তারাপ্রসন্ন বাবু নবদ্বীপের একজন খ্যাতি প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাহার উদার প্রকৃতির জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা শ্রুত আছি যে তাঁহার ইটের কারবার আছে এবং বহুলক্ষ ইট প্রস্তুত আছে। তিনি বোধ হয় জগতে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের [illegible] শ্রীরামচন্দ্রপুরে একটা বৃহৎ পাকা মন্দির গৌরাঙ্গ সরোবরের পাকা পাহাড়

গাঁথিবার জন্য ঐ ইটগুলি বিনামূল্যে প্রদান করিবেন। সৎকার্য্যে ব্যয় হইলে অবশ্যই পুণ্য লাভ হয় এবং তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য যদি থাকে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। আর যদি উক্ত মন্দিরের কার্য্যের জন্য ঐ সকল ইট ব্যবসা হিসাবে মূল্য গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করেন তবে তাহার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের পক্ষ গ্রহণ করিয়া মূল্যশূন্য বাক্যের সমর্থন করা কোন কাজের হইবে না, বরং তাহাতে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস তাঁহার অপযশ আনয়ন করিবেন। আমরা এখনো তারাপ্রসন্ন বাবুর মনের ভাব জানিনা সেই জন্য এখানেই একথার শেষ করিলাম। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে "নাড়ীপোতা" বলিয়া একটী কথা উত্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া উহার ও সমর্থন করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। নাড়িপোতা স্থান কি বসতবাটীর মধ্যে হইয়া থাকে একথা আমরা জিজ্ঞাসা করি। সকল লোকেই জানেন যে গঙ্গাতীরে কিম্বা গ্রামের বাহিরে নাড়ীপোতা হয়। তবে বলিতে পারিনা বর্ত্তমান নবদ্বীপের কি রীতি? শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে নাড়ীপোতা অবশ্যই নগরের বাহিরে গঙ্গাতীরে কোন স্থানে হইত। অতএব তারাবাবু "এই শ্রীযুক্ত ষষ্ঠিদাস গোসাঞি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাড়ীপোতা স্থান না বলিতে পারেন, কিন্তু এমন দিন আসিতেছে যে ঐ স্থানের জন্য লোক পাগল হইয়া ছুটিবে" বাক্যের দ্বারা বৈষ্ণব হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া উচিত হয় নাই এবং তাঁহার পক্ষে রামচন্দ্রপুরকে নাড়ীপোতা স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা দুঃসাহসের পরিচায়ক।

দর্পণের ১০৩ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী নামক একব্যক্তির কথা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি যে উক্ত ডাঃ নন্দী আজ ৮ বৎসর কাল বৈষ্ণবোপধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র এই স্বল্পকালেই তিনি অনেক অনেক অবৈষ্ণবোচিত কার্য্য ও ব্যবহার দেখাইয়াছেন। তিনি মহৎব্যক্তিকে অযথা অসম্মান বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত নন এবং হঠাৎ নবদ্বীপে গিয়া একেবারে পরিক্রমায় পণ্ডিত

হইয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের সহিত একযোগে চক্ষু বুঝিয়া পরিক্রমা করিয়াছেন। তাহার বিষয় এস্থলে বিষদরূপে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন কারণ তাহাকে অনেকেই আজকাল ভাল করিয়া চিনিয়াছেন।

দর্পণের ৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস উদ্ধব দাস বিরচিত বলিয়া একটী পদ্য তুলিয়াছেন। এইটি কোন্ কালেই প্রাচীনপদ নহে। শিমুলীয়া নামে যে স্থানটী ছিল তাহাতে চাঁদকাজির স্থিতিলিখিয়া থাকায় আমরা উহা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের নিজের রচিত ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারি না। চাঁদকাজীর বাটী মায়াপুরের অন্তর্গত কাজিরনগর বা বামুনপুকুরে ছিল ও এখনো উক্ত কাজি মহাশয়ের বংশ ও সমাধি তথায় রহিয়াছে। সীমুলীয়া ঐ স্থান হইতে অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে গুড়গুড়ের খালের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। মধ্যে তারণবাস ও তাহার পশ্চিমে বেলপুকুর পড়িত। বেলপুকুর দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে কোথায় ছিল তাহা রেনেলের ম্যাপ দেখুন। সীমুলীয়া সম্বন্ধে বামনপুকুরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কে জিজ্ঞাসা করুন। তাহা হইলে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের ঘরে বসিয়া একটী গান লিখিয়া আপনাকে উদ্ধবদাস নাম দিয়া গানটী প্রাচীন বলিয়া আখ্যা দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা আপনারা বিবেচনা করুন। আমরা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস ব্যতীত সীমুলীয়াকে কাজীর বাড়ীর স্থানের সহিত ঐক্য করা আর কাহারো মুখে শুনি নাই। আরও শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস সর্ব্বদাই শ্রীহট্টদেশের অনুকরণে বাঙ্গালায় ঐশান্যাং প্রভৃতি কথা ব্যবহার করেন তাহাতেও তাঁহার দিগ্‌দর্শন তাহারই রচিত ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এইরূপ একটা পদ্য লিখাইয়া বা লিখিয়া প্রাচীন বলিয়া চালান যুক্তিযুক্ত নহে। কাজীর বাড়ী যে মায়াপুরে তাহা হণ্টার সাহেব তাঁহার ষ্ট্যাটিস্টিকাল একাউণ্ট অফ বেঙ্গল পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। "To Baira belongs the little town of Mayapur

near the Burdwan boundary where I am told the tomb exists of Maulana Sirajuddin, who is said to have been the teacher of Husain Saha, King of Bengal (1494-1522 AD.). Dr. Hunter's statistical Account of Bengal Vol. I. p.367. অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলার সীমার ধারে বয়ড়ার মধ্যে মায়াপুর নামক ক্ষুদ্র সহরে বঙ্গের বাদসাহ হোসেন সাহর শিক্ষক মৌলানা সিরাজউদ্দিনের একটী কবর অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে তাঁহা তিনি শুনিয়াছেন। নদীয়া কাহিনী লেখক প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় তাহাতে লিখিয়াছেন যে "এই কাজীর সমাধি আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মায়াপুর গ্রামের অদূরে উত্তর পূর্ব্ব কোণে বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী বৃহৎ গোলকচাঁপার বৃক্ষ ঐ সমাধির উপর জন্মিয়া সুশীতল ছায়াদানে কবরটীকে শীতল রাখিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে এই কাজির নাম ছিল মৌলানা-সিরাজউদ্দিন"। কথিত আছে ইনি নদীয়ার কাজীপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের শিক্ষক পদে ছিলেন এই সকল কথা বিচার করিলে প্রাচীন মায়াপুর হইতে কাজীর বাড়ী তদুত্তরে সীমুলিয়া বলিয়া যে গ্রাম গুড়গুড়ে খালের উত্তর ভাগে এককালে ছিল তাহার মধ্যে কষ্ট করিয়া লইয়া যাইতে হইবে না। উহা শ্রীমায়াপুরের একটি পাড়া মাত্র।

দর্পণের ৬৯ ও ৯২ পৃষ্ঠা দেখুন। শ্রীযুত ব্রজমোহন দাসের গভর্ণমেণ্টের প্রস্তুত মানচিত্র সম্বন্ধে পারদর্শিতার পরিচয় ঐ দুই স্থানেই পাইবেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের রেণল্ড সাহেব অঙ্কিত মানচিত্র দৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ দুই স্থানে লেখা আছে। এ স্থানে জিজ্ঞাস্য যে ১৮৫৪ খ্রীঃ রেনল্ড সাহেব বলিয়া কোন ব্যক্তি কোন মান চিত্র করিয়াছিলেন কি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে মানচিত্রকার রেণল্ড সাহেব বলিয়া কোন ব্যক্তি

ম্যাপ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। তবে কোথা হইতে ৮ কান্তি ■■ রায়ের দৌহিত্র শ্রীমান্ ফণিভূষণ দত্ত, যিনি এক্ষণে ইংরাজী কলেজে অধ্যয়ন করেন রেণল্ড সাহেবের ম্যাপ দেখিতে পাইলেন? আবার চক্ষু বুজিয়া শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস তাহাই প্রমাণ বলিয়া দর্পণে তুলিয়া আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় রেণল্ড সাহেবের মিষ্ট্রীস্ অফ দি কোর্ট অফ্ লণ্ডন প্রভৃতি নভেল পড়িয়া সেই নামটী ভাল লাগায় উঁহাকেই মানচিত্রকার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস অথবা শ্রীমান্ ফণি-ভূষণ উভয়েই ম্যাপ কখনও চক্ষে দেখেন নাই। মেজর রেণেল নামক এক ব্যক্তি ১৭৬৩ খৃঃ এ প্রদেশের ম্যাপ প্রস্তুত করিবার জন্য তাৎকালিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৬৪ খ্রীঃ ঐ কার্য্যে ব্রতী হন। শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস যদি বলেন যে উক্ত রেণেল সাহেবের নাম লিখিতে রেণল্ড হইয়া গিয়াছে তাহা হইলেও নিস্তার নাই কারণ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে রেণেল সাহেব দেহ রক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমাধিস্থ হইয়াছেন। তিনি কিন্তু ভূত হইয়া আসিয়া ফণিবাবুর জন্য ১৮৫৪ খ্রীঃ ম্যাপ প্রস্তুত করেন নাই। এই সকল কথা না বুঝিয়া লোক ভুলাইবার জন্য দর্পণে শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস মুখ দেখাইলে সে মুখ বিকৃতভাব ধারণ করে। গভর্ণমেণ্টের সার্ভে ম্যাপ প্রস্তুতের জন্য মেজর স্মাইথ সাহেব ১৮৪৯-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ কাল নিযুক্ত ছিলেন। সেই ম্যাপ সার্ভেয়ার জেনারেল থুইলিয়ার সাহেব Lt. H. R. Thuillier R. E. ১৮৮৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে প্রকাশ করেন। তাহাই ইণ্ডিয়া এটলাসে নদীয়া জেলার জন্য ১২০ ও ১২১ পৃষ্ঠায় স্থান পায়। ঐ ম্যাপখানি বৈষ্ণব মুকুটমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় তাঁহার শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যে নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার রায় দ্বারকানাথ

সরকার বাহাদুরের সাহায্যে ঐ ১৮৮৭ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস গভর্ণমেণ্টের সার্ভেয়ার জেনারেলের ম্যাপের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া স্বচক্ষে দর্শনক্রমে স্কেল এক ইঞ্চি ১ মাইল সমান লিখিয়া একখানি নবদ্বীপের মানচিত্র নাম দিয়া কিম্ভুত কিমাকার ডিম্বাকার খোলা উৎপন্ন করিয়াছেন। তাহার আবার মূল্য ৶০ আনা ধার্য্য করিয়াছেন।

এই মানচিত্র লইয়া এস্থলে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হইলেও কয়েকটী বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ব্রজমোহন দাসের কথাগুলি কতটা বিশ্বাস-যোগ্য তাহা প্রতিপন্ন হইবে। তিনি ভক্তিরত্নাকর হইতে প্রমাণ তুলিয়া দর্পণের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে মোটামুটি হিসাবে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রাচীন নদীয়ার বসতির স্থিতি স্থান নির্ণয় হইতে পারে। যথা—দৈর্ঘ পাঁচ মাইল ও প্রস্থ তিন মাইল। এখানে দেখা যায় যে তিনি একটা কল্পিত আকৃতি স্থির করিয়া ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দোহাই দিতেছেন। ভক্তিরত্নাকরে লেখা আছে

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে॥
শিবপঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতং।
অন্তর্ম্মধ্যাদি নবধা দ্বীপদিব্যমনোহরং॥
তৎপঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশ-ষোড়শং।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহং॥

*

নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহ কয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয়॥

অন্য এক স্থলে ভক্তিরত্নাকর লেখক বলেন

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
দ্বীপ নাম শ্রবণেতে সকল দুঃখ যায়।
গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥
পূর্ব্ব অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুম দ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥

উপরিউক্ত বাক্যগুলিতে শ্রীনবদ্বীপধামকে কেহ ত্রিশ ক্রোশ, কেহ ষোল ক্রোশ কেহ বা অষ্ট ক্রোশ মনে করেন এবং উহার মধ্যস্থলে যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে অবস্থিত। তাহা বলিয়া অন্তর্দ্বীপকে অষ্টক্রোশ দেখান শ্রীযুত ব্রজমোহনদাসের কর্ত্তব্য হয় নাই। ঐরূপ দেখাইয়া তিনি অন্তর্দ্বীপ নামক একটী দ্বীপের মধ্যে ৯টী দ্বীপের ৬টী দ্বীপ ঢুকাইয়া দিয়াছেন। পদ্মের কেশরের মধ্যে কি করিয়া অষ্টদল ঢুকিতে পারে তাহা একবারো তিনি ভাবিলেন না। স্বার্থসিদ্ধির এইরূপই ব্যবহার। যেখানে নিরপেক্ষতার অভাব সেখানে ঐরূপ অসঙ্গত ব্যবহার দেখা যায়। স্বার্থ সিদ্ধি সম্বন্ধে তিনি যতটা বুঝেন সেরূপ আর বড় একটা কাহাতেও দেখা যায় না।

শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকায় ৮ম বর্ষের ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত ব্রজ মোহন দাসের নদীয়া নগর সংস্কার প্রস্তাব প্রবন্ধ পাঠ করিলে সেকথা পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন। তিনি কেবলমাত্র নিজের স্বার্থে সন্তুষ্ট নহেন। পরের স্বার্থও তাহাতে যথেষ্ট দেখাইয়াছেন। রেল কোম্পানির স্বার্থ, ষ্টীমার কোম্পানীর স্বার্থ, জমিদারগণের স্বার্থ, সাধারণের স্বার্থ, গভর্ণ-

মেন্টের স্বার্থ ও তাহার নিজের স্বার্থ, স্বার্থের স্বার্থ আর বাকী যাহা কিছু স্বার্থ আছে সকল স্বার্থ ই তাহার মনে স্থান পাইয়াছে। এতগুলি স্বার্থ যদি শ্রীযুত ব্রজমোহনের মনে থাকে তাহা হইলে নিঃস্বার্থভাবে ভগবানের সেবা যে সকল ভেকধারীরা করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাত্মাদিগের নামে কলঙ্ক আর আনিবার কি বাকী থাকে? ভেকধারী হইয়া আপনাকে সংযোগী আখ্যায় সম্মানিত বোধ করিয়া আর বৈষ্ণবধর্ম্মের কলঙ্ক বৃদ্ধি করা তাঁহার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। কেশর ও কেশর মধ্যস্থিত ৬টী দ্বীপ অর্থাৎ একত্রে ৭টি দ্বীপ একটি দ্বীপের মধ্যে পরিগণিত করান তাঁহার পক্ষেই শোভা পায়; আর বাকী দুইটি দ্বীপ আকাশ হইতে নক্ষত্র আসিয়া পড়িলে যেরূপ স্খলিতনক্ষত্রটি অনেক দূর চলিয়া যায় সেইরূপ দক্ষিণ ভাগে বহুদূরে অবস্থিত হইয়াছে। অষ্টদল পদ্মের চিত্র মানচিত্রের সহিত দেখাইয়া তাহা উপরিউক্ত বিচারের সহিত পরীক্ষা করিলে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইতে বাকী থাকিবে না। অষ্টক্রোশ নবদ্বীপকে অষ্টক্রোশ অন্তর্দ্বীপ বলিয়া বুঝাইতে গেলে তাঁহাকে থেই হারাইতে হইবে। শাস্ত্রের ও গ্রন্থের অর্থ বিকৃত করিয়া তাহারই দোহাই দিয়া নিজ কল্পিত মত প্রকাশ করিলে পরিশেষে বিদ্বদ্ সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এই তো গেল মূলভিত্তির গণ্ডগোল। তৎপরে শ্রীযুত ব্রজমোহন দাসের মানচিত্রে অঙ্কিত স্থানগুলির দূরত্ব বিচার করিলে দেখিবেন যে কোনটিই ঠিক নাই। সকলগুলিই তাহার মনগড়া অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই দূরত্ব বলিয়া দেখান হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যে খুব টন্‌টনে তাহা আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার একটি সংখ্যায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি বহু আস্ফালন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে শ্রীমায়াপুর হইতে খোলভাঙ্গার ডেঙ্গার দূরত্ব ৫০।৬০ হাতের অধিক নহে। সেই কথা পাঠ করিয়াই অনেকের [illegible] তাঁহার স্থানের

দূরত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার প্রতি সন্দেহ হইয়াছিল। ফলে ঐ দুই স্থানে দূরত্ব স্থানীয় জমীদারের লোক দ্বারা জরীপ ও মাপ করাইয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে তাহা ৬১০ ফুট অর্থাৎ ৪০০ হাতের অধিক। যে ব্যক্তি ৪০০ হাতকে ৫০।৬০ হাত মনে করেন তাঁহার দূরত্ব সম্বন্ধে কথা কতদূর বিশ্বাস যোগ্য তাহা আমরা বাক্যের দ্বারা আর কি বলিব। তিনি নিজে ভ্রান্ত, সেইজন্য তিনি মহাজনদিগকে ভ্রান্ত বোধ করেন। যাহার চক্ষে নেবা সে জগৎকে নেবার চক্ষে হলুদের রং দেখে। সে বুঝিতে পারে না যে হলুদের রং দেখা ঐ নেবারই ধর্ম্ম। অতএব তাঁহার যখন কিছুমাত্র মাপ জরীপের জ্ঞান নাই কিছুমাত্র দুইটি স্থানের দূরত্বের বোধ নাই তখন কি জন্য লোক ভুলাইয়া কথায় কথায় নৈঋতে ঐশান্যে মাইল প্রভৃতি বাক্যদ্বারা তিনি সকলকে ভুলাইতে বসিয়াছেন। যাহারা নিঃসন্দেহে তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন তাঁহাদিগকে তিনি মজাইবেন। তিনি ভাল খেলা শিখিয়াছেন। নবদ্বীপ ক্ষেত্রে মিথ্যা চলিবে না, সেইজন্যই ধরা পড়িতেছেন। গবর্ণমেণ্টের রেকর্ড ম্যাপ আনিয়া তাহাই ব্যবহার করিলে তাঁহার পক্ষে মঙ্গল হইত।

পদ্মের কেশরের আকৃতি চক্রাকার। তাহার পরিমাণ ৮ মাইল হইলে তাহার ব্যাস ৫ মাইলের কিছু অধিক হয়। অতএব নবদ্বীপের আকৃতি ঝোলার ন্যায় করিবার কোন আবশ্যক নাই। আর গঙ্গার ধারা যাহা তাহা করিয়া এদিক হইতে ওদিকে টানিয়া বিকৃত করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকালে বেলপুকুর হইতে গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া শ্রীমায়াপুর ও গঙ্গানগরে আইসে নাই তাহা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পূর্ব্বস্থলীর পাশ দিয়া জাহ্নুনগর ও বিদ্যানগর পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং তথা হইতে পূর্ব্বোত্তরোত্তর বাহিনী হইয়া গঙ্গানগরে আসে এবং সেখান হইতে শ্রীমায়াপুর হইয়া পুনরায় দক্ষিণে পশ্চিম গতি

ধারণ করিয়া বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপ হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। গভর্ণমেণ্টের সার্ভে অফিসের নক্সায় গঙ্গা ও জলাঙ্গীর ধারা ঠিক দেখান আছে। তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেশরের সহিত দলের মিল রাখাও আবশ্যক। কেশরকে বড় করিয়া দলের আকৃতি ক্ষুদ্র করা অস্বাভাবিক হইয়া যায় ■ কদাকার দেখায়। এই কারণে কেশর অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ, যাহা বাগোয়ান এসলামপুর, উখরা প্রভৃতি পরগণার জমীদারদিগের কাগজে দ্বীপের মাঠ বলিয়া মধ্যস্থলে ■ ক্রোশ পরিমাণ জমি দেখান আছে। উহার বাহিরে জমিগুলি উক্ত জমিদারবর্গের কাগজে বাহিরদ্বীপের মাঠ বলিয়া দেখান আছে। অতএব সেই বাহিরদ্বীপের মাঠগুলি দল বলিতে হইবে। তাহাদের স্থান ১৬ ক্রোশ ও ■ ক্রোশের ব্যবধানে হইবে। শ্রীযুত ব্রজমোহনদাসের মানচিত্র গঙ্গার গতি সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলিবার আছে। তিনি গঙ্গার স্রোত বর্ত্তমান বেলপুকুর গ্রামের পার্শ্ব দিয়া গুড়গুড়ের খালে গঙ্গাকে ঢুকাইয়া তথা হইতে ক্রমাগত দক্ষিণ বাহিনী করিয়া বল্লালটীপির শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গানগর হইয়া রামচন্দ্রপুরের উত্তর দিয়া শতাবধিবর্ষ পূর্ব্বে যে বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরের পশ্চিমে ছাড়ি গঙ্গার খাদ আছে তাহাতে ফেলিয়া ঐ ছাড়ি খাদের বিকৃত আকৃতি করিয়া সমুদ্র গড়ি হইয়া তাহার কল্পিত স্রোতকে বর্ত্তমান গঙ্গার পূর্ব্বপারে আনিয়া ধোপাদি অর্থাৎ সাথকুলিয়া গ্রামের উত্তর দিয়া শেষ করিয়াছেন। এরূপ একটা কল্পিত গতি তিনি কোথা হইতে পাইলেন? এদিকে তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীভক্তিরত্নাকর ও শ্রীচৈতন্যভাগবত নিরূপিত ষোল ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ মানচিত্র। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন উক্ত দুইখানি গ্রন্থে ঐরূপ গঙ্গার গতির কথনই বলেন না। শ্রীচৈতন্যভাগবত লেখক ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই শ্রীচৈতন্যভাগবত

বৈষ্ণব ও নিন্দক।

বৈষ্ণব বলিলে বিষ্ণুর সেবককে বুঝায়, আর বিষ্ণুসেবা ছাড়িয়া অবিষ্ণু বা মায়ার সেবা করিলে তাহাকে অবৈষ্ণব বলে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব বিদ্বেষী নিন্দক নামে অভিহিত হন।

শ্রীপত্রিকার পাঠক মহোদয়গণ সকলেই সজ্জন বা বৈষ্ণব। ইহারা নিন্দককে আদর করেন না বা অপরাধী জানেন। যিনি বৈষ্ণবের নিন্দা করেন তাহার মুখে হরিনাম হয় না। নাম উচ্চারণ করিয়া অপরাধ করেন মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে এই নিন্দকদলের সম্বন্ধে তিনটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল।

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্॥ ১১।৫।৭ ভাঃ
শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া, ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥
সর্ব্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং, যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরং।
বেদোপগীতং চ ন শৃণ্বতে বুধা মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া।

রজোগুণের দ্বারা ঘোর সংকল্পবিশিষ্ট হইয়া কামুক, সর্পাভিমানী, দাম্ভিক, জড়াভিনিবিষ্ট পাপিষ্ঠগণ, হরিপ্রিয়দিগের কথা লইয়া উপহাস করে। খলগণ ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, আভিজাত্য, বিদ্যা, বৈরাগ্য, রূপ, বল, কর্ম্ম জাতস্ময় প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া হরিপ্রিয় বৈষ্ণবগণকে তাহাদিগের ঈশ্বর ও গুরুগণের সহিত অবজ্ঞা করে। তাহারা সর্ব্বভূতে নিত্য মূর্ত্তিতে অবস্থিত যেরূপ আকাশে অভীষ্ট ঈশ্বর অবস্থিত, বেদের কথিত

সম্প্রতি শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী, প্রিয়নাথ নন্দী ও ব্রজমোহন দাস নামক তিন ব্যক্তি একযোগে সাধুনিন্দা অপরাধে নিযুক্ত হইয়াছেন। সাধুগণের ধর্ম্ম এই যে তাঁহারা বিষয় মলিন জীবের বিষয়াসক্তি ছেদন করেন এবং দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। ইহাতে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে, তাহারাই বৈষ্ণব বিদ্বেষ করে।

শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী বাঘনাপাড়ার দীননাথ গোস্বামীর পুত্র। ইনি যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী নামক ঐবংশীয় এক ব্যক্তির নিকট নারায়ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন বলিয়াছেন। ইনি বাল্যাবধি নবরসিক, বাউল ও ব্রাহ্ম দলে শিক্ষা লাভ করেন। পরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গপ্রভাবে অপেক্ষাকৃত সাধু জীবন লাভ [illegible]। তাঁহার উপকারের [illegible] শ্রীভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট গোস্বামী শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন, এবং ৮০ সালে তাঁহাকে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রবাচকের স্থান পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। শুদ্ধ বৈষ্ণবের যে দৈন্য তাহা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ে কিরূপভাবে জাজ্বল্যমান ছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাহারাই জানেন। বিপিন বিহারী ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ছকড়ির চতুর্থ অধস্তন রামাই ঠাকুর শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর চরণাশ্রয় করেন। সেই বংশে রাজবল্লভ চট্টোপাধ্যায় বংশধারায় জন্মগ্রহণ করিয়া বিপিনবিহারী গৃহস্থ হইয়াও গোস্বামী নাম লইয়াছেন। বলা বাহুল্য ছয় গোস্বামী গোস্বামীর শৌক্র সন্তান নহেন বা ছয় গোস্বামী গৃহে প্রবেশ করিয়া সন্তান উৎপন্ন করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কোন গ্রন্থই বংশানুক্রমে গোস্বামী প্রভৃতি নাম দিয়া গৃহস্থগণকে গোস্বামী বলেন নাই। গৃহস্থ কখনই নিজেকে গোস্বামী শব্দে অভিহিত হইতে পারেন না। [illegible] মতে

কৌপীন গ্রহণ না করিয়া অপরকে সন্ন্যাসী সাজাইতে কোন গৃহস্থের অধিকার নাই। বাস্তবিক বিরাগ না হইয়া থাকিলে কৃত্রিমভাবে সন্ন্যাস সংস্কার প্রদান যুক্তিযুক্ত নহে। বিপিনবিহারী বলেন তিনি গোলক কানীন, জারজ ও বেশ্যাদিগকে তাহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া মন্ত্র দিয়া ভিক্ষাজীবি করিয়া দেন, কিন্তু গোড়নিবন্ধে তিথিতত্ত্বে শ্রীব্যাস লিখিত স্কন্দ পুরাণ বাক্য যাহা নারায়ণ ভট্টের পৌত্র রামকৃষ্ণ ভট্টের পুত্র স্মার্তসম্রাট্ কমলাকর ভট্ট উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে আমরা জানি যে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে বা দশাক্ষর যাহাতে 'স্বাহা' সংযুক্ত আছে সেই মন্ত্র শূদ্রকে দিলে মন্ত্রদাতার চণ্ডালতা লাভ হয়। "স্বাহা প্রণব সংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ।" বিপিন বিহারী শাস্ত্র না মানিয়া যদি শূদ্রকে মন্ত্র দিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি কতদূর শাস্ত্রাজ্ঞা পালন করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। মহাভারত উল্লিখিত কমলাকরভট্ট ধৃত "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বাব্রাহ্মণমগ্রতঃ।" এই বাক্য অবহেলা করেন কেন? শুনা যায় তিনি শিষ্যের প্রদত্ত অর্থ গ্রহণরূপ দুরাচারের পক্ষপাতী। তিনি শূদ্রের নিকট হইতে অর্থ লইয়া হরিসেবার কার্য্যোপলক্ষে জীবনধারণ করেন। তিনি হাটখোলার সাউ লোকের নিকট হইতে অর্থ দান গ্রহণ পূর্ব্বক সেই অর্থকে গুরুবিত্ত জ্ঞান করেন। শূদ্রের অর্থ গ্রহণ করিতে নাই, একথা তিনি জানিয়াও পাপ করেন কেন? শুনা যায় মৃত [illegible] নাথ সাহার পত্নীর অর্থ দ্বারা স্বীয় কুমারকে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন এ জন্যই কি তিনি জলাচরণীয় ব্রাহ্মণ হইয়াছেন? স্বেচ্ছাচারী হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজের ক্ষতি করা কি তাঁহার মত লোকের উচিত? তিনি বৈষ্ণবদিগের সহিত বিদ্বেষ করিয়া অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে [illegible]

গোস্বামীকে অব্রাহ্মণ বলিয়া বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিয়াছেন। তাহার ফলে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার অহীফেন ধূম্রপানাদি ছাড়াইয়া সৎ পথে আনিবার কতই যত্ন করিয়াছেন, তিনি উহা এখনও ছাড়িতে না পারায়, এবং বৈষ্ণব বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করায় তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতে বৈষ্ণব আদর্শ হইয়াছেন। বিপিন বিহারী শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াও উহা গোপন করতঃ গুরু গিরির ব্যবসা চালাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। যাঁহারা এ সকল কথা জানিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই বিপিন বিহারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি হরিভক্তি-বিলাসকে স্মৃতি বলিয়া মানেন না এবং যাবতীয় বৈষ্ণবগণকে অসম্মান করেন। এক্ষণে শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী ও ব্রজমোহন দাসের সম্প্রদায়েপ্রবেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব বিদ্বেষ করায় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বিশবৎসর হইতে অভিবাদনাদি ও করেন না। এই বিপিন বিহারী সম্প্রতি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তাঁহার মতপ্রধান শিষ্য বলিয়া কাগজে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু ভক্তিবিনোদ মহাশয় বিপিন বিহারিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিপিন বিহারীর উক্তি হইতে জানা যায় যে তিনি ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিচয় আজও ছাড়িয়া দেন নাই; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে বিপিনের বৈষ্ণব বিদ্বেষের জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শুনা যায় শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী ও শ্রীব্রজমোহন দাস উভয়েই শূদ্রবংশে জাত ■ শূদ্রোচিত সংস্কার বিহীন। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে বহু মানন করে ও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে সর্ব্বদা নানাছলে আক্রমণ করে। উভয়েই বৈষ্ণব শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ভাবে অশিক্ষিত। এমন কি কোন ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাও তাহারা পায় নাই। প্রাগুক্ত গোস্বামীর যোগে এই দুই জন

তনয় গৃহস্থ হইয়া কর্ম্মকাণ্ডকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে। আর ব্রজমোহন ভেকধারীর চেলা হইয়া রামচন্দ্রপুরের বালি খুঁড়িতেছে। প্রিয়নাথ চিকিৎসার চিন্তায় পারদর্শী জাহির করিয়া কায়স্থ সমাজের নায়ক হইয়াছেন। আর ব্রজমোহন ১৩ই পৌষের গভীর রাত্রে স্বীয় কুঠারিতে শক্তি উপাসক জনৈক নায়েবের সহিত গূঢ় মন্ত্রণায় ব্যস্ত! শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী যে মতকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে তাহা গৃহীবাউল মত। আর ভেকধারী যে মত চালাইতেছেন তাহা রায় রামানন্দের [illegible] নহে। উহা প্রাকৃত বা মাটীয়া মত। এই তিন জন বৈষ্ণব বিদ্বেষ কার্য্যে যাহা যাহা করিতেছেন তাহা বৈষ্ণবগণ কেহই অনুমোদন করেন না। শ্রীমহাপ্রভু ও ছয় গোস্বামীর বিশুদ্ধ মতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পালনীয়, আর এই তিনজনের মিথ্যা মতবাদ সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য। ইহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নিন্দক।

শ্রীনাথ দাসাধিকারী, গঙ্গারামপুর, যশোহর।

শ্রীমূর্ত্তি ও মায়াবাদ।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে নাম রূপ গুণ ও ক্রিয়ার বিচিত্রতা ক্রমে বস্তু সমূহের পরস্পর বিশেষ ধর্ম্মদ্বারা ভেদ প্রতীত হয়। মায়াবাদী বলেন এই জড়জগতে তাদৃশ ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীত রাজ্যে সেইরূপ চিদ্বিলাস নাই। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন চিদ্‌রাজ্যে নিত্য বিচিত্রতা আছে জড়রাজ্যের বিচিত্রতা অনিত্য। চিদ্‌রাজ্যে অদ্বয় জ্ঞানদ্বারা বিচিত্রতা গঠিত জড়মায়ার রাজ্যে দ্বৈতজ্ঞান দ্বারা [illegible] অদ্বয় জ্ঞান কাল কর্ত্তৃক ক্ষুব্ধ। সপ্ত কালের

কালে কর্ত্তৃসত্ত্বায় অধিষ্ঠিত সত্ত্ব। স্বপ্নভূমি অতিক্রান্ত হওয়ায় জাগর ভূমিতে অনুভবনীয় বিষয়গুলির অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না। জাগর ভূমিতে জীবাত্মার অধিষ্ঠান এবং অনুভূতি যোগ্য বিষয়গুলি সত্য হইলেও নিত্য সত্য নহে। অর্থাৎ এখানে ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। চিদ্‌রাজ্যে বা আত্মজগতে চিদ্‌বস্তুর ত্রিবিধ শক্তিগত অধিষ্ঠান আছে। দ্রষ্টা নিত্যকাল নিত্যদৃশ্যকে নিত্য দর্শন করেন। দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন এই বস্তুত্রয়ই চিৎ এবং তাঁহাতে উপাদেয়তা ও আনন্দধর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন নিত্যকাল অবস্থান করে। মায়িক জগতে সচ্চিদানন্দ অনুভূতি অনিত্য, অজ্ঞান ও নিরানন্দময়।

শ্রীভগবান নিত্যবিচিত্র লীলাময়। তাঁহার শ্রীনাম গুণ [illegible] লীলা অদ্বয়জ্ঞানময় তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু তাঁহার অনন্ত পরিকর নিত্যকাল প্রেমধর্ম্মে অবস্থিত। ভক্তগণের এই তত্ত্বজ্ঞান পরমাত্ম যোগ সাধন নিরত যোগী দিগের বা কেবল জ্ঞান নিরত ব্রাহ্মণগণের অভীপ্সিত না হইলেও সেই একই তত্ত্বকে সকলেই লক্ষ্য করেন। ব্রাহ্মণ যোগী ও ভক্ত সকলেই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বের জ্ঞাতা। যোগীও উপাসক।

ভক্তগণ সকলেই ভক্তিযোগী ও পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসক। ইতর যোগী ও ইতর ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের মতভেদ আছে। ভক্তগণের সহিত কর্ম্মযোগী ও জ্ঞান যোগীর ভেদ আছে। কর্ম্মী ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণের ভেদ আছে। তাই বলিয়া ভক্ত ব্রাহ্মণ ও যোগীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। উপাস্য বস্তুর অদ্বয় ও অখণ্ড জ্ঞানে ভেদ থাকিতে পারে না। যেখানে ভেদ কল্পিত হইয়াছে সেখানেই যোগী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত ভক্তগণের পার্থক্য ঘটিয়াছে। বিরোধ করিতে গিয়াই ইতর ব্রাহ্মণ বা ইতর যোগীগণ ভক্তকে [illegible] ও অযোগী বলেন। পক্ষান্তরে ভক্ত ধারণায় ভক্তই সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ

যোগ এবং জ্ঞানময় কৈবল্য স্বীকার করেন না। ভক্তি সংজ্ঞায় কর্ম্ম ও জ্ঞানাবৃত কৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ ও লীলা আছে। জড়বুদ্ধিতে কর্ম্মমার্গীয়গণ বৈকুণ্ঠ বস্তুতে অদ্বয় জ্ঞানের পরিবর্তে জড়ধারণায় প্রবর্ত্তন করেন। মুমুক্ষু জ্ঞানীগণও মায়াগ্রস্ত হইয়া ভগবদ্ বিগ্রহকেও ন্যূনাধিক মায়িক মূর্ত্তি মনে করেন। মায়াবাদী বলেন শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহীর মধ্যে ভেদ আছে; মন্ত্রের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আহূত হন কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু তাহার নিত্য নাম রূপ গুণ লীলা নাই। তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবগণ বলেন ইহাই উপাস্য বিগ্রহের সম্বন্ধে মায়াবাদ। দীক্ষারূপ সম্বন্ধ জ্ঞান উদিত হইলে এই মায়াবাদ কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হয় এবং মন জড়বিষয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। পাপিষ্ঠ মায়াবাদীগণ বিষ্ণুকলেবরকে প্রাকৃত মনে করেন কিন্তু তত্ত্ববিদ্ দীক্ষিত বৈষ্ণবের নিত্য নির্ম্মল প্রতীতিতে বিগ্রহ বিগ্রহীর মধ্যে অখণ্ডজ্ঞানে দ্বৈত বুদ্ধি নাই। মায়াবাদী বা কর্ম্মীগণ জড়ে চিদ্ আরোপ করেন আর নৈষ্কর্ম্ম বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্ত্তিতে আদৌ জড়ের ভোগময় অনুভূতি বুঝিতে পারেন না। প্রকটকালীয় বিগ্রহ ও অর্চ্চা বিগ্রহে বস্তুতত্ত্বে অখণ্ড জ্ঞান উদিত হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা।

সম্প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মবাসরে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে বহু শুদ্ধভক্ত একত্রিত হইয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা পুনঃসংস্থাপিত করিয়াছেন। এই সভা নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও প্রপঞ্চে তিনবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকটের একাদশ বর্ষ পরে যখন বিশ্ব

তারকা উদিত থাকিয়া গৌরচন্দ্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই ছয়টী উজ্জ্বল তারা ব্যতীত শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী প্রমুখ আরও কতিপয় মহাত্মা সেই শ্রীগৌর চন্দ্রের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় শোভমান হইরাছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের চতুঃষষ্টি প্রিয়জন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশটী সখা এই সভার শোভা সংবর্দ্ধন করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নামহট্ট এই বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার একটী মূল স্কন্ধ।

শ্রীশ্রীভগবৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিযুগ পাবন। তিনি নিজ ভজন সম্বন্ধ জ্ঞান শিক্ষক, তিনি ভক্তির অভিধেয়ত্ব নির্ণয়কারী অবতারী এবং তিনি কৃষ্ণ প্রেম, প্রয়োজনাবতারী। সেই গৌরভক্তগণের নামান্তর চৈতন্যদেব চরণানুচর। শ্রীচৈতন্যদেবই বিশ্ববৈষ্ণবরাজ স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার ভক্ত গোষ্ঠী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা সেই সভার সভাজন পাত্ররাজ শ্রীরূপগোস্বামী এবং তাঁহার বরেণ্য শ্রীসনাতনদেব। যাঁহারা শ্রীরূপানুগ বলিয়া আপনা-দিগকে বিশ্বাস করেন তাঁহারাই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সভাজন। তাঁহাদিগের অগ্রণীই শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্‌জীব গোস্বামী এবং শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্ দাস গোস্বামী। শ্রীগৌরচন্দ্র যে কালে বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে অপ্রকট লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন সেই কালে শ্রীমজ্জীব প্রভু রূপ-সনাতনানুশাসন শ্রীভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সভার অগ্রণী শ্রীরূপ, সনাতন যাঁহাদের শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই সভ্যাগ্রণী হন। শ্রীজীব প্রভুপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার সভ্যাগ্রণী হইয়া যে শ্রীরূপের অনুশাসন সভায় দিয়াছিলেন তাহাকেই ভাগবত সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ বলে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাজনগণ সেই ষট্‌সন্দর্ভকে শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসন জানিয়া হরিভজন করেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভাগ্রণী

যে বিশুদ্ধ অলৌকিক ভজন প্রণালী দিয়াছেন তাহাই শ্রীগৌরভক্তগণের একমাত্র আদরণীয়। শ্রীরূপ ■ রঘুনাথের শ্রীঅমল পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া রসিক ভক্তকুলরাজেন্দ্র শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই বিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার সভ্যাগ্রণী ছিলেন। আবার অপ্রাকৃত ভক্তকুলমুকুটমণি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহোদয় সভ্যাগ্রণী পদে বৈষ্ণবরাজসভার শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রমুখ শুদ্ধভক্ত রাজেন্দ্রগণ এই সভায় জ্যোৎস্না বিস্তার করেন। সব সময় তমসাচ্ছন্ন ত্রিভুবনে ত্রিযামার তিমির আধিপত্য করিতে পারে না সেজন্য শ্রীগৌরচন্দ্রের উজ্জ্বল তারকা মধ্যে মধ্যে আমরা গগন কক্ষায় দর্শন করিয়া থাকি।

৩৯৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে বৈষ্ণব-বিশ্ব-গগনে একটী সমুজ্জ্বল তারকা স্বরূপ উদিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাকে পুনরালোকিত করেন। ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে অনেকেই সেই সভার আলোক পাইয়াছিলেন। সেই আলোক ফলেই আজ ৩৩ বৎসরের মধ্যে জগতে শ্রীগৌরচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ স্নিগ্ধ নয়নের দৃশ্যপটে দেখা যাইতেছে। শারদ জলদ যেরূপ হঠাৎ গগনে ব্যাপ্ত হইয়া চন্দ্রিকা আবরণ করে সেইরূপ বিষয়ী অবৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণব সাজে সমাজে অপ্রাকৃত আলোকে বাধা দেয়। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজের চরণানুচর শ্রীরূপানুগাগ্রণী আজ চারি বৎসর হইল এই প্রপঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং তাঁহার আলোক মধ্যে মধ্যে কুহেলিকাবৃত হইতেছে দেখিয়া শ্রীরূপানুগপদোপজীব্য সম্প্রদায় প্রবল বাত্যার মধ্যে সাবধানে হরিকথালোকের সংরক্ষণ করিতে বদ্ধ পরিকর।

যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমপুষ্প শ্রীরূপরঘুনাথ জীব প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ দ্বারা কলিত হইয়াছিল শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে প্রেমপুষ্পের মুকুল জগৎকে দেখাইলেন তাহা তাঁহার অপ্রকটের পর হইতে কুসুমিত হইতে আরম্ভ

আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া গৌরপদভৃঙ্গগণের ত্রাণের বিষয়ে সহায়তা করিবেন। আমরা এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমালাকারের প্রেমচেষ্টা সমূহ রসিক ভক্তরাজের রচিত চৈতন্যচরিত আদি নবম পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রতিকূলে যাঁহারা বদ্ধপরিকর আছেন তাঁহাদিগের দ্বারা এই সভার সভাজনগণের কোন সেবাই গৃহীত হইবে না। গৌরসুন্দর তাঁহাদের হৃদয়ে অঘ, বক, পুতনাসুরের দাস্য প্রবল করাইয়া তাঁহাদিগকে বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার মধ্যে স্থান দিবেন না। আমরা তাঁহাদের জন্য বিশেষ দুঃখিত ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি। যদি শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অভিপ্রায় হইত যে একমাত্র শ্রীরূপ প্রভু ভিন্ন অন্য রূপানুগভক্ত আসিবেন না অথবা নিতাই চাঁদের নামহট্ট ব্যতীত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা থাকিবেন না তাহা হইলে তিনি শ্রীরূপানুগের বহুত্ব বিধান করিতেন না।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বৈষ্ণবাচার্য্যের তিরোভাব।

গত ৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার শ্রীশ্রীশ্যামানন্দদেবসম্প্রদায়ের গৌরবরবি শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর নিবাসী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী নিত্যলোকে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বিরহে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, বিশেষতঃ দৈক্ষসাবিত্র্য বৈষ্ণব সমাজের শুদ্ধভক্তগণ বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছেন। এই বিষম দুর্দ্দিনে গোস্বামী প্রভুকে হারাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে কি ক্ষতি হইল তাহা ভাষা বর্ণন করিতে অসমর্থ। বিশ্বম্ভরানন্দপ্রভু অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে অগাধ

যেমন গৃহী বাউল ও প্রাকৃত সহজিয়াধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ নিজ নিজ মূর্খতাকেই পাণ্ডিত্য বলিয়া জাহির করেন, গোস্বামী মহাশয় সেরূপ ছিলেন না। তিনি বৈষ্ণবের সাবিত্র্যজন্মের একান্ত উৎসাহদাতা ছিলেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "দুর্জ্জাতিরেব" শ্লোকের অর্থ বিচারে তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রগাঢ়। আমরা এ সকল কথার ধারাবাহিক আলোচনা করিব।

শ্রীল কৃষ্ণদাস সমাধি মন্দির।

শ্রীপত্রিকার পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দিরের সন্নিহিত প্রদেশে শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের একটি সুন্দর সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গয়ারাম ঘোষ মহাশয় বিপুল অর্থব্যয়ে এই শুদ্ধ ভক্তবরের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পরম ভাগবতের শুদ্ধাভক্তি জগতের অনুকরণীয় হউক প্রার্থনা করি।

বৈষ্ণব বিদ্বেষ।

কয়েকখানি সাময়িক পত্রে [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধে শ্রীবিপিনবিহারী (গৃহস্থ) গোস্বামী ও প্রিয়নাথ নন্দী আজ ৪।৫ মাস হইতে নানাপ্রকার নিন্দা [illegible] কুৎসা করিতেছেন। তাহাদের সকল চেষ্টাই বৈষ্ণবধর্ম্মকে বিকারবিশিষ্ট ধর্ম্মরূপে পরিণত করিয়া কর্ম্মবাদ [illegible] ন্যাড়া নেড়ির ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করা। আমরা আদৌ তাহা অনুমোদন করি না। গৃহস্থ গোস্বামীটি চিরদিনই কর্ম্মকাণ্ডীয় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী, এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের চির বিরোধী। প্রিয়নাথ নন্দী [illegible] ব্রজমোহন দাস, ইঁহারা শ্রীমায়াপুরের বিরোধী, আর শ্রীবিপিনবিহারী

ধোপাদি বা সাথ্ কুলিয়া গ্রামকে কুলিয়া বলিবার পক্ষপাতি হইয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সন্তান শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর চেষ্টায় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দীর গৃহে শ্রীরামাই ঠাকুর সন্তান বিদ্বেষী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী (গৃহস্থ) গোস্বামী প্রভৃতির নিমন্ত্রণ হয় নাই কেন? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বিপিনবিহারীকে কিজন্য পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহা শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী ও ব্রজমোহন দাস অবশ্য জানেন। বৈষ্ণব ও নিন্দক প্রবন্ধে ইহাদিগের স্বেচ্ছাচারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদিগের সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মতামত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতরাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২১শ বর্ষ } নারায়ণ ৪৩২ { ১০ম সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—মিতভুক্।

অধিক বা ন্যূন এই দুই অবস্থা না হইলে তাহাকে পরিমিত বলে। সজ্জন পরিমিত ভোজন করেন। যিনি অধিক বা ন্যূন ভোজন করেন তিনি বৈষ্ণব হইতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে সজ্জনের ভোজন হয়। সজ্জন কখন অমেধ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না, মায়াবাদীর ন্যায় তিনি ফল্গুবৈরাগ্যের আবাহন করেন না। হঠযোগীর ন্যায় প্রসাদ গ্রহণে বিরত হন না। তিনি কৃষ্ণ প্রসাদের মিতভোজী।

আত্মপ্রসাদ সেবায় অমিত-ভোজন নাই। সূক্ষ্ম শরীর মনের দ্বারা যে ভোজন গৃহীত হয় তাহা অনিত্য। দেহের দ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়া

যে ভোজনাদি হয় তাহা গ্রহণ করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ। সজ্জনের নিত্য স্বভাবে মিতভোজন একটী বিশিষ্ট পরিচয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন অত্যন্ত আসক্ত অধিক ভোজী, এবং ভোজন বিরত বিরক্ত উভয় অবস্থাই বৈষ্ণবের আদরণীয় নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ। শুষ্ক বৈরাগী যাহাকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলে তাহারা মিতভোজী নহে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলেন "অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভি র্ভক্তির্বিনশ্যতি।

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ জিহ্বা বেগ ও উদর বেগ প্রত্যেক সজ্জনেরই প্রশমন কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে তিনি গোস্বামী হইতে পারেন না। অত্যন্ত লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা অধিক আহার করেন অথবা প্রতিষ্ঠার তাড়নায় যিনি প্রয়োজনীয় প্রসাদ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হন, তাঁহারাও সজ্জন হইতে পারেন না। পশু ভোজন, মৎস্য কূর্ম্মাদি ভোজনকারীকে মিতভোজী বলা যায় না। মাদক দ্রব্যাদি সেবীকে মিতভোজী বলা যায় না। গোস্বামীগণ অহিফেণ ও ধূম্র পানাদি করেন না। গোদাস অসজ্জনগণের তাহাই স্বভাব।

মহাপ্রসাদে কুতর্ক।

সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু মায়াতীত বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থান করিয়া নানাপ্রকার বিলাসে রত থাকিয়া লীলাময় স্বয়ংরূপবস্তু চতুঃষষ্টিকলা বিশিষ্ট হইয়া গোলোকে অবস্থান করেন। আর প্রকাশবস্তু গোলোকে শ্রীবলদেব রূপে অবস্থান করিয়া পরব্যোম বৈকুণ্ঠে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি কায়ব্যূহ প্রকাশ করেন। গোলোকে দ্বিভুজতত্ত্ব স্বীয় মাধুর্য্য

বৈকুণ্ঠে লীলাময়। সঙ্কর্ষণ কারণবারিতে চিন্ময় ঈক্ষণ দ্বারা মহাবিষ্ণুরূপে উদিত হন। তাঁহার নিত্য লীলায় গোলোক ও বৈকুণ্ঠাদি নিত্য অনুষ্ঠান এবং তিনিই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। প্রদ্যুম্ন হইতে গর্ভোদকশায়ী ভগবান্ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টি মহাবিষ্ণুরূপে অবস্থান করেন। ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তে ইনি বিষ্ণু বলিয়া কথিত হন। অনিরুদ্ধ হইতে ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণু ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অসংখ্য মূর্ত্তি বিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করেন। এই জন্যই "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। জীব যে কালে স্বীয় প্রভু ভগবানের সেবা-বিমুখ হইয়া আপনাকে জড়ের প্রভু জ্ঞান করেন সেইকালে তিনি বদ্ধ জীব। মুক্ত হইলে তাঁহার কৃষ্ণসেবোন্মুখতা প্রপঞ্চে থাকা সত্ত্বেও ফুটিয়া বাহির হয়। এই প্রপঞ্চে অবস্থানকালে বদ্ধ জীব নিত্য মুক্ত কৃষ্ণদাস জানিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা ভুলিয়া থাকেন না; ভগবান যখন বৈষ্ণবের স্মরণ পথে উদিত থাকেন সেইকালে বৈষ্ণব হরিসেবা করিবার জন্য তাঁহার অখিল চেষ্টার চালনা করেন। বৈষ্ণব হইলে যে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিতে হইবে এরূপ নহে। বৈষ্ণবের প্রভু নির্ব্বিকার বিষ্ণু তাঁহার জন্য নির্ব্বিকার প্রসাদ সর্ব্বদা দিতে থাকেন। যাহারা হরিবিমুখ অবৈষ্ণব তাহারা হরিসম্বন্ধি বস্তু শ্রীমহাপ্রসাদকে জড়ীয় ভাত ডাল রুটী মনে করে।

বৈষ্ণব প্রপন্ন ও বিষ্ণুর শরণাগত। কর্ম্মকাণ্ডিগণ বৈষ্ণবকে তাহাদের ন্যায় লৌকিক শৌক্র পরিচয়ে কর্ম্মফল বাধ্য জীব মনে করে, কর্ম্মিগণ আরো মনে করে যে বৈষ্ণবগণ শ্রীমহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীমহাপ্রসাদ ভগবদ্ উচ্ছিষ্ট; ভগবান স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিয়া ভক্তের জন্য দিয়াছেন। ভক্ত নিবেদনকালে নৈবেদ্যকে জড়ীয় রস জ্ঞান করেন না। কোন জড়বস্তু চিন্ময় ভগবানে অর্পণ করিতে পারা যায় না, তদাশ্রয়া বুদ্ধিই অপ্রাকৃত নৈবেদ্য ভগবানকে দিতে সমর্থ। অবৈষ্ণবপক্ক বস্তু ভগবান

করিলে সেই বস্তু প্রসাদ শব্দ বাচ্য হয় না, সুতরাং পুণ্যরহিত মূঢ়গণ বৈষ্ণব-স্পৃষ্ট অন্নকেও প্রসাদ বলিতে শঙ্কিত হন। মায়াবাদীগণের বিগ্রহে জড়বোধ থাকায় আপনাকে কৃষ্ণেতর মায়াদাস মনে করায় এবং নির্ব্বিকার নৈবেদ্যে জড়বুদ্ধি থাকায় শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার আসিয়া তাহাকে নরকে পাঠাইয়া দেয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সকলেই জানেন যে ভগবানের নৈবেদ্য ও অন্নপানাদিকে জড় বস্তুর সহিত সমান জ্ঞান করিতে নাই। যিনি বৈষ্ণব পক্ক ও নিবেদিত ভগবৎ প্রসাদে স্পর্শ দোষ বিচার করিতে যাইবেন সেই ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ দারপুত্র বিবর্জ্জিত হইয়া অনন্তকাল নরকে কুষ্ঠযুক্ত হইয়া কষ্ট পাইবেন আর সেই নরক হইতে পুনরুদ্ধার অসম্ভব। স্কন্দ পুরাণ হইতে জানা যায় যে স্বল্প পুণ্যবলে শূদ্রাদির প্রসাদে জড় বিকার বা স্পর্শ বিচার আসিয়া তাহাকে নাস্তিক করিয়া তুলে। এই সকল কারণে যাহারা প্রসাদে অবিশ্বাস করে তাহাদিগের সদ্য সদ্যই চণ্ডালতা লাভ হয়। শ্বপচাধমগণ প্রসাদাদিতে অন্ন জল বুদ্ধি করে আবার প্রাকৃত সহজিয়াগণ জড়ীয় অন্ন জলাদি বুদ্ধি সংরক্ষণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ড বলে কল্পিত মন্ত্র পাঠ করিয়া যে নিবেদনাদি করে সেই জড়বস্তুগুলি কোনদিন নৈবেদ্য শব্দবাচ্য হয় না, যেহেতু ভগবানকে জড় মায়ার প্রকার ভেদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া যে কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন হয় তাহা কখনই প্রসাদ নহে। শ্রীপুরুষোত্তমে লক্ষ্মী দেবী রন্ধন করেন যদিও শুষ্ক মৎস্য ভোজী পাণ্ডাগণ উহা স্পর্শ করে তাহা হইলেও বৈষ্ণব পক্ক অন্ন বলিয়া তাহাতেও স্পর্শ দোষ হয় না। অবৈষ্ণব স্পৃষ্ট পক্কান্ন ভগবান গ্রহণ করেন না তজ্জন্য পঞ্চোপাসকীয় ও স্মার্ত্তের বিচারে জড়ীয় অন্ন জলাদি প্রসাদ বলিয়া গৃহীত হয় না।

যাজিগ্রাম মহোৎসবে খেতরি মহোৎসবে কীর্ত্তন যজ্ঞ দ্বারা যে অন্ন পানাদি নিবেদিত হইয়াছিল তাহা কিছু ব্যক্তি বিশেষের কর্ম্মকাণ্ড মতে নৈবেদ্য নহে।

গ্রহণ করিয়া প্রসাদ সেবা রূপ চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের একাঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগে চারি প্রকার বিষ্ণু পূজা হইয়া থাকে এবং নৈবেদ্যাদি অর্পিত হয়। বৈষ্ণব মহোৎসবে নৈবেদ্যের প্রদাতা বৈষ্ণবগণ অনুচ্চার্য্য মন্ত্র উচ্চারণের পরিবর্ত্তে উচ্চ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীজগন্নাথের উচ্ছিষ্টই কেবল মহাপ্রসাদ আর জগতের অন্যত্র কোন দিন কোন বৈষ্ণবে মহাপ্রসাদ পান না ইহা উন্মত্তের প্রলাপ মাত্র। প্রসাদ বস্তু চিন্ময়, তাহাকে জড় বস্তু মনে করা, কুতার্কিক বা নাস্তিকের ধর্ম্ম। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাইলে স্মার্ত্তের নাস্তিকতা হ্রাস হইয়া যাইবে। এখন বুঝা যায় যে স্মার্ত্ত, বিশ্বাস হারাইয়া নাস্তিকতা করিতে গিয়া বৈষ্ণবের সহ মত ভেদ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন। স্মার্ত্ত, পুণ্যসঞ্চয়ক্রমে পুনরায় নিজেকে বৈষ্ণব বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ।

আবাহন গীতি।

(শ্রীগৌরপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে লিখিত)

(১) এস প্রেম মূরতি পুনঃ বঙ্গে,
এস দীপ্ত পুরট প্রভা ভাবিত বিগ্রহ
ভাবিনী ভাব তরঙ্গে।

(২) শ্যাম শোভাময় নবতরু বল্লরী
কুসুম শোভিত নববৃন্তে,
স্নিগ্ধ সুরভিত মলয় সমীরণে
মোদিত দিগ দিগন্তে,

এস, ফাল্গুনী পূর্ণিমা পুণ্য তিথি যোগে
নব বেশে নবীন বসন্তে,
নব নবদ্বীপভূপ কুসুম বাণ
অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে।

(৩) শচীমাতা স্নেহোদধিবর্দ্ধন কারিণ
এস বিধু নদীয়া গগনে,
এস বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদি সরবসধন
অভিনব পরস্থন ভূষণে

(৪) এস অগাধি পাণ্ডিত্য প্রতিভা ভূষিত
নবীন অধ্যাপক সাজিয়া,
নাস্তিক তার্কিক দাম্ভিক দলিতে
পরভাবে পদানত করিয়া,
গয়া, পাদপদ্ম হেরি প্রেম গলিত হৃদি
অশ্রুনীরে বক্ষ ভাসিয়া
নব অনুরাগে জর্জ্জর কলেবর
অদভূত প্রেম তরঙ্গে।

(৫) তব, চরণ কমলজাত মাতা সুরধুনী,
তুয়া পরকাশ পুনঃ মাগে,
সহচর সঙ্গে নানাখেলা কুতূহলী
হেরইতে নিজ তট ভাগে,
প্রেম ভকতিরস বিবশ তনুমন
সংকীর্ত্তন রস রঙ্গে,
প্রেম চপল মতি অবধূত সাথে

৬) জিনি জগন্নাথ মাধব কত শত

পাপী পাষণ্ডী আবার

তব দাস অভিমানী বেশ ভূষাধারী

দম্ভ কপট অবতার,

প্রীতি নিলয় তব পুণ্যভূমি পরে

বাজত কত কু আচার

কোথা জগদ্ গুরু গৌর গুণাকর

এ [illegible] হেরহ অপাঙ্গে।

(৭) নিরমল প্রেম উছাস পরিপূরিত

চিনময় ভাব তরঙ্গে

নিরমিত পুত ধরম তব সুন্দর,

আদি পরচারিত বঙ্গে

অব অপবাদ কুটিলতা বিজড়িত

বিদূষিত জনগণ সঙ্গে,

এস নিরমল প্রেম মধুরিমা বিতরিতে

কালিমা ক্ষালিতে অঙ্গে।

(৮) অযাচিত প্রেম ভকতি রস বরষি

করুণ নীরদ তুয়া জ্ঞানে,

কত শত ভকতি পিপাসিত চাতক

যাচত কাতর নয়নে,

তুয়া করুণা কণ দেব দয়াময়

দেহি দীনে অধমাধমে

বাসনা পুরাইতে এস গোলোক হতে

(৯) দ্বিজ গুরু জননী বাণী প্রতিপালিতে
কলিযুগে করুণা করিয়া,
সুরেপ্সিত সম্পদ প্রতিষ্ঠা লছমী
ছোড়ি অটন ব্রত লইয়া
প্রেমদিঠিশস্ত্রে হরিনাম অস্ত্রে
মায়ামৃগ বিতাড়িত করিয়া,
জগ দুঃখহারী হরি প্রেম ব্যাকুল
দিগ দিগন্তরে ভ্রমিয়া।
এস আশৈল জলনিধি বিপ্লাবিত করি
নব প্রেম জলধি তরঙ্গে।

(১০) এস নীলাচলচন্দ্রমা সমীপ বিহারিন্
রথ পূরত তাণ্ডব রচিয়া।
জগমন মোহন ভাব ভূষণ পরি
শত শত পার্ষদ লইয়া
এস গম্ভীরা গম্ভীর কক্ষ বিহারিন্
গজপতি জিত ভুরু ভঙ্গে।
জননী জনমভূমি ভকত চূড়ামণি
রাধাশ্যাম নব নব রঙ্গে।

ভক্তকৃপাভিক্ষু
শ্রীমাখনলাল দত্ত কবিরঞ্জন ভিষক্‌তীর্থ
কুমার আড়া, ফুলকুশমা পোঃ, বাঁকুড়া।

নবদ্বীপ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৫২ পৃষ্ঠার পর)।

গ্রন্থ লেখেন। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে গঙ্গার গতি অন্যরূপ বুঝা যায়। শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বংশসম্ভূত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় শ্রীচৈতন্য ভাগবতের একটি উত্তম সংস্করণ অল্প কয়েক বৎসর হইল প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার ৪৭৩ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের এক স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপ থাকা কালে নিকটস্থ গ্রাম ও স্থানগুলিতে ভ্রমণ বিষয়ে লেখা আছে—"খানা যোড়া আর বড়গাছি দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥" এই খানাযোড়া আর বড়গাছি দোগাছিয়া পংক্তি সম্বন্ধে অন্য কয়েক খানি পুস্তকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখিয়া তাহাও ঐ পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে 'খানা চোরা একডালা'; 'খানা চৌড়া (চৌতা) একডালা' প্রভৃতি গ্রামের উল্লেখ আছে। ঐ খানা চোরা একডালা বর্ত্তমান শঙ্করপুর ইন্দ্রাকপুর প্রভৃতি স্থানের সন্নিকট। ঐ স্থানের পার্শ্ব দিয়া বর্ত্তমান গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত একডালা গ্রামে যাইতে হইলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত বর্ণনায় নদীপার হইতে হয় নাই। এমতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে গঙ্গা ঐ একডালা প্রভৃতির পশ্চিম দিক দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে প্রবাহিত হইত ও ব্রজমোহন দাসের কল্পিত রেখা সর্ব্বৈব ভুল ও অসত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের উক্ত গঙ্গা পূর্ব্বস্থলীর পার্শ্ব দিয়াও প্রবাহিত হইত। তাহার প্রমাণ কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্য দেখুন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর অপ্রকট ১৫৩৪ খ্রীঃ হয় এবং উক্ত কাব্য ১৫৪৪ খ্রীঃ অর্থাৎ তাহার বার বৎসরের মধ্যে কবিকঙ্কণ রচনা সমাপ্ত করেন। কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র। তাহার নাম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে। কবি-

ত্বরা করি সদাগর রাত্রি দিন যায়।
পূর্ব্বস্থলী সদাগর বাহিয়া এড়ায়॥
কোথাও রন্ধন কোথা দধিখণ্ড কলা।
নবদ্বীপ উত্তরিল বেণিয়ার বালা॥
চৈতন্য চরণে সাধু করিল বন্দন।
সেখানে রহিয়া কৈল রন্ধন ভোজন॥
পাড়পুর সমুদ্রগড়ি বাহিল মেলান।
মীরজাপুরে করিল ডিঙ্গার চাপান॥

এমতে স্পষ্টই দেখা যায় যে গঙ্গা পূর্ব্বস্থলী হইয়া অনেক ঘুরিয়া সদাগরকে কোথাও রন্ধন কোথাও দধিখণ্ড কলা খাওয়াইয়া নবদ্বীপে প্রবাহিত হইতে থাকেন। তাহার আর ও প্রমাণ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মানসিংহ অংশে দেখুন। রাজা মানসিংহ আকবর বাদসাহের আজ্ঞায় বঙ্গদেশ বিজয়ের জন্য আসিয়াছিলেন। উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যবধানেই ঘটিয়াছিল। রাজা মানসিংহ নবদ্বীপ আসিতে পূর্ব্বস্থলীতে গঙ্গা স্নান করিয়া গঙ্গা পার হইয়া আসিয়াছিলেন।

মজুমদারে কহিলা করিব গঙ্গা-স্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান॥
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥

এক্ষণে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের মানচিত্র দেখুন। কোথায় পূর্ব্বস্থলী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের গঙ্গা আর কোথায় সোনডাঙ্গার একটী গঙ্গার খাদ পাইয়া তাহাকে অনায়াস করিয়া মহাপ্রভুর সময়ের গঙ্গার খাদ বলিয়া লোককে

ভ্রমপথে চালিত করিতে বসিয়াছেন। আবার পূর্ব্বস্থলী হইতে একডালার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া গঙ্গাকে জাহ্নুনগরে প্রবাহিত হইতে দেখা যায় এবং ঐ স্থানের নিকটে বিদ্যানগর পর্য্যন্ত ঐ স্রোত চলিতে থাকে। সেখান হইতে গঙ্গা উত্তর পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া ক্রমাগত গঙ্গানগর পর্য্যন্ত তৎকালে আসিয়াছিল। তাহাতেই মাতাপুর হইতে ঈশানঠাকুরকে গঙ্গা পার হইয়া গঙ্গার পূর্ব্বদিকস্থিত রুদ্রপাড়া আসিতে হয়। সে সময়ে নবদ্বীপ নগরটী ঐ গঙ্গানগর হইতে শ্রীমায়াপুর অর্থাৎ বল্লালদিঘির দক্ষিণভাগে যে সকল জমী আছে তাহা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আসিয়াছিল। সেই স্থান হইতে দক্ষিণ মুখে গঙ্গাধারা পুনরায় গমন করেন। এরূপ গঙ্গার গতি এখনও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার কতকটা ভাব শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুগলমূর্ত্তি সেবা প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান সময়ের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। পাছে অর্থাৎ ৪০০ বৎসরের পরে। সম্প্রতি ঐ স্রোত অন্যরূপ হইয়াছে, অর্থাৎ নবদ্বীপে এক্ষণে গঙ্গা প্রায়ই দক্ষিণবাহিনী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপ নগরটী গঙ্গানগর হইতে শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহাতেই শ্রীচৈতন্য ভাগবতোক্ত ৫টী ঘাটের নাম ছিল অর্থাৎ আপনার ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, নাগরিয়ার ঘাট ও গঙ্গানগরের ঘাট। ঐ গঙ্গা নগর হইতেই তাৎকালিক নবদ্বীপ নগর গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিত ও উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নগর বিস্তৃত ছিল। তাহাতেই তারণবাস, সিমুলীয়া বেলপুকুর, বামনপুকুর, ও অন্যান্য পাড়া যেমন শঙ্খবণিক পল্লী, তন্তুবায় পল্লী, খোলা বেচা শ্রীধরের বাড়ী ছিল। ঐ সহরের এবং ঐ গ্রামের সংলগ্ন দক্ষিণাংশে গাদিগাছা গ্রাম অবস্থিত ছিল। গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী স্থানটী পাড়ডাঙ্গা বলিত। জাহ্নুনগর ও বিদ্যানগর হইতে গঙ্গা কতকটা উত্তরবাহিনী হইয়া সে সময়ের নবদ্বীপ নগরে পৌছিলে যে গঙ্গার মোড় স্থান পাওয়া যাইত তাহাকে গঙ্গানগর নাম আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

নচেৎ হঠাৎ নবদ্বীপ নগর গঙ্গার উপর থাকায় আবার গঙ্গানগর নামক একটী স্বতন্ত্র পল্লীর নামের উৎপত্তি কেন হয়। ঐ গঙ্গানগর স্থানটিই তাৎকালিক নবদ্বীপ নগরের প্রথম গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভূমি। গঙ্গানগর হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাসংকীর্ত্তনের রাত্রে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া নদীয়ার একান্তে সীমুলীয়াতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে কাজীর বাড়ী পৌঁছিবার সোজা পথ ধরিয়া কাজীর বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ক্রমে সংকীর্ত্তন গাদিগাছা আসিলে গঙ্গার পারে ডাঙ্গা অর্থাৎ পারডাঙ্গায় গঙ্গা পাইলেন। তথা হইতে গঙ্গার তীরে তীরে উত্তর মুখে গিয়া শ্রীমায়াপুরে নিজের বাটীতে ফিরিয়া যান। ইহাই শাস্ত্র সঙ্গত সংকীর্ত্তন পথ। ব্রজমোহন দাসের কল্পনায় গঙ্গার দুই পারে দৌড়াদৌড়ি করিয়া গাদঞ্চ-পাড়া দিয়া রামচন্দ্রপুরে পৌঁছিলে অযৌক্তিক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যখন বিশারদের জাঙ্গালে বিদ্যানগরে আসিয়া বাস করেন তখন নগরের লোক সকল গঙ্গানগর হইতে তীরে তীরে বহু কাঁটা খোঁচা ও জঙ্গল ভূমির উপর দিয়া জাহ্নুনগরের ও বিদ্যানগরের অপর পার পর্য্যন্ত অনেক ক্ষণ ধরিয়া গিয়াছিলেন এবং তথায় পারঘাট পাইয়া নদীপার হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। সেই জন্যই ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন—

নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিগে হইল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলা ন্যাসী চূড়ামণি॥
শুনিয়া লোকের হইল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হইল বৈকুণ্ঠেতে বাস॥
আনন্দে সকল লোক বলে হরি হরি।
স্ত্রীপুত্র দেহ গেহ সকল পাশরি॥
অন্যোন্যে সর্ব্ব লোক করে কোলাহল।
চল দেখি গিয়া তাঁর চরণ যুগল॥

এতবলি সর্ব্ব লোক পরম উল্লাসে।
চলিলেন কেহ কারো রহি না সম্ভাষে ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি হরি হরি।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
পথ নাহি পায় কেহো লোকের গহলে।
বন ডাল ভাঙ্গি লোক দশ দিগে চলে ॥
শুন শুন আরে ভাই! চৈতন্য আখ্যান।
যেরূপ করিলা সর্ব্ব লোক পরিত্রাণ ॥
বন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক যায়।
তথাপি আনন্দে কেহ দুঃখ নাহি পায় ॥
লোকের গহলে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হইল ॥

* * *

চলিয়া যায়েন সভে পরানন্দমন।
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়া ঘাটে ॥

গঙ্গানগর হইতে জাহ্নুনগরের অপর পার পর্য্যন্ত ভূমিটা তখন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং সেখানে জঙ্গল, কাঁটা, খোঁচা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য জন্মিয়াছিল। তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যখন অলক্ষ্যে তাৎকালিক নবদ্বীপ নগরের অর্থাৎ শ্রীমায়াপুর হইতে গঙ্গানগর পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী নগরের অপর পারে কুলিয়ায় আসিয়া রহিলেন তখন যে সকল লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল তাহাদিগকে আর অতদূর কাঁটা খোঁচার পথ দিয়া যাইতে হয় নাই। তাঁহারা গঙ্গা পার হইয়া ঐ কুলিয়াতেই পৌছিয়াছিলেন এবং বৃহৎ হাট বাজার বসাইয়াছিলেন। সেই জন্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস লিখিলেন।

"কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসীমণি।
সেই ক্ষণে সর্ব্বদিগে হৈল মহাধ্বনি ॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়া।
শুনিমাত্র সর্ব্ব লোক মহানন্দে ধায় ॥
বাচস্পতি গ্রামে ছিল যতেক গহন।
তার কোটি কোটি গুণে পূরিল সকল ॥
লক্ষ লক্ষ লোক বা আইল কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত মতে ॥
কতেক বা নৌকা ডুবে গঙ্গার ভিতরে।
তথাপি সভেই তরে কেহ নাহি মরে ॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সভে পার হয়েন পরম কুতূহলে ॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপন আপনি ॥
কোলা কুলি করে সভে করে হরিধ্বনি ॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত কত হাট বা বসিল সেই ক্ষণ ॥

*　　*　　*

ক্ষণেকে কুলিয়া গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নাহি অবসর ॥

উপরিউক্ত কয়েক ছত্র পাঠ করিলেই বুঝিবেন যে বর্ত্তমান কলিকাতা ও হাবড়া যেরূপ এপারও ওপার সেরূপ তাৎকালিক নবদ্বীপ নগর ও কুলিয়া গ্রাম গঙ্গার এপার ও ওপার ছিল। কেবল গঙ্গা পার হইলেই নবদ্বীপা-

তাহাতে বিদ্যানগর যাইবার ন্যায় জঙ্গলময় ভূমি দিয়া হাঁটিয়া অনেক দূর যাইতে হইত না।

কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের যুক্তিপূর্ণ বিচার দেখুন। ভিত্তিশূন্য স্বকল্পিত গঙ্গার একটি পথ সৃষ্টি করিয়া রামচন্দ্রপুর হইতে বিদ্যানগর যাহা দেড় ক্রোশ দেখাইয়াছেন তাহাতে যাইতে হইলে কণ্টক বনজঙ্গল প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া অনেক ক্ষণে যাইতে হয়। কিন্তু তাঁহার রামচন্দ্রপুর হইতে তথায় নিরূপিত সাথকুলিয়া ধোপাদি গ্রাম তিনি আড়াই ক্রোশ ব্যবধান দেখাইয়া দেন। তাহাতে যাইতে হইলে পথে বনজঙ্গল কণ্টক প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র নদী পার হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ ধোপাদি গ্রাম পৌঁছান যায়। এমতে ১॥০ ক্রোশে অনেক পথ হাঁটিতে হয় ও অনেক সময় লাগে এবং ২॥০ ক্রোশে তাহা কিছুই করিতে হয় না ও সময়ও লাগে না। এই সকল অব্যবস্থিত চিত্তের কথা প্রলাপবৎ এবং ইহা যিনি লেখেন তিনি আবার মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। অসঙ্গত যুক্তিশূন্য বাক্য লিখিয়া যাহারা নবদ্বীপ সম্বন্ধে কথা ভাল রূপ জানেন না তাঁহাদিগকে ছেলে ভুলানর ন্যায় ভুলাইয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিবেন। সামান্য গঙ্গার গতি শাস্ত্র ও গ্রন্থাদির লিখিত প্রমাণের সহিত যিনি মিলাইয়া লইতে অক্ষম তিনি কোন সাহসে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়কে ১৩ই আশ্বিনের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আস্ফালন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে গঙ্গার অবস্থিতি স্থান ও চারিটী ঘাট কোন কোন স্থানে ছিল এবং গঙ্গানগর গ্রামই বা কোথায় ছিল এবং বর্ত্তমান মায়াপুর স্থানের কোন দিক দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া শ্রীনবদ্বীপের কোন কোন বিশেষ স্থানের নিকট দিয়া গিয়াছিলেন এবং গঙ্গার উজান ও ভাটি কোন দিকে ছিল? সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয় স্বয়ং এক জন সরলান্তঃকরণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের ঐরূপ উদ্ধত

প্রচারিণী সভার প্রথম বর্ষের বিবরণ ও ১৩০২ সালের শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীধাম নবদ্বীপের পুরাতন গঙ্গা প্রভৃতি ককেয়টী প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে ব্রজমোহন দাসের চক্ষু ফুটিল না ও তাহা পাঠ করিল না কেবল অভক্তের ন্যায় তিনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই সত্য বলিয়া দর্পণে মুখ দেখাইয়া এখন লজ্জায় পড়িতেছেন। এ ব্যবহার তাঁহার কোন ক্রমে উচিত হয় নাই। সেই সময়ে যদি উক্ত বিবরণ ও প্রবন্ধ তিনি পাঠ করিতেন তাহা হইলে কুলদা বাবুর ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ধর মহাশয়ের শুক্র অর্থে একটী ভূয়ো নবদ্বীপ দর্পণ ও এক খানি সম্পূর্ণ ভুল নবদ্বীপের মানচিত্র ছাপিতে ব্যয়িত হইত না। বরং তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণব-দিগের সেবায় দিলে ভালই হইত। এই গঙ্গার গতি ও স্রোত সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ আছে তাহা আবশ্যক বোধে ভবিষ্যতে বলা যাইবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের অঙ্কিত মানচিত্র সাপ আঁকিতে ব্যাং হইয়া গিয়াছে। আবার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস তাহা দর্পণের স্থানে স্থানে প্রতি-বিম্বিত করিয়াছেন। দর্পণের ৬৪ পৃষ্ঠাটী খুলিয়া দেখুন তিনি কি বলিতেছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার্থ শ্রীঈশান দাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন তখন গঙ্গা স্রোত রুদ্রদ্বীপ ও মহৎপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিলেন। যেহেতু মহৎপুর হইতে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপে যাইতে হইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্রজমহোন দাসের কথা থাকুক। এক্ষণে ভক্তিরত্নাকর কি লিখিয়াছেন দেখুন।

> "এত কহি শ্রীমহৎপুর হইতে চলে।
> সোঙরি গৌরাঙ্গ লীলা ভাসে নেত্র জলে॥
> গঙ্গা পূর্ব্ব ধারে রাহুপুর গ্রাম হয়।
> কেহো কেহো রাহুপুরে রুদ্রপুর কয়॥

ক্রমশঃ

প্রতিবাদ।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্বপ্রচারক সভার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার তৃতীয় বৎসর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'ধর্ম্ম ও তীর্থ সংস্কার' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে গিয়া বিশিষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। ধর্ম্ম ও তীর্থকে আপনি বিকার-যোগ্য ও অপবিত্র জ্ঞান করেন। তজ্জন্য নিত্যধর্ম্ম ও পরম পবিত্র তীর্থকে বিকৃত জ্ঞান করিয়া সংস্কার করিতে বসিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্ম ও তীর্থকে কলুষিত করিতে পারেন, এরূপ আত্মম্ভরিতা করিতে পারেন, তাহারাই ভোক্তাভিমানে তাদৃশ সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন। কিন্তু তাহার জানা উচিত যে প্রস্তরে ও মৃণ্ময়পাত্রে উভয়ে সংঘর্ষণ ঘটিলে মৃৎপাত্রটীই ভাঙ্গিয়া যায়। প্রস্তরকে ভাঙ্গা সহজ নহে। আপনার প্রবন্ধের 'অধর্ম্ম ও অতীর্থ ধারণা সংস্কার' নাম দেওয়া উচিত।

সংস্কার করিবেন কে? যিনি কামক্রোধাদির অধীন অনিত্য বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া ভ্রমপ্রমাদ ও করণাপাটব দোষে দুষ্ট তাহারা। কিরূপে সংস্কার করিবেন? আজকালকার দিনে আপনার প্রবন্ধ লিখিত বাসনার দাস হইয়া যেরূপ বিকার উৎপন্ন হইতেছে, আপনারাইত আপনাদের বিচারানুসারে সেই কথার মূর্ত্তিমান্ আদর্শ। চোর যদি সাধুকে চোর চোর বলিয়া চীৎকার করে, দুই একটা নির্ব্বোধ লোক তাহা বিশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান সদ্‌বিবেচক আপনাদিগের কৌশল সহজেই বুঝিয়া ফেলিবে, শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের যথার্থ জন্মস্থান স্থিরীকৃত আছে। সকল বুদ্ধিমান্ ও শ্রীগৌর ভক্তগণ একবাক্যে শ্রীমায়াপুরকেই সত্য সত্য শ্রীগৌরজন্মস্থান বলিয়া জানিয়াছেন। কয়েকটা লোক হিংসা করিয়া এই কথায় প্রতিবাদ করে মাত্র। তাদৃশ কার্য্যের জন্য প্রত্যেকেই তাহাদিগকে অপ্রামাণিক

কপট সমাজকে প্রকাশ্যে ঘৃণা না করায় সংসারে এইপ্রকার ব্যভিচার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহ উপলক্ষণে ব্যবসা করিতে গিয়া প্রণামী ভেট প্রভৃতি দেবতার অর্থ ও উপকরণগুলি কতিপয় ব্যবসায়ী বণিক আত্মসাথ করিতেছেন, দণ্ড ও কৌপীন দেখাইয়া নিজের কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতেছেন, মায়িক দ্বৈতজ্ঞানকে অদ্বয় জ্ঞান বলিয়া অযথা স্থাপন পূর্ব্বক পাণ্ডিত্য বিকাশ করিতেছেন, জড়ের ভোগতাৎপর্য্যকে নিষ্কাম বলিয়া লোককে ভুলাইতেছেন, অধিক কি ভাষান্তরে যাহাকে কপটতা বলে তাহাকে জীব নিত্যধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক নিত্যধর্ম্ম হইতে বিক্ষিপ্ত হইতেছেন। জগতের এই দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া ভগবৎ প্রেরিত মহাজনগণ আদর্শ চরিত্র দেখাইবার [illegible] এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনাদের মায়াবাদ বিশ্বাস অপনোদন করাইবার জন্য সরল ভাষায় শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট অমল তত্ত্ব জগৎকে দিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান প্রকাশ করিয়াছেন, পাপিষ্ঠগণের দুশ্চরিত্রতা অপনোদনের জন্য স্বীয় অনুপম চরিত্রে বৈষ্ণবাদর্শ দেখাইয়াছেন ও প্রাকৃত স্বার্থের দাস্যকে হরিসেবা বলিয়া ভ্রম করা উচিত নহে জগৎকে জানাইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও অসৎ চেষ্টাপ্রণোদিত হইয়া যে সকল ব্যবস্থাপত্র প্রকাশিত ও অনুমোদিত হইতেছে সেগুলি কোন পণ্ডিত বা নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব স্বীকার করেন না। ছয় রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিতের নাম দিয়া অনুমোদিত বলিলেই কি জগতে সে সকল কথা বিশ্বাস করিবে? আমি বলি কাপট্য প্রচারিত হইয়া আপনাদিগকে নিজ নিজ ব্যবসায়ে ধাবিত করাইবে। আপনাদের ক্রিয়া কলাপ শোধন করাইবার জন্যই ভগবদাদিষ্ট হইয়া সাধুগণ যত্ন করিতেছেন তাহাতে আপনারা শোধিত না হইয়া অবৈধ উপায় অবলম্বন

ক্ষৌরণ্ডাদি চিকিৎসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করাই কি কায়স্থের কর্ত্তব্য? ভৃতাধ্যাপিত ও ভৃতাধ্যাপকগণই কি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য? এই সকল বর্ণ-ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য কোন হিন্দুই আদর করেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম ও তীর্থ কলঙ্ক গণের কলুষিত আচার শোধন করিবার উদ্দেশে ■ স্ব আদর্শ চরিত্রের দ্বারা অসতের চেষ্টা সমূহ বিদূরিত করেন। বিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের মত অগ্রাহ্য করিয়া ও কূর্ম্ম পুরাণ লিখিত "শূদ্র প্রেষ্য ভৃত্যো রাজ্ঞা বৃষলোধর্ম্মযাজকঃ" প্রভৃতি শাস্ত্র শাসন অবজ্ঞা পূর্ব্বক, যাঁহারা সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদিগের ওজন তাহারা নিজেই বুঝিয়া দেখুন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা নবগৌরাঙ্গবাদী কতিপয় উপসম্প্রদায়ের কথা অনেক শুনিয়াছি। এক্ষণেও গৃহি বাউল নামক উপসম্প্রদায়ের চেষ্টা সমূহও দেখিতেছি। তাদৃশ অসচ্চেষ্টা চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে এবং পাপের দিন দিন উত্তরোত্তর প্রবলতা হইতেছে তাহাও লক্ষ্য করিতেছি। মূর্ত্তিমান্ কলি নানাপ্রকারে নিজের প্রতিপত্তি প্রসারণ করিতে পারে, পাপিষ্ঠ লোকের সংখ্যা অনেক হইতে পারে, কিন্তু আদর্শ সাধুর অব্যয়তায় ব্যভিচার নাই। এক সাধুই কোটী কোটী পণ্ডিতম্মন্য সামাজিকগণের দম্ভাহঙ্কার বিচূর্ণ করিতে সমর্থ, কোটী কোটী পাপিগণের মতিগতি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ, কোটী কোটী পাপী আছে বলিয়া একজন সাধু নিজের সাধুতা ছাড়িয়া দেন না। আমারা জানি সময় বুঝিয়া শাস্ত্র ও সাধন ভজন জ্ঞানহীন কপটাচারিগণ নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গৃহী বাউল বেশ গ্রহণ করিয়া কেহ বা তিলক মালা ছাড়িয়া কোঁচা কাচা দেওয়া কাপড় পড়িয়া অবৈষ্ণব হিন্দুর বেশে একখণ্ড বিলাতি ষ্টীক লইয়া গৃহি গৌরাঙ্গের সেবক সাজিয়া, স্ত্রৈণ ও গৃহব্রতের ভাণ করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ জেলে মালো সোণার বেণে প্রভৃতি জাতির বৈষ্ণব হইবার যোগ্যতা কাড়িয়া লইয়া স্বয় অপচরণ

বার চেষ্টা করিতেছেন, ভাগবত পড়িয়া অর্থ গ্রহণ করিয়া, পুস্তক বিক্রয় করিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করিয়া, মন্ত্রাদি দিয়া ব্যবসা করিয়া বক্তৃতার ব্যবসা করিয়া নিজের উদর ভরণ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া স্ব স্ব দণ্ডোদরের জন্য কতই ভণ্ডামি করিতেছেন, হিন্দি বৈষ্ণব সংবাদ পত্র প্রচারের অছিলায় অঙ্গহীন না হইলেও ঠাকুর বদলাইবার পরামর্শ দিয়া বাটী কিনিতেছেন তাহাতে লোকগণ বিপথ-গামী হইতেছে সন্দেহ নাই। গৃহস্থ হইয়া কায়মনোবাকদণ্ড করিতে অসমর্থ হইয়া বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিতে ব্যস্ত। এরূপ ঘৃণিত কদাচার আর কতদিন চলিবে? যতদিন না ভগবানের ও ভক্তের শ্রীচরণ কমলকে অপ্রাকৃত বিকার রহিত জানিতে পারিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই নির্ব্বুদ্ধিতা করিতেই হইবে। পরম গুরুভক্তি ও আদর্শ পিতৃভক্তিই যাঁহাদের বৈষ্ণবাদর্শ তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্ম ও তীর্থ সংস্কার কিরূপে হইতে পারে? আমরা বলি আগে গুরুভক্তি তাহার পর পরম গুরুভক্তি। পরম গুরু কিছু মায়িক বস্তু নহেন। তিনিও গুরু। আর পরমগুরুবাদী কিছু গুরুশব্দবাচ্য নহে। এ সকল কথা বুঝিবারও যাহাদের সামর্থ নাই তাহারা আবল তাবল লিখিয়া কি সমাজের মঙ্গল করিতে পারেন? যে ব্যক্তির হৃদয়ে সর্ব্বভূতে নারায়ণাধিষ্ঠানের অভাব আছে, প্রাকৃত সহজিয়া, সুতরাং বেদান্তের কোন কথা বা বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন কথা বুঝিতে পারিবে না। একদল প্রাকৃত সহজিয়া বা গৃহী বাউল জড়ভোগ করিতেছে, অপর গৃহি বাউল দল তাহার সংস্কার করিতে প্রয়াস করিতেছে, উভয়েই গৃহী বাউল। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই উভয় দলের ঘৃণিত চেষ্টা উপেক্ষা করেন।

ডাক্তার শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,

— বামনপুকুর, নদীয়া।

সত্যবস্তু।

(সনেট)

মসি-বর্ণ মেঘপুঞ্জ আবরি তপন
যথা দিবাভাগে, করে তামসী নিশির
প্রহেলিকাস্তৃত স্বপ্ন বীজের বপন
তৎ সদৃশ সূর্য্যোপম সত্যবস্তুটীর
অভঙ্গুর নিত্যসত্বা সদা সুপ্রোজ্জ্বল
নিত্য নবতনরূপে স্বকেন্দ্রে সদাই
করে অধিষ্ঠান। —যত পাষণ্ডী চপল
বস্তু সত্তা,— অতি তুচ্ছ কুহেলির ছাই
ভস্ম প্রমণ্ডিয়া কহে বস্তু অভাবক
হেতু হেথা বিদ্যমান। —কিন্তু প্রাজ্ঞগণ
অবশ্য বুঝেন ভস্ম মাঝারে পাবক
বিদ্যমান। —জলদান্তে কৃতান্ত জনন (সূর্য্য)
ঝলকে। —মায়িক বস্তু পরিণাম শীল।
সত্যবস্তু নিষ্প্রপঞ্চ মুক্ত অনাবিল।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবদাসানুদাস পদরেণুপ্রার্থী
শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ)।

ভক্তিসিদ্ধান্ত।

বেদশাস্ত্রে তিনটী বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। যোগ্যতা বা অধিকার

কর্ম্মকাণ্ডের উদ্গম। ফলত্যাগপর রুচি হইতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রবৃত্তি। ঐহিক বদ্ধানুভূতি এই দুইটী বিভিন্ন মার্গের উদয় করাইয়াছে। আমুত্রিক মুক্তানুভূতি এই কাণ্ডদ্বয়কে বহুমানন করেন না। মুক্তাভিমানে যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই বেদের উপাসনাকাণ্ড বা ভক্তিপথ। ঐহিক বদ্ধবিশ্বাসে পারলৌকিক উপাসনা কাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডের শাখাবিশেষ বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার উদয় করায়। জগতের যাবতীয় লৌকিক অনুভূতি পরিণামশীল বা ক্ষরধর্ম্মযুক্ত। যে পথ অবলম্বনে ক্ষরধর্ম্মের মহিমা মলিনতা লাভ করে, উহাই ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা বা ভগবদ্ভক্তিবিদ্যা। লৌকিক ভোগপর কর্ম্মসমূহ, লৌকিক ত্যাগপর জ্ঞান, বেদশাস্ত্রের ভক্তিশাখার সহায়তা করে না। বেদোল্লিখিত ভক্তিকাণ্ডযাজীর নিকট বেদের লৌকিক জ্ঞানপ্রবৃত্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান শাখায় আদর নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাখাময় বৈদিক পথদ্বয় অক্ষর বস্তুর সেবা করিতে অসমর্থ। উক্ত শাখাদ্বয়ে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিশাখায় অবস্থিত মনে করা স্বরূপ ভ্রান্তির পরিচয় মাত্র। অপরা বিদ্যা সম্বল করিয়া পরাবিদ্যা ভক্তির উপলব্ধি ঘটে না। ভক্তি প্রকৃতির অতীত বস্তু। যাঁহারা লৌকিক বিষয় সেবায় রুচিবিশিষ্ট, তাঁহারা ক্ষরবস্তুর অনুশীলনে জীবন যাপন করেন।

সিদ্ধান্ত বলিলে পূর্ব্বপক্ষ নিরাস পূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষ স্থাপনকে বুঝায়। ভক্তিশাখা যজনকারী মনীষীবৃন্দ বলেন যে, বেদশাস্ত্র সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্তের আবাহন করিয়াছেন। কর্ম্মশাখানিপুণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ জানেন, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান অভিধেয় জানিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং প্রয়োজন সিদ্ধিতে নিজেন্দ্রিয় প্রীতিরূপ ফল লাভ করেন। জ্ঞানশাখানিপুণ বৈদিক ব্রাহ্মণ-

করিয়া নিজ নিজ প্রাকৃত অজ্ঞানোত্থ দ্বৈতভাব নিরসনরূপ ফলদ্বারা নিজ বিলোপ সাধন করেন। ভক্তিশাখাবলম্বী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণের সহিত নিজ অপ্রাকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কৃষ্ণসেবনরূপ নিত্য অভিধেয় ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া ফলস্বরূপে কৃষ্ণপ্রেমা প্রাপ্ত হ'ন। বেদশাস্ত্র সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ফলকামময় কর্ম্ম-বৃত্তিদ্বারা, ফলত্যাগময় জ্ঞানবৃত্তিদ্বারা এবং উভয় ত্যাগময় ভক্তিবৃত্তিদ্বারা বেদশাস্ত্রকে পূজা করিয়া থাকেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী বিপ্রগণের বিভিন্ন রুচিগত পার্থক্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে তাঁহারা বেদের ভক্তিসিদ্ধান্ত বিষয়ে একমত নহেন। নির্ম্মল জ্ঞানের অভাবে অদ্বয়জ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞানরূপ দ্বৈতমত গ্রহণ করিতে গিয়া প্রাকৃত ভোগ ■ ত্যাগময় রাজ্যে বেদের অপর দুইটী শাখার অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইলে তাদৃশ কর্ম্ম ও জ্ঞান শাখাদ্বয়ের অপ্রাকৃত রাজ্যে অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদশাস্ত্ররূপ কল্পতরুর প্রপক্ক ফল। বেদের উপাসনা কাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সুযোগ্য ভাগবতগণের উপকারের ■■ জানাইয়া দিতে এই গ্রন্থরূপী ভগবানের নামাত্মকমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই বেদের প্রপক্ক ফলরূপ গ্রন্থে জ্ঞান শাখার নীরস কথায় এবং কর্ম্মশাখার বৈরস্ত বহুমানিত হয় নাই। বেদতাৎপর্য্যে অভিজ্ঞতা হইলেই শ্রীমদ্ভাগবতের উপাদেয়তা কর্ম্মী জ্ঞানী বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ও ■ ■ পণ্যদ্রব্যের পরিহার করাইতে পারে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় উদ্দেশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ চরিত্রে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সারগ্রাহী চূড়ামণি বেদের ভক্তিশাখা পারঙ্গত ব্রাহ্মণবর্য্য পরমহংস কুলাধিরাজ নিত্য লীলা প্রবিষ্ট ভগবৎ-পার্ষদাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় এই শ্রীমদ্ভাগ-

প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রচার করিয়াছেন। তিনি সেই অন্যতম বেদে লিখিয়াছেন যে,

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

যিনি সিদ্ধান্ত বিষয়ে আলস্য করিয়া বেদের সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবেন না, তাঁহার ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশাধিকার অথবা অবস্থান সম্ভবপর নহে। ভক্তিসিদ্ধান্ত না জানিয়া তিনি বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডকে ভক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তিপথকে কণ্টকাকীর্ণ জ্ঞানে পরিহার পূর্ব্বক অপর দুইটীপথকে ভক্তি-পথ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সিদ্ধান্তানভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরিত অনুষ্ঠান সমূহ কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।

শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী, প্রভুর দাসগণের ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য। এই কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্পষ্ট-ভাবে উল্লিখিত আছে। ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ হইয়া শ্রীমদ্রূপগোস্বামী প্রভু 'হরিভক্তি রসামৃত সিন্ধু' নামে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। উহা ভক্তমাত্রেরই জীবন স্বরূপ। সেই অপ্রাকৃত বেদ ভাষ্যের অবহেলা-ক্রমে আজ বর্ত্তমান ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রাকৃত কল্মষ প্রবেশ করিয়াছে। এই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজের উপকারের জন্য শ্রীশ্রীমৎ জীবগোস্বামী প্রভুপাদ সম্বন্ধজ্ঞান বিষদ-রূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ষট্‌সন্দর্ভের প্রথম চারিটী সন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে সম্বন্ধ তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্বন্ধতত্ত্বা-চার্য্য, আর শ্রীরূপের আনুগত্যে শ্রীদামোদর স্বরূপের কৃপাপাত্র শ্রীশ্রীমৎ-রঘুনাথ দাস গোস্বামি প্রভুপাদ স্বীয় 'স্তবাবলী' প্রভৃতি অপ্রাকৃত

চার্য্য স্বরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছেন। শ্রীরূপানুগগণেই বেদের ভক্তিকাণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। প্রচার বলিলেই যে অন্যাভিলাষী কর্ম্মী বা জ্ঞানীগণ সেই প্রচারের ফললাভ করিবেন এরূপ নহে। যোগ্যপাত্রে সিদ্ধান্ত-আলোক সুষ্ঠুভাবে প্রদীপ্ত হইলেই ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বেদশাখায় অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপানুগত্যকরণে সমর্থ হইবেন। ভক্তিসিদ্ধান্তের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ আজ অবৈদিক শূদ্র বলিয়া তাণ্ডব নৃত্যে প্রমত্ত। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ বৈষ্ণব জগৎ তাঁহাদিগকে সৎসিদ্ধান্ত শুনাইয়া বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মের যজনে যোগ্য করুন ইহাই প্রার্থনা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

The Amritabezar Patrika.

Dec. 17, 1918.

SREE BHAKTIVINODE ASANA—At 1 Ultadinghee Junction Road, Calcutta, Srimat Tridandi Swami Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, successor of Sreemad Bhaktivinode Thakur, the founder of the Sree Mayapur Temple, has recently founded the Calcutta Bhaktivinode Asana. Here ardent seekers after truth are received and listened to and solutions of their questions are advanced from a most reasonable and liberal standpoint of view. The day is divided into distinct periods during which the respective branches of the Shastras, viz. Veda-Vedangas, Vedanta, Sreemad Bhagabat, Smriti and standard treatises

The Amritabazar Patrika—Feb. 10, 1919.

SREE BHAKTIVINODE ASANA—On wednesday last (5th instant) was celebrated with a great eclat the Advent Ceremony of Sree Sree Vishnupriya Devi at the Sree Asana (1. Ultadinghee Junction Road). The occasion [illegible] solemnised by the reinstitution of the Viswa Vaisnava Raja Sabha as inaugurated by no less a personage than Sree Jiva Goswami himself eleven years after the passing of Sree Sree Mahaprabhu and as given a fresh impetus by Sree Bhaktivinode Thakur 33 years ago.

যশোহরে শ্রীনাম প্রচার :—

যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের আহ্বানে বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী তাঁহার ভক্তিময় ভবনে বিগত ৯ই ও ১০ই পৌষ তারিখে সমাগত হন। তথায় ৩।৪ দিবস অবিরাম শুদ্ধ নামকীর্ত্তন ও অনুক্ষণ হরিকথা হইয়াছিল। ১১ই পৌষ তারিখে সমাগত ভক্তবৃন্দ নগরের গৃহে গৃহে শ্রীগৌরসুন্দরের আদিষ্ট [illegible] নাম কীর্ত্তন করেন। রায় বাহাদুরের হরিজনোচিত আদর আপ্যায়ন ও সন্তর্পণে ভক্তগোষ্ঠীতে অভূতপূর্ব্ব আনন্দোদিত হয়। যশোহরের কৃতবিদ্য অনেক মহাত্মা এই সম্মিলনীতে যোগদান করেন। পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছাবিশিষ্ট বিদ্বৎসঙ্ঘকে শাস্ত্রীয় ভক্তজনোচিত মীমাংসা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীঠাকুর হরিদাসের অমিয় চরিত বর্ণন করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবিধান করেন।

দৌলৎপুর প্রপন্নাশ্রমে :—

১২ই পৌষ তারিখে যশোহরের অনেক মহাত্মা এই সমাগত ভক্ত গোষ্ঠীর সহিত যোগদান করিয়া দৌলৎপুর প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হন।

স্বরূপবাহিরদিয়ায় শ্রীনাম প্রচার :—

স্বরূপবাহিরদিয়া ছোট রেলষ্টেশনে গ্রামবাসী ভক্তগণ সমাগত ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া নাম ও কীর্ত্তন করিতে করিতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় ভক্তসম্মিলন হইয়াছিল। গ্রামস্থ যাবতীয় ভদ্রলোক ও নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রাম হইতে সম্ভ্রান্ত কতিপয় ভদ্রলোক ইষ্টগোষ্ঠীতে যোগদান করেন। ত্রিদণ্ডি স্বামী ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয় কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির প্রশ্নানুসারে বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ও আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলেন। শ্রীহরি-বাসর দিবসে উক্ত পরিব্রাজক মহোদয় বেদ পাঠ ও বেদ ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। এই গ্রামে দুইটী বৈষ্ণব বিদ্বেষী বাস করেন। তাহারা শ্রীমহাপ্রসাদ ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় অপরাধফলে তাঁহাদের দুর্গত জীবন অনেকের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। পরদিবস খুলনা হইয়া শুদ্ধভক্তমণ্ডলী বনগ্রামে উপস্থিত হন।

বনগ্রামে শ্রীনাম প্রচার :—

১৩ই পৌষ বনগ্রামের দত্তবাবুদিগের দেবীমণ্ডপে একটী ভক্ত সম্মিলনী আহূত হওয়ায় তথাকার অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় সংহতিতে যোগদান করেন। শ্রীশুদ্ধ নাম কীর্ত্তন ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া অধিবাসীবর্গের আনন্দ উদিত হইয়াছিল। পরদিবস নগর কীর্ত্তনের পর ভক্তগণ নিজ নিজ স্থানে বিজয় করিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর চন্দ্রকোণায় শ্রীনাম প্রচার :—

বিগত ৫ই বৈশাখ কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসন হইতে শুদ্ধভক্তগণ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভক্তগণ সহ মিলিত হইয়া চন্দ্রকোণা রোড ষ্টেশন হইতে চন্দ্রকোণা সহরে উপস্থিত হন। স্থানীয় অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত

অধিবাসী সমাগত হইলে পর সেই সংহতিতে ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় হরিকথা বলিলে পর সঙ্কীর্ত্তনানন্তর ভক্তগণ বিশ্রাম করেন। পরদিবস প্রাতে ভক্ত-গোষ্ঠী শ্রীরামজীবনপুর সহরে উপস্থিত হন।

রামজীবনপুরে শ্রীনাম প্রচার ঃ—

সহরের অনতিদূর হইতে রামজীবনপুরবাসী শুদ্ধভক্তগণ ভক্তগোষ্ঠীকে শ্রীনাম কীর্ত্তনসহ আহ্বান করিয়া শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে লইয়া যান। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায় মহোদয় তথাকার শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর যোগে দুই দিবসকাল অবিশ্রাম শ্রীনামকীর্ত্তন ও হরিকথা হইবার অবকাশ দেন। রবিবার নগর কীর্ত্তন হয়। ভক্তসুহৃৎ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাইন মহাশয় নিজ ভক্তজনোচিত সৌজন্য ও বিনয়নম্রভরসমাহ্বানে স্বীয় ভবনে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে লইয়া যান তথায় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয় ভগবদ্ভজনে বর্ণাশ্রমের উপযোগীতা ও শরণাগতের আনুকূল্যের সকল বুঝাইয়া দেন। যেকাল পর্য্যন্ত না জীব বিষয়মুক্ত হইয়া বৈষ্ণব পারমহংস্যধর্ম্ম লাভ করেন তৎকালাবধি কর্ম্মমিশ্র বর্ণ ও গৃহস্থ বৈষ্ণবাদি আশ্রমসংজ্ঞা জীবের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না। মুক্ত ও অকিঞ্চন হইলে শুদ্ধভক্ত সেইকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণমাহাত্ম্য এবং যতি গৃহস্থাদি আশ্রম মহিমা ছাড়িতে পারেন। ভূসুর শ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ শ্রীপতি চরণ রায় ও শুদ্ধভক্তবর শ্রীমৎ মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব মহোদয় শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার মহাপ্রসাদ দ্বারা ভক্তগোষ্ঠীর আনন্দ বিধান করেন। শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ামন্দিরে 'রামজীবনপুর শ্রীভক্তিবিনোদ আসন' সংস্থাপিত

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২১শ বর্ষ	মাধব ও গোবিন্দ ৪৩২	১১,১২শ সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—অপ্রমত্ত।

কোন বিষয়ে অতিরিক্ত অভিনিবিষ্ট বিষয়ীকে প্রমত্ত বলে। কৃষ্ণেতর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধ জীব অনেক সময় প্রমত্ত হন। নির্বিষয়ী কোন জড়বিষয়ে প্রমত্ত হন না। একমাত্র কৃষ্ণোন্মুখ জড়ে উদাসীন ব্যক্তিই অপ্রমত্ত সজ্জন। বিষয়ীর ইন্দ্রিয় সমূহ জড় রূপ রসাদিতে সর্ব্বদা আবদ্ধ। তিনি সেই বিষয় সর্ব্বদা অনুশীলন করিতে করিতে লুব্ধ হইয়া প্রমত্ত হন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ এই পাঁচটী পরিপন্থী বিষয় আসিয়া বিষয়ী বদ্ধজীবকে প্রমত্ত করায়। সজ্জন সর্ব্বদা কৃষ্ণৈকশরণ হওয়ায় অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর ন্যায় কদাপি প্রমত্ত হন না। কৃষ্ণ সেবায় প্রমত্ত হওয়ায় তিনি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অপ্রমত্ত।

কৃষ্ণ ভুলিয়া জীব অনাদি বহির্ম্মুখ হইয়া কখনও বা নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান, কখনও বা চতুর্দ্দশলোকাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ভোগময় রাজ্যে বিচরণ করেন। যে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ করুণা করিয়া জীবকে আকর্ষণ না করেন তৎকালাবধি জীব কৃষ্ণবিমুখ রুচিবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণব্যতীত বিষয়ান্তরে স্ব স্ব চেষ্টা প্রদর্শন করে। কৃষ্ণের আকর্ষণ তাহার নিকট প্রবল না হওয়ায় তাহার প্রমত্ততা ছাড়ে না। জীব কখনও নানাপ্রকার মাদক দ্রব্য সেবা করিয়া হরিবিমুখ জীবনযাপন করেন এবং প্রমত্ততা বশে নস্য গ্রহণ, অহিফেন সেবন, গঞ্জিকা ও তাম্রকূট ধূম্রপান, কফি ও চা সুরা প্রভৃতি পানে প্রমত্ত হইলে সজ্জন হইবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। কখনও বা তিনি তাম্বুলবীটিকায় প্রমত্ত হইয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা জড় বিষয়কে অধিক আদর করেন কখনও বা প্রসাদ উপলক্ষণে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিষয়াভিনিবেশের অভিনয় দেখান। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য যে কোন বিষয়ের অভিনিবেশ প্রমত্ততার লক্ষণ। কখনও বা বিচার চাতুর্য্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া অহংগ্রহ উপাসনায় প্রমত্ত হন।

স্থূল কথা এই যে সজ্জন কোন কৃষ্ণেতর চেষ্টায় প্রমত্ত নহেন। তিনি নিত্যকাল অপ্রমত্ত হইয়া হরিসেবা করেন।

রামচন্দ্রপুর।

গত ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে দিবসত্রয় মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আমি মুর্শিদাবাদ লাইনে কৃষ্ণনগরে নামিয়া প্রায় ৮ মাইল ঘোড়ার গাড়ী করিয়া স্বরূপগঞ্জস্থ শ্রীগোদ্রুমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিপ্রিয় শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জে তাঁহার সমাধি দর্শনাভিলাষে প্রথমে উপস্থিত হই। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের পরম আদরণীয় এই পবিত্র স্থান দর্শন

করিয়া সম্মুখস্থ খড়ে নদী বা সরস্বতী পার হইয়া অনতিদূরে শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইব স্থির ছিল কিন্তু ঐ কুঞ্জে একদল শিক্ষিত ও গণ্য মান্য ব্যক্তিগণকে শ্রীঠাকুরমহাশয়ের সমাধি দর্শনান্তে একখানি নৌকাযোগে শ্রীব্রজমোহন দাস নামক জনৈক বৈরাগীর শ্রীরামচন্দ্রপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কল্পিত জন্মস্থান কিরূপ আবিষ্কার করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখিয়া আমিও পূর্ব্ব কৌতূহল তৃপ্তি মানসে তাঁহাদের সহিত যোগ দিলাম। কারণ গত ২৮শে মাঘের 'নায়কে' শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় শীর্ষক শ্রীপ্রিয় নাথ নন্দী স্বাক্ষরিত একখানি পত্র বাহির হয় তাহাতে তিনি সাধারণকে ঐ স্থান দেখিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, সেই অনুরোধ রক্ষার্থে আমরা সকলে বাহির হই। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা রামচন্দ্রপুরের চড়ায় পৌঁছি তখন বেলা প্রায় ১১টা। মাঝিকে সঙ্গে লইয়া সুদীর্ঘ কর্ষিত উত্তপ্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া লোকালয়ের বহুদূরে প্রচণ্ড রৌদ্র মস্তকে করিয়া সেই চষা ক্ষেতের এক স্থানে প্রোথিত বংশ চিহ্নিত স্থানটী আমাদের নয়ন গোচর হইল। মাঝিও আমাদিগকে ঐ স্থানটী দেখাইয়া দিল; নিকটেই কয়েকটী চাষা ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিল। তাহাদের ডাকিলাম ও জিজ্ঞাসা করায় তাহারাও ঐ স্থানটী দেখাইয়া বলিল "বাবু একজন বাবাজী আমাদের নায়েব-বাবুর এই জমিতে একটা লোহার চোঙ্গা যন্ত্র আমাদের বাবুর নিকট হইতে আনিয়া এইখানে পুঁতিয়াছিলেন এবং উহার মুখ হইতে কাদামাটী ও জল বাহির হয় তাহাতেই ঐ বাবাজী বলেন এইটী মহাপ্রভুর 'নাড়ীপোতা' স্থান কিন্তু আমাদের ইহা বিশ্বাস হয় না। আমরা পিতা পিতামহের মুখে শুনিয়াছি বল্লালদিঘীর নিকট মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান এবং ঐ দিকে মাধায়ের ঘাট, খোল ভাঙ্গা ডেঙ্গা, চাঁদ কাজীর সমাধি প্রভৃতি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়; মায়াপুর বাঁধের মাঠ রামচন্দ্রপুরের মধ্যে নহে।

এটাকে বাহিরদ্বীপ রামচন্দ্রপুরের [illegible] বলে, রামচন্দ্রপুর এখান হইতে কিছুদূর।" হাত দুই প্রস্থ ও অর্দ্ধ হাত গভীর একটী গোলাকার গর্ত্তের মধ্যস্থানে একটী বাঁশ পোঁতা রহিয়াছে এবং অদূরে আর ৫।৬টী বাঁশ পোঁতা দেখিলাম, দেখিয়া ফিরিবার মুখে একটা স্থানীয় ব্যক্তির সহিত আমাদের দেখা হইল সে ব্যক্তিও এ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিল চাষাদের কথার সহিত ঠিক মিলিয়া গেল। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে একটা নকল রামচন্দ্রপুর বাহির করিয়া তাহার মধ্যে পর পারস্থ শ্রীমায়াপুরকে প্রবেশ করাইয়া তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নাড়ী পোঁতা' স্থান এই একটা অভিনব শব্দ রটাইয়া অজ্ঞাত ও সরল ব্যক্তিগণের ভ্রম বিশ্বাস উৎপাদন জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এই কাল্পনিক স্থিরীকৃত স্থানে পৌঁছিবার কোন সুগম পথ নাই এমনকি সেই ধূ ধূ প্রান্তরে প্রখর সূর্য্যকিরণ ক্লিষ্ট শ্রান্ত দর্শকগণের বিশ্রামের জন্য শীতল ছায়া বা পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই অথচ 'নায়ক' কাগজের সাহায্যে সাধারণকে ঐ অলীক স্থান দর্শন করিয়া মানবজীবন সার্থক করিবার [illegible] আহ্বান করা হইয়াছে, সার্থক না লিখিয়া দর্শন করিতে যাইয়া মানবজীবন সম্বরণ বা চিরতরে তথায় রাখিয়া আসিবার জন্য লেখা উচিত ছিল।

একটা সর্ব্বৈব ভূয়ো বিষয়কে কল্পনার প্রিয় সেবক প্রিয় নাথ বাবু লোকরোচক, অতিরঞ্জিত ও অলৌকিক ভাষায় কিরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যাঁহারা ২৮শে মাঘের নায়ক পড়িয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন। আমরা বৈরাগী ব্রজমোহন ও নন্দী প্রিয়নাথ বাবুর স্বকপোল কল্পিত নকল রামচন্দ্রপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেলা প্রায় ২টার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রাণ সুশীতল করিলাম। ঐ দিবস বেলা ৫টার পর শ্রীধাম

প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্য সভায় শ্রীধাম মায়াপুরই আদিম নবদ্বীপ এবং শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের জন্মস্থান এই বাক্যের মৌলিকতা সমর্থন ও সম্পাদনার্থে ■ রামচন্দ্রপুর মায়াপুর নহে তদ্বিষয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কাল নানা যুক্তি ■ প্রমাণপূর্ণ কথা বলিলেন। তিনি বলেন "অদূরে বল্লালদিঘী, লক্ষ্মণসেনের বাটীর ভগ্নাবশেষ, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলি আজও আমাদিগকে এই স্থানই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান তাহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ বিষয়ে সন্দিহানের সংখ্যা এক পাই আন্দাজ হইবে তাহারাও যদি এই স্থানে আসে ও স্থানগুলি পরিদর্শন করে তাহা হইলে তাহাদের ঐ ভ্রম দূর হইবে বা ১৩নং আন্টনী বাগান লেনস্থ কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুত হরিদাস নন্দী প্রকাশিত 'আদিম নদীয়ার কথা নামক পুস্তিকা' যাহা বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে সেই পুস্তক পাঠে প্রাচীন নদীয়ার বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।"

সভাস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই উপহাস করিয়া বৈরাগী ব্রজমোহন দাসের নির্ণীত শ্রীরামচন্দ্রপুরে মায়াপুর এই কথা উড়াইয়া দিলেন এবং ঐ কথা সম্পূর্ণ অলীক ■ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে এই কথা সভাস্থ সকলেই বুঝিলেন।

পাঠকগণ! আমি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া স্বয়ং নকল রামচন্দ্রপুরে মায়াপুর দর্শন করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাই সাধ্যমত আপনাদের ভ্রম বিশ্বাস অপনোদন মানসে কিছু বর্ণন করিলাম।

আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা চির পবিত্র, পূত চরিত্র, সর্ব্ব-সজ্জনাদৃত গোলোকগত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় নিরূপিত লুপ্ত

মহাতীর্থ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশচীমাতার অঙ্গনে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিতাপ দগ্ধ মানবজীবন সার্থক করুন্। অসৎ লোকের অলীক বাক্যে প্রত্যয় করিবেন না। বারান্তরে আর কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি

বিনীত

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার ৪৩৩ বার্ষিক বিবরণ।

কার্য্যসমিতির অধিবেশন।

বিগত ৩রা চৈত্র ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৭ই মার্চ্চ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ, ৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ ২ বিষ্ণু সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার কার্য্যসমিতির একটী অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় স্বামী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্ত বনমালী ভক্তানন্দ, শ্রীযুক্ত শৈলজাপ্রসাদ দত্ত,

শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত অমর নাথ বসু, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রকুমার ভক্তি-প্রদীপ, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাইন ভক্তসুহৃদ্‌, শ্রীযুক্ত গয়ারাম ঘোষ, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। বিগত বর্ষের সাধারণ ও কার্য্যসমিতির বিবরণী সহ ২০ বর্ষে ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা সজ্জন তোষণীতে প্রকাশিত শ্রীধাম প্রচারিণী সভার আয় ব্যয়ের হিসাব আলোচিত হইয়া সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩। সজ্জন তোষণী পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে অনেক আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে উক্ত পত্রিকা সভার মুখপত্ররূপে চির কাল চালাইতে হইবে এবং আপাততঃ আর অন্ততঃ একবৎসরের জন্য শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ তহবিল হইতে পত্রিকার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

৪। সর্ব্বসম্মতিক্রমে আরও স্থির হয় যে সভার উন্নতিকল্পে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণকে ঐ পদে সভার প্রচারক ও কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করা হইল। বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহাকে মাসিক ২৫৲ হিসাবে বৃত্তি (allowance) দেওয়া হইবে এবং, গতবর্ষে যে মাসদ্বয় তিনি এই কর্ম্ম করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে পঞ্চাশৎ মুদ্রা ৫০৲ বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। অতিরিক্ত তিনি সভার কার্য্যে যাতায়াতের গাড়িভাড়া (actual travelling allowance) প্রাপ্ত হইবেন।

৫। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে মন্দিরে যাওয়া আসার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার উন্নতি সম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে (District Board) লেখা হউক।

৬। নিম্নলিখিত ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের নাম শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উপস্থিত করিয়া তাঁহারা সভার কার্য্য সমিতির সভ্যপদ গ্রহণে সম্মত আছেন জানাইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাদিগকে সভার উক্ত সমিতির নূতন সভ্যপদে শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

১। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস অধিকারী

৩০ নং গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা।

২। „ হরিদাস শর্ম্মাধিকারী বিদ্যারত্ন, বি, এ

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন,১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোডকলিকাতা

৩। „ পঞ্চানন পোদ্দার, ■ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। „ বিহারী লাল মিত্র, বি,এল,১২১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

৫। „ দ্বিজেন্দ্র নাথ ধর, এফ, আর, জি, এস,

১ নং সরকার লেন, কলিকাতা।

৬। „ দেবেন্দ্র নাথ সরকার

বামনপাড়া, মাজু পোঃ, জেলা হাওড়া।

৭। „ ডাক্তার ননীলাল প্রামাণিক এল্ এম্ এস্

পাঁতিহাল পোঃ হাওড়া।

৮। „ নৃসিংহকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩৮।১ রসারোড সাউথ,

ভবানীপুর, কলিকাতা।

৯। „ ডাক্তার একেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্, ডি, এম্, এস, সি,

২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০। শ্রীযুত সতীচরণ রায়
৩৭।৪ নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

১১। ,, যশোদানন্দন অধিকারী, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

১২। ,, রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বি, এল্, এম্, বি, ই।
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

১৩। ,, কুঞ্জলাল সেন, জজের কোর্ট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

১৪। ,, কালীভূষণ সেন বি, এ ; গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

১৫। ,, হিতলাল ঘোষ ; ২২।১।২ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৬। ,, গোবিন্দ চন্দ্র পাল, গোয়ালন্দ পোঃ (নদীয়া)।

১৭। ,, ইন্দ্রকুমার লোকনাথ দাসাধিকারী
বাউরা জলপাইগুড়ি।

১৮। ,, কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য
শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড

১৯। ,, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি
মামুন্সি কোর্টচাঁদপুর, যশোহর।

২০। ,, হরমোহন পট্টনায়ক, সবডেপুটী কলেক্টর
পুরুলিয়া, (মানভূম)

২১। ,, নটবর দাস, কেনাল রোড, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা।

২২। শ্রীচৈতন্যচরণ দাস, চেৎলা (২৪ পরগণা)

২৩। ,, রবীন্দ্র নাথ দত্ত, বি,এ
১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৪। , শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস বি, এল ; যশোহর।

২৫। „ বিজয় কৃষ্ণ মিত্র, বি, এল, যশোহর।

২৬। „ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী, দৌলৎপুর; যশোহর।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বেলা ■ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সাধারণ সভার অধিবেশন।

বিগত ৩রা চৈত্র ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৭ই মার্চ্চ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১ বিষ্ণু শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৩ সোমবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটীকার সময়ে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীশ্রীযোগপীঠ মায়াপুরে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাটি বহু জনাকীর্ণ হইয়াছিল। তন্মধ্যস্থ ভক্তমহাত্মাগণের মধ্যে যে কয়জনের নাম সংগ্রহ হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিত মোহন কাব্যতীর্থ।

„ ■ রামগোপাল তর্কতীর্থ।

„ „ কৃষ্ণধন কাব্যতীর্থ।

„ ■ যতীন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ।

„ „ শৈলেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

„ „ যদুনাথ স্মৃতিভূষণ।

„ „ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

„ „ প্রসন্ন গোপাল ভট্টাচার্য্য

„ „ রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্য।

„ ■ অশোকেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

„ „ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারিণীপদ ভট্টাচার্য্য।
" " বিনোদবিহারী গোস্বামী।
" " বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।
" " বিকুময় চক্রবর্ত্তী।
পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী স্বামী।
শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ।
" রামগোপাল দত্ত, বিদ্যাভূষণ এম, এ
" কাশীভূষণ সেন বি, এ
" রায় রাধিকাচরণ [illegible] বাহাদুর বি, এল
" রাধিকাপ্রসাদ দত্ত।
" বরদাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিভূষণ।
" বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ।
" রবীন্দ্র নাথ দত্ত বি, এ
" হরিদাস নন্দী
" শৈলজাপ্রসাদ দত্ত, এল, এম. ই
" বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু বৈষ্ণবাচার্য্য।
" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি।
" নৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায়।
" বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম।
" চারু চন্দ্র মিত্র।
" শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন।
" পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।
" নয়নাভিরাম অধিকারী বৈষ্ণবাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত আচার্য্য দাস দেবশর্ম্মা পঞ্চরাত্রাচার্য্য।
" ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব।
" গয়ারাম ঘোষ।
" শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস বি,এল।
" জগদীশ বিদ্যাবিনোদ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তভূষণ বি, এ
" জনার্দ্দন অধিকারী।
" শচীন্দুলাল অধিকারী।
" উপেন্দ্র নাথ অধিকারী।
" হরিপদ অধিকারী।
" হরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ বি, এ
" হীরালাল বিশ্বাস ভক্তিভূষণ।
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম্, আর, এ, এস্
" ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী।
" বনমালী দাস ভক্তানন্দ।
" অনন্ত চরণ দাস।
" শ্যামসুন্দর সরকার ভক্তসুহৃৎ।
" বিনোদগোপাল দাস মহাপাত্র।
" যজ্ঞেশ্বর অধিকারী।
" গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রবৈভবাচার্য্য।
" কুঞ্জবিহারী পাইন ভক্তসুহৃৎ।
" প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী।
" প্রমথ নাথ রায়।
" শশীভূষণ প্রামাণিক। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় রাধিকা চরণ দত্ত বাহাদুরের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে বিগতবর্ষের কার্য্য বিবরণী ও হিসাব গৃহীত হইলে নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী সভাস্থলে তাঁহার কতকগুলি বক্তব্য আছে প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সভাপতি মহাশয় বলিতে বলেন। তিনি প্রথমে বুঝাইলেন যে সামান্য লৌকিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া সাধারণতঃ ব্যক্তিগণ চিৎতত্ত্বের মীমাংসা করিতে যাইয়া বিষম ভ্রমে পতিত হন। কথা প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করেন যে এই চিন্ময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা লোকচক্ষে আবরণ করিবার জন্য শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে ২।৩ জন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক নামক এক ব্যক্তি অনেক বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। বক্তা তাঁহার নবদ্বীপে একটি বক্তৃতায় শ্রবণ করেন যে একজন ব্রজের রত্ন আসিয়া নবদ্বীপ ধাম উদ্ধার করিতে বসিয়াছেন। সেই ব্রজের রত্নটি অন্য কেহ নহে, নবদ্বীপ দর্পণ লেখক শ্রীব্রজমোহন দাস। ঐ কথা বলিতে বলিতে মল্লিক মহাশয় ব্রাহ্মণবর্গের অযথা নিন্দাবাদ করিলেন এবং তাঁহার কল্পিত ও ভ্রান্ত মত সমর্থনের জন্য সভাতে শ্রোতৃবর্গের সমীপে অর্থ প্রার্থনা করিলেন। সেই সময়ে তাহার সম্মুখে ১০।১২ খানি ম্যাপ ও কম্পাসাদি ছিল। কিন্তু শ্রীব্রজমোহন দাসের পক্ষ কোন বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত গ্রহণ না করায় মল্লিক মহাশয় আক্ষেপ করেন যে এমন রত্নকে কেহ চিনিল না। কেবল তিনি একলা তাহাকে বুঝিয়াছেন তিনি রামচন্দ্রপুর যাহা কেবলমাত্র ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে পত্তন হইয়াছিল সেইটীকেই নবদ্বীপ বলিয়া স্থাপন করিতে চাহেন। সেইজন্য কতকগুলি ম্যাপ ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। এদিকে

তাহার হিসাব নাই যে, ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ম্যাপ বলিয়া কোন দ্রব্য ছিল না। তিনি তাহার মধ্যে তখন রেণেল্ড সাহেবের ম্যাপ আছে প্রকাশ করেন। কিন্তু রেণেল্ড সাহেব নভেল লেখক মাত্র বলিয়া পরিচিত বক্তা ঐ সকল অযৌক্তিক বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রপুরে নবদ্বীপ স্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেন, কিন্তু তাহাকে সেই সভায় কোন কথা বলিতে দেওয়া হয় নাই। সেটিতে তাঁহাদিগের স্বার্থের হানি হয় বলিয়া ঐরূপে বাধা দিয়াছিলেন। বক্তা স্পষ্টই বলেন যে রামচন্দ্রপুরে নবদ্বীপ ইহার কোন প্রমাণ নাই। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটের ৩০০ বৎসর পরে রামচন্দ্রপুরে ৺রামসীতা মূর্ত্তি স্থাপন করেন। যদি ঐ স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইত তাহা হইলে ৺ রামসীতাও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পরিবর্ত্তে শ্রীগৌর সুন্দরের মূর্ত্তি স্থাপিত হইত। ঐ স্থান দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পিতৃব্য ৺ গৌরাঙ্গ সিংহের জন্ম স্থানই বটে। দেওয়ানের প্রতিষ্ঠিত ৺ রামসীতার মূর্ত্তি এখনো কাঁদি রাজবাটিতে আছে। এই সকল কথা বিবেচনা না করিয়া মল্লিক মহাশয় ও দাস বাবাজী রামচন্দ্রপুর নূতন স্থাপনের [illegible] ৫০০০৲ আবশ্যক বলিয়া বিজ্ঞাপন জাহির করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় উঠিয়া বলেন যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ধর মহাশয়ের সহিত তাহার কথা হয়। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে শ্রীব্রজমোহন দাসের লিখিত ম্যাপ বেশ সঙ্গত হয় নাই এবং তিনি ঐ ম্যাপ ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। উহাতে তাহার নাম ছাপাইয়া দেওয়ায় তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। এই কথা হইলে সকলেই একবাক্যে সভাপতি মহাশয়কে এ সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য জানাইলেন, তাহাতে মহা-মহোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত [illegible]

বলিয়া তাহাতে নিজ স্বাক্ষর প্রদান করেন ■ বলেন যে এই কথাগুলি চারিদিকে প্রচার করা হউক।

"কতকগুলি নূতন প্রচারক ভ্রমবশতঃ রামচন্দ্রপুরকে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া লোকের মনে সন্দেহ জন্মাইতেছেন, বাস্তবিক পক্ষে ঐ প্রচারের দ্বারা যাঁহারা সন্দিগ্ধ হইবেন তাঁহারা শ্রীমায়াপুরের শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভাতে ঐসন্দেহের বিষয় উপস্থিত করিয়া সন্দেহ নিরসন করিবেন।

স্বাক্ষর শ্রীআশুতোষ তর্কভূষণ।

(মহামহোপাধ্যায়) ৩ চৈত্র ১৩২৫

সভাপতি মহাশয় উক্তবাক্য প্রচার করিলে নিম্নলিখিত ভগবদ্ভক্ত মহোদয়গণকে সাধু প্রশংসা বাদ দেওয়া হয়।

১। আমলাযোড়া নিবাসী শ্রীযুত শ্যামসুন্দর সরকার মহাশয়ের শ্রীমায়াপুরের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা ■ যত্ন সন্দর্শনে এবং তাহার শ্রীমায়াপুর ধামে ২৫ বৎসর ধরিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত প্রতিবর্ষে জন্মমহোৎসবে যোগদান করণের জন্য শ্রীধাম প্রচারিণী সভা তাহাকে সাধু প্রশংসাবাদ দিতেছেন।

২। যশোহরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুত রায় রাধিকাচরণ দত্তবাহাদুরের শ্রীমায়াপুরের জন্য ও শুদ্ধ বৈষ্ণব জগতের জন্য আন্তরিক চেষ্টা ■ যত্ন সন্দর্শনে শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাহাকে সাধু প্রশংসাবাদ দিতেছেন।

৩। কলিকাতা আণ্টুনীবাগান নিবাসী ভক্ত শ্রীযুত তিনকড়ি নন্দী মহাশয়ের শ্রীমায়াপুরের উন্নতিকল্পে যে সাহায্য করিতেছেন ও করিবার ■ প্রস্তুত আছেন তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে সাধু প্রশংসাবাদ দিতেছেন।

৪। শ্রীযুত হরিদাস নন্দী মহাশয় সভার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া সভার উন্নতি সাধনের [illegible] যে চেষ্টা দেখাইতেছেন তজ্জন্য শ্রীধাম প্রচারিণী সভা তাঁহাকে সাধু প্রশংসাবাদ দিতেছেন।

সভা স্থির করিলেন যে হিকিম শ্রীযুত রাধামাধব নারায়ণ দেব মহাশয়কে সভা হইতে "ভক্তিরত্ন" নাম প্রদত্ত হউক। তিনি সভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না।

বিগতবর্ষের সজ্জন তোষণী পত্রিকার ৩৯৩ পৃষ্ঠায় সার্ব্বভৌম উপাধি পরীক্ষার ফল যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা গৃহীত হইল।

সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য—শ্রীযুত অবলাকান্ত বসু।

পঞ্চরাত্রাচার্য্য—শ্রীযুত আচার্য্য দাস দেবশর্ম্মাধিকারী।

দোনাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ নাথ বস্তু গুপ্ত মহাশয় সংস্কৃত পদ্য মালা রচনা করিয়া সভাতে পঠিত হইবার [illegible] প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহা তৎপরে পঠিত হয় এবং উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন নর্ত্তন প্রমুদিতা যা ভক্তহংসাস্পদা
কৃষ্ণপ্রেমরসামৃতেন সহিতা ব্রহ্মাদিভির্বাঞ্ছিতা।
মর্ত্তস্বর্গরসাতলাদিভুবন ব্যাপ্তা পরানন্দদা
গৌরপ্রেমসমুদ্রসাম্রলহরী সাম্মান্ পবিত্রী ক্রিয়াৎ॥
যত্তল্লীলামৃতাং মনোজ্ঞা সদা মহানন্দকরী বিচিত্রা
কালাদ্বিনষ্টা নিজশুদ্ধভক্তি প্রকাশিতা যেন কলৌ স পাতু
শ্রীমদ্বৃন্দাবনে যঃ প্রভুরতিরসিকঃ সচ্চিদানন্দ ধামা
গো গোপীগোপসঙ্গে স্বজনসুখকরীং রম্যলীলাঞ্চকার
সোঽপি শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুরপি চ নবদ্বীপমধ্যেঽবতীর্য্য
[illegible] সুধন্যাঃ পিবন্তি॥

যস্যাদিলীলা মহতাং মনোজ্ঞা জন্মাদি সংন্যাসকরী বিচিত্রা।
শ্রীমন্নবদ্বীপ মনোজ্ঞধাম্নি প্রকাশিতা যেন পুনাতু গৌরঃ॥
যন্মধ্যলীলা জগতাং মনোহরা সর্ব্বাণি তীর্থানি সমাশ্রিতা সতী।
স্বপ্রেমভক্তিং প্রদদৌ জনেভ্যঃ স পাতু মাং শ্রীযুত গৌরসুন্দরঃ
যস্যান্ত্যলীলা বিশদানি চিত্রা সদাস্বমুৎকণ্ঠকরী প্রভোর্যা।
শ্রীবৈষ্ণবানাং সুখদুঃখদাচ স পাতু মাং শ্রীযুত গৌরচন্দ্রঃ॥

শ্রীরাধিকা সহিত মাধবদেবদেব দোলোৎসবোজয়তি ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং।
শ্রীগৌরসুন্দরবিভোঃ করুণাময়স্য জন্মোৎসবো জয়তি ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং॥
শ্রীগৌরসুন্দরপদাব্জনিষেবিতানাং গোবিন্দনামগুণকীর্ত্তনবিহ্বলানাং।
মায়াপুরাখ্যনগরে সুসমাগতানাং সঙ্গোৎসবোজয়তি ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং॥

সভাপণ্ডিতপাদাব্জং সভাপতিপদাম্বুজং।
সভাস্থিতানাং সভ্যানাং নমামি চরণাম্বুজং॥

শ্রীমৎ কেদারনাথস্য গৌরভক্তশিরোমণেঃ
ভক্তিবিনোদচন্দ্রস্য জীয়াৎ সৎকীর্ত্তি-কৌমুদী॥

শ্রীমন্নফরচন্দ্রস্য শ্রীরাধাবল্লভস্য চ। শ্রীমদ্যতীন্দ্রনাথস্য চৌধুরীত্রিতয়স্যচ।
ভক্তিভূষণকস্যাপি তথান্যেষাং মহাত্মনাং।
ধামপ্রচারকাণাঞ্চ জয়তাৎ সঙ্গমোৎসবঃ॥

বৈকুণ্ঠনাথগুপ্তেন দোনাগ্রামনিবাসিনা।
সম্পাদককরাম্ভোজে পত্রিকেয়ং সমর্পিতা॥

অভূন্নন্দগোপপ্রধানঃ পুরাযো জগন্নাথ মিশ্রঃ সএবাধুনাভূৎ।
যশোদাপুরা যা ত্বিদানীং শচী সা তয়োর্নন্দনঃ শ্রীল গৌরাঙ্গদেবঃ॥

সত্যজ্ঞানানন্দধামা যএকঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দনাম্না স এব।
রাঢ়ে গৌড়ে শ্রীমুকুন্দাখ্যবিপ্রাজ্জাতোহস্যাভারহারাদিদেবঃ॥

কৈলাসনাথঃ সহ বিষ্ণুনামস্বভেদরূপেণ বিরাজতেব।
শ্রীশান্তপূর্য্যাং যউবাস নিত্যমদ্বৈতচন্দ্রঃ সকলৌ বভূব॥
গদাধরঃ শ্রীবৃষভানুজাভূত যঃ শ্রীনিবাসঃ কিল নারদঃ সঃ।
পিতামহঃ শ্রীহরিদাসনামা খ্যাতঃ পৃথিব্যাং হরিদাসবর্য্যঃ॥
মুরারিগুপ্তোহনুমান্ বভূব কারাধরো যঃ স হি বাসুদেবঃ।
দত্তশ্চযেঽন্যে হরিভক্তবৃন্দা স্তএব সর্ব্বেঽপ্যতেরুরূর্ব্ব্যাং॥
রামাবতারে কিল যে হি ভক্তাঃ কৃষ্ণাবতারেঽপি সমাগতা যে।
গৌরাবতারে চ কলৌ সমস্তাঃ প্রভোঃ প্রিয়া স্তেঽপ্যবতেরুরূর্ব্ব্যাং॥
যে রামভক্তা রমণীয়ভাবা যেকৃষ্ণভক্তাঃ করুণাময়াশ্চ।
যে গৌরভক্তা গুণসাগরাস্তে সর্ব্বে ত্রিলোকং প্রপুনন্তি সন্তঃ॥

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় কয়েকটি কথা বলিয়া সে দিবস সভার কার্য্য শেষ করেন। তিনি বলেন যে, যে স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি কথা বলিতেছেন তাহা যে প্রাচীন নবদ্বীপ এবং তাহা যে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি এই সর্ব্বপ্রথমে নূতন শুনিতেছেন যে চড়ার মধ্যে রামচন্দ্রপুর। পূর্ব্বে তাহা তিনি শুনেন নাই। এখনকার লোকে যে যাহা পারে তাহাই করে। প্রেস দ্বারা কত নূতন পুস্তক ছাপা হইতেছে এবং একটু সংস্কৃত জানা থাকিলে তাহাদ্বারা পুস্তক লেখা হয়। তাহাতে বর্ত্তমানকালে যে যাহা পারে তাহা করিয়া লয়। তিনি ব্রহ্মাণীতলায় একটি সভায় উপস্থিত হইয়া ঐ স্থান মহাকবি কালিদাসের জন্মস্থান বলিয়া প্রচার করিতে শুনিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহাকেও সেই স্থানে কিছু বক্তৃতা করিতে হয়। যে সকল বিষয় সর্ব্ববাদী সিদ্ধ তাহা কখনই অন্যায় হয় না। এই শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া সেবা স্থাপনের সময় কৃষ্ণনগরে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়া

গঠিত হয় সে সময় তিনি কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে থাকেন। তিনি সেই সময় হইতে ইহার আমূল বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত আছেন। তখনকার গঙ্গার গতি ও এখনকার গঙ্গার গতি অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখনকার গঙ্গার গতি দেখিলে শ্রীমহাপ্রভুর সময়ের গঙ্গার গতি যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা বুঝিতে পারা যাইত। এই স্থানে গঙ্গার ঘাটে মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পাণ্ডিত্যে পরাস্ত করেন। এই স্থানে রঘুনাথ শিরোমণি মহাপ্রভুর ন্যায় শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ক্ষমতা দর্শনে ভীত হন। সভাপতি মহাশয় তৎপরে সকলকে তাঁহার সারগর্ভ বাক্যে বুঝাইয়া দেন যে শ্রীমহাপ্রভু মনুষ্য নহেন। এই মায়াপুর স্থানটী বহুদিন হইতে তাঁহার জন্মস্থান। পুনরায় স্বীয় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন পুনরুল্লেখ করিয়া বলেন যে কতকগুলি নূতন প্রচারক ভ্রমবশতঃ রামচন্দ্রপুরকে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া লোকের মনে সন্দেহ উৎপাদন করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ঐরূপ প্রচারের দ্বারা যাঁহারা সন্দিগ্ধ হইবেন তাঁহারা শ্রীমায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভাতে ঐ সন্দেহের বিষয় উপস্থিত করিয়া সেই সন্দেহ নিরসন করিবেন। গৌরসুন্দর সরস্বতী বুদ্ধির অতীত। এই মায়াপুরে সেন বংশের রাজধানী ছিল তাহার প্রমাণ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও বল্লালদিঘী। বল্লালসেন এই স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও দিঘী খনন করেন বল্লালটিপি ও দিঘী হরমতুপ্রা বাটীর কিছু উত্তর। লক্ষ্মণসেন রাজার সভাতেও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থাকিতেন, তাঁহারা এই স্থানেই বাস করিতেন। যেখানে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন সেই নবদ্বীপ। মহাপ্রভুর মন্দিরের পিছনে যে বল্লালদিঘী তাহাই নবদ্বীপ। এই স্থানে মহাপ্রভুর জন্মস্থান না হইয়া কোথায় কাদা উঠিল দেখিতে [illegible] লোক ব্যস্ত। তাহারা শাস্ত্র জানে না ও মানে না। আমার বিশ্বাস ৸৶৹ চৌদ্দ আনা লোকের

মত এই মায়াপুরই শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান। কালে বোল আনা লোকের মত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নূতন প্রচারক গুলির কথায় শ্রদ্ধা করিবার আবশ্যক নাই এবং তাহাদের কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। এমন কি তাহাদের কথা শুনিয়া কাহারো এই মায়াপুর সম্বন্ধে সন্দেহ করারও দরকার নাই।

রাত্র অধিক হওয়ায় ৮॥ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

প্রতীপের প্রতিবাদ।

দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ পাদ্মে।

১। বিরজার এইপারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান, প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য জীবের বসতি এবং সেই জীব সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—দৈব অর্থাৎ সদ্গুণবিশিষ্ট বা বৈষ্ণব, আসুর অর্থাৎ অসদ্গুণবিশিষ্ট বা অবৈষ্ণব। বৈষ্ণব, জগতের সমস্ত বস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধিতে তদ্ভোগে সংযত। তিনি জানেন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পরমেশ্বর বস্তু, আর সমস্তই তাঁহার অধীন দাস বা শক্তি শ্রীশ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা আর যাবতীয় বস্তুই তাঁহার ভোগ্য এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তিনি কৃষ্ণভোগ্যদ্রব্যে নিজ ভোগ বুদ্ধি আরোপ না করিয়া কায় মন ও বাক্য দ্বারা সমস্ত বস্তুই শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সেবোদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবানুরক্ত ও শান্ত; আর অবৈষ্ণব কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে জড়দেহে ও বস্তুতে অহং, মম বুদ্ধি করিয়া নিজে ভোক্তাভিমানে অর্থাৎ কৃষ্ণভোগ্য যাবতীয় বস্তুতে নিজ ভোগ্য বুদ্ধিতে

ভ্রান্ত হইয়া তদ্‌তদ্‌ বস্তু সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া সর্ব্বদা জড়সেবানুরক্ত ও অশান্ত। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" অবৈষ্ণব, ব্রহ্মাণ্ডের তদ্বিপরীত প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মযুক্ত বৈষ্ণবঠাকুরকে তাহারই ন্যায় জড়বিষয়লোলুপ, কনককামিনী লুব্ধ ছাগস্বভাববিশিষ্ট মনে করিয়া ও বৈষ্ণবঠাকুরকে তাহার জড়স্বার্থানুসন্ধানের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহিত বিবাদে রত। কিন্তু অবৈষ্ণব জানে না যে কুকুরের অনর্থক চীৎকারে যেমন কেহ কর্ণপাত করেনা ও কুকুরকে অপদার্থ জ্ঞান করে সেইরূপ বৈষ্ণবঠাকুরও অবৈষ্ণবের কোন কথায়ও কর্ণপাত করেন না এবং তাহাকে উপেক্ষা করেন। তাই অবৈষ্ণব "গাঁয়ে মানেনা মাঝে মোড়ল" সাজিতে গিয়া প্রতিপদে প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রতীপের কথা পড়িলে আমাদের মনে পদ্মপুরাণোক্ত উপরিলিখিত শ্লোকটা উদয় হয়। বৈষ্ণবগণ যাহাকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করেন অবৈষ্ণব তাহাতেই অসম্মতি প্রকাশ করেন। বৈষ্ণবগণও শাস্ত্রে বলিলেন :—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
বিষ্ণো র্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ পাদ্মে॥

উপরিউক্ত বিষয় সকল বিচার করিয়া দেখিলে অবৈষ্ণবদিগকে আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারিব।

১। অর্চ্চা শালগ্রাম সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীভগবান্ নিত্যকাল গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য স্বস্বরূপে বিরাজমান প্রপঞ্চে প্রকট-

বর্ত্তমান। শ্রীভগবানের স্বীয় নিত্যস্বরূপে প্রকটবিগ্রহে ও অর্চ্চামূর্ত্তিতে কোনও ভেদ নাই তবে লীলাগত বিচিত্রতা আছে। সেই অর্চ্চামূর্ত্তি অষ্টবিধ—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতা॥"

অর্চ্চামূর্ত্তিই যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ নিজ সৌভাগ্য শ্রীশ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা বর্ণনে বলিয়াছেন :—

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ সদন।
মহা যোগপীঠ তাঁহা রত্নসিংহাসন॥
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দ দেব নাম সাক্ষাৎ মদন॥

ঐ গ্রন্থে দুই বিপ্রের গল্পে যখন ছোট বিপ্র সাক্ষীস্বরূপ শ্রীভগবানকে আনিবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন তখন শ্রীমূর্ত্তি ও বিপ্রের কথোপকথনে

"প্রতিমা স্বরূপে তাহা যাইতে নারিব।"
এই মূর্ত্ত্যে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ব্বলোক মানে॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কাঁহাও না শুনি।
বিপ্র কহে প্রতিমা হৈয়া কহ কেনে বাণী?
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্রলাগি কর তুমি অকার্য্য করণ॥

এবং পরে যখন সেই শ্রীমূর্ত্তিই শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে আসিয়া সাক্ষী দিয়াছিলেন এবং সাক্ষীগোপাল নামে বিখ্যাত হইলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অপর শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে তত্ত্ববাদিগণের সহিত সাধ্যসাধন নির্ণয়ের তর্কে বলিয়াছিলেন "সবে একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়। সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়॥" এ সকল দেখিয়াও অবৈষ্ণব, আসুরস্বভাববিশিষ্ট লোকেরা বুঝেনা। অর্চ্চামূর্ত্তিকে জড়জাত প্রস্তর খণ্ড মনে করিলে মহা পাপ হয়। বিষ্ণুকলেবরনিন্দুক পাষণ্ডী, অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য। একথা শ্রীভগবানই, শ্রীগৌরসুন্দররূপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে বলিয়াছেন

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহে কহ—সত্ত্বগুণের বিকার?
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই—হয় যমদণ্ডী॥ চৈঃ, চঃ

সৎশাস্ত্র ও গোস্বামী শাস্ত্র না পড়িলে অসৎ ও ইন্দ্রিয় শাস্ত্র পড়িয়া নানাপ্রকার লৌকিক মতের উদয় হয়। তাহা না হইলে বৈষ্ণব ঠাকুরের ন্যায় অর্চ্চামূর্ত্তিকে সাক্ষাদ্ বৈষ্ণব জানিয়া তৎসেবায় নিযুক্ত কৃতকৃতার্থ হইতে পারিতেন। অবৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস ও মত অন্যরূপ।

২। শ্রীগুরুদেব নিত্য আশ্রয় জাতীয় ভগবান্। তিনি নিত্যকাল গোলোক বৃন্দাবনে ভগবদ্ পার্ষদরূপে বিরাজমান। ভগবদাজ্ঞায় প্রপঞ্চোদিত ভগবল্লীলার পুষ্টিসাধনার্থ ও দুর্গত কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের উদ্ধার অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাদানার্থে তিনি মর্ত্ত্যধামে আবির্ভূত হন। তিনি মায়াবদ্ধ, গোদাস, সুখ দুঃখ ক্লিষ্ট, জন্মমৃত্যুজরাবশযোগ্য জীব নহেন। ভাগ্যবান্ জীব, তাঁহাকে ভগবদভিন্ন জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার দাসত্বে নিজকে বিক্রয়

শ্রীশ্রীভগবানের সেবা পান। তাঁহার কৃপা ব্যতীত জীব যুগযুগান্তরেও ভগবৎসেবালাভ করিতে পারে না। কর্ণধার বিহীন তরণী যেরূপ গন্তব্যস্থানে যাইতে অসমর্থ তদ্বৎ।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে॥

শ্রীভগবানের ন্যায় শ্রীগুরুদেবেরও অষ্টবিধ অর্চ্চামূর্ত্তি আছে তাহাও শ্রীগুরুদেবের স্বস্বরূপাভিন্ন।

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুংমামমায়য়া॥ শ্রীমদ্ভাগবতে।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে। গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত প্রমাণে শ্রীগুরুদেব জড়াতীত অপ্রাকৃত শ্রীশ্রীভগবদ্ স্বরূপ প্রকাশ। তাঁহার অষ্টবিধ অর্চ্চামূর্ত্তিতেও নিত্য সত্য ও অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের এইরূপ বুদ্ধি কিন্তু আসুর স্বভাব অবৈষ্ণবদিগের নিরয়গামী মত।

৩। শ্রীবিষ্ণুর চরণোদক ও প্রসাদান্ন অপ্রাকৃত ও তত্তুল্য। এই অপ্রাকৃত ভগবদুচ্ছিষ্ট সেবনে জীবের সংসার নাশ ■ বিষ্ণু ভক্তি হয়। শ্রীশ্রীভগবদ্ভজনে যেরূপ জীবমাত্রেরই অধিকার সেইরূপ ভগবত্তুল্য শ্রীমহা-প্রসাদ গ্রহণে ও জাতি নির্ব্বিশেষের অধিকার। বৈষ্ণবগণ এই বিশ্বাসে মহাপ্রসাদকে বিষ্ণুতুল্য সম্মান করেন ও সর্ব্বজীবের সহিত একত্রে বসিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করেন। কারণ শাস্ত্রে আছে:—

পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং নৈবেদ্যঞ্চ বিশেষতঃ।

অন্যত্রঃ— নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারংহি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাগ্রস্তা পুত্রদারবিবর্জ্জিতা।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাঃ তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ স্কান্দে॥

অন্যত্রঃ— পবিত্রং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং, ঋগ্বেদে॥

অন্যত্রঃ— ব্রহ্মচারিগৃহস্থৈশ্চ বনস্থৈ যতিভিস্তথা।
ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্র কার্য্যাবিচারণা॥
গৌড়নিবন্ধ একাদশীতত্ত্বে

এত শাস্ত্রোক্তি ও প্রমাণ স্বরূপ শ্রীপুরুষোত্তমে জাতি বিচার হীন একত্র মহাপ্রসাদ সেবা দেখিয়াও আসুর স্বভাব ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত শ্রীমহাপ্রসাদকে জড় ভাত, ডাল বুদ্ধি করে ও প্রসাদ সেবন পংক্তিতে জাতি বিচার করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে অবৈষ্ণবদিগের পক্ষে মহাপ্রসাদে ভাত ডাল বুদ্ধি ও তদ্ গ্রহণে জাতি বিচার বুদ্ধি স্বাভাবিক কারণ—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥ স্কান্দে॥

৪। শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টও গ্রাহ্য। কারণ তাহাও অপ্রাকৃত এবং মহা মহাপ্রসাদ। বৈষ্ণব নিজে ভাত ডা'ল ভোজন করেন না, তিনি অবশ্য শ্রীভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদই ভক্ষণ করেন। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পদজল ও পদরেণু অপ্রাকৃত ও কৃষ্ণভজনের

ভক্ত পদধুলি আর ভক্ত পদ জল।
ভক্তভুক্ত অবশেষ তিন সাধনের বল॥ চৈ চ।

ভাগ্যবান্ জীব, বৈষ্ণবকে সামান্য মায়াবদ্ধজীব ও তাঁহার দেহকে মায়িক না জানিয়া তাঁহাকে মায়ামুক্ত ও অপ্রাকৃতদেহী বলিয়া জানেন। তাই তাঁহার পদধুলী, পদজল, উচ্ছিষ্ট ও কৃপা পাইতে সতত ব্যগ্র।

প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥ চৈ চ।

ভাগ্যবান্ জীব, শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরকে "তদীয়" অর্থাৎ শ্রীভগবানেরই অঙ্গস্বরূপ জানিয়া তাঁহার সেবা করেন। কিন্তু অবৈষ্ণবগণ তাহাতে ঈর্ষা করিয়া ভাগ্যবান জীবদিগকে কুটিল কটাক্ষে দর্শন করে। বৈষ্ণব-ঠাকুরের পদধুলি লইলে ও তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে অবৈষ্ণবগণের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। তাহারা ভাবে বৈষ্ণবঠাকুর তাহারই ন্যায় একটা জড়পিণ্ড সদৃশ এবং লোকে কেন তাহার পদধুলি ও উচ্ছিষ্টের সম্মান করেনা। তাহারা মূর্খ তাই তাহাদের এই নরকগামী বিশ্বাস তাহারা ভগবদ্বাক্য জানে না যে

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচপ্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং॥ শ্রীমদ্ভাগবতে।

তাহারা জানেনা—

জিহ্বা ফলং ত্বাদৃশ কীর্ত্তনং হি সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ॥

অত্রন্য—বৈষ্ণবহৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম ॥

শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর বাক্য ।

অন্যত্র—যে মে ভক্তজনা পার্থ ন মে ভক্তাশ্চতে জনাঃ ।

মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাশ্চ তে নরা ॥ আদিপুরাণে ॥

৫। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব ঠাকুরকে জগদ্‌গুরু ও দ্বিজ শ্রেষ্ঠ না জানিয়া তর্ক করে এবং বৈষ্ণব ঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রমের শৌক্র জাতি উল্লেখ করিয়া অযথা নিন্দা করিয়া নিরয়গামী হয়। কিন্তু ভাগ্যবান্ জীব বৈষ্ণব ঠাকুরকে পরমহংস, বর্ণাশ্রমাতীত ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। কারণ তাহারা জানেন বর্ণ ত্রিবিধ শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ। পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে শূদ্র পুত্র উৎপন্ন হয় অথবা সকলেই ব্রহ্মার সন্তান তজ্জন্য সকলেই জন্মাধিকার ক্রমে ব্রাহ্মণ পরে তাহাদের আচার্য্য ও বেদমাতা গায়ত্রী সংযোগে দ্বিজত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃত সাবিত্র্য জন্ম লাভ হয়। বেদপাঠে বিপ্র ও ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ ব্রাহ্মণতা হয়। ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়া সবিগ্রহ বিচিত্রতাময় শ্রীভগবানের অনন্য সেবক হইলে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হয়। সুতরাং বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমাতীত ও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণেতর জাতি বৈষ্ণব হইলে তিনি ব্রাহ্মণ (দৈক্ষ্য বা সাবিত্র্য) বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ নহেন অবৈষ্ণবের এই অমূলক ধারণা। উপরিউক্ত ত্রিবিধ জন্ম দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিই পরিচিত হইতে পারেন শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য শাস্ত্রে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

আরও শাস্ত্রে—গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা পরো নরঃ।

বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ স্কান্দে ॥

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংসং রসবিধানতঃ।

সুতরাং দ্বিজত্বে উপনীত ব্যক্তিকে অথবা দৈক্ষ ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলা অন্যায় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মহাজনগণ বলিলেন এক, অবৈষ্ণব অন্যরূপ বুঝিল, বৈষ্ণব ঠাকুর যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণ আছে।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে॥

অন্যত্র—ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ পাদ্মে॥

আরও শুচিত্বই ব্রাহ্মণের অন্যবর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা কিন্তু যঃস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ” অতএব কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকারী অপেক্ষা শুচিতর আর কেহই নাই। কৃষ্ণই সর্ব্বশুচির আধার এবং “যেই নাম সেই কৃষ্ণ” সুতরাং কৃষ্ণনামই কৃষ্ণতুল্য শুচি। সেই অপ্রাকৃত ভগবদভিন্ন সর্ব্বশুচির আধার শ্রীনাম উচ্চারণ মাত্রেই কুকুরভোজীও শুচি হন। “জিহ্বা স্পর্শ মাত্র আচণ্ডালে তারে।

অপিচ—যন্নামধেয়ঃ শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্
যৎ প্রহ্বণাৎ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ
শ্বাদোঽপি সদ্য সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩৭।

সুতরাং কৃষ্ণনামকীর্ত্তনকারী বা বৈষ্ণব যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবই যথার্থ ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্বদা স্বধর্ম্মরূপ কৃষ্ণযজ্ঞ-নিরত। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রীভগবান শ্রীগৌরসুন্দররূপে অহিন্দুকুলে উৎপন্ন শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে

প্রভু কহে তোমাস্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন॥ চৈ, চ

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শৌক্র ব্রাহ্মণ হইয়া দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া শ্রাদ্ধ পাত্র দিয়াছিলেন। যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে। সুতরাং বৈষ্ণবই আদর্শ ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে শৌক্র জাতিতে অবস্থান জানিলে মহাপরাধে নরক গমন হয়।

যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥ চৈ ভাঃ

৬। বৈষ্ণবগণ সামান্য কর্ম্মী বা জ্ঞানী নহেন তাঁহারা ভক্ত। "কর্ম্মী জ্ঞানী উভয়েই কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ। বৈষ্ণব আস্বাদয়ে সদা কৃষ্ণদাস্যসুখ।" সুতরাং অনভিজ্ঞ কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভগবদ্ভক্তকে তাহাদেরই ন্যায় জানিয়া তাঁহার দ্বারা জড় কর্ম্মাদি পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধাদি করাইয়া লইতে চায়। এবং বলে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ ও পীড়িতের সেবা না করিয়া বৈষ্ণব পিতৃমাতৃদ্রোহী ও পরোপকারী। কিন্তু অবৈষ্ণব জানেনা যে বৈষ্ণব প্রকৃত পিতৃমাতৃসেবী ও যথার্থ পরোপকারী, কিন্তু কর্ম্মী ও জ্ঞানীর ন্যায় বৈষ্ণব জড় কর্ম্মজ্ঞানালোচনা করেন না। বৈষ্ণবের কর্ম্ম ও কর্ম্মী,জ্ঞানীর কর্ম্ম বাহ্যদৃষ্টিতে

একদৃষ্ট হইলেও অন্তর দৃষ্টিতে উভয়ের উদ্দেশ্য আকাশ পাতাল ভেদ। একের উদ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণ সেবা, অপরের উদ্দেশ্য সমস্ত দ্রব্যদ্বারা নিজ ভোগ বাসনা তৃপ্তি। কর্ম্মীগণ পিতামাতাকে ভূত যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রেতাত্মার উদ্ধারকল্পে জড়ীয় চাল কলা দিয়া শ্রাদ্ধ করে কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুর পিতামাতাকে কৃষ্ণ দাসদাসী জানিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা অপ্রাকৃত শ্রীশ্রীভগবদ্ প্রসাদ দ্বারা তাহাদের শ্রাদ্ধ করেন।

বৈষ্ণবঠাকুর কৃষ্ণকর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করেন না কারণ

বৈষ্ণবস্য ন সঙ্কল্পো নো দানং ন চ কামনা।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ নো যাগঃ সত্ভূদেবাদিপূজনং॥
শুদ্ধপূতঃ সদা কাঙ্ক্ষ্যঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।
কামসঙ্কল্পরহিতশ্চান্তর্বাহ্য হরির্ব্বতঃ॥ পাদ্মে॥

বৈষ্ণব ঠাকুর জানেন ঃ—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আরও—নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেবচ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্র্যং ন কুর্য্যাৎ বৈষ্ণবো গৃহী॥ বশিষ্ঠসংহিতা

আরও— দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে

তিনি জানেন—অর্চ্চিতে দেবদেবেশে হৃজশঙ্খগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ পিতরো দেবাঃ যতঃ সর্ব্বময়ো হরিঃ॥ স্কান্দে

তাই তিনি শাস্ত্রাদেশে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যা সর্ব্বদেবতাঃ।
পিতরোঽতিথয়শ্চৈবমিতি বেদেষু বিশ্রুতং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে॥

যো ন দদ্যাদ্ধরের্ভুক্তং পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
অশ্নন্তি পিতরস্তস্য বিমূত্রং সততং দ্বিজাঃ॥ পাদ্মে

শ্রীমহাপ্রসাদদ্বারাই পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করিয়া যথার্থ পিতৃমাতৃ উপকার-রূপ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত করিয়া দেন। কারণ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবনে সংসার নাশ ও কৃষ্ণভক্তি হয়। অবৈষ্ণব কর্ম্মকাণ্ডী শ্রাদ্ধ করিয়া পিতামাতার প্রেত যোনি অপগমে পুনর্জন্ম লাভ করায়। অবৈষ্ণব জীবকে জড়শরীরী জানিয়া জড় দেহের অনিত্য ও ক্ষণিক উপকার করে কিন্তু জীবকে কৃষ্ণদাস জানিয়া বৈষ্ণব-ঠাকুর তাহার অবিদ্যারূপ কৃষ্ণবিস্মৃতি নষ্ট করিয়া তাহাকে কৃষ্ণদাস করিয়া যথার্থ ও নিত্য উপকার করেন।

৭। শ্রীনাম সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ। অবৈষ্ণবগণ এহেন অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ নাম জড়ীয় অক্ষরাত্মক জানিয়া ঘোর নারকী। শাস্ত্র বলেন

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

যেই নাম সেই কৃষ্ণ।

কৃষ্ণনাম স্বয়ং প্রকাশ বস্তু, জড়ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। জীব সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত হইয়া সেবনোন্মুখী হইলে শ্রীনামই স্বয়ং জিহ্বায় উচ্চারিত হন

শাস্ত্র বলেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীনামের ন্যায় শ্রীভগবানের লীলাস্থলী শ্রীধাম ও অপ্রাকৃত ও শ্রীভগবৎতুল্য এবং শ্রীভগবানের সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ। বৈষ্ণবগণ শ্রীধামকে কৃষ্ণতুল্য জানিয়া শ্রীধামের রজে গড়াগড়ি দেন ও শ্রীধামের কৃপায় তথায় শ্রীশ্রীভগবানের নিত্য লীলা দর্শন করেন। কিন্তু অবৈষ্ণব দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রীধামকে জড়ীয় দেশ ও গ্রামের সহিত সমদৃষ্টিতে শ্রীধামের অকৃপায় ভগবল্লীলা দর্শনে বঞ্চিত ও ঘোর নারকী। বিরজার পারস্থিত নিত্য গোলোক বৃন্দাবন ও প্রপঞ্চোদিত বৃন্দাবন বা নবদ্বীপ ধাম একই। এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ন যুজ্যতে সদা-অত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া। শ্রীভগবানের ন্যায় শ্রীধাম ও প্রপঞ্চে উদিত হইয়া নিত্য মায়াতীত ও বৈকুণ্ঠ। শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীবৈষ্ণবঠাকুর অপ্রাকৃত ও নিত্য।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীনয়নাভিরাম দাসাধিকারী।

ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভব-

ভক্তিশাস্ত্র ও পঞ্চরাত্রাচার্য্য।

নারায়ণপুর, যশোহর।

নবদ্বীপ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীঈশান ঠাকুর সে রাহুপুরে গিয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
এই রাহুপুর পূর্ব্ব রুদ্রপুর নাম।"

ইহাতে স্পষ্টই লেখা আছে যে গঙ্গার পূর্ব্বধারে রুদ্রপুর অথবা রুদ্রদ্বীপ। ভক্তিরত্নাকর পুস্তকই শ্রীযুক্ত ব্রজ মোহন দাসের মানচিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য প্রামাণ্য পুস্তক। যদি তাহাই হয় তবে আপনারা দয়া করিয়া একবার ভাল করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের (certified) মানচিত্র খানি দেখুন, তিনি ঐ রুদ্রদ্বীপকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে তাঁহার মতে যে গঙ্গার ধারা ছিল তাহার পশ্চিম পারে মানচিত্রে দেখাইতেছেন। বড় মুখ করিয়া কোমর বাঁধিয়া কলহে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ একটী অন্যায় চিত্রিত করিয়া কেন লোকের মন ভুলাইতে বসিয়াছেন। যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরকে মেয়াপুর করিতে হইবে সেই জন্য গঙ্গার ধারা তাহার পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণ বাহিনী করিয়া রুদ্রদ্বীপকে গঙ্গার খাদের পশ্চিমে দেখাইয়া যে পুস্তকের দোহাই দিতেছেন তাহার বিপরীত করিয়া তিনি কোন সাহসে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট মুখ দেখাইবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করেন। গঙ্গার গতি যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্রপুরকে কষ্ট করিয়া শ্রীমায়াপুর বলিয়া প্রকাশ করিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন না। তিনি জানেন যে কলিকাতা রিভিউর ১৮৪৬ সালের ভাগিরথীর তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ অবলম্বন করিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে রামচন্দ্রপুরে ৺গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কেবল মাত্র লেখা আছে কিন্তু তথনত উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর (কথিত আছে) জন্মভূমির কোন উচ্চবাচ্য নাই। আর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে ঐ কাগজে ঐরূপ একটা কল্পিত অন্ধকারে ঢিল ফেলার ন্যায় লেখাকে প্রমাণ বলিয়া পতাকা উড়াইয়া

দিতেছেন মাত্র। তিনি দর্পণের ৬৪ পৃষ্ঠায় গঙ্গাকে মহৎপুরের তিনদিক বেষ্টন করাইলেও রুদ্রদ্বীপকে তাঁহার গঙ্গার পূর্ব্ব পারে আনিতে পারেন নাই এবং রুদ্রদ্বীপকে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে না আনিলে তাঁহার অঙ্কিত মানচিত্রকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আর গভর্ণমেণ্টের রেকর্ড লিখিত বল্লাল দীঘির ঠিক দক্ষিণাংশে শ্রীমায়াপুর যাহা কৃষ্ণনগরের উকীলবাবুরা তাঁহার অন্যায় কার্য্যে নামিবার ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন তাহাই ভালয় ভালয় এক্ষণে নিজের দোষ স্বীকার করতঃ গ্রহণ করুন্। ইহাতে তাঁহার পৌরুষ বৃদ্ধি পাইবে ব্যতীত কমিবে না। আর যদি এখনো নির্লজ্জভাবে শ্রীযোগপীঠের সিদ্ধভক্তগণের, ও গবর্ণমেণ্টের রেকর্ডাদির অমান্য করেন তাহা হইলে পরে তজ্জন্য স্বকর্ম্মফলভুক্‌পুমান্ হইতে হইবে।

তিনি তাঁহার নিজের ওজন জানেন না সেইজন্য যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে দেশের মান্যগণ্য ব্যক্তিকে তাঁহার কলঙ্কের সহিত নাম জড়াইয়া দেন তাহাও তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। তিনি কোন্ সাহসে আমাদিগের শ্রদ্ধেয় দেশমান্য বৈষ্ণবরাজ মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নাম তাঁহার দর্পণের ১২৫ পৃষ্ঠায় ছাপিলেন। তিনি কি জানেন না যে তাঁহার ন্যায় একজন মান্যগণ্য ব্যক্তির পত্র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রত্যাখ্যান করিলে সেই পত্র প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন ও উচিত নহে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বৈষ্ণব মহারাজ কাশিমবাজারাধিপতি তাঁহার কোন কথায় থাকেন না এবং তিনি বুঝিতে পারিলে কখনই ঐরূপ একখানি তাঁহার নিকট হইতে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যাইত না। তিনি পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহোদয়ের বিনানুমতিতে নাম ছাপাইয়াছিলেন তাহা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। আর মহারাজ বাহাদুরের নাম কি তিনি ঐরূপেই

তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার ন্যায় টোকর দিয়া এক শ্রীশ্রীভগবৎ-সেবোৎকর্ষিণী সমিতি করিতে বসিয়াছেন। তাহাতে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা সমস্তই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অনুকরণ। তাহাতে তাঁহার স্বতন্ত্র বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় কি বেশী প্রকাশ পাইয়াছে? তিনি দ্বীপ গুলিতে ভগবৎসেবা বসাইতে চাহেন তাহা শ্রীধামপ্রচারিণী বারংবার প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং তৎসম্বন্ধে কার্য্যও কিছু কিছু হইয়াছে। সে সকল আমরা ধামপ্রচারিণী সভার সভ্যের নিকট হইতে বিবরণ পত্র আনিয়া পড়িয়া দেখিয়াছি। তিনিও তাহা করিতে পারিতেন। তিনি কতকগুলি গুরু পরম্পরায় ও শিষ্যানুশিষ্যের বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া দর্পণে দেখাইয়াছেন। ঐগুলি এক্ষণে আমরা আলোচনা করিলাম না কিন্তু উহাতেও তাঁহার অনেক ভুল আছে দেখিলাম। তাঁহার তারিখগুলি সকলই কল্পিত। এ সকল বিষয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া দিলে জগতের হিত সাধন করা হয় সেইজন্য ঐগুলিও ক্রমে প্রকাশ করিবার যত্ন করিব। তিনি দর্পণে তাঁহার যে চিত্র প্রতিফলিত করিয়া প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন তাহা তাঁহারই শোভা পায় কারণ তিনি দর্পণের ৮৩ ও ৮৫ পৃষ্ঠায় আপনাকে আপনি সংযোগী বৈষ্ণব বলিয়া সম্মানিত মনে করেন।

দর্পণের ১১১ ও ১১২ পৃষ্ঠায় শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার ইতিহাস বলিয়া কয়েকছত্র শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে তাঁহার দুই তিনটী পক্ষীয় লোকের সহিত পরিক্রমা করিলেই একটী বৃহৎ পরিক্রমা হয়। পূর্ব্বে একখানি পত্রিকায় ব্রজমোহন প্রকাশ করেন যে তিনি ঐ একটী পরিক্রমায় একটী কাল কুকুর সঙ্গে করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। আমরা এ স্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ের কোন একটী পরিক্রমায় যখন বৈষ্ণবগণ শ্রীগোদ্রুমে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ যাহা সজ্জনতোষণী পত্রিকায় ৪র্থ বর্ষের ১২ সংখ্যায় দেখিয়াছি তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।

২৭শে মাঘ, বুধবার। পূর্ব্বরীতিক্রমে বৈষ্ণব সকল ও যাত্রীগণ শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীগোদ্রুমে উপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব্বেই পরম ভাগবত শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় স্বীয় পরিকর সহ পশ্চিমপার নবদ্বীপের ভজন কুটীর হইতে শ্রীসুরভি কুঞ্জে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ওপারের আখড়াধারী মোহান্তগণ স্বীয় স্বীয় পরিকর লইয়া শ্রীগোদ্রুমের স্থানে স্থানে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। পরিক্রমার বৈষ্ণবগণ আসিতেছেন শুনিয়া, সমস্ত ধামবাসীগণ (তন্মধ্যে শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী স্বদলে উপস্থিত ছিলেন) কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীসুরভিকুঞ্জে নৃত্য করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব পাড়ার উপবনে গিয়া স্থান গ্রহণ করিলেন। গোদ্রুমে আর আনন্দ ধরে না। কোথাও কীর্ত্তন, কোথাও নৃত্য, কোথাও হরি হরি বলিয়া কোলাহল হইতে লাগিল। ধামবাসীগণ সমাগত বৈষ্ণব ও যাত্রীদিগকে প্রসাদ সেবা করাইয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

২৮শে মাঘ, বৃহস্পতিবার। পরিক্রমার বৈষ্ণব সকল গান করিতে করিতে গোদ্রুমদ্বীপ হইতে মধ্যদ্বীপে চলিলেন। অন্যান্য বৈষ্ণব সকল ক্রমশঃ বিদায় লইয়া শ্রীগোদ্রুম ত্যাগ করিলেন। পরস্পর বিচ্ছেদকালে বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের জল চক্ষু বহিয়া বাহির হইতে লাগিল। গমনকালে সকলে বলিতে লাগিলেন এইরূপ পবিত্র আনন্দ যেন বৎসর বৎসর হয়। উৎসব সমাপ্ত হইল। এইরূপ পরিক্রমা প্রতিবর্ষেই হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় ঐ সকল পরিক্রমাকারীগণ নিজেরা কাগজ ছাপাইয়া তাহা বিজ্ঞাপিত করেন না সেই-জন্য অনেকে জানিতে পারেন না। আরোও দেখা যায় যে এক্ষণে নব্য পরিক্রমাকারীগণ মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দিয়াও ভারুইডাঙ্গা বেলপুকুর বামনপুকুর স্থানে ভাদ্র মাসে যান নাই। পক্ষান্তরে যে সকল গ্রাম দিয়া পূর্ব্বপরিক্রমা-

ঐ সকল কথা রাখেন না। কাজে কাজেই শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস যখন ঐ সকল কথা প্রচার করিলেন তখন কতকগুলি লোক নবদ্বীপে পরিক্রমা হইয়া থাকে একথা জানিয়াছেন। কিন্তু পদ্ধতিমত পরিক্রমা না করায় শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের দোষ হইতেছে। মোদদ্রুমদ্বীপের রামচন্দ্রপুর হইতে পরিক্রমা বাহির না করিয়া শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে পরিক্রমা বাহির করিয়া নিয়মিতরূপ ঘুরিয়া আসিলে শুদ্ধ বৈষ্ণবোচিত কার্য্য হইবে। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস যে সকল দুষ্ট লোকের নিকট হইতে মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্রপুরকে মায়াপুরের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার যত্ন করিতেছেন তাহার অপেক্ষা ঐরূপ ধরণের প্রমাণ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে অনেক বেশী পাওয়া যায়। যোগপীঠ সম্বন্ধে জনশ্রুতি ও স্থানীয় লোকের নির্দ্দেশ সূচক একটী বিবরণ দেখুন। ১২৯৯ সালের মাঘ মাসে একদিবস "শ্রীহিরণ্য-[illegible] শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ খোল, করতাল, নিশান ইত্যাদি লইয়া নৌকাযোগে বাগ্দেবী (খড়ে নদী) পার হইয়া শ্রীমায়াপুর গমন করিলেন। বল্লালদীঘির পাড়ের উপর উঠিয়া শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যখন চলিতে লাগিলেন তখন, তন্নিকটবর্ত্তী বহুতর স্ত্রী, পুরুষ ও বালক আনন্দ ধ্বনি পূর্ব্বক চলিতে লাগিল। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল প্রাচীন নবদ্বীপ কি পুনরায় প্রকাশ হইবে? এই বলিতে বলিতে মুসলমান কুলোদ্ভূত অনেক মহাশয়গণও কীর্ত্তনের সঙ্গে দৌড়িতে লাগিলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন এই "বল্লালদিঘী" শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা স্থান। কেহ বলিলেন চলুন শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানে লইয়া যাই। কেহ বলিলেন খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা দেখাই।" নাচিতে নাচিতে যখন মায়াপুর নামে প্রসিদ্ধ বল্লালদীঘির সেই কোণে অবস্থিত হইলেন, তখন তন্নিকটস্থ মুসলমান [illegible] অন্যান্য লোক একযোগে ভক্তবৃন্দকে একটী উচ্চস্থানে লইয়া একটী তুলসীকানন দেখাইলেন, কহিলেন এই শ্রীগৌরাঙ্গের তুলসী বন বহুকাল হইতে আছে। কোন

অস্ত্রের দ্বারায় উৎপাটন করিয়া দিলে আপনি আবার হয়। নিঃশেষ হয় না। ভক্তবৃন্দ সেই তুলসী স্পর্শ করিয়া ভূমির উপর উঠিয়া নাচিতে নাচিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কোন মহোদয় স্বীয় মৃদু স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। আহা এই চারিশত বর্ষের তুলসী বন। আহা এই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি। আহা এই ভূমি হইতে একটী তীব্র ভাব আমাদের হৃদয়ে উঠিয়া আমাদের ধৈর্য্য অপহরণ করিতেছে। যে সকল পণ্ডিত ও গোস্বামী প্রভুগণ তাহা দেখিলেন তাঁহারা একবাক্যে কহিলেন সত্যই বটে এই স্থান শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি। স্থানই স্থানের পরিচয় দিয়াছে, এবং পার্শ্ববর্ত্তিনী জনশ্রুতি ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে। কোন মহোদয় সেই সময়ে ব্রহ্মাণ্ডভেদী ধ্বনির সহিত উঠিলেন ভাই সকল আর আমাদের কাল হরণ করা উচিৎ নয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর যুগলমূর্ত্তি এই স্থানে স্থাপন হউক সেই পল্লীস্থ কয়েকজন ভক্তবৃন্দকে পরে খোল [illegible] ভেড়ায় লইয়া গেলেন। সেখানেও সকলের হৃদয়ে একটী আশ্চর্য্য ভাব উদয় হইল। নৃত্য কীর্ত্তনের মধ্যে কাহার কাহার দশা উপস্থিত হইল। নিকটবাসী কয়েকটী মুসলমান ঐ দুই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, আমরা অনেক সময় এই স্থানে প্রচণ্ড আলোক দেখিতে পাই [illegible] অধিক রাত্রে সুন্দর কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে পাই। এই সমস্ত শুনিতে শুনিতে ভক্তবৃন্দ চাঁদ কাজীর সমাধি স্থলে উপস্থিত হইলেন। তথায় দুই একটী ফকির [illegible] কয়েকটী মুসলমান ভক্ত "গৌর গৌর" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ তদ্দৃষ্টে মহানন্দে তাঁহাদের পদধূলি লইতে লাগিলেন। কাজীমহাশয়ের সমাধিস্থলে একটী গোলোক চাঁপার গাছ আছে। সেরূপ গোলোক চাঁপার গাছ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রেমে গর গর হইয়া ভক্তবৃন্দ রাত্রিযোগে বাগ্দেবী উত্তীর্ণ হইয়া [illegible] স্থানে গেলেন বটে, কিন্তু শ্রীমায়াপুরে যাহা যাহা দৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি অতি-

বাহিত হইল। ঐরূপ অদ্ভুত ব্যাপার মানব জীবনে পরম দুর্ল্লভ। সজ্জন তোষণী ৪র্থ খণ্ড।

শ্রীমায়াপুর।

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে বর্ত্তমান কালের কুলিয়া নবদ্বীপের অপর পারে উচ্চ পুরাতন ভূমি উহা চড়াভূমি নহে, চূড়াভূমি। উহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি। ঐ স্থানে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার উদ্যোগে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাহায্যে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি সেবা চলিতেছে। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবাও বর্ত্তমান আছে। ঐ চিন্ময় স্থান বহুকালাবধি লুপ্ত হইয়াছিল। আজ ২৫ বৎসর কাল উহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ স্থানটীকে স্থানীয় মুসলমানগণ মায়াপুর স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ না করিতে পারায় সাধারণতঃ মেয়াপুর বলিয়া থাকে। কতকগুলি দুষ্টলোক উহাকে মিঞাপাড়া নাম দিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিল। এখন যেমন শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস আপনাকে সহজে পণ্ডিত মনে করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্বন্ধে গ্লানি উৎপন্ন করাইতে বসিয়াছেন সেইরূপ ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও কয়েক ব্যক্তি একটা অসদাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তন্মধ্যে আমাদের এ স্থলে দুটী আলোচ্য প্রথম :—যে স্থানকে শচীগৃহ বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ তাহা কি প্রকারে জানা যায়। অপরটী বর্ত্তমান কালে যে স্থানটিকে নবদ্বীপ বলিয়া জানা যায় সেই স্থানটীকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া কেন বিশ্বাস করা না যায়। শ্রীমায়াপুর প্রসঙ্গে আমরা এস্থলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর যাহা শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার বিবরণ পত্রে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"প্রথম বিতর্ক সম্বন্ধে আমরা বলিতেছি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালে ও তাহার অব্যবহিত পরে যে সকল সম্ভাবিত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থ বিচার করিয়া যাহা সিদ্ধান্তিত হয় তাহাই স্বীকার্য্য। স্বার্থ হানির ভয়ে যে সকল অমূলক কথা বলা যায় তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা বৈষ্ণব জগতে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পূর্ব্বে বৃন্দাবন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বচক্ষে নবদ্বীপ ভূমির সর্ব্বাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজি উদ্ধার সংকীর্ত্তনের যে বিবরণ সেই গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা পাঠ করিলে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না, হে ভক্তগণ! আপনারা যত্ন সহকারে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়টী সমুদায় ভাল করিয়া পাঠ করুন! আমরা কেবল তাহার মধ্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধার করিতেছি,—

এই মতে মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। সবার সহিত আইলেন গঙ্গাপথে॥
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ পুণ্য কীর্ত্তি গায়॥
গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়। আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি। তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোণা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া। গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া। নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর। বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর। ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয় বহুতর॥
প্রবেশ করিলা শঙ্খ বণিক নগর। আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগর॥
* * নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে। *

সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়। গাদিগাছা পার ডেঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়॥

হে ভক্তগণ! শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটী গঙ্গা হইতে অনতিদূরে যেহেতু শ্রীমহাপ্রভুর নিজ ঘাট বলিয়া একটী ঘাট বর্ণিত হইয়াছে। যেস্থানে এখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকট হইয়াছেন, সেই স্থান হইতে গঙ্গানগর প্রায় একপোয়া পথ; মধ্যে উচ্চভাগ এখন দৃশ্য হয় না। প্রকাশিত যোগপীঠ হইতে তখন গঙ্গাতীরে তীরে গঙ্গানগর

বাকি থাকে না। সেই বাঁধের গায় গায় প্রথমে মাধায়ের ঘাট পরে বারকোণা ঘাট প্রভৃতি ছিল। ঐ বাঁধটা ভাঙ্গিয়া গঙ্গাদেবী বল্লালদিঘীর একপার্শ্ব অর্থাৎ শ্রীবাস অঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। গঙ্গানগর গ্রামটী এখনও বর্ত্তমান। গঙ্গানগর হইতে লক্ষ্মণসেন ভূপতির দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত একটা ঘেরা পথ দেখা যাইতেছে। তাহারই শেষভাগে "নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলীয়া" ছিল। সিমুলিয়ার অনেক অংশ গঙ্গাগত তাহার একাংশ মাত্র আছে যেখানে এখনও সীমলা অর্থাৎ সীমন্তিনী দেবীর পূজা হয় সেই স্থান হইতে দেখুন কাজি মহাশয়দিগের বাটী পর্য্যন্ত একটী পথ বর্ত্তমান। সেই পথে প্রভু কাজির বাটী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কাজির বাটী এ পর্য্যন্ত অপগুরূপে আছে। তথায় কাজির সমাধি আছে। বহুকাল হইতে ভক্তবৃন্দ সেই সমাধি দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশে চলিলে দুইখণ্ড পতিত ভূমি দেখা যায়। তাহার মধ্যে একখণ্ড শঙ্খবণিক-দিগের পরিত্যক্ত ভূমি ও একখণ্ড তন্তুবায়দিগের পরিত্যক্ত ভূমি। এই সকল পল্লী শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত। সেই দুইখণ্ড ভূমি ছাড়িলেই একটি একান্ত স্থান পাওয়া যায়। তাহাকে নিকটবাসীগণ কীর্ত্তন বিশ্রাম স্থল বলেন। এবং কাজি সেই পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন ইহাও কহিয়া থাকেন। সেই স্থানটী যে শ্রীধরের বাটী এবং প্রভু কীর্ত্তন পরিশ্রমে লৌহপাত্রে জলপান করিয়াছিলেন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না। তাহা মানিলে চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রকাশ বর্ণনে শ্রীধরের বাটী হইতে প্রভুর বাটী যেদিক তাহা বিবেচনা করিলেও যেস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ বসিয়াছেন তাহাই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটী হয়। তথা হইতে গাদিগাছা, গাদিগাছার একাংশ এক্ষণ স্বরূপগঞ্জ বলিয়া বিখ্যাত। প্রভুর সংকীর্ত্তনের পথটীতে কোন নদীপারের উল্লেখ নাই। অতএব গঙ্গানগর সিমুলীয়া গাদিগাছা, যখন আজতক বর্ত্তমান আছে তখন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্ত "গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে হইল উদয়" এই বাক্য দ্বারা গঙ্গার পূর্ব্ব পারেই যে তখনকার নদীয়া তাহা প্রতিপন্ন হয়। যে স্থানটিকে যোগ-পীঠ বলিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাকেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত স্থান বিবরণগুলি সুন্দররূপে বুঝা যায়। নির্ণীত স্থানকে পরিত্যাগ করিলে আর ঐ বিবরণকে সুন্দররূপে রাখা যায় না। তখনকার নদীয়ার ৭টী পল্লী ছিল। তন্মধ্যে শ্রীমায়াপুর মধ্য পল্লী। যে সকল

অপর গ্রামের নাম উল্লেখ হইয়াছে ঐ সকল গঙ্গানগরাদি গ্রাম এবং বিল্বপুষ্করিণীকে শ্রীনবদ্বীপের অন্তান্ত পল্লী প্রাচীন প্রাচীন লোক বলিয়া থাকেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থও নিতান্ত আধুনিক নন। তাহাতে যে দ্বাদশ তরঙ্গ আছে তাহা আপনারা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। গৌরভক্তাগ্রগণ্য পণ্ডিত শ্রীযুত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন। তাহাতে শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীনবদ্বীপধামে পরিক্রমণ সময়ে ঐ সমস্ত স্থান দেখাইয়াছেন। তাহাতে শ্রীমায়াপুরের বিশেষ উল্লেখ আছে। তাহাতে এরূপ লেখাও আছে যে শ্রীমায়াপুরের সংলগ্ন অন্তর্দ্বীপের পতিত ভূমিতে দাঁড়াইলে শ্রীসুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়।

ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়। এস্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধ হয়।
সুবর্ণবিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস। কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস।

এখনও মায়াপুরের উত্তর পূর্ব্বভাগ হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায়। ঠাকুর নরহরি কৃত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাপদ্ধতি (যাহা শ্রীযুত কালিদাস নাথ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং যাহার একটী হস্তে লিখিত প্রাপ্ত প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীযুত লোকনাথ হোড় মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি।) তাহাতেও শ্রীমায়াপুরের উত্তম নির্দ্দেশ আছে। এখন এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে শ্রীমায়াপুর এই স্থান বটে কিন্তু যে স্থানকে যোগপীঠ বলিয়া বলা হইতেছে, তাহা যে, জগন্নাথ মিশ্রের বাটী ছিল, তাহা কিরূপে জানা যায়। উত্তর এই যে, গ্রন্থ সকল যেরূপ প্রমাণ, পুরাতন জনশ্রুতিও তদ্রূপ প্রমাণ। নিকট বাসী প্রাচীন প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ঐ স্থানকে গৌরাঙ্গের জন্মভূমি বলিয়া শুনিয়া আসিতেছেন। ঐ স্থানে যে সকল মুসলমানেরা বাস করিয়াছেন তাঁহারা স্বচক্ষে ঐ স্থানের অচিন্ত্য প্রভাব দর্শন করিয়া থাকেন। আরও দেখুন যে উচ্চভূমিকে সকলেই শ্রীযোগপীঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেস্থানে একটী অমর তুলসীকানন সকলেই দেখিয়াছেন। ঐ তুলসীকানন যে কতদিন হইতে আছে তাহা প্রাচীনলোকেও বলিতে পারেন না। "তুলসী-কাননং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।" এই বাক্যের সহিত যদি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন শিক্ষায় প্রভুর উক্তি "হরি মায়াপুরে" এই কথা মিলাইয়া দেখা যায় তাহা হইলে ঐ অমর তুলসী ক্ষেত্র পরিবেষ্টিত উচ্চ ভূমিখণ্ডই যে শ্রীগৌরহরির যোগপীঠ তাহা ভক্তগণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজোক্ত উলুক যেরূপ সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার

করিতে পারে না সেইরূপ কুতার্কিক কর্কশ হৃদয়, কনককামিনী লুব্ধ ব্যক্তিগণ শ্রীযোগপীঠের প্রভাব দেখিতে পান না। মহানুভব সকলেই সময়ে সময়ে ঐ স্থানকে শ্রীযোগপীঠ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পরমকারুণিক সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় ঐ স্থানটীকে আমাদের হৃদয়নাথ গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া দেখাইয়াছিলেন। সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহাশয় ঐ স্থানে গিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চিরস্মরণীয় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় ঐ স্থানকে প্রভু জন্মস্থান স্থির করিয়া স্বীয় গুরুদেবের নামে ঐ ভূমি পাঁচথুপী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব বলিয়া লিখাইয়াছিলেন। কালে ঐ ব্রহ্মত্তর বিক্রীত হইলে মুসলমানগণ খরিদ করেন। গত বৎসরে সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় ঐ স্থানে বসিয়া মহাপ্রেমে নিমগ্নভাবে ঐ স্থানে সেবা প্রকাশ করিবার আজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন। আজকাল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ স্থানকে মেয়াপুর বলিয়া থাকেন, মায়াপুর যে মূর্খলোকের মুখে মেয়াপুর হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গাধিকার সময়ে [illegible] সার্ভে ম্যাপ আছে, তাহাতে ঐ স্থানকে "শ্রীমায়াপুর" বলিয়া লেখা আছে। সে ম্যাপ কৃষ্ণনগরের উকিলমহাশয়েরা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীমায়াপুরকে সামান্য লোকে মেয়াপুর করিয়াছে। এই মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের মূল ভূমি, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করা উচিত নয়। ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যগত গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে ৯টী দ্বীপ সমস্তই নবদ্বীপ বটে, কিন্তু শ্রীমায়াপুর উক্ত ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তি স্থান এবং সর্ব্বাপেক্ষা অচিন্ত্য প্রভাব বিশিষ্ট। অতএব বহু প্রাচীন বৈষ্ণবেরা এই শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন,—

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং। বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে॥
শিব পঙ্কস্থিতং শক্তি সহিতং ভক্তিভূষিতং। অন্তর্মধ্যাদি নবধা দ্বীপ দিব্যমনোহরং [illegible]
তৎপঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শং। মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহং॥

শ্রীজাহ্নবী ও খড়িয়া নাম প্রসিদ্ধ বাগ্দেবী শ্রীমায়াপুরকে প্রভু ইচ্ছায় মূঢ় লোকের নিকটে গোপন রাখিবার অভিপ্রায়ে যতই [illegible] করুন না কেন শ্রীযোগপীঠ পূর্ব্বাবস্থাতেই আছেন। এইরূপই ভগবদ্গৃহের অবস্থা হইয়া থাকে। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটের সপ্তম দিনে সমুদ্র সমস্ত স্থান প্লাবিত করিলেন তখন "বিনা তদ্ভগবদ্গৃহং" এই বাক্য দ্বারা ভগবানের মন্দির যথা [illegible] ছাড়িয়াছিলেন। অযোধ্যা [illegible] প্রথবায়

ভগবজ্জন্মস্থলেও তদ্রূপ পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমায়াপুর কিছুদিন গুপ্ত হইয়া প্রকাশ হইবেন, ইহা শ্রীবেদব্যাসের অবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ইঙ্গিতে লিখিয়াছেন। যথা—

শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ ধাম, বেদে প্রকাশিব পাছে"

চিন্ময় শ্বেতদ্বীপ ধামই যে শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য লীলা স্থান তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দেখিবেন। সেই শ্বেতদ্বীপ জগতে মায়াপুররূপে উদয় হইয়াছেন। আমাদের প্রভু যখন যখন প্রপঞ্চে উদয় হন, তখন তখনই নিজের চিন্ময়-ধামের সহিত ও চিন্ময়রূপের সহিত দেখা দেন। শ্রীমায়াপুর ধাম জগতের একটী মোক্ষদায়িকাপুরী, যথা,—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥"

অযোধ্যাদি ছয়পুরী নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিকালে ছন্ন অবতার হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গৌরাঙ্গ-লীলা প্রকাশ করিবেন এই জন্যই মায়াপুরী সম্বন্ধেও বিশেষ নির্দ্দেশ এযাবৎ [illegible] নাই। কেহ কেহ শ্রীহরিদ্বারকে মায়াপুরী বলেন, কিন্তু শ্রীগর্গসংহিতা গ্রন্থে শ্রীমায়াপুরকে দুই স্থানে করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীহরিদ্বারে একভাগ ও গঙ্গাতীরে দ্বিতীয় ভাগ। সেই গঙ্গাতীরস্থ মায়াপুর কোথায় তাহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হয় নাই। ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রে লিখিত আছে।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি হ্যবন্তিকা।
দ্বারাবতী কুরুক্ষেত্রং পুষ্করো নৈমিষং বনং॥
বর্ত্তন্তেহ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি।
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরস্তু গোকুলং॥

কাপিল তন্ত্রে,—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥

ব্রহ্মযামলে,—

অথবাহহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে

পুনরায় ঊর্দ্ধাম্নায়ে,—

ত্বং হি মায়া হরেঃ শক্তি র্দুর্ঘটনপটীয়সী।
চিন্ময়বস্তুবাদিত্যমাচ্ছাদয়সি সাম্প্রতং ॥
ততো মায়াপুরখ্যাতি র্যোগপীঠস্য ভূতলে।
প্রোঢ়া মায়া তব খ্যাতি সর্ব্বত্র বর্ত্ততে প্রিয়ে ॥

এই সকল শাস্ত্র-বাক্য ■ পূর্ব্ব-মহাজন-শিক্ষা হইতে শ্রীঘনশ্যাম দাস মহাজন ভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন, যথা,—

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর। তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥
গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়। পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয় ॥
গোদ্রুম দ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়। * * *
কোল দ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর। রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥

এখন দেখুন শাস্ত্র-বাক্য প্রাচীন-জন-শ্রুতি ও মহাজন-প্রসিদ্ধি এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে নির্দ্দিষ্ট যোগপীঠই মায়াপুরান্তর্গত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ। তাহার অনতিদূরে শ্রীবাস অঙ্গন। শ্রীবাস অঙ্গনকে নিকটবাসীগণ বহুকাল হইতে খোলভাঙ্গা ডেঙ্গা বলিয়া থাকেন। খোলভাঙ্গা ডাঙ্গা মায়াপুরের হদ্দাবন্দি কাগজে উল্লিখিত আছে। তাহারা বলেন যে, যে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া মহাপ্রভু এক বৎসর সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই দ্বারে প্রবল প্রতাপ চাঁদ কাজি মহাশয় আসিয়া কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দেন। সেই হইতে ঐ স্থানের নাম খোলভাঙ্গা ডেঙ্গা। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় ঐ স্থানটীকেও পাঁচথুপির ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ত্ব করিয়াছিলেন এবং তথায় বৈরাগী বসাইয়া বৈরাগী-ডেঙ্গা নাম দিয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে, যে শিশুকালে মহাপ্রভু দাদা বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আনিতে শ্রীবাসের মন্দিরে একক যাইতেন। শিশু বালকের একলা যাওয়া যতটুকু দূর হওয়া সম্ভাবনা তাহাই দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বিচার দ্বারা স্থির হইয়াছে, যে মায়াপুর পরমধাম শ্বেতদ্বীপ এবং প্রাচীন নবদ্বীপ। সম্রাট লক্ষ্মণসেনের দুর্গ, সম্রাট বল্লালসেনের দিঘীকা ও কাজিনগর এই সমস্তই প্রাচীন নবদ্বীপে ছিল। প্রাচীন নবদ্বীপকে গঙ্গার পশ্চিম পারে কল্পনা করার আবশ্যক নাই।

কেন যে এরূপ স্থান গুপ্ত হইয়া গেল এবং কেন বা এখন পুনঃ প্রকাশ হইতেছে, ইহার একটু বিচার করা আবশ্যক। নদীর উৎপাতে মায়াপুরের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়াছিল, এবং পরে বহুতর ধর্ম্মান্তরাশ্রয়ীদিগের দৌরাত্ম্য হওয়ায়, মুসলমানদিগের রাজ্যের শেষ অংশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের তথায় বাসস্থান কষ্টকর হওয়ায় তাঁহারা গঙ্গার পূর্ব্বপৈল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে যান। শ্রীমায়াপুরের অবনতির এই দুইটি প্রধান কারণ। বিশেষরূপ ভাবিয়া দেখিলে প্রভুর ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ইঙ্গিত বাক্য আলোচনা করুন। "শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম, বেদে প্রকাশিব পাছে" এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি ? অভক্তদিগের নিকটে এই কথার অর্থ নাই। কেন না যে সময় তিনি লিখিতেছেন তখন নবদ্বীপের গৌরব পূর্ণরূপে ছিল। বেদশাস্ত্রে পাছে প্রকাশিব এ কথারও অর্থ নাই, কেন না বেদ নিত্য শাস্ত্র। এবং তাহাতে "যদা পশ্যঃ পশ্যতি রুক্ম বর্ণং" "মহান্ প্রভু র্বৈ পুরুষঃ" "ব্রহ্মপুর ইত্যাদি মন্ত্রে মায়াপুরে মহাপ্রভুর কথা প্রকাশ ছিল। অতএব বেদশব্দে বেদশাস্ত্র বুঝাইবে না। বেদ শব্দে চারি অঙ্ক বুঝিতে হইবে। কিছুদিনের মধ্যে প্রাচীন নবদ্বীপের গৌরব গুপ্ত হইবে এবং ৪ অঙ্ক লক্ষিত সময়ে পুনঃ প্রকাশিত হইবে ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। চারি অঙ্কের তিনটি অর্থ। প্রভুর জন্ম হইতে ৪ শতাব্দির পর এই এক অর্থ। এবং সেই চারি শতাব্দিতে ৪ যোগ করিলে ৪০৪ অব্দ হয়। ৪০৪ অব্দেই মায়াপুর ভক্তগণের নিকট প্রকাশ হইলে শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। পুনরায়, তাহাতে চারি [illegible] যোগ করিলে ৪০৮ হয়, এই অব্দে শ্রীমহাপ্রভু পুনরায় শচীগৃহে প্রকট হইলেন। তাই "বেদে প্রকাশিব পাছে" এই বাক্য দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ব্যাস অবতার ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যাদেশ আজ্ঞা [illegible] দেশে বিদেশে যুগপৎ হৃদয় প্রেরণা যাহা যাহা হইয়াছে, তাহা শুনিলে ভক্তবৃন্দ চমৎকৃত হইবেন। সে সব কথা আমরা বহুতর ভক্তের নিকট হইতে শুনিয়াছি এবং কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং কাহারও কাহারও পত্রে পাঠ করিয়াছি। যে সব কথা মুদ্রাঙ্কিত করা যায় না সহৃদয় [illegible] জিজ্ঞাসা করিলে সাক্ষাতে জানিতে পারিবেন।

ঐ সময়ে বিল্বপুষ্করিণী নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাকণ্ঠ পদরত্ন মহাশয় [illegible] তোষণী পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য ছাপাইয়া দেন।

আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে এক্ষণে যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত তাহা ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের নবদ্বীপ নহে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের ভগ্ন প্রাসাদের স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐ রাজাদিগের প্রাসাদের দক্ষিণে যে দীর্ঘিকা ছিল তাহাও বল্লালদীঘি নামে খ্যাত হইয়া অতীতকালের নবদ্বীপের পরিচয় দিতেছে। ঐ স্থানের দক্ষিণ পশ্চিমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর। ঐ স্থানের নিকটেই মুসলমান কর্ত্তৃক ভক্তগণের খোলভাঙ্গার স্থান বলিয়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ঐ স্থানের অব্যবহিত উত্তর পশ্চিমে শ্রীনাথপুর, নিদয়া, টোটা প্রভৃতি গ্রামে রাজ দত্ত ব্রহ্মত্র ভূমির দান পত্রে নবদ্বীপের মাঠ বলিয়া দাতা ও ভূপতিগণ পরিচয় দিয়াছেন। ঐ স্থানের পশ্চিমে রামচন্দ্রপুরের সন্নিহিত স্থানে গঙ্গা গর্ভে কখন কখন পুরাতন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ভগবতী জাহ্নবী দেবী উহার পশ্চিম দক্ষিণ দিকে এক্ষণেও পূর্ব্বমত প্রবাহিতা হইতেছেন।”

সুপ্রসিদ্ধ লেখক ভক্তবর শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয় শ্রীমায়াপুরই যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন তৎসম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ ১৩০৩ সালের সজ্জন তোষণীতে প্রকাশ করেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

“শ্রীগৌরাঙ্গের সমস্ত লীলা প্রামাণিক। কিছুই অতিরঞ্জিত বা কল্পিত বর্ণনা নয়। খুব মনোযোগ সহকারে লীলা গ্রন্থ পাঠ কর, লীলাস্থান পরিভ্রমণ কর সকলই ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবে। আজও জগন্নাথ মিশ্রের পিতা উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ি শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে বর্ত্তমান। রথ, ঝুলন প্রভৃতি উৎসবে দেশ দেশান্তর হইতে অনিমন্ত্রণে বিনা বিজ্ঞাপনে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়। উৎসব সম্পাদকগণ সমবেত জনসমূহের খাওয়া থাকার কোন বন্দোবস্ত করেন না। লোকে নিজে আহার অবস্থানের বিধান করিয়াও

ধামাদি বাসের ন্যায় সুখী। বলা বাহুল্য এই বাড়ীতেই জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম। জগন্নাথ পড়িবার জন্য নবদ্বীপে গিয়া তত্রত্য বিখ্যাতনামা পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। তিনি শ্বশুর নীলাম্বরের বাটীতে ছিলেন না। তাঁহার স্বতন্ত্র বাড়ী ছিল। প্রসিদ্ধ মুরারী গুপ্ত, চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসী জগন্নাথের নবদ্বীপস্থ বাড়ীর নিকটে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতেন। এ সকল কথা ঐতিহাসিক, সকলেরই বিশ্বাসিত ও স্বীকৃত।

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের জন্ম একথা সুদূর সাগর পারেও রাষ্ট্র। নয়টী দ্বীপ (গ্রাম) লইয়াই নবদ্বীপ। এই নয় গ্রামের এক গ্রামে অবশ্য জগন্নাথ মিশ্র বাস করিতেন আর সেই স্থানেই শ্রীবিশ্বম্ভরের জন্ম হইয়াছে। অতি বড় তার্কিক বা প্রতিবাদী হও, উল্লিখিত কথাগুলি মানিতেই হইবে। জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী সামান্য স্থান নহে,—শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি। তত্ত্ববিচারে বৃন্দাবনের শ্রীযোগপীঠ। ঐতিহাসিক আলোচনায় তত্ত্ববিশ্লেষণ আমি সমীচিন মনে করি না।

প্রায় সকল অবতারের আবির্ভাব স্থান নির্ণীত ও পরিচিত। পূর্ণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের সমস্ত ঘটনা প্রামাণিক। সেই গৌরহরির জন্মস্থান (মহা-প্রকাশস্থল) অপ্রকাশিত বিষয় কি? গৌরাঙ্গের জন্মস্থান অপরিচিত থাকিলে দায়ী গৌরচন্দ্রের মুখ্যভক্তগণ। একান্ত ভক্তগণ তাঁহাদের প্রভুর জন্মস্থান প্রকাশিত না করিয়া থাকিতে পারেন না। গৌরাঙ্গের জন্মস্থান সর্ব্বজন পরিচিত না হইলে শ্রীনবদ্বীপের মাহাত্ম্যগৌরব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে?

ভুবনবিখ্যাত ভক্ত পণ্ডিত শ্রীল ঠাকুর কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ প্রমুখ গৌরভক্ত মহাত্মাগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা বর্ত্তমান মায়াপুরই শ্রীগৌরাঙ্গের

ভক্তি গ্রন্থাবলী

প্রাপ্তিস্থান ;—

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

এবং শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর পোঃ, নদীয়া।

১। প্রেম বিবর্ত্ত। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত। মূল্য ।৶৹

২। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীল গোবিন্দদেব বিরচিত। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত। মূল্য ৸৹ বার আনা।

৩। তত্ত্বসূত্র মূল্য ॥৹ আনা।

৪। কল্যাণ কল্পতরু। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সারকথা মূলক গীতি গ্রন্থ। এক আনা মাত্র।

৫। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিভাগে ভাগবতের প্রয়োজনীয় শ্লোক সমূহ সঙ্কলিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অনুবাদ সহ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিবৃত অনুবাদ সহ মূল্য ১।৹ কাপড়ে বাঁধা ১৸৹

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল সংস্কৃত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ সহিত। পরম সুলভ মূল্য ১৲

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমাধ্ব ভাষ্য মূল্য ॥৹ আনা।

৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক সরল বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ। দ্বিতীয় সংস্করণ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১॥৹ মাত্র।

১০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সংস্কৃত মূল ও অর্থ উপক্রমণিকা উপসংহার সহ। তত্ত্ব ও রসাদিবিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার মূল্য ১৲

১১। সৎক্রিয়াসারদীপিকা মূল ও অনুবাদ। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দশ সংস্কার সংস্কার দীপিকা-বেষ পদ্ধতি। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি কৃত মূল্য ১।৹।

১২। ভজনরহস্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ॥৶৹

১৩। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত মূল, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত সানুবাদ মূল্য ।৹

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩২ বিষ্ণু।

একবিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩২ শ্রীচৈতন্যাব্দে

বার্ষিক ভিক্ষা ১ … প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।

শ্রীপত্রিকার একবিংশ খণ্ডের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। সজ্জনগণ বর্ত্তমান বর্ষের বার্ষিক ভিক্ষা পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হওয়ায় সকল গ্রাহকের নিকট ভি পি ডাকযোগে প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য বর্ষের প্রারম্ভেই ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হয়। অতএব ভি পি পাইলে বার্ষিক ভিক্ষা প্রদান করিয়া ভি পি গ্রহণপূর্ব্বক প্রচারকার্য্যে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

কাগজের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইলেও আমরা আগামী বর্ষ হইতে বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ একটাকা নির্দ্ধারিত রাখিতেই বাধ্য হইলাম। শ্রীপত্রিকার সত্ত্বাধিকারী শ্রীধাম মায়াপুরচন্দ্র। তাঁহার ভাণ্ডার হইতে শ্রীপত্রিকার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ায় আগামী বর্ষ হইতে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সুসঙ্গত।

প্রত্যেক গ্রাহক মহোদয়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা শ্রীপত্রিকার পাঠকবৃদ্ধি করাইয়া শুদ্ধভক্তি প্রচারের সহায়তা করেন। শুদ্ধভক্তি প্রচারের আর অন্য কোন পত্রিকা নাই। পত্রিকা পাঠেই শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ লাভ হয় তাহাই সাধুজীবনে একমাত্র প্রয়োজনীয়।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

ম্যানেজার—শ্রীভাগবত প্রেস এবং শ্রীসজ্জন তোষণী।

শরণাগতি ও তত্ত্বসূত্র যন্ত্রস্থ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩২ মধুসূদন।

একবিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা
৪৩২ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা নমুনা প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।

কাগজের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইলেও আমরা বর্ত্তমান বর্ষে বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ একটাকা নির্দ্ধারিত রাখিতেই বাধ্য হইলাম। শ্রীপত্রিকার সত্বাধিকারী শ্রীমন্ মায়াপুরচন্দ্র। তাঁহার ভাণ্ডার হইতে শ্রীপত্রিকার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ায় আগামী বর্ষ হইতে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সুসঙ্গত।

প্রত্যেক গ্রাহক মহোদয়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা শ্রীপত্রিকার পাঠকবৃদ্ধি করাইয়া শুদ্ধভক্তি প্রচারের সহায়তা করেন। শুদ্ধভক্তি প্রচারের আর অন্য কোন পত্রিকা নাই। পত্রিকা পাঠেই [illegible] ভক্তসঙ্গ লাভ হয় তাহাই সাধুজীবনে একমাত্র প্রয়োজনীয়।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

ম্যানেজার—শ্রীভাগবত প্রেস এবং শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩২ নারায়ণ।

একবিংশ খণ্ড, দশম সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা
৪৩২ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ নমুনা প্রেরিত হয় না।

গ্রাহকগণের প্রতি।

কাগজের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইলেও আমরা বর্ত্তমান বর্ষে বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ একটাকা নির্দ্ধারিত রাখিতেই বাধ্য হইলাম। শ্রীপত্রিকার সর্ব্বাধিকারী শ্রীমন্ মায়াপুরচন্দ্র। তাঁহার ভাণ্ডার হইতে শ্রীপত্রিকার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ায় আগামী বর্ষ হইতে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সুসঙ্গত।

প্রত্যেক গ্রাহক মহোদয়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা শ্রীপত্রিকার পাঠকবৃদ্ধি করাইয়া শুদ্ধভক্তি প্রচারের সহায়তা করেন। শুদ্ধভক্তি প্রচারের আর অন্য কোন পত্রিকা নাই। পত্রিকা পাঠেই শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ লাভ হয় তাহাই সাধুজীবনে একমাত্র প্রয়োজনীয়।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন

ম্যানেজার—শ্রীভাগবত প্রেস এবং শ্রীসজ্জন তোষণী।

প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।

এই পুস্তকে নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণবের পার্ষদত্ব জীবের বৈষ্ণবোপলব্ধির, পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণত্ব ও সিদ্ধান্ত আশ্রমিত্ব, মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবগুরুর অষ্টবিধ অর্চ্চার পূজা কর্ত্তব্যতা, বৈদিক ও লৌকিক সকল ক্রিয়াকে হরিসেবানুকূল করার আবশ্যকতা, গোস্বামী মাত্রের পরমহংসত্ব, গুরুর নিত্যত্ব, বৈষ্ণব শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা, কর্ম্মজ্ঞানের হেয়ত্ব এবং সম্প্রদায় সেবনের আবশ্যকতা বর্ণিত আছে।

শ্রদ্ধামূল্যে প্রাপ্তব্য। ডাকমাশুল ৵০।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ

ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ।

ভক্তি গ্রন্থাবলী

প্রাপ্তিস্থান ; শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, পোঃ নদীয়া।)

প্রেম বিবর্ত্ত। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত। মূল্য ।৵৹

শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীল গোবিন্দদেব বিরচিত। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত। মূল্য ৸৹ বার আনা।

৩। প্রেম প্রদীপ (ভক্তিময় উপন্যাস) ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ।৹

৪। কল্যাণ কল্পতরু। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সারকথা মূলক গীতি গ্রন্থ। অর্দ্ধ আনা মাত্র।

৫। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিভাগে ভাগবতের প্রয়োজনী শ্লোক সমূহ সঙ্কলিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অনুবাদ সহ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃত অনুবাদ সহ মূল্য ১॥৹ কাপড়ে বাঁধা ১৸৹

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল সংস্কৃত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থ বর্ষিণীটীকা এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ সহিত। পরম সুলভ মূল্য ১৲

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমাধ্ব ভাষ্য মূল্য ॥৹ আনা।

৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক সরল স্বচ্ছভাষায় লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ। দ্বিতীয় সংস্করণকাপড়ে বাঁধা মূল্য ১॥৹ মাত্র।

১০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সংস্কৃত মূল ও অর্থ উপক্রমণিকা উপসংহার সহ। তত্ত্ব ও রসাদিবিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার মূল্য ১৲

১১। সৎক্রিয়াসারদীপিকা মূল ও অনুবাদ। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দশ সংস্কার সংস্কার দীপিকা-বেষ পদ্ধতি। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি কৃত মূল্য ১।৹।

১২। ভজনরহস্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ॥৵৹

১৩। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত মূল, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত সানুবাদ মূল্য ।৹

১৪। পদ্মপুরাণ। শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রণীত, ৫৫০০০ হাজার শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ। সৃষ্টি, স্বর্গ, ব্রহ্ম, পাতাল, উত্তর, ক্রিয়াযোগ ও ভূমি, সপ্তখণ্ডাত্মক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত। মূল্য ৬৲ হরিদ্রাবর্ণ কাগজে ৭৲

হরিনাম চিন্তামণি।

সকল শুদ্ধভক্তের একমাত্র সম্বল। বিশেষতঃ নামাশ্রিত ভজনকারী ভক্তের সর্ব্বদা পাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইহাই অমূল্য দান। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম।

যদি শুদ্ধধর্ম্ম কি জানিবার ও ভজন করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ইহাই পাঠ্য। শতগ্রন্থ, শতবক্তা, শত গুরু সজ্জায় সজ্জিত জন যে উপকার করিতে পারেন না তাহা এই গ্রন্থ পাঠে লভ্য হয়। মূল্য ১।৹ ভিপিতে ১৷৷৹ ভাল গ্লেজ কাগজে ২৲ টাকা ভিপিতে ২।৹

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

২৩৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি লিখিত মূল গ্রন্থ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহভাষ্য তৎসহ অনুভাষ্য ও বহু সূচী সম্বলিত ষোলখণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য

ভক্তি গ্রন্থাবলী

(প্রাপ্তিস্থান ; শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, পোঃ নদীয়া ।)

১। প্রেম বিবর্ত্ত। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত। মূল্য ।৵০

২। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীল গোবিন্দদেব বিরচিত। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

৩। প্রেম প্রদীপ (ভক্তিময় উপন্যাস) ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ।০

৪। কল্যাণ কল্পতরু। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সারকথা মূলক গীতি গ্রন্থ। অর্দ্ধ আনা মাত্র।

৫। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিভাগে ভাগবতের প্রয়োজনী শ্লোক সমূহ সকলিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অনুবাদ সহ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌[illegible]। মূল, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃত অনুবাদ সহ মূল্য ১৷০ কাপড়ে বাঁধা ১৷৵০

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল সংস্কৃত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থ বর্ষিণীটীকা এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ সহিত। পরম সুলভ মূল্য ১৲

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমাধ্ব ভাষ্য মূল্য ॥০ আনা।

৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক সরল স্বচ্ছভাষায় লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ। দ্বিতী[illegible] সংস্করণকাপড়ে বাঁধা মূল্য ১॥০ মাত্র।

১০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সংস্কৃত মূল ও অর্থ উপক্রমণিকা উপসংহার সহ। তত্ত্ব ও রসাদিবিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার মূল্য ১৲

১১। সৎক্রিয়াসারদীপিকা মূল ও অনুবাদ। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দশ সংস্কার সংস্কার দীপিকা-বেষ পদ্ধতি। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি কৃত মূল্য ১।০।

১২। ভজনরহস্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ॥৵০

১৩। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত মূল, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর

১৪। পদ্মপুরাণ। শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রণীত, ৫৫০০০ হাজার শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ। সৃষ্টি, স্বর্গ, ব্রহ্ম, পাতাল, উত্তর, ক্রিয়াযোগ ও ভূমি, সপ্তখণ্ডাত্মক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত। মূল্য ৬৲ হরিদ্রাবর্ণ কাগজে ৩৲

হরিনাম চিন্তামণি।

সকল শুদ্ধভক্তের একমাত্র সম্বল। বিশেষতঃ নামাশ্রিত ভজনকারী ভক্তের সর্ব্বদা পাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইহাই অমূল্য দান। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম।

যদি শুদ্ধধর্ম্ম কি জানিবার ও ভজন করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ইহাই পাঠ্য। শতগ্রন্থ, শতবক্তা, শত গুরু সজ্জায় সজ্জিত জন যে উপকার করিতে পারেন না তাহা এই গ্রন্থ পাঠে লভ্য হয়। মূল্য ১৷০ ভিপিতে ১৷৷০ ভাল গ্লেজ কাগজে ২৲ টাকা ভিপিতে ২৷০

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

২৩৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি লিখিত মূল গ্রন্থ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহভাষ্য তৎসহ অনুভাষ্য ও বহু সূচী সম্বলিত ষোলখণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ৬৲ ছয় টাকা মাশুল ৷৷৵০ বাঁধা ৭৲ সাত টাকা।